প্রথমঃ স্কন্ধঃ

[দ্বিতীয় খণ্ড ; ১০—১৯ অধ্যায়].

মূল, অন্বয়, প্রতি অধ্যায়ের তাৎপর্য্য, বাঙ্গালাশব্দার্থ ও
রসবিবৃতি এবং সরল ব্যাখ্যা সম্বলিত

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর
টীকার অনুসরণে

"বিপদ-রহস্য ও বিপদ-মুক্তি" পুস্তকের
প্রণেতা—

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য

দ্বারা সম্পাদিত

কলিকাতা

১৩৩৫

[মূল্য ১।০ (দেড়) টা[illegible]

সূচী

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন

পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হওয়াতে স্বামী-টীকা ছাপা হইল না। ছাপিতে হইলে মূল্য আরও বেশী হইত। পরিশিষ্টে বর্ণমালা অনুসারে বিষয় সূচী দেওয়া হইল।

নবেম্বর মাস হইতে দ্বিতীয় স্কন্ধ ছাপা আরম্ভ হইবে এবং যাহাতে শীঘ্র ছাপা শেষ হয়, তাহার চেষ্টা করা যাইবে।

২৪ নং বলরাম বসু ঘাট রোড,
ভবানীপুর কলিকাতা।

শ্রীসতীশ কুমার ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক।

শ্রীমদ্ভাগবতম্

প্রথমঃ স্কন্ধঃ

দশম অধ্যায়

মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাগমন ও সেই সময়ে হস্তিনাপুরে স্ত্রীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথোপকথন

তাৎপর্য্য—বিশ্বপালক শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিজরাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া প্রীতমনা হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং ভ্রাতৃগণও তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিলেন। [১—৩ শ্লোক] সেই সময়ে তাঁহার রাজ্যেও প্রজাগণের নানাবিধ সুখ সম্পদ হইয়াছিল। [৪—৬ শ্লোক] শ্রীকৃষ্ণ কএক মাস্ হস্তিনায় বাস করার পর, সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিবার সময় পাণ্ডবগণ এবং অপর সকলেই (এমন কি হস্তিনার নারীগণও) অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। [৭—১৪ শ্লোক] শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনের সময়ে সেই শোভাযাত্রায় রাজোচিত মহাসমারোহ হইয়াছিল [১৫—১৯ শ্লোক]

পুরস্ত্রীগণের কথোপকথন—বিদ্যা না থাকিলেও শ্রীভগবানের শক্তিপ্রভাবে কেবল ভক্তি হইতেই যে জ্ঞানের স্ফুরণ

হয়, এই বাক্যের পরিচয় হস্তিনাপুরের স্ত্রীগণের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথোপকথন হইতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ম হইতে যে সকল বাক্য নির্গত হইয়াছিল তাহা এতই উচ্চ-ভাবাত্মক তখন বোধ হইয়াছিল যেন উপনিষদ্‌সকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ না গণের মুখ হইতে বিনিঃসৃত তত্ত্বসকলের অভিনন্দন করিতেছিলে (শ্রীধর)। প্রেমই এই জ্ঞানের উদ্ভব এবং পুষ্টিসাধন করে। শ্রীকৃষ্ণ কোন ভক্তকেই অবহেলা করেন না। অতএব সেই মহাসমারোহের মধ্যেও 'সস্মিত নিরীক্ষণ' দ্বারা তিনি সেই স্ত্রীগণকে অভিনন্দিত করিয়া দ্বারকার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন [২০—৩১ শ্লোক]

শ্রীকৃষ্ণের স্বরাজ্য সমীপে আগমন—বহুদেশ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যাস্তের সময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ রাজ্য আনর্ত্ত দেশের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে সকল দেশের প্রজাগণই তাঁহার সম্মানার্থ উপহার প্রদান করিল। [৩২—৩৬ শ্লোক]

শ্রীশৌনক উবাচ

হত্বা স্বরিক্থস্পৃধ আততায়িনো,
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
সহানুজঃ প্রত্যবরুদ্ধভোজনঃ
কথং প্রবৃত্তঃ কিমকারষীৎ ততঃ ॥১

(১) [**অন্বয়**] ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ সহানুজঃ যুধিষ্ঠিরঃ স্বরিক্থস্পৃধঃ আততায়িনঃ হত্বা [অপি] প্রত্যবরুদ্ধভোজনঃ কথং [রাজ্যে] প্রবৃত্তঃ? ততঃ কিং অকারষীৎ? (= অকার্ষীৎ)

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ধর্ম্মভৃতাং'—ধার্ম্মিকগণের (ভৃ = পুরণ করা) যাঁহারা ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করেন ; 'বরিষ্ঠঃ'—অত্যাদৃত (বৃ = সমাদর করা] ; স্বরিক্থস্পৃধঃ—'স্বস্ব'—যুধিষ্ঠিরের নিজের, + 'রিক্থ'—ধন (ঋচ্‌ = স্তব করা, কারণ লোকে ধনের আদর করে) + 'স্পৃধঃ'—তাহা অপহরণ করিয়া 'স্পর্দ্ধন্তে' = গর্ব্ব করে

যাহারা; অথবা 'স্বরিকৃথায়'—যুধিষ্ঠিরের নিজের ধনের জন্য+ 'মৃধঃ'=সংগ্রামঃ যেষাং, যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল (শ্রীধর)। রূপ 'আততায়িনঃ'—ধনাপহারিগণকে; 'হত্বা অপি'—বধকরার রও; 'অপি' পদ ইঙ্গিত করে যে বন্ধুবধের দুঃখে মহারাজ ভোগ-াহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'প্রত্যবরুদ্ধ-ভোজনঃ'—'প্রত্যবরুদ্ধ' =সংযত হইয়াছে+'ভোজন'=ভোগস্পৃহা যাঁহার।

ব্যাখ্যা—শৌনক সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধার্ম্মিকগণের মহা আদরণীয় মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাদিগের ধনাপহারী আততায়িগণকে বধ করার পরেও ভোগসুখে আসক্ত না হইয়া স্বীয় ভোগস্পৃহাকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়া কিরূপে রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং রাজ্যভার গ্রহণের পরে কি করিয়াছিলেন তাহা বলুন।

সূত উবাচ

বংশং কুরোর্ব্বংশদবাগ্নিনির্হৃতং
সংরোহয়িত্বা ভবভাবনো হরিঃ।
নিবেশয়িত্বা নিজরাজ্য ঈশ্বরো
যুধিষ্ঠিরং প্রীতমনা বভূব হ ॥২

(২) [**অন্বয়**] ভবভাবনঃ ঈশ্বরঃ হরিঃ বংশদবাগ্নিনির্হৃতং কুরোঃ বংশং সংরোহয়িত্বা [তথা] যুধিষ্ঠিরং নিজরাজ্যে নিবেশয়িত্বা প্রীতমনা বভূব হ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ভবভাবনঃ'—সংসারের পালক (ভব=সৃষ্টবস্তু); 'ঈশ্বরঃ'—সর্ব্বনিয়ন্তা; 'হরিঃ'—দুঃখহারী, বিপদ্‌হন্তা শ্রীকৃষ্ণ; 'বংশদবাগ্নিনির্হৃতং'—'বংশ' (=কুরুর বংশ) এব বঃ (=বন) তস্মিন্ অগ্নিঃ 'তদ্দ্বারা নির্হৃতং'=দগ্ধং; 'বংশদবে' র্থাৎ বাঁশবনে; বাঁশে বাঁশে সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হইয়া রূপ সমস্ত বনকে দগ্ধ করে, এই জ্ঞাতিবিরোধের সমরানল সেইরূপ

কুরু বংশকে নষ্টপ্রায় করিয়াছিল। 'সংরোহয়িত্বা' = যেন নষ্ট না হয়, এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, সেই ব্যবস্থা করিয়া (সং = সম্যগ্ ভাবে, + রুহ = অঙ্কুরিত করা)।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বপালক, সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্ববিপদ্‌হারী। জ্ঞাতিগণের সংঘর্ষণে যে কুরুকুল দাবানলের দ্বারা দগ্ধ বাঁশ-বনের ন্যায় নষ্টপ্রায় হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে স্থিত পরীক্ষিতকে রক্ষা করিয়া, সেই কুরুকুল যাহাতে পুনরঙ্কুরিত হইয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, সেই ব্যবস্থা করিলেন; এবং যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার নিজ-রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া প্রীতমনা হইলেন।

নিশম্য ভীষ্মোক্তমথাচ্যুতোক্তং
প্রবৃত্তবিজ্ঞানবিধূতবিভ্রমঃ
শশাস গামিন্দ্র ইবাজিতাশ্রয়ঃ
পরিধ্যুপান্তমনুজানুবর্ত্তিতঃ ॥৩

কামং ববর্ষ পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বকামদুঘা মহী।
সিষিচুঃ স্ম ব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীর্মুদা ॥৪
নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সবনস্পতিবীরুধঃ।
ফলন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বাঃ কামমন্বৃতু তস্য বৈ ॥৫
নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা দৈবভূতাত্মহেতবঃ।
অজাতশত্রাবভবন্ জন্তূনাং রাজ্ঞি কর্হিচিৎ

(৩—৬) [**অন্বয়**] ভীষ্মোক্তং তথা অচ্যুতোক্তং নিশম্য প্রবৃত্তবিজ্ঞানবিধূতবিভ্রমঃ অনুজানুবর্ত্তিতঃ অজিতাশ্রয়ঃ [সঃ ইন্দ্র ইব পরিধ্যুপান্তং গাং শশাস। পর্জ্জন্যঃ কামং ববর্ষ; মহী সর্ব্বকামদুঘা [আসীৎ]; ঊধস্বতীঃ গাবঃ মুদা ব্রজান্ পয়ঃ সিষিচুঃ। নদ্যঃ সমুদ্রাঃ গিরয়ঃ সবনস্পতিবীরুধঃ সর্ব্বাঃ ওষধঃ তত্র বৈ অন্বৃতুঃ ফলন্তিস্ম। অজাতশত্রৌ রাজ্ঞি [সতি] জন্তূনা দৈবভূতাত্মহেতবঃ আধয়ঃ ব্যাধয়ঃ ক্লেশাঃ কর্হিচিৎ ন [অভবন্]

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ভীষ্মের এবং শ্রীকৃষ্ণের 'উক্তং নিশম্য' = উপদেশ শ্রবণ করিয়া, যুধিষ্ঠির 'প্রবৃত্তবিজ্ঞানবিধূতবিভ্রমঃ' হইলেন; অর্থাৎ 'প্রবৃত্তঃ' = প্রবলভাবে জাত (বৃৎ=গমন করা, উত্থিত হইয়াছিল) যে 'বিজ্ঞান' = বিশেষরূপ জ্ঞান; অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বরের অধীন, তিনিই আমার মন এবং বুদ্ধি প্রভৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন, আমার নিজের কোন স্বাধীন শক্তি নাই, এইরূপ যে প্রবল ধারণা। তদ্দ্বারা 'বিধূত' = সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে 'বিভ্রমঃ' = অহং কর্ত্তা ইত্যাদি আকারের মোহ যাঁহার (শ্রীধর)। পূর্ব্বে যখন লোকক্ষয়ে বিষাদ জাত হইয়াছিল, তখন মহারাজের মনে 'আমিই যুদ্ধ করিয়াছি' এইরূপ মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। 'অনুজানুবর্ত্তিতঃ' —ভ্রাতৃগণ মহারাজের আজ্ঞাধীন ছিলেন; 'অজিতাশ্রয়ঃ'—অজিত' = যাঁহাকে অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণকে কেহই, এমন কি মায়াও জয় করিতে পারে না, তিনি + 'আশ্রয়' যাঁহার, এরূপ যুধিষ্ঠির। [ভীষ্মও মহারাজকে 'অজিতাশ্রয়ঃ' হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাবেই মহারাজের মনে 'জ্ঞান' প্রবল হইয়াছিল; এবং কোন কুপ্রবৃত্তিরই উদয় হইত না]।

'রিধ্যুপান্তং'—'পরিধি' = সমুদ্র তাহার + 'উপ' = সমীপে + 'অন্ত' = শেষ সীমা যাহার, অর্থাৎ সমুদ্রপর্য্যন্ত বিস্তৃত; 'গাং'—ধরা, রাজ্য। পর্জ্জন্যঃ'—মেঘ; 'কামং'—লোকের আবশ্যক মত; ববর্ষ = বারি বর্ষণ করিত। 'সর্ব্বকামদুঘা'—সকল প্রকার কাম্য বস্তু প্রসবকারিণী; 'ধস্বতীঃ—স্থূল ক্ষীরাধার (= 'পালান') যুক্তা (উধঃ—'পালান', বহ্ = ন করা + অস্ প্রত্যয়, যাহা দুগ্ধ বহন করে); 'ব্রজ'—গোচারণভূমি। 'বনস্পতিবীরুধঃ'—বনস্পতিঃ = বড়বৃক্ষ ও 'বীরুধঃ' = লতা সকল 'ষধয়ঃ'—গম যব প্রভৃতি; অনৃতুঃ = অনু + ঋতু = ঋতুর অনুযায়ী ফল; জন্তূনাং—জীবগণের (জন্ = জন্মান); দৈবভূতাত্মহেতবঃ—দৈব = ঈশ্বরের ইচ্ছা + ভূত (= দৈহিক বাতপিত্তাদি) + আত্মা (= মানসিক অবস্থা) + হেতু = (যথাক্রমে) উৎপত্তিস্থান যাহাদিগের এরূপ আধি = বিপদ্

(ইহা 'দৈব'হেতু) অথবা ব্যাধি=রোগ(ইহা'ভূত' অর্থাৎ দেহ হেতু)কিম্বা ক্লেশ=মনঃপীড়া (ইহা 'মন' হেতু); কদাচিৎ=কখনও।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ এবং ভীষ্মের উপদেশ অনুসরণ করাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মনে 'বিজ্ঞান' প্রবল হইয়া পূর্ব্বের বিষাদ অপগত হইয়াছিল; এবং তিনি নিজের আজ্ঞাধীন ভ্রাতৃগণকে লইয়া নিয়ত 'অজিত' শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতভাবে ইন্দ্রের ন্যায় সমৃদ্ধিতে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে মেঘ হইতে লোকের আবশ্যক-মত বারিবর্ষণ হইত, মহী কাম্যবস্তু সকল প্রদান করিতেন, গাভী-সকলের ক্ষীরাধার প্রচুর দুগ্ধে পূর্ণ হইয়া এত স্ফীত থাকিত যে উহা হইতে বহু পরিমাণে দুগ্ধ-ক্ষরণ হইয়া গোচারণ ভূমি 'সিক্ত' হইয়া যাইত। নদীসকল মৎস্যাদি,সমুদ্রসকল রত্নাদি ও গিরিসকল স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতু প্রদান করিত, এবং বড় বড় বৃক্ষ ও লতাসকল এবং ওষধি সকল যথাকালে ফল প্রদান করিত। তাঁহার রাজ্যে জীবগণের 'আধি' অর্থাৎ দৈবী বিপদ্, 'ব্যাধি' অর্থাৎ দেহের পীড়া এবং 'ক্লেশ' অর্থাৎ মনঃপীড়া হইত না।

উষিত্বা হাস্তিনপুরে মাসান্ কতিপয়ান্ হরিঃ।
সুহৃদাঞ্চ বিশোকায় স্বসুশ্চ প্রিয়কাম্যয়া ॥৭
আমন্ত্র্য চাভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিষ্বজ্যাভিবাদ্য তম্।
আরুরোহ রথং কৈশ্চিৎ পরিষ্বক্তোঽভিবাদিতঃ ॥৮

(৭-৮) [অন্বয়] হরিঃ চ সুহৃদাং বিশোকায় স্বসুঃ চ প্রিয়কাম্যয়া হাস্তিনপুরে কতিপয়ান্ মাসান্ উষিত্বা, তং [যুধিষ্ঠিরং] আমন্ত্র্য পরিষ্বজ্য অভিবাদ্য চ [কৈঃ চিৎ] পরিষ্বক্তঃ অভিবাদিতঃ [সন্] রথং আরুরোহ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—বিশোকায়=যাহাতে মনঃপীড়া দূর হইয়া শান্তি হয় সেই জন্য, শান্তির জন্য; স্বসুঃ—ভগ্নীর।

ব্যাখ্যা—দুঃখহারী শ্রীকৃষ্ণ সুহৃদ্ পাণ্ডবগণের মনঃকষ্ট দূর

করিবার জন্য এবং আপন ভগ্নী সুভদ্রার প্রীতির জন্য কএক মাস হস্তিনাপুরে বাস করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমনের জন্য রথে আরোহণ করিলেন। তখন যাঁহারা সমবয়স্ক তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন এবং যাঁহারা অল্প বয়স্ক তাঁহারা অভিবাদন করিলেন।

সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তী বিরাটতনয়া তথা।
গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রশ্চ যুযুৎসু গৌতমো যমৌ ॥৯
বৃকোদরশ্চ ধৌম্যশ্চ স্ত্রিয়ো মৎস্যসুতাদয়ঃ।
ন সেহিরে বিমুহ্যন্তো বিরহং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥১০

(৯-১০) [অন্বয়] সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী তথা বিরাট-তনয়া গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রঃ, চ যমৌ চ [তথা] মৎস্যসুতাদয়ঃ স্ত্রিয়ঃ বিমুহ্যন্তঃ [সন্তঃ] শার্ঙ্গধন্বনঃ বিরহং ন সেহিরে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'গৌতম' = কৃপাচার্য্য; 'যমৌ' = নকুল ও সহদেব; 'মৎস্যসুতা'—মৎস্যরাজার দুহিতা সত্যবতী। বিমুহ্যন্তঃ—শোককাতর, শার্ঙ্গধন্বা—বিষ্ণুর নাম, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণু।

ব্যাখ্যা—তখন সুভদ্রা প্রভৃতি স্ত্রী ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি পুরুষগণ, স্বয়ং শ্রীহরির রূপভেদ যে শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া, শোকে অধীর হইলেন।

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥১১
তস্মিন্ ন্যস্তধিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথম্।
দর্শনস্পর্শনালাপ-শয়নাসনভোজনৈঃ ॥১২

(১১-১২) [অন্বয়] সৎসঙ্গাৎ মুক্তদুঃসঙ্গঃ বুধঃ [অন্যৈঃ] কীর্ত্ত্যমানং যস্য রোচনং, যশঃ সকৃৎ আকর্ণ্য হাতুং ন উৎসহতে, দর্শনস্পর্শনালাপ—শয়নাসনভোজনৈঃ তস্মিন্ ন্যস্তধিয়ঃ পার্থাঃ কথং বিরহং সহেরন্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সৎসঙ্গাৎ মুক্তদুঃসঙ্গঃ'—সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি 'দুঃসঙ্গঃ' = দূষিত বস্তুর প্রতি সঙ্গ = আসক্তি হইতে (অর্থাৎ মদ মাৎসর্য্যাদি হইতে) মুক্ত হইয়াছে। 'রোচনং' = রুচিকর, শ্রবণমধুর; 'সকৃৎ' = একবার; 'আকর্ণ্য'—আ = মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া; 'হাতুং'—ছাড়িতে; 'দর্শনস্পর্শনালাপ' ইত্যাদি —শ্রীকৃষ্ণের মধুর মূর্ত্তি 'দর্শন', তাঁহার পাদাদি 'স্পর্শ' এবং তাঁহার সহিত 'শয়ন', 'আসন' = উপবেশন এবং একত্র ভোজন করিয়া; পার্থাঃ = কুন্তিনন্দনগণ; 'ন্যস্তধিয়ঃ' = আপন আপন 'ধীঃ' = চিত্তকে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপরে স্থাপন করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—শ্রীহরি এতই মধুর যে সাধুসঙ্গ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পরে লোকে যদি অপর কাহারও মুখ হইতে তাঁহার কীর্ত্তি-কথা একবার মাত্রও শ্রবণ করেন, তাহা হইলে ঐ কথা এতই রুচিকর বোধ হয় যে, তাহা আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না; অর্থাৎ শ্রীহরিকে না দেখিয়াও লোকে তাঁহার আকর্ষণী শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয়। পাণ্ডবগণ তাঁহার মধুর রূপ দর্শন করিয়া আপন আপন চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার পাদাদি অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আপন আপন হস্তাদি অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আপন আপন কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার সহিত একত্র শয়ন, উপবেশন এবং ভোজন দ্বারা মুগ্ধ হইয়া কুন্তীনন্দনগণের চিত্ত কৃষ্ণময় হইয়াছিল। অতএব তাঁহাদিগের চিত্ত আর তাঁহাদিগের ছিল না, তাঁহারা কি কৃষ্ণবিরহ সহ্য করিতে পারেন?

সর্ব্বে তেঽনিমিষৈরক্ষৈস্তমনুদ্রুতচেতসঃ।
বীক্ষন্তঃ স্নেহসম্বদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্র হ॥১৩
ন্যরুন্ধন্নুদ্গলদ্বাষ্পমৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে।
নির্যাত্যাগারান্নোঽভদ্রমিতি স্যাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ॥১৪

(১৩-১৪) [অন্বয়] অনুদ্রুতচেতসঃ স্নেহসম্বদ্ধাঃ তে সর্ব্বে অনিমিষৈঃ অক্ষৈঃ বীক্ষন্তঃ [যত্র যত্র সঃ চলন্তি স্ম] তত্র তত্র বিচেলুঃ। দেবকীসুতে অগারাৎ নির্যাতি [সতি] বান্ধবস্ত্রিয়ঃ নঃ [শ্রীকৃষ্ণস্য] অভদ্রং ন স্যাৎ [ইতি], ঔৎকণ্ঠ্যাৎ উদ্‌গলৎ বাস্পং ন্যরুন্ধন্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অনুদ্রুতচেতসঃ'—'অনু' = শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হওয়াতে + দ্রুত = কাতর (দ্রু = পীড়া দেওয়া) হইয়াছিল চিত্ত যাঁহাদিগের। কেন কাতর ? কারণ তাঁহারা 'স্নেহসম্বদ্ধাঃ', অর্থাৎ স্নেহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্যক্ ভাবে বদ্ধ ছিলেন। 'অনিমিষৈঃ অক্ষৈঃ'—পল্লবশূন্য দৃষ্টি দ্বারা ; 'বিচেলুঃ'—শ্রীকৃষ্ণের রথ যে যে দিকে যাইতেছিল আপন আপন দৃষ্টি সেই সেই দিকে ফিরাইতেছিলেন। 'নির্যাতি'—বহির্গত হইলে (ভাবে সপ্তমী)। 'নঃ [শ্রীকৃষ্ণস্য] অভদ্রং ন স্যাৎ'—'নঃ' = আমাদিগের শ্রীকৃষ্ণের, অর্থাৎ লৌকিক হিসাবে এই বান্ধবস্ত্রীগণ পর হইলেও প্রেমের বশে পরম আত্মীয় ছিলেন। 'অভদ্রং' = অমঙ্গল যেন না হয় এইজন্য। তাঁহাদিগের চক্ষুর জল মাটিতে পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল হইবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা 'উদ্‌গলৎ বাস্পং'—যে 'বাস্প' = অশ্রুধারা 'উৎ' = চক্ষু হইতে 'ছাপিয়ে', 'গলৎ' = ক্ষরিত হইতেছিল, ঐ অশ্রুকে ; 'ন্যরুন্ধন্'—নি = নিশ্চিত ভাবে + অরুন্ধন্ = বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রোধ করিলেন, অর্থাৎ ভূমিতে পড়িতে দিলেন না। 'ঔৎকণ্ঠ্যাৎ'—'উৎকণ্ঠা' = প্রেম জনিত আগ্রহ, তাহা হইতে জাত, অর্থাৎ প্রবল প্রেমবশতঃ যে অশ্রু নির্গত হইতেছিল।

ব্যাখ্যা—তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্নেহের ডোরে আবদ্ধ ছিলেন ; অতএব সেই অনুরাগ বশতঃ তাঁহারা অত্যন্ত কাতরভাবে শ্রীকৃষ্ণের রথের গতি অনিমিষ নেত্রে দর্শন করিতেছিলেন ; এবং রথ যে দিকে যাইতেছিল, তাঁহাদিগের দৃষ্টিও সেই দিকে ফিরিতেছিল। আত্মীয়গণের ত কাতর হওয়ারই কথা, বান্ধবস্ত্রীগণও

কাতর হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহাদেরও চক্ষু যখন অশ্রুধারা দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন চক্ষুর জল মাটিতে পড়িলে 'আমাদের' শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল হইবে, এই আশঙ্কায় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহারা অশ্রুর গতি রোধ করিলেন, অর্থাৎ অশ্রু ভূমিতে পড়িতে দিলেন না।

মৃদঙ্গশঙ্খভের্য্যশ্চ বীণাপণবগোমুখাঃ।
ধূধূর্য্যানকঘণ্টাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়স্তদা ॥১৫
প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ কুরুনার্য্যো দিদৃক্ষয়া।
ববৃষুঃ কুসুমৈঃ কৃষ্ণং প্রেমব্রীড়াস্মিতেক্ষণাঃ ॥১৬
সিতাতপত্রং জগ্রাহ মুক্তাদামবিভূষিতম্।
রত্নদণ্ডং গুড়াকেশঃ প্রিয়ঃ প্রিয়তমস্য হ ॥১৭
উদ্ধবঃ সাত্যকিশ্চৈব ব্যজনে পরমাদ্ভুতে।
বিকীর্য্যমাণঃ কুসুমৈঃ রেজে মধুপতিঃ পথি ॥১৮

(১৫-১৮) [অন্বয়] মৃদঙ্গ-শঙ্খ-ভের্য্যঃ চ বীণা-পণব-গোমুখাঃ, ধূধূরি আনক ঘণ্টাদ্যাঃ দুন্দুভয়ঃ চ নেদুঃ। দিদৃক্ষয়া প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ প্রেমব্রীড়াস্মিতেক্ষণাঃ কুরুনার্য্যঃ কৃষ্ণং কুসুমৈঃ ববৃষুঃ। প্রিয়ঃ গুড়াকেশঃ প্রিয়তমস্য [উপরি] রত্নদণ্ডং মুক্তাদাম-বিভূষিতং সিতাতপত্রং জগ্রাহ, উদ্ধবঃ সাত্যকিঃ চ এব পরম-অদ্ভুতে ব্যজনে [জগৃহতুঃ]। পথি কুসুমৈঃ বিকীর্য্যমাণঃ [কৃষ্ণঃ] মধুপতিঃ [ইব] রেজে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—প্রেমব্রীড়াস্মিতেক্ষণাঃ—কুরু-নারীগণের মুখে তখন 'স্মিত' = মৃদু হাস্য ছিল এবং 'ঈক্ষণে' = নেত্র-দ্বয় প্রেম হইতে সঞ্জাত যে ব্রীড়া = লজ্জা তদ্দারা যুক্ত ছিল। 'গুড়া-কেশঃ'—অর্জ্জুন, শ্রীধর বলেন 'গুড়াকা' = ধনুর্ব্বিদ্যা তাহাতে 'ঈশ' = পারদর্শী হওয়াতে [অথবা গুড়াকা = নিদ্রা তাহার ঈশ অর্থাৎ জিতনিদ্র (= অনলস) হওয়াতে অর্জ্জুনের এই নাম হইয়াছে। 'মু[illegible]দাম'—

মুক্তার মালা তাহা দ্বারা + 'বি' = বিশেষরূপে + ভূষিত = অলঙ্কৃত ; শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের উপরে ধৃত 'সিতাতপত্রে' = শ্বেতছত্রে বহুমূল্য মুক্তার ঝালর ছিল। 'পরম-অদ্ভুতে'—যাহা 'পরম' = অতি শ্রেষ্ঠ + 'অদ্ভুতে' = যাহা এত বিচিত্র ছিল যে অপর কোন রাজা রাজড়ার সেইরূপ চামর ছিল না (অদ্ভুতে = ন + ভূত অর্থাৎ যেরূপ চামরদ্বয় কখনও হয় নাই) 'ব্যজনে'—চামরদ্বয় (দ্বিবচন)। 'বিকীর্য্যমাণঃ'—বি = বহু পরিমাণে কুসুম সকল 'কীর্য্যমাণ' নিক্ষেপ করা হইতেছিল, শানচ্ প্রত্যয় দ্বারা ব্যাপ্তি অর্থাৎ নিয়ত বর্ষণ বুঝায় ; একবার মাত্র পুষ্পবর্ষণ করিয়াই লোকে নিবৃত্ত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের রথ যে দিকে যাইতেছিল সেই দিকেই নিয়ত বহু পরিমাণে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল। মধুপতি বসন্তদেব। বসন্তোৎসবে বাদ্যাদি হয় এবং চারিদিকে ফুলও ফোটে।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের নগর পরিত্যাগ করার সময় মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছিল ; নগরের রমণীগণ তাঁহাকে দর্শন করার বাসনায় ছাতে উঠিয়া তাঁহার দিকে পুষ্প নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এবং তাঁহাদিগের মুখে মৃদু হাস্য এবং নেত্রে ব্রীড়াযুক্ত প্রেমের দৃষ্টি ছিল। অর্জ্জুন তাঁহার বন্ধুর মস্তকের উপর রত্নখচিত দণ্ডযুক্ত শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। ঐ ছত্র বহুমূল্য মুক্তার মালা দ্বারা বিভূষিত ছিল। উদ্ধব এবং সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের উভয় পার্শ্বে অতি উৎকৃষ্ট এবং 'অদ্ভুত' চামরদ্বয় ব্যজন করিতেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের রথ যে পথেই যাইতেছিল সেই স্থানেই এত পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল যে, বোধ হইল যেন সে স্থানে স্বয়ং বসন্তদেব বিরাজ করিতেছেন।

অশ্রূয়ন্তাশিষঃ সত্যাস্তত্র তত্র দ্বিজেরিতাঃ।
নানুরূপানুরূপাশ্চ নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥১৯

(১৯) [অন্বয়] তত্র তত্র দ্বিজেরিতাঃ সত্যাঃ আশিষঃ অশ্রূয়ন্ত তে নির্গুণস্য ন অনুরূপাঃ গুণাত্মনঃ অনুরূপাঃ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ যে দিকে যাইতেছিলেন সেই দিকেই ব্রাহ্মণগণ দীর্ঘজীবী হও' 'সুখী হও' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ

করিতেছিলেন। যিনি গুণাতীত, পরমানন্দস্বরূপ সেই ঐশীভাবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই সকল আশীর্ব্বাদ 'ন অনুরূপ' অর্থাৎ অনুপযুক্ত হইলেও, 'গুণাত্মনঃ' যিনি মনুষ্যরূপে নাট্যলীলার জন্য গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নররূপধারীর পক্ষে এই আশীর্ব্বচন 'অনুরূপ' =উপযুক্ত ছিল (অর্থাৎ 'মানাইয়াছিল')। অর্থাৎ কৃষ্ণাবতারের এই নাট্যলীলা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি রসের বিষয়ীভূত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত জনের সহিত মিলনে এবং তাঁহাদিগের বিরহে 'অলৌকিক সুখদুঃখাদিময়' হন ; (বিশ্বনাথ)।

অন্যোন্যমাসীৎ সঞ্জল্প উত্তমঃশ্লোকচেতসাম্।
কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীণাং সর্ব্বশ্রুতিমনোহরঃ॥২০

(২০) [অন্বয়] উত্তমঃশ্লোকচেতসাং কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীণাং অন্যোন্যং সর্ব্বশ্রুতিমনোহরঃ সংজল্পঃ আসীৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'উত্তমঃশ্লোকচেতসাং'—যাঁহার 'শ্লোক'=লীলাদিতে প্রকাশিত যশ শ্রবণ করিলে তমঃ=অবিদ্যার অন্ধকার নাশ হয়, তাঁহাকে 'উত্তমঃশ্লোক' বলে, 'উৎ'=উদগচ্ছতি অর্থাৎ বিনষ্ট হয় তমঃ যাহা হইতে। কৌরবেন্দ্র=কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার 'পুর'=রাজধানী, তাহার স্ত্রীগণের মধ্যে। সর্ব্বশ্রুতিমনোহরঃ—যাহা সর্ব্বেষাং সকলের শ্রুতি=কর্ণ এবং মনকে হরণ করে, অর্থাৎ শুনিতে মধুর এবং চিত্তাকর্ষক (বিশ্বনাথ)। অথবা 'শ্রুতি' =বেদ উপনিষদাদি, তাহাদিগেরও মনকে হরণ করে যাহা ; অর্থাৎ বেদ উপনিষদাদিও যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই সকল 'সংজল্পকে' অভিনন্দন করিতেছিল (শ্রীধর)। সংজল্প'—সং=সম্যক্ অর্থাৎ আন্তরিক+জল্প=কথোপকথন।

ব্যাখ্যা—যে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি কথা শুনিলে অবিদ্যার মোহান্ধকার দুর হয়, তাঁহার প্রতি কুরুরাজের রাজধানীর নারীগণ নিজ নিজের চিত্ত স্থাপন করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত অর্পণ করিয়া তাঁহার ভাবে মুগ্ধা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পুরী ত্যাগ করার সময় ঐ

স্ত্রীগণ আপনাদিগের মধ্যে যে অন্তরের কথা আলাপ করিতেছিলেন, তাহা এতই গভীর-ভাব-ব্যঞ্জক যে, বোধ হইল যে তখন যেন বেদ ও উপনিষদ সকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ সকল বাক্যকে অভিনন্দিত করিতেছিল (অথবা ঐ আলাপ শুনিতে মধুর এবং চিত্তাকর্ষক)।

স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো
য এক আসীদবিশেষ আত্মনি।
অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে
নিমীলিতাত্মন্ নিশি সুপ্তশক্তিষু ॥২১

(২১) [অন্বয়] গুণেভ্যঃ অগ্রে নিশি সুপ্তশক্তিষু [সতীষু] জগদাত্মনি ঈশ্বরে নিমীলিতাত্মনি [সতি] যঃ বৈ পুরাতনঃ পুরুষঃ একঃ এব আত্মনি অবিশেষঃ আসীৎ অয়ং কিল সঃ [পুরুষঃ]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যাতিশয্য দ্বারা বিস্মিত হইয়া পুরনারীগণ পরস্পরকে বলিলেন যে, এই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ঈশ্বর [২১—২৪ শ্লোক]। ঈশ্বরের অসাধ্য বা অলভ্য কিছুই নাই; অতএব এই অলৌকিক সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হওয়া উচিত নহে; (শ্রীধর) 'গুণেভ্যঃ অগ্রে'—গুণক্ষোভাৎ পূর্ব্বং; সৃষ্টির প্রারম্ভে গুণত্রয় ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে। 'নিশি'—প্রলয়ে 'সুপ্তশক্তিষু [সতীষু]'—কালশক্তি, গুণত্রয় এবং জীবের মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি যে সকল সূক্ষ্ম শক্তি আছে, তাহারা যখন সুপ্ত বস্তুর ন্যায় ছিল, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভাবে ছিল; এবং যখন, 'জগদাত্মনি ঈশ্বরে নিমীলিতাত্মনি ['সতি']—জগতাং আত্মা = জীব সমষ্টি (শ্রীধর); অর্থাৎ জগতের সকল জীব যখন ঈশ্বরে লীন অবস্থায় ছিল। 'নিমীলিতাত্মনি'—লীনস্বরূপে (বিশ্বনাথ); জগতের জীবসকলের আত্মা = আত্মস্বরূপ যখন 'ঈশ্বরে' = যে ব্রহ্ম সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহার সহিত 'নি' = সম্পূর্ণ + 'মিলিত' হইয়াছে + আত্মা = আত্মস্বরূপ যাহাদিগের এইরূপ অবস্থায় ছিল।

তখন 'যঃ বৈ পুরাতনঃ পুরুষঃ'—যে 'বৈ' = প্রসিদ্ধ; 'পুরাতনঃ' =

জন্ম-মৃত্যুরহিত, ক্ষয়-লয়-বর্জ্জিত 'পুরুষঃ' = যিনি পুরে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন; অর্থাৎ ক্ষয় ও লয় বর্জ্জিত যে ব্রহ্ম সর্ব্ব বস্তুতে অবস্থান করেন, তিনিই। 'একঃ এব'—অদ্বিতীয়ভাবে অর্থাৎ সেই সনাতন পুরুষই কেবল ছিলেন, অপর কিছুই ছিল না। 'আত্মনি'—স্বস্বরূপে 'অবিশেষঃ' নিষ্প্রপঞ্চ অর্থাৎ নামরূপবর্জ্জিত নিরুপাধিকভাবে 'আসীৎ'—অবস্থান করিতেন। 'অয়ং কিল সঃ [পুরুষ] এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই পুরুষ।

ব্যাখ্যা—প্রলয়ের নিশায় যখন গুণত্রয় ব্রহ্ম হইতে নির্গত হয় নাই, যখন কালশক্তি প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে ছিল, এবং জগতের সকল জীব সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে লীন ছিল, তখন যে ক্ষয়-লয়-বর্জ্জিত পুরাতন পুরুষই কেবল একক ভাবে নিষ্প্রপঞ্চ আত্ম-স্বরূপে অবস্থান করিতেন, এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় সেই পুরুষ। অর্থাৎ তখন কেবল এই পুরুষই ছিলেন, অপর কোন বস্তুই ছিল না, ব্রহ্মাদিও ছিলেন না।

স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং
স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী
বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥২২

(২২) [**অন্বয়**] শাস্ত্রকৃৎ সঃ এব অনামরূপাত্মনি রূপ-নামনী বিধিৎসমানঃ [সন্] ভূয়ঃ নিজবীর্য্যচোদিতাং স্বজীবমায়াং সিসৃক্ষতীং প্রকৃতিম্ অনুসসার।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—এই শ্লোকে প্রধান কথা 'সঃ এব ভূয়ঃ নিজবীর্য্যচোদিতাং স্বজীবমায়াং সিসৃক্ষতীং প্রকৃতিং অনুসসার'। 'সঃ এব'—যে পুরাণ পুরুষ নিষ্প্রপঞ্চভাবে ছিলেন তিনিই। 'ভূয়ঃ'—পুনঃ পুনঃ অর্থাৎ প্রতি প্রলয়ের অবসানে যখনই সৃষ্টি হইয়াছে তখনই। 'নিজবীর্য্যচোদিতাং'—তাঁহার নিজেরই বীর্য্য অর্থাৎ 'কাল' নামক

শক্তি, তদ্দ্বারা 'চোদিতা' = প্রেরিতা অর্থাৎ ক্ষোভপ্রাপ্ত (stimulated) হইয়া প্রকৃতি কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন; 'স্বজীবমায়াং'—'স্ব' যে প্রকৃতি স্বয়ং তাঁহারই নিজের অংশভূতা + 'জীব' = যে জীবগণও তাঁহার অংশভূত তাহাদিগের + 'মায়া' = মোহিনী অর্থাৎ বশয়িত্রী এরূপ যে প্রকৃতি তাহাকে। 'সিসৃক্ষতী'—কাল শক্তি দ্বারা ক্ষোভিতা হইয়া যে প্রকৃতি স্বয়ং সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন; এবং যিনি সৃষ্ট জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকেও সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করান (শ্রীধর)। আমাদের পুরোবর্ত্তী এই 'পুরুষ'ই নিজের 'কাল' শক্তি দ্বারা প্রকৃতিকে ক্ষোভিতা করাইয়া তাঁহাকে 'অনুসসার'—'অনু' = সৃষ্টির মধ্যে + 'সৃ' = গমন করা; 'পুরুষ' নিজে নিষ্ক্রিয় হইয়াও আপন ঈক্ষা দ্বারা কালশক্তিকে এবং প্রকৃতিকে সৃষ্টির সকল কার্য্যেই পরিচালিত করিলেন; এবং ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইলে, তিনি জীবনস্বরূপে তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজের ঈক্ষা দ্বারা সকল কার্য্য করাইতেছেন; 'অনু' পদ দ্বারা সৃষ্টির সূক্ষ্মতম অংশেও পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, ইহাই বুঝায়।

কি কারণে 'অনুসসার'? তাই বলিতেছেন যে তাঁহার যে আত্মস্বরূপ নিষ্প্রপঞ্চ অর্থাৎ নামরূপবর্জ্জিতভাবে ছিল, সেই আত্মস্বরূপে 'রূপনামনী বিধিৎসমানঃ' রূপ এবং নাম 'বিধাতুং ইচ্ছন্' = দিতে ইচ্ছা করিয়া (বি = বিবিধ + ধা = স্থাপন করা, ইচ্ছার্থ সন্) অর্থাৎ বহু এবং বিবিধ বস্তু সৃষ্টি করিয়া সেই সকল বস্তুতে আত্মস্বরূপ প্রকটন করিয়া নিজের বিশ্বমূর্ত্তি প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে সেই নামরূপবর্জ্জিত পুরাণ পুরুষ প্রকৃতির অনুসরণ করিলেন; তখন ঐ সৃষ্ট বস্তুসকলের রূপ ও নাম তাঁহার রূপ এবং নামের তুল্য হইল।

সেই সময় তিনি 'শাস্ত্রকৃৎ'ও হইলেন। 'শাস্ত্র'—যাহা দ্বারা সৃষ্টির শাসন হইবে, অর্থাৎ গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট প্রবৃত্তিসকলের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ হইবে এবং law and order সুরক্ষিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিবে, সেই সকল ব্যবস্থাই 'শাস্ত্র'

পদে বুঝায়। অতএব শ্লোকে 'শাস্ত্রকৃৎ' পদ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, সৃষ্টির আদিতে ভগবান সংসারে শৃঙ্খলতা সংরক্ষণের জন্য ঐ সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জীবের উচ্ছৃঙ্খলতা নিরোধের জন্য যে 'ত্রিতাপের যাতনার' ব্যবস্থা আছে, উহা এই শাস্ত্রেরই অংশ; যে সকল 'পুরুষ স্বভাববিহিত' (৯অ ২৬ শ্লো) নৈতিক নিয়ম (moral law) আছে, তাহাও শাস্ত্রের অংশ। অনেক প্রাকৃতিক নিয়ম (social and physical laws) আছে, যাহা দ্বারা সংসারের কার্য্য,সমাজের কার্য্য এবং দেহের কার্য্য আপনা আপনিই সম্পাদিত হইতেছে; এবং ঐ নিয়মের যখন ব্যতিক্রম হয়, তখন কোন না কোন নৈসর্গিক বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব বা দৈহিক রোগ প্রবল হইয়া বা সমাজকে তোল পাড় করার পরে আবার ঐ সকল প্রাকৃতিক নিয়মের সাম্য এবং প্রাধান্য স্থাপিত হয়। এই নিয়ম সকল এবং তাহাদিগের ব্যতিক্রমে বিপ্লবের ব্যবস্থা 'শাস্ত্রের' অঙ্গ। শ্রীধর এবং বিশ্বনাথ বলেন যে শাস্ত্র পদের অর্থ 'বেদ'। বেদ এইরূপ শাসন কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন এবং অপর যে যে ব্যবস্থা দ্বারা সৃষ্টির 'শাসন' অর্থাৎ সংরক্ষণ হয়, তাহাদিগকেও শাস্ত্র বলা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা—যে সনাতন পুরুষ প্রলয়ের সময় নামরূপবর্জ্জিতভাবে ছিলেন, তিনি নাম রূপ ধারণ করিয়া যখন বিশ্বমূর্ত্তি প্রকটন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই পুরুষ প্রত্যেক প্রলয়ের অবসানে আত্মস্বরূপ হইতে জীবগণের মোহিনী প্রকৃতিকে নিঃসৃত করিয়া নিজের কালশক্তি দ্বারা প্রকৃতিকে ক্ষোভিত করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তা করান। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরুষ 'অনুসরণ করেন' অর্থাৎ নিজের ঈক্ষা দ্বারা প্রকৃতি এবং কালশক্তিকে পরিচালন করেন ও তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব অংশে জীবন স্বরূপ হইয়া অধিষ্ঠান করেন। সৃষ্টির সময়ই তিনি সর্ব্বতোভাবে এমন ব্যবস্থা করেন, যাহা দ্বারা সৃষ্ট বস্তু সকলের মধ্যে শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হইবে।

স বা অয়ং যৎ পদমত্র সূরয়ো-
জিতেন্দ্রিয়া নির্জ্জিতমাতরিশ্বনঃ।
পশ্যন্তি ভক্ত্যুৎকলিতামলাত্মনা
নম্বেষ সত্ত্বং পরিমাষ্টু্মর্হতি ॥২৩

(২৩) [অন্বয়] নির্জিতমাতরিশ্বনঃ জিতেন্দ্রিয়াঃ সূরয়ঃ ভক্ত্যুৎকলিতামলাত্মনা যৎ পদং পশ্যন্তি সঃ বৈ অয়ং; এষঃ নমু সত্ত্বং পরিমার্ষ্টুম্ অর্হতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—যাঁহার দর্শন অতি দুর্লভ তাহা আমরা লাভ করিলাম, এই ভাব, এবং শ্রীকৃষ্ণ কেবল দ্বাপরের নহেন তিনি নিত্যলীল ও নিত্যস্বরূপ এবং ভক্তগণ তাঁহাকে সদা লাভ করেন; এই উভয় ভাবই এই শ্লোকে প্রকাশিত হইয়েছে। 'নির্জিতমাতরিশ্বনঃ' —'নির্জিত = 'নিঃ' সম্পূর্ণভাবে জিত = রুদ্ধ হইয়াছে + 'মাতারশ্বা' = প্রাণবায়ু (মাতরি—আকাশে + শ্বি = বৃদ্ধি পাওয়া, ব্যাপ্ত থাকা; অর্থাৎ বায়ু) যাঁহাদিগের দ্বারা; অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা যাঁহারা 'প্রাণ' বায়ুকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন, অতএব 'জিতেন্দ্রিয়াঃ—ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সকলকে এইরূপ আয়ত্ত করিয়াছেন যে যোগিগণ। সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য প্রাণবায়ুর অধীন হওয়াতে প্রাণবায়ুকে জয় করা-মাত্র ইন্দ্রিয়-সকলের বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় (বিশ্বনাথ); 'সূরয়ঃ'—সাধকগণ; 'ভক্ত্যুৎ-কলিতামলাত্মনা'—ভক্তি দ্বারা 'উৎকলিত'—উৎকণ্ঠাযুক্ত ('উৎ' = ব্যগ্রভাবে + কল = চিন্তা করা) কখন প্রভুর দর্শন লাভ করিব, এইরূপ উৎকণ্ঠাযুক্ত হওয়াতে 'আত্মা'—মন এবং বুদ্ধি যখন 'অমল' হয়, অর্থাৎ মন হইতে কামক্রোধাদি নিবৃত্ত হওয়াতে মন এবং বুদ্ধি উভয়ই নির্ম্মল হইয়া, যখন অন্তর্মুখী হয়, তখন তাঁহারা 'যৎ পদং'—যাঁহার স্বরূপকে। 'সত্ত্বং'—মন ও বুদ্ধি 'পরিমার্ষ্টুং'—সম্যক্ বিশুদ্ধ করিতে; শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলে কেবল ভক্তি দ্বারাই চিত্ত নির্ম্মল হয়, সেজন্য আর যোগের আবশ্যক হয় না, প্রাণায়ামাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়েরও আর দরকার হয় না (বিশ্বনাথ)

ব্যাখ্যা—সাধকগণ প্রাণায়ামের সময় যখন সম্পূর্ণরূপে প্রাণ-বায়ুকে রোধ করিতে পারেন, তখন ইন্দ্রিয়গণের বহির্মুখী বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া ভক্তি দ্বারা যখন তাঁহাদের চিত্তে পরমপুরুষকে দর্শনের উৎকণ্ঠা জন্মায়, তখন চিত্তশুদ্ধি হইয়া সাধকগণ যাঁহার পরম পদ দর্শন করেন, এই শ্রীকৃষ্ণ সেই পরমপুরুষ। ইনি কৃপা করিলে কেবল ভক্তি দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়—যোগ বা প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়ের আর আবশ্যক হয় না।

স বা অয়ং সখ্যনুগীতসৎকথো
বেদেষু গুহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ।
য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া
সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে ॥২৪

(২৪) [**অন্বয়**] হে সখি যঃ ঈশঃ একঃ [এব] আত্ম-লীলয়া জগৎ সৃজতি, অবতি অত্তি, তত্র ন সজ্জতে, বেদেষু [তথা] গুহ্যেষু [শাস্ত্রেষু] গুহ্যবাদিভিঃ যঃ অনুগীতসৎকথঃ সঃ এব অয়ং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ঈশঃ = সর্ব্বনিয়ন্তা ; 'একঃ [এব] = অপর কাহারও সাহায্য না লইয়া ; 'আত্মলীলয়া'—ভগবানের ইচ্ছার নামই লীলা, এবং ঐ ইচ্ছা পূরণার্থ কার্য্যকরী শক্তির নাম 'যোগ-মায়া'। এই শক্তি ত্রিগুণময়ী, অতএব 'আত্মলীলয়া' = নিজের ইচ্ছামাত্র যোগমায়া-শক্তি দ্বারা যিনি জগৎকে সৃষ্টি করিতেছেন, 'অবতি' = পালন করিতেছেন ও 'অত্তি' = সংহার করিতেছেন, কিন্তু 'তত্র' = ঐ সৃষ্টি, পালন ও সংহার কার্য্যে 'ন সজ্জতে'—গুণত্রয়ের অধীন হন না, প্রভুস্বভাবেই থাকেন ; ('সন্জ' ধাতুর অর্থ আত্মাভিমান করা, অর্থাৎ অহং মম ভাব ধারণ করা। রজঃ এবং তমঃ গুণের অধীন হইলে এই ভাব জন্মায়, অতএব 'ন সজ্জতে' = গুণত্রয়ের অধীন না হওয়া)। 'বেদেষু' —কেবল এক বেদে নয় চারি বেদেই। 'গুহ্যেষু [শাস্ত্রেষু]—বেদান্তাদি

যে সকল শাস্ত্রে সৃষ্টিলীলা এবং ব্রহ্ম-স্বরূপের গুহ্য=গভীর অর্থাৎ দুর্ব্বোধ রহস্য নিরূপিত (=সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত) হইয়াছে ; 'গুহ্যবাদিভিঃ'—যে শাস্ত্রকারগণ ঐ সকল গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা। 'অনুগীতসৎকথঃ'—এই পদ 'সঃ' পদের বিশেষণ ; বেদ এবং গুহ্য শাস্ত্রসকলে যে 'সৎ'=সনাতন ব্রহ্মের কথা 'অনুগীতঃ'=গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া ভক্তির সহিত গীত হইয়াছে। সেই 'অনুগীতসৎকথঃ সঃ এব অয়ং'—তিনিই আমাদিগের সম্মুখে এই শ্রীকৃষ্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন।

ব্যাখ্যা—হে সখি যে সর্ব্বনিয়ন্তা এককই 'আত্মমায়য়া' কেবল ইচ্ছা দ্বারাই (অর্থাৎ নিজে কোন কার্য্য না করিয়া বা অপর কাহারও সাহায্য না লইয়া, সেইজন্য বলিলেন ('একঃ এব') জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্য্য করিতেছেন এবং মায়া-শক্তি দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করার সময় যিনি 'ন সজ্জতে' ; অর্থাৎ প্রাকৃত জীবের ন্যায় গুণত্রয়ের অধীন হন না, তাহাদিগের প্রভু ভাবেই থাকেন ; চতুর্ব্বেদ এবং বেদান্তাদি অপর যে সকল শাস্ত্রে সৃষ্টি-লীলা এবং ব্রহ্মস্বরূপের গভীর অর্থাৎ দুর্ব্বোধ রহস্য নিরূপণ করিয়াছেন, ঐ সকল শাস্ত্রে যে সনাতন ব্রহ্মের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত এবং ভক্তির সহিত গীত হইয়াছে, সেই সনাতন ব্রহ্মই আমাদিগের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন।

যদা হ্যধর্ম্মেণ তমোধিয়ো নৃপা
জীবন্তি তত্রৈষ হি সত্ত্বতঃ কিল
ধত্তে ভগং সত্যমৃতং দয়াং যশো
ভবায় রূপাণি দধদ্‌ যুগে যুগে ॥২৫

(২৫) [**অন্বয়**] যদা হি তমোধিয়ঃ নৃপাঃ অধর্ম্মেণ জীবন্তি তত্র এষঃ কিল ভবায় সত্ত্বতঃ রূপাণি দধৎ যুগে যুগে ভগং সত্যম্ ঋতং দয়াং যশঃ ধত্তে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'তমোধিয়ঃ'—'তমঃ' = অবিদ্যার অন্ধকার, তাহা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে ধী = বুদ্ধি, যাহাদিগের। 'জীবন্তি' —দেহের পুষ্টি করে। 'এষঃ'—এই শ্রীকৃষ্ণই; 'কিল'—নিশ্চয়; 'ভবায়'—স্থিত্যৈ (শ্রীধর) 'সত্ত্বতঃ'—নিজের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে প্রকাশ করিয়া; 'দধৎ'—ধারণ করার সময়। 'যুগে যুগে'—শ্রীকৃষ্ণ কেবল দ্বাপরের নন সকল যুগেরই। 'ভগং'—ঐশ্বর্য্য; সত্যং = সত্যপ্রতিজ্ঞত্ব (শ্রীধর) 'ঋতং'—যথার্থ উপদেশকত্ব (শ্রীধর); 'দয়াং'—ভক্তবাৎসল্য; 'যশঃ'—অদ্ভুতকর্ম্মত্ব।

ব্যাখ্যা—যখন অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্নচিত্ত রাজগণ সুখভোগের জন্য অধর্ম্মাচরণ করেন, তখন সৃষ্টি রক্ষার জন্য এই শ্রীকৃষ্ণই নিজ শুদ্ধসত্ত্বময় রূপ যুগে যুগে ধারণ করেন; এবং সেই রূপে বা তাঁহার আচরণে ঐশ্বর্য্য, সত্যপ্রতিজ্ঞত্ব, সত্য উপদেশ, ভক্তবাৎসল্য এবং অদ্ভুত কর্ম্ম প্রকাশিত হয়।

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুল-
মহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্।
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ
স্বজন্মনা চঙ্ক্রমণেন চাঞ্চতি ॥২৬
অহোবত স্বর্যশসস্তিরস্করী
কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।
পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং
স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎপ্রজাঃ ॥২৭

(২৭) [অন্বয়] অহো ভুবঃ পুণ্যযশস্করী কুশস্থলী স্বর্যশসঃ তিরস্করী যৎপ্রজাঃ যদনুগ্রহেষিতং স্মিতাবলোকং স্বপতিং নিত্যং পশ্যন্তি স্ম।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ভুবঃ পুণ্যযশস্করী পৃথিবীর 'পুণ্য' পবিত্রতা এবং যশ যাহা দ্বারা হয়; 'কুশস্থলী'—দ্বারকা; দ্বারকা

থাকাতে পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে, এবং পৃথিবীর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং 'স্বর্যশসঃ তিরস্করী'—দ্বারকা 'স্ব' = দ্বারা স্বর্গের যশেরও পরিভব হইয়াছে। কেন? কারণ 'যৎপ্রজাঃ'—যে দ্বারকার প্রজাসকল; 'অনুগ্রহেষিতং'—অনুগ্রহ-প্রদর্শন হইয়াছে, 'ঈষিত'— অভিপ্রেত যাঁহার এরূপ যে 'স্মিতাবলোকং'—'স্মিত' = মৃদুহাস্যযুক্ত 'অবলোক' = দৃষ্টি আছে যাঁহার এরূপ 'স্বপতিং' = স্বস্য আত্মনঃ পতিং, শ্রীকৃষ্ণ কেবল লৌকিক হিসাবে রাজা নন, তিনি 'আত্মারও' পতি, স্বয়ং শ্রীহরি। স্বয়ং শ্রীহরির অবতার শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় প্রজাগণ নিত্য দেখিতে পান, কিন্তু স্বর্গের দেবগণও শ্রীহরিকে নিত্য দেখিতে পান না, অতএব দ্বারকা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠতুল্য।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থ দেখ; পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

নূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ
সমর্চ্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ .
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহু
র্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সম্মুমুহুর্যদাশয়াঃ ॥২৮

(২৮) [**অন্বয়**] হে সখি, যদাশয়াঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ সংমুমুহুঃ [তৎ] অধরামৃতং যাঃ [স্ত্রিয়ঃ] মুহুঃ পিবন্তি [তাভিঃ] যস্য গৃহীতপাণিভিঃ ব্রতস্নানহুতাদিনা হি ঈশ্বর সমর্চ্চিতঃ।

ব্যাখ্যা—হে সখি যে অধরামৃতপানে বঞ্চিত হইয়া 'যদাশয়াঃ' (যৎ = যস্মিন্ অধরামৃতে + আশয়ঃ যাসাং) যে অধরামৃতপানলোলুপ ব্রজবধূগণ রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই অধরামৃত যে কৃষ্ণপত্নীগণ ('গৃহীতপাণিঃ' = গৃহীত হইয়াছে পাণি যাঁহাদের অর্থাৎ পত্নী) পুনঃ পুনঃ পান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রত, স্নান এবং হোমাদি দ্বারা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

যা বীর্য্যশুল্কেন হৃতাঃ স্বয়ংবরে
প্রমথ্য চৈদ্যপ্রমুখান্ হি শুষ্মিণঃ।

প্রদ্যুম্নসাম্বাম্বসুতাদয়োঽপরা
যাশ্চাহৃতা ভৌমবধে সহস্রশঃ ॥২৯
এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্তপেশলং
নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্ব্বতে।
যাসাং গৃহাৎ পুষ্করলোচনঃ পতি-
ন জাত্বপৈত্যাহৃতিভির্হৃদি স্পৃশন্ ॥৩০

(২৯-৩০) [অন্বয়] চৈদ্যপ্রমুখান্ শুষ্মিণঃ প্রমথ্য স্বয়ম্বরে বীর্য্যশুল্কেন প্রদ্যুম্ন-সাম্ব আম্বসুতাদয়ঃ যাঃ হৃতাঃ [তথা] ভৌমবধে যাঃ চ সহস্রশঃ আহৃতাঃ পুষ্করলোচনঃ পতিঃ আহৃতিভিঃ হৃদি স্পৃশন্ যাসাং গৃহাৎ ন অপৈতি এতাঃ [স্ত্রিয়ঃ] নিরস্তশৌচং অপাস্তপেশলং স্ত্রীত্বং বত সাধু কুর্ব্বতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'চৈদ্যপ্রমুখান্'—চৈদ্য=চেদিরাজ শিশুপাল ছিলেন 'প্রমুখ'=প্রকৃষ্ট মুখ অর্থাৎ অগ্রগামী নেতা যাঁহাদিগের, সেইসকল 'শুষ্মিণঃ'=বলিষ্ঠ লোক সকলকে; 'প্রমথ্য'—প্রকৃষ্টভাবে মন্থন করিয়া,অর্থাৎ কেবল পরাজয় নয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া; বীর্য্যশুল্কেন—বীর্য্য ছিল 'শুল্ক'=মূল্য স্বরূপ; মূল্য দিয়া যেরূপ কোন বস্তু ক্রয় করে শ্রীকৃষ্ণ নিজের বীর্য্য দ্বারা এই স্ত্রীগণকে 'হৃতাঃ'=স্বয়ম্বরে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন; (গোপনে চুরি করেন নাই)। কাহারা এইভাবে লব্ধা হইয়াছিলেন? তাই বলিলেন, 'প্রদ্যুম্ন-সাম্ব-আম্বসুতাদয়ঃ'—প্রদ্যুম্ন সাম্ব ও আম্ব ছিলেন সুত যাঁহাদিগের অর্থাৎ রুক্মিণী জাম্ববতী ও নাগ্নজিতী এবং 'আদয়ঃ'—অপর স্ত্রীগণ যথা সত্যভামাদি। 'যাঃ চ'—অপর যে স্ত্রীগণ; 'ভৌমবধে'—নরকাসুরের বধের পর 'সহস্রশঃ'—হাজার হাজার সংখ্যায় 'আহৃতাঃ' সংগৃহীতা হইয়াছিলেন; (ইঁহারা আর রুক্মিণী প্রভৃতির ন্যায় 'হৃতাঃ' হন নাই)। 'পুষ্করলোচনঃ'—পদ্মপলাশলোচনঃ শ্রীহরি; 'আহৃতিভিঃ'—বহু উপহার দ্বারা (পারিজাতাদি); 'হৃদি স্পৃশন্'—মনোরঞ্জন করিয়া।

'যাসাং গৃহাৎন অপৈতি'—যাঁহাদিগের গৃহ হইতে অপর কোথাও যান না। শ্রীহরি যাঁহাদের নিকট নিয়ত থাকেন ; কখন সমূর্ত্তিক ভাবে থাকেন, এবং হস্তিনাপুর প্রভৃতি স্থানে গমনের সময় শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানে এই স্ত্রীগণের চিত্তে নিয়ত বিরাজ করেন। তাই বলিতেছেন যে, যে কৃষ্ণপত্নীগণ প্রেমে নিয়ত শ্রীহরিকে আবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রীত্বকে শুচি এবং শোভিত করিয়াছেন। **'নিরস্তশৌচং'**—শাস্ত্রকারগণ যে স্ত্রীত্বকে পবিত্রতাহীন ভাবেন এবং সেইজন্য তাঁহাদিগকে বেদপাঠে অধিকার দেন নাই। **'অপাস্তপেশলং'**—**'অপাস্ত'**—অপগত হইয়াছে 'পেশলং'—ভদ্রং স্বাতন্ত্র্যং যস্মাৎ, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ইতি' (শ্রীধর)।

সার কথা—এই শ্লোকের একটী সার কথা এই যে, ভক্তি চিত্তের সকল অশুচিকেই বিনাশ করে।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থে দেওয়া হইয়াছে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

সূত উবাচ।

এবংবিধা বদন্তীনাং স গিরঃ পুরযোষিতাম্।
নিরীক্ষণেনাভিনন্দন্ সস্মিতেন যযৌ হরিঃ॥৩১

(৩১) [**অন্বয়**] সঃ হরিঃ বদন্তীনাং পুরযোষিতাং এবম্বিধাঃ গিরঃ সস্মিতেন নিরীক্ষণেন অভিনন্দন্ যযৌ।

ব্যাখ্যা—শ্রীহরি ঐ কথোপকথনকারী স্ত্রীগণের প্রতি মৃদুহাস্য-যুক্ত দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদিগের বাক্যের প্রতি সমাদর দেখাইয়া অগ্রসর হইলেন।

অজাতশত্রুঃ পৃতনাং গোপীথায় মধুদ্বিষঃ।
পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ স্নেহাৎ প্রাযুঙ্‌ক্ত চতুরঙ্গিণীম্॥৩২
অথ দূরাগতাঞ্ছৌরিঃ কৌরবান্ বিরহাতুরান্।
সন্নিবর্ত্ত্য দৃঢ়ং স্নিগ্ধান্ প্রায়াৎ স্বনগরীং প্রিয়ৈঃ॥৩৩

(৩২-৩৩) [**অন্বয়**] অজাতশত্রুঃ পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ [সন্]

স্নেহাৎ মধুদ্বিষঃ গোপিথায় চতুরঙ্গিণীং প্রাযুঙ্‌ক্ত। অথ শৌরিঃ দৃঢ়ং স্নিগ্ধান্ [অতঃ] বিরহাতুরান্ দূরাগতান্ কৌরবান্ সন্নিবর্ত্ত্য প্রিয়ৈঃ [সহ] স্বনগরীং প্রায়াৎ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ নিজ শক্তি দ্বারা প্রবলপ্রতাপ মধুনামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি আত্মরক্ষায় সমর্থ ছিলেন; তথাপি স্নেহবশতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির আশঙ্কা করিলেন যে, পাছে শত্রুগণ তাঁহার অনিষ্ট করে, অতএব শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার্থ ('গোপীথায়'—গুপ = রক্ষা করা) হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চারি শ্রেণীর সেনা নিয়োগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়া যে সকল কৌরব বহুদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবাদি প্রিয় পার্ষদগণের সহিত নিজের রাজধানী দ্বারকার অভিমুখে চলিলেন।

কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ স যামুনান্।
ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্যান্ সারস্বতানথ ॥৩৪
মরুধন্বমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়োঃ পরান্।
আনর্ত্তান্ ভার্গবোপাগাচ্ছ্রান্তবাহো মনাগ্বিভুঃ ॥৩৫
তত্র তত্র হি তত্রত্যৈর্হরিঃ প্রত্যুদ্যতার্হণঃ।
সায়ং ভেজে দিশং পশ্চাদ্গবিষ্ঠো গাং গতস্তদা ॥৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণদ্বারকাগমনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(৩৪-৩৬) [**অন্বয়**] ভার্গবঃ কুরুজাঙ্গল পাঞ্চালান্ সযামুনান্ শূরসেনান্ ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্যান্ অথ সারস্বতান্ [তথা] মরুধন্বং [অতিক্রম্য] মনাক্ শ্রান্তবাহঃ বিভুঃ সৌবীর আভীরয়োঃ পরান্ আনর্ত্তান্ উপাগাৎ। হরি তত্র তত্র হি তত্রত্যৈঃ প্রত্যুদ্যতার্হণঃ [সন্] সায়ং পশ্চাৎ দিশং ভেজে তদা গবিষ্ঠঃ গাং গতঃ।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত অন্বয়ে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—কুরুজাঙ্গল = কুরুদেশের পশ্চিম-ভাগ, যাহা অরণ্যময় ছিল। সযামুনান্ শূরসেনান্—যমুনার সমীপবর্ত্তী শূরসেন প্রদেশ; অনেক রাজ্য সমষ্টিকে এই নাম প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া বহুবচন। সারস্বতান্—সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ। 'মরুধন্বঃ'—'মরু' = নিরুদক + ধন্ব = অল্পোদক দেশ; 'পরান্'—পরবর্ত্তী রাজ্যসকল, যাহাদিগকে আনর্ত্ত বলে, ঐ রাজ্যসকলের রাজধানী দ্বারকা। মনাক্—ঈষৎ; শ্রান্তবাহঃ—শ্রান্ত হইয়াছে 'বাহ' = অশ্ব যাঁহার। তত্রত্যৈঃ;—সেই সেই দেশবাসী দ্বারা। প্রত্যুদ্যতার্হণঃ—প্রত্যুদ্যতানি নিবেদিতানি অর্হণাণি উপঢৌকনসকল যাঁহার নিকট, সকল দেশের অধিবাসীই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্মান দেখাইলেন। 'পশ্চাৎ দিশং'—পশ্চিম দেশ, দ্বারকা প্রদেশ; ভেজে = প্রাপ্ত হইলেন; গবিষ্ঠ = সূর্য্য। গাং—জলাশয়: সমুদ্র (শ্রীধর)।

ইতি প্রথম স্কন্দে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীতোষিণী
টীকায় দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে সৌবীর ও আভীর দেশ অতিক্রম করিয়া, যে রাজ্যসকলকে আনর্ত্ত-প্রদেশ বলিত, সেই প্রদেশের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার অশ্বগণ কিছু শ্রান্ত হইয়াছিল, এবং সূর্য্যও অদূরবর্ত্তী দ্বারকার পশ্চিমভাগে স্থিত সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন। সকল দেশের অধিবাসীই উপঢৌকন প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মান করিল।

ইতি প্রথম স্কন্দে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যায়
দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনে দ্বারকাবাসীদিগের উৎসব এবং আত্মীয়স্বজন ও পত্নী-গণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন।

তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খের ধ্বনি সকলেরই সুপরিচিত ছিল। তাঁহার রাজ্যের সীমাস্থিত গ্রাম-সকলের প্রজাগণ ঐ শঙ্খধ্বনি শুনিয়া 'ভর্ত্তৃদর্শনলালসাঃ'-ভাবে দলে দলে অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে আবাহন করিল। ঐ সময়ে ৬-৯ শ্লোকে বর্ণিত যে সামান্য কয়েকটী বাক্য দ্বারা প্রজাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন, সেই বাক্যগুলি বড়ই মধুর। শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রজাবর্গের রাজা-প্রজা সম্বন্ধে নীরস ভাবের লেশমাত্র ছিল না। প্রজাগণ তাঁহাকে 'সুহৃদ্, পতিঃ, পিতা, সদগুরু এবং পরম-দেবতা' ভাবেই দেখিতেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিয়া আপনাদিগকে সার্থকজন্মা মনে করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ রাজ্যের মধ্যে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই সর্ব্বত্র প্রজাগণের মুখ হইতে এইরূপ মধুর ভাবের কথাই শুনিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য পুরীটী সুসজ্জিত হইয়াছিল; তাঁহার পিতা বসুদেব, আত্মীয় স্বজনগণ ও পুরবাসীগণ অগ্রসর হইয়া নগরের বাহিরে তাঁহাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিলেন। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দেবকীপ্রমুখ মাতৃগণের সহিত সাক্ষাত-কালে তাঁহাদিগের স্নেহযুক্ত আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যখন পত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন প্রোষিতভর্ত্তৃকা-ব্রত পালনে নিরতা থাকিয়াও পত্নীগণ প্রেমবিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনা করিলেন। আত্মারাম এবং পূর্ণকামভাবে নিয়ত অবস্থান করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে এই ষোড়শ

সহস্র পত্নীর সহিত বাস করিতেন, সেই লীলারহস্য ৩১-৩৫ শ্লোকে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

আনর্ত্তান্ স উপব্রজ্য স্বৃদ্ধান্ জনপদান্ স্বকান্।
দধ্মৌ দরবরং তেষাং বিষাদং শময়ন্নিব ॥১

স উচ্চকাশে ধবলোদরোদরো-
ঽপ্যুরুক্রমস্যাধরশোণশোণিমা।
দাধ্মায়মানঃ করকঞ্জসম্পুটে
যথাব্জষণ্ডে কলহংস উৎস্বনঃ ॥২

(১-২) [**অন্বয়**] সঃ স্বৃদ্ধান্ জনপদান্ আনর্ত্তান্ উপব্রজ্য তেষাং বিষাদং শময়ন্ ইব দরবরং দধ্মৌ। ধবলোদরঃ অপি উরুক্রমস্য অধরশোণশোণিমা সঃ [দরবরঃ] দাধ্মায়মানঃ [সন্] যথা অব্জষণ্ডে উৎস্বনঃ কলহংসঃ [চকাশতি] [তথা] [উরুক্রমস্য] করকঞ্জসংপুটে উচ্চকাশে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'স্বৃদ্ধান্'—সু = সুচারু + ঋদ্ধি = সম্পদযুক্ত অর্থাৎ সমৃদ্ধিশালী; 'জনপদান্'—আনর্ত্তান্ পদের বিশেষণ। সমৃদ্ধিশালী 'জনপদ' (= লোকালয়) সকল ছিল যাহাতে এইরূপ 'আনর্ত্তান্' = যে রাজ্য সকলের সমষ্টিকে আনর্ত্ত দেশ বলিত, তাহাদিগকে 'উপব্রজ্য'—(উপ = সমীপে + ব্রজ = যাওয়া) অর্থাৎ আনর্ত্ত দেশের নিকটে থাকিয়া। 'তেষাং বিষাদং শময়ন্ ইব'—নিজের প্রত্যাগমন জ্ঞাপন করিয়া, রাজার অনুপস্থিতিতে প্রজাগণের চিত্তে যে বিষাদ জাত হইয়াছিল, তাহা উপশমিত করার জন্যই যেন; 'দরবরং'—দর = শঙ্খ (দৃ = বিদারণ করা, যাহার উচ্চ ধ্বনি যেন কর্ণকে বিদারণ করে + বর = শ্রেষ্ঠ) অর্থাৎ পাঞ্চজন্য নামক শ্রেষ্ঠ শঙ্খ; 'দধ্মৌ' = ধ্বনি করিয়াছিলেন (ধ্মা = শব্দ করা)।

'ধবলোদরঃ অপি'—যদিও শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের 'উদর' = মধ্যভাগ শ্বেতবর্ণ ছিল, তথাপি 'উরুক্রমস্য অধরশোণশোণিমা'—ধ্বনি করার সময় শ্রীকৃষ্ণের অরুণ অধরের সংস্পর্শে শঙ্খের অগ্রভাগ

অরুণবর্ণ দেখাইতেছিল ; 'শোণ' = রক্তবর্ণ দ্বারা 'শোণিমা' = লাল আভা হইয়াছে যাহাতে, (এই পদটী 'সঃ' পদের বিশেষণ) ; 'সঃ [দরবরঃ] দাধ্মায়মানঃ [সন্] উচ্চকাশে'—সেই শঙ্খ যখন ধ্বনিত হইতেছিল, তখন 'উচ্চকাশে'—'উৎ' = সাতিশয় + চকাশে = শোভা বিকাশ করিয়াছিল। 'দাধ্মায়মানঃ' = শব্দায়মানঃ (ধ্মা = শব্দ করা)। কিরূপ শোভা হইয়াছিল ? তাই বলিলেন যে, যথা 'অব্জষণ্ডে' = পদ্ম সমূহে (যণ্ড = সমূহ) 'উৎস্বনঃ'—যাহার স্বনঃ = স্বর 'উৎ' = উচ্চ, এরূপ 'কলহংসঃ'—কল = শব্দায়মান হংস শোভা পায়। যাহার রব অতি উচ্চ, সেইরূপ একটী হংস পদ্মের উপর বসিয়া শব্দ করিলে যেরূপ শোভা হয়। শ্রীকৃষ্ণের 'করকঞ্জ'—পদ্মের ন্যায় হস্তদ্বয় ; 'সম্পুটে'—একত্র হওয়াতে বোধ হইল যে দুইটী পদ্ম একত্র হইয়াছে ; এবং হস্তদ্বয় দ্বারা ধৃত শঙ্খকে দেখিয়া বোধ হইল যে, যেন একটী রাজহংস দুইটী পদ্মের উপর বসিয়া উচ্চরব করিতেছে। হংসের চঞ্চু রক্তবর্ণ, শঙ্খের অগ্রভাগও শ্রীকৃষ্ণের অধরের সংস্পর্শে রক্তবর্ণ হইয়াছিল ; এবং পদ্মটীও রাজহংসের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও বৃহৎ ছিল, অতএব উপমাটীর সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠব হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—নিজের রাজ্য যে আনর্ত্ত দেশে বহু সমৃদ্ধিশালী জনপদ অর্থাৎ গ্রামাদি ছিল, তাহার সমীপে যখন শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি নিজের পাঞ্চজন্য-নামক শঙ্খের ধ্বনি করিয়া প্রজাগণকে নিজের আগমন সংবাদ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুকাল প্রবাসে থাকায় প্রজাগণের মনে বিষাদ হইয়াছিল, সেই বিষাদের উপশম করাই যেন এই শঙ্খধ্বনির উদ্দেশ্য ছিল। ঐ শঙ্খটীর মধ্যভাগ শ্বেত হইলেও ধ্বনি করার সময় শ্রীকৃষ্ণের অরুণ অধরের সংস্পর্শে শঙ্খের অগ্রভাগ রক্তিম আভা প্রাপ্ত হইয়াছিল ; শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয় পদ্মের ন্যায় শোভমান ছিল, অতএব শ্রীকৃষ্ণ যখন করপুটে শঙ্খটী ধারণ করিয়া ধ্বনি করিতেছিলেন তখন বোধ হইল যে, একটী রাজহংস যেন দুইটী পদ্মের উপর বসিয়া উচ্চরব করিতেছে।

তমুপশ্রুত্য নিনদং জগদ্ভয়ভয়াবহম্।
প্রত্যুদযযুঃ প্রজাঃ, সর্ব্বা ভর্ত্তৃদর্শনলালসাঃ ॥৩
তত্রোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ।
আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা ॥৪
প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদগদয়া গিরা।
পিতরং সর্ব্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ ॥৫

(৩-৫) [অন্বয়] জগদ্ভয়ভয়াবহং তং নিনদং উপশ্রুত্য ভর্ত্তৃদর্শনলালসাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রত্যুদ্যযুঃ। রবেঃ [সমীপে] দীপং ইব আদৃতাঃ তত্র উপনীতলবয়ঃ প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ [তে প্রজাঃ] অর্ভকাঃ পিতরং ইব আত্মারামং নিজলাভেন নিত্যদা পূর্ণকামং সর্ব্বসুহৃদং অবিতারং হর্ষগদ্গদয়া গিরা প্রোচুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'জগদ্ভয়ভয়াবহং'—জগতের যিনি 'ভয়' = ভীতি উৎপাদনকারী এরূপ যে মহাকাল তাঁহারও 'ভয়াবহ' = ভয়ং আবহতি অর্থাৎ ভয় উৎপাদন করে, এরূপ যে 'নিনদ' = উচ্চধ্বনি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের যে উচ্চধ্বনি শ্রবণ করিলে মহাকালও ভীত হন, সেই ধ্বনিকে উপ = সমীপে, 'শ্রুত্য' = শুনিয়া, অর্থাৎ গ্রামের সমীপে শঙ্খধ্বনি হইতেছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ সন্নিকটে আসিয়াছেন, ইহা অনুভব করিয়া; 'ভর্ত্তৃদর্শনলালসাঃ'—প্রভুকে দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া 'সর্ব্বা প্রজাঃ প্রত্যুদ্যযুঃ'—সকল প্রজাই (গ্রামের সকল লোকই) প্রতি = যে স্থানে শঙ্খধ্বনি হইতেছিল সেই দিকে + 'উৎ' = উৎসুক ভাবে 'যযুঃ' = গমন করিয়াছিল।

রবেঃ [সমীপে] দীপং ইব আদৃতাঃ—সূর্য্যের নিজের আলোকের অভাব না থাকিলেও তাঁহার পূজায় দত্ত দীপকে তিনি যেরূপ সমাদরে গ্রহণ করেন, সেইরূপেই শ্রীকৃষ্ণের কোন অভাব না থাকিলেও তাঁহা দ্বারা প্রজাগণ প্রদত্ত উপহার এবং তাহারা নিজেও 'আদৃত' হইয়াছিল। 'তত্র' = শ্রীকৃষ্ণের সমীপে 'উপনীতবলয়ঃ'—উপনীত হইয়াছে

'বলয়ঃ'—উপহার সকল যাহাদিগের দ্বারা। এই ভাবে আদৃত হইয়া 'প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ'—আনন্দ দ্বারা 'উৎ' = সাতিশয় 'ফুল্ল' = প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় শোভাযুক্ত হইয়াছে মুখ যাহাদের, এইরূপ প্রজাগণ। 'অর্ভকাঃ পিতরং ইব'—শিশুগণ যেরূপ পিতাকে সম্বোধন করিয়া বাক্য বলে ; সেই ভাবে 'হর্ষগদ্গদয়া গিরা প্রোচুঃ' ; —আনন্দের আবেগে তাহাদের বাক্য সকল স্খলিত হইতেছিল ; মুখ হইতে সকল কথা বাহির হইতেছিল না। 'প্রোচুঃ'—প্রকর্ষেণ উচুঃ = অন্তরের কথা বলিলেন।

যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রজাগণ সম্বোধন করিল তিনি কিরূপ ? 'আত্মারাম'—যিনি নিজের পরমানন্দ-স্বরূপেই আনন্দলাভ করেন ; আত্মনি রমতে যঃ, ন তু বিষয়েষু। অতএব প্রজাগণের উপহার দ্বারাই যে তিনি প্রীত হইয়াছিলেন তাহা নহে, যে ভালবাসার বা ভক্তির প্রেরণায় প্রজাগণ উপহার দিয়াছিল, উহা তাঁহার আনন্দময় স্বরূপের অংশ, অতএব সেই ভক্তিনামক আত্মস্বরূপেই তিনি প্রীত হইয়াছিলেন। 'নিজলাভেন নিত্যদা পূর্ণকামং'—প্রাকৃত জীবের ন্যায় তাঁহার কোন কামনা নাই, কিন্তু যে 'চিৎ' ও 'আনন্দ' তাঁহার স্বরূপ ; জ্ঞান এবং ভক্তি এই দুই বস্তুরই অংশ। যখন তিনি কাহারও নিকট হইতে জ্ঞান এবং ভক্তি লাভ করেন, তখন নিজের চিদানন্দ-স্বরূপভূত এই দুই বস্তু দ্বারাই তিনি পূর্ণকাম হন। অর্থাৎ কেহ যদি বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ভক্তি লাভ করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ 'পূর্ণকাম' = যাহার 'কাম' অর্থাৎ কামনা পূর্ণ হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্তির ন্যায় প্রীত হন। 'সর্ব্বসুহৃদং' = সকলের প্রতি নিঃস্বার্থভাবে হিতৈষী, এবং 'অবিতা' = পালক। জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন নয়, অতএব জীব যখন তাঁহার স্বরূপভুত জ্ঞান বা ভক্তি লাভ করে, তখন ঐ লাভ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার তুল্য হয়।

ব্যাখ্যা—যে শঙ্খধ্বনি শ্রবণে স্বয়ং মহাকালও ভীত হন, নিকটে সেই শঙ্খের উচ্চ ধ্বনি হইতেছে শুনিয়া, সকল প্রজাই প্রভুকে

দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া সেই ধ্বনি যে স্থানে হইতেছিল তথায় গমন করিল। সূর্য্যের আলোকের অভাব না থাকিলেও পূজার সময় তাঁহাকে যে দীপ প্রদত্ত হয় তাহা তিনি সমাদরে গ্রহণ করেন; শ্রীকৃষ্ণের কোন বস্তুরই অভাব ছিল না, তথাপি প্রজাগণ কর্ত্তৃক দত্ত উপহার তিনি সমাদরে গ্রহণ দ্বারা তাহাদিগের সমাদর করিলেন। এই সমাদরে সাতিশয় প্রীত হইয়া, পুত্র যেরূপ ভক্তিগদগদ বাক্যে পিতার নিকট অন্তরের কথা জ্ঞাপন করে, প্রজাগণও সেই ভাবে তাঁহাকে অন্তরের কথা জানাইল—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 'আত্মারাম' ও 'পূর্ণকাম' (শব্দার্থ দ্রষ্টব্য) হইলেও তিনি নিঃস্বার্থ-ভাবে সকলেরই হিতৈষী এবং রক্ষক। অতএব যাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞান বা নিষ্কাম ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না, তাঁহাদেরও সেই 'সর্ব্বসুহৃদ্' এবং 'অবিতাকে' নিজের অন্তরের কথা নিবেদন করার অধিকার আছে।

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
বিরিঞ্চবৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্রবন্দিতম্।
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং
ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরপ্রভুঃ ॥৬

(৬) [অন্বয়] হে নাথ! ইহ ক্ষেমং ইচ্ছতাং পরং পরায়ণং [অথবা 'পরং ক্ষেমং ইচ্ছতাং পরায়ণং—শ্রীধরের অন্বয়] বিরিঞ্চ বৈরিঞ্চ্য সুরেন্দ্রবন্দিতং তে অঙ্ঘ্রিপঙ্কজং সদা নতাঃ স্ম, যত্র পরপ্রভুঃ কালঃ ন প্রভবেৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—পরং ক্ষেমং—সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ, ঐহিক সুখ এবং অন্তিমে মোক্ষ। এই ক্ষেম লাভ করিলে 'কাল' আর ত্রিতাপের যাতনা দিতে পারে না; এবং জীবদ্দশায়ও জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। 'পরং পরায়ণং' [বিশ্বনাথের অন্বয়] পরমাশ্রয়ং বিরিঞ্চ—ব্রহ্মা (বি+রচ=সৃষ্টি করা); 'বৈরিঞ্চ্য'—ব্রহ্মার তনয়

সনকাদি ; 'পরপ্রভুঃ'—পরেষাং = শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদিরও প্রভু (শ্রীধর) 'যত্র'—যে পরম পদে।

ব্যাখ্যা—প্রজাগণ বলিলেন, হে নাথ আপনার যে পাদপদ্মে আশ্রয় লইলে ইহলোকে সর্ব্ববিধ মঙ্গল, এবং দেহান্তে মুক্তি হয়, যে পরম পদকে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার নন্দনগণ সনকাদি এবং স্বয়ং সুরেন্দ্রও বন্দনা করেন, সেই পাদপদ্মে আমরা আশ্রয় লইলাম। ঐ পরম পদের এতই মহিমা যে, যে মহাকাল ব্রহ্মাদির উপরও অব্যাহত-ভাবে নিজ শক্তি প্রকাশ করেন তিনিও ঐ পদে আশ্রয় লইয়াছেন। আপনার পদে আশ্রিত ব্যক্তির উপর মহাকালেরও প্রভাব নাই। অতএব আপনার পদই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

> ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন
> ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা।
> ত্বং সদ্গুরুর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং
> যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম॥৭
> অহো সনাথা ভবতা স্ম যদ্বয়ং
> ত্রৈপিষ্টপানামপি দূরদর্শনম্।
> প্রেমস্মিতস্নিগ্ধনিরীক্ষণাননং
> পশ্যেম রূপং তব সর্ব্বসৌভগম্॥৮

(৭-৮) [**অন্বয়**] হে বিশ্বভাবন ত্বং নঃ ভবায় ভব, ত্বং এব মাতা অথ সুহৃৎ, পতিঃ, পিতা, ত্বং নঃ সদ্গুরুঃ পরমং দৈবতং চ, যস্য অনুবৃত্ত্যা [বয়ং] কৃতিনঃ বভূবিম। অহো ভবতা বয়ং সনাথাঃ স্ম, যৎ ত্রৈপিষ্টপানাং অপি দূরদর্শনং প্রেম-স্মিত-স্নিগ্ধ-নিরীক্ষণাননং তব সর্ব্বসৌভগং রূপং পশ্যেম।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বিশ্বভাবন'—যিনি বিশ্বের সৃষ্টি এবং রক্ষণ করাইতেছেন (ভূ—হওয়া নিজন্ত) 'ভবায়'—শ্রীবৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি এবং সংরক্ষণ সাধনার্থ, অথবা উদ্ভবার্থ (শ্রীধর), কিম্বা ক্ষেমার্থ

(বিশ্বনাথ)। 'মাতা, পিতা', মাতা পদ দ্বারা প্রসব কারিণী শক্তি বুঝায় ('প্রকৃতি' ব্রহ্মেরই বিভূতি) এবং 'পিতা' পদ দ্বারা সৃষ্টিকর্তা বুঝায় (গুণক্ষোভক 'কাল' ব্রহ্মেরই শক্তি)। 'সুহৃৎ পতিঃ'— হিতকারী পালনকর্তা এবং শাসনকর্তা। 'সদ্‌গুরুঃ'—গুরুর ন্যায় হিত-কারী; 'পরমং দৈবতং'—পরম পূজ্য; 'অনুবৃত্ত্যা'—আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা (অনু = পশ্চাৎ + বৃৎ = যাওয়া) শরণাগত হইয়া; 'কৃতিনঃ'— কৃতকর্ম্মা; 'বভূবিম'—আমরা হইয়াছি। 'ভবতা বয়ং সনাথা স্ম'— আপনি রাজ্যে না থাকার সময় আমরা অনাথ হইয়াছিলাম; আপনার প্রত্যাগমনে সনাথ হইলাম। 'ত্রৈপিষ্টপানাং'—দেবগণের; যাঁহারা ত্রিপৃষ্টে = স্বর্গে থাকেন; স্বর্গ ভূরাদি তিন লোকের মধ্যে ত্রি = তৃতীয় লোক; এবং ইহা 'পৃষ্টে' অর্থাৎ ভূব এবং ভূ লোকের উপরে আছে। 'দূরদর্শনং'—দূর = দুর্ল্লভ হইয়াছে দর্শন যাঁহার, এইপ্রকার যে 'রূপং' তাহাকে, অর্থাৎ যে রূপ দর্শন দেবগণেরও দুর্ল্লভ সেই রূপকে। 'প্রেমস্মিতস্নিগ্ধনিরীক্ষণাননং'—'রূপং' পদের বিশেষণ; প্রেমব্যঞ্জক 'স্মিত' মৃদু হাস্য এবং 'স্নিগ্ধ' = স্নেহযুক্ত নিরীক্ষণ = নেত্র আছে যাহাতে, এইরূপ আনন যে রূপে আছে; 'সর্ব্বসৌভগং'—যে রূপ সকল শোভার আধার = অথবা যে রূপের সকল অঙ্গে শোভা আছে, (সু = সুচারু + ভগ - ঐশ্বর্য্য শোভা যাহাতে আছে)।

ব্যাখ্যা—হে বিশ্বের স্রষ্টা ও পালক! আপনি আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি এবং সংরক্ষণ করুন। যে প্রসবকারিণী শক্তি (প্রকৃতি) হইতে আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, উহা আপনি হইতে ভিন্ন নয়; এবং যে কাল শক্তি প্রকৃতিতে বীর্য্য সঞ্চার করিয়া আমাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও আপনারই শক্তি। আপনি আমাদিগের হিতকারী পালনকর্ত্তা, আপনি গুরুর ন্যায় হিতকামী, এবং পরম পূজ্য। আপনার শরণাগত হইয়া আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি। আপনি না থাকাতে আমরা অনাথ হইয়াছিলাম, এখন আমরা সনাথ হইলাম। কারণ আপনার প্রত্যাগমনে, প্রেমব্যঞ্জক মধুর হাস্য এবং স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা

শোভিত আপনার মুখ এবং সকল শোভার আধার আপনার রূপ এখন আমরা দর্শন করিতেছি—ঐ রূপের দর্শন দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ।

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্
রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ॥৯
কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি
প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণম্।
জীবেম তে সুন্দরহাসশোভিত-
মপশ্যমানা বদনং মনোহরম্ ॥১০
ইতি চোদীরিতা বাচঃ প্রজানাং ভক্তবৎসলঃ।
শৃণ্বানোঽনুগ্রহং দৃষ্ট্যা বিতন্বন্ প্রাবিশৎ পুরম্ ॥১১

(৯-১১) [**অন্বয়**] হে অম্বুজাক্ষ! হে অচ্যুত! যর্হি ভবান্ কুরূন্ মধূন্ অথবা সুহৃদ্ দিদৃক্ষয়া অপসসার, তদা রবিং বিনা [আন্ধ্যাৎ] অক্ষ্ণোঃ ইব তব নঃ [তাদৃশী দশা] [অভবৎ] তত্র ক্ষণঃ অব্দকোটিপ্রতিমঃ ভবেৎ। হে নাথ ত্বয়ি চিরোষিতে তে সুন্দর-হাসশোভিতং মনোহরং বদনং অপশ্যমানাঃ বয়ং কথং জীবেম। ভক্ত-বৎসলঃ [সঃ] উদীরিতাঃ প্রজানাং ইতি বাচঃ শৃণ্বানঃ [সন্] দৃষ্ট্যা চ অনুগ্রহং বিতন্বন্ পুরং প্রাবিশৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অম্বুজাক্ষ'—কমললোচন; 'যর্হি' —যখন। 'মধূন্'—মথুরাবাসীগণকে বা মধু নামক যাদব সম্প্রদায়কে 'রবিং বিনা [আন্ধ্যাৎ] অক্ষ্ণোঃ ইব'—সূর্য্যের অভাবে অন্ধকার হওয়াতে চক্ষুদ্বয়ের যে অবস্থা হয়। 'তব নঃ'—ত্বদীয়ানাং অস্মাকং অপি (শ্রীধর) আপনার আপন লোক যে আমরা, সেই আমাদিগেরও ['তাদৃশী দশা অভবৎ']—সেইরূপ দশা হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন

সকল বস্তু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তখন চক্ষু যেরূপ রোগ বস্তুতেই কোন শোভা দেখিতে পায় না, এবং তখন সকল বস্তুই শোভাহীন হয়, আপনি এখানে না থাকার সময় আমাদের কাছেও সকল বস্তু শোভাহীন হইয়াছিল। 'ক্ষণঃ'=মুহূর্ত্ত মাত্র সময়; 'অব্দকোটি-প্রতিমঃ'—অব্দ=বৎসর+কোটি বৎসরের ন্যায়+প্রতিমা=মূর্ত্তি যাহার। ক্ষণকাল মাত্র সময়ও কোটি বৎসরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সুখের সময় পলকে শেষ হয়, দুঃখের দিন আর কাটে না।

'চিরোষিতে'—দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিলে 'ত্বয়ি'—ভাবে সপ্তমী। 'উদীরিতাঃ'—উৎ=উচ্চৈস্বরে+ঈরিত=প্রেরিত, উক্ত; 'শৃণ্বানঃ'—শুনিতে শুনিতে, শ্রীকৃষ্ণ যে দিকে যাইতেছিলেন, সেইস্থানেই প্রজাগণ এই সকল কথাই বলাতে এই বাক্য সকল প্রজাসাধারণের মনের ভাব প্রকাশক হইয়াছিল। 'প্রাবিশৎ'—প্র=সমৃদ্ধির সহিত+আ=পুরীর অভ্যন্তরে+বিশৎ=প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—হে কমললোচন! আপনি যখন কুরুগণের মধুগণের বা অপর সুহৃৎগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রবাসে গমন করেন, তখন আমাদিগের নিকট কোন বস্তুই প্রীতিকর হয় না। সূর্য্যের অপগমে পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে চক্ষু যেরূপ কোন বস্তুর শোভা দেখিতে পায় না, আপনার অভাবে আমরাও কোন বস্তুতেই শোভা দেখিতে পাই না। তখন আমাদের কাছে সময় আর কাটে না, মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ও যেন কোটি বৎসর তুল্য বোধ হয়। হে নাথ! আপনি দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিলে আমরা আপনার ঐ সুন্দর হাস্য দ্বারা শোভিত মনোহর বদন নিয়ত না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব? প্রজাগণ সর্ব্বত্রই এই কথা উচ্চরবে বলিতেছিল; এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণ মহাসমৃদ্ধিতে রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মধুভোজদশার্হার্হ-কুকুরান্ধকবৃষ্ণিভিঃ।
আত্মতুল্যবলৈর্গুপ্তাং নাগৈর্ভোগবতীমিব ॥১২
সর্ব্বর্ত্তুসর্ব্ববিভব পুণ্যবৃক্ষলতাশ্রমৈঃ।
উদ্যানোপবনারামৈর্বৃতপদ্মাকরশ্রিয়ম্ ॥১৩
গোপুরদ্বারমার্গেষু কৃতকৌতুকতোরণাম্।
চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈরন্তঃপ্রতিহতাতপাম্ ॥১৪
সম্মার্জ্জিতমহামার্গ রথ্যাপণকচত্বরাম্।
সিক্তাং গন্ধজলৈরুপ্তাং ফলপুষ্পাক্ষতাঙ্কুরৈঃ ॥১৫
দ্বারি দ্বারি গৃহাণাঞ্চ দধ্যক্ষতফলেক্ষুভিঃ।
অলঙ্কৃতাং পূর্ণকুম্ভৈর্ব্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ ॥১৬

(১২-১৬) [অন্বয়] নাগৈঃ গুপ্তাং ভোগবতীং ইব আত্মতুল্যবলৈঃ মধু-ভোজ-দশার্হ-অর্হ-কুকুর-অন্ধক-বৃষ্ণিভিঃ গুপ্তাং, সর্ব্বর্ত্তু সর্ব্ববিভব-পুণ্যবৃক্ষ-লতাশ্রমৈঃ উদ্যানোপবনারামৈঃ বৃতপদ্মাকরশ্রিয়ং, গোপুরদ্বারমার্গেষু কৃতকৌতুকতোরণাং, চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈঃ অন্তঃ প্রতিহতাতপাং, সম্মার্জ্জিত-মহামার্গ-রথ্যা-আপনক-চত্বরাং, গন্ধজলৈঃ সিক্তাং, ফল-পুষ্প-অক্ষত-অঙ্কুরৈঃ উপ্তাং, গৃহাণাং দ্বারি দ্বারি চ দধি-অক্ষত-ফল-ইক্ষুভিঃ পূর্ণকুম্ভৈঃ ধূপদীপকৈঃ বলিভিঃ অলঙ্কৃতাং [পুরীং প্রাবিশৎ—২৪ শ্লোক]।

ব্যাখ্যা—নিজের রাজধানী যে দ্বারকা নগরে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন, এই শ্লোক কয়েকটীতে তাহার তৎকালীন শোভার বর্ণনা হইতেছে :—(ক) 'নাগৈঃ গুপ্তাং ইত্যাদি'—নাগসকল তাহাদিগের রাজধানী ভোগবতীকে যেরূপ সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে, 'আত্মতুল্য-বলৈঃ' = শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ বীরের পক্ষে বলশালী অনুচরই মানায়, এইজন্য মধু ভোজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন যাদব সম্প্রদায় হইতে বাছা বাছা বীরগণ আসিয়া এই রাজধানীকে সুরক্ষিত করিতেছিল (খ) 'আশ্রম' = বসতি-বাটী এবং 'উদ্যান' = ফলপ্রধান বাগান ; 'উপবন' = পুষ্পপ্রধান বাগান

+'আরাম'=ক্রীড়াস্থান, তৈঃ বৃতাঃ যে পদ্মাকরাঃ তৈঃ শ্রী=শোভা যস্যাং তাং (বিশ্বনাথ)। অর্থাৎ সহরটীর উপকণ্ঠে কোন স্থানে বসতি বাটী, কোথাও বা ফল ফুলের বাগান, কোথায়ও বা ক্রীড়াস্থল সকল ছিল; এবং তাহাদিগের মাঝে মাঝে পদ্ম সরোবর ছিল। এইরূপে নগরটী পরিবেষ্টিত ছিল, সেইজন্য 'বৃতা' পদের ব্যবহার হইয়াছে। যে সকল 'আশ্রম' অর্থাৎ বসতি-বাটী ছিল সেগুলি বাগান-বাড়ী এবং তাহাতে 'পুণ্যবৃক্ষ' = আম্রাদি উপকারী গাছ ও 'লতা' = ফল ফুলের লতা ছিল, ও তাহাতে 'সর্ব্বর্ত্তু-সর্ব্ববিভব' ছিল, অর্থাৎ যে ঋতুতে যে যে ফল বা ফুল হওয়ার কথা, সেই সেই ফল বা ফুলের 'বিভব' ছিল; অর্থাৎ তাহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইত। (গ) শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনার জন্য কিরূপ আয়োজন করা হইয়াছিল তাহা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, —(i) গোপুরদ্বারমার্গেষু কৃতকৌতুকতোরণাং—'গোপুর' = সহরের বড় 'ফটক', এবং 'দ্বার' = গৃহদ্বার, এবং 'মার্গেষু' = সহরের মধ্যে বহু রাস্তায় 'কৃত' = রচিত হইয়াছে 'কৌতুকেন' = উৎসবেন 'তোরণানি' যস্যাং অর্থাৎ নগরের প্রবেশ দ্বারে, অধিবাসীদিগের গৃহদ্বারে এবং বহু পথের চৌমাথায় উৎসব-তোরণ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল (ii) 'চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈঃ অন্তঃ প্রতিহতাতপাং'—চিত্র = নানা আকারের এবং নানাবর্ণের 'ধ্বজ' = বড় ধ্বজা ও 'পতাকা'—ছোট ছোট পতাকা এত উড়িতেছিল যে, তাহাদিগের 'অগ্রৈঃ' = অগ্রভাগে যে বস্ত্র ছিল, সেই বস্ত্র দ্বারা সূর্য্যের কিরণ অবরুদ্ধ হওয়াতে 'আতপ' = রৌদ্র অন্তঃ = সহরের মধ্যে 'প্রতিহত' = নিরুদ্ধ হইয়াছিল; অর্থাৎ প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। (iii) সম্মার্জ্জিতমহামার্গরথ্যাপণকচত্বরাং —'মহামার্গ' = রাজমার্গ, 'রথ্যা' = ইতর মার্গ, 'আপণক'—দোকান, 'চত্বর'—হাট প্রভৃতি সর্ম্মার্জ্জিত = সম্যকরূপে মার্জ্জিত হইয়াছিল। বড় রাস্তা, ছোট রাস্তা (এবং গলি সকলও) লোকের দোকান পাট এবং হাট বাজার এমন 'মার্জ্জিত = ঝাঁট দেওয়ার পরে 'মেজে' এমন পরিষ্কার করা হইয়াছিল যে, কোথায়ও সামান্য ধূলিও ছিল না।

তাহার পরে 'গন্ধজলৈঃ সিক্তাং'—মহামার্গাদিতে এত প্রচুর পরিমাণে গন্ধ জল ঢালা হইয়াছিল যে,উহা দ্বারা রাস্তা সকল এবং সমস্ত নগরটী সিক্ত হইয়াছিল ('সিক্তাং' পদ পুরীং পদের বিশেষণ); এবং তাহার পরে 'ফল-পুষ্প-অক্ষত অঙ্কুরৈ উপ্তাং'—ফল, পুষ্প, অক্ষত = খই এবং 'অঙ্কুর' = আম্রশাখা প্রভৃতি রাস্তায় ছড়ান হইয়াছিল (iv) গৃহ সকলের দ্বারে দ্বারে পূর্ণকুম্ভ, ধূপ, দীপ প্রভৃতি এবং দধি, অক্ষত = খই ফল (নারিকেলাদি) এবং ইক্ষু প্রভৃতি বলিভিঃ = মঙ্গলোপহার দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

নিশম্য প্রেষ্ঠমায়ান্তং বসুদেবো মহামনাঃ।
অক্রূরশ্চোগ্রসেনশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ ॥১৭
প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ।
প্রহর্ষবেগোচ্ছ্বশিত-শয়নাসনভোজনাঃ ॥১৮
বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য ব্রাহ্মণৈঃ সসুমঙ্গলৈঃ ।
শঙ্খতুর্য্যনিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ চাদৃতাঃ ॥১৯
প্রত্যুজ্জগ্মু রথৈর্হৃষ্টাঃ প্রণয়াগতসাধ্বসাঃ ।১৯½

(১৭-১৯½) [**অন্বয়**] প্রেষ্ঠং আয়ান্তং নিশম্য মহামনাঃ বসুদেবঃ অক্রূরঃ উগ্রসেনঃ চ অদ্ভুতবিক্রমঃ রামঃ প্রদ্যুম্নঃ চারুদেষ্ণঃ চ জাম্ববতীসুতঃ সাম্বঃ [এতে সর্ব্বে] প্রহর্ষবেগোচ্ছসিতশয়নাসন-ভোজনাঃ [সন্তঃ] বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য সসুমঙ্গলৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ ব্রহ্মঘোষেণ [তথা] শঙ্খতূর্য্যনিনাদেন [চ] আদৃতাঃ [সন্তঃ] হৃষ্টাঃ প্রণয়াগত-সাধ্বসাঃ [সন্তঃ] রথৈঃ প্রত্যুজ্জগ্মুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—প্রেষ্ঠং = যিনি সর্ব্ব বস্তু অপেক্ষা প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণকে 'আয়ান্তং নিশম্য'—আসিতেছেন শুনিয়া; 'মহা-মনাঃ—পুত্রের গৌরবে যাঁহার মন গৌরবান্বিত হইয়াছিল ; অদ্ভুতবিক্রম রামঃ—যে বলরামের তুল্য বিক্রম পূর্ব্বে হয় নাই, অর্থাৎ কেহ দেখান নাই। 'প্রহর্ষবেগ'—প্রবল আনন্দ তাহার 'বেগ' = প্রাবল্য তদ্দ্বারা

'উচ্ছ্বসিত'—পরিত্যক্ত হইয়াছে 'শয়ন আসন' (= উপবেশন) ও ভোজন যাঁহাদিগের দ্বারা, অর্থাৎ আনন্দের আবেগে ইঁহারা আহার নিদ্রাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'বারণেন্দ্রং' = রাজহস্তীকে; 'পুরস্কৃত্য'—শোভা যাত্রার সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করিয়া; 'সসুমঙ্গলৈঃ'—সুমঙ্গল = পুষ্পাদি মঙ্গলচিহ্ন + স = সহিত অর্থাৎ যাঁহাদিগের হস্তে ছিল (শ্রীধর), এরূপ যে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের দ্বারা; অর্থাৎ মঙ্গলচিহ্ন হস্তে করিয়া ব্রাহ্মণগণ 'ব্রহ্মঘোষ' = মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। এই মন্ত্র ধ্বনি দ্বারা; এবং সেই সময় শঙ্খ ও যে তূরীধ্বনি হইতেছিল তাহা দ্বারাও 'আদৃতাঃ' = উৎসাহিতাঃ। বলরাম প্রভৃতি এই মন্ত্রধ্বনি, মঙ্গল চিহ্ন এবং বাদ্য দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছিলেন। প্রণয়াগত-সাধ্বসাঃ—প্রণয় = স্নেহ, তদ্দ্বারা 'আগত' = উৎপাদিত হইয়াছে 'সাধ্বস' —সংভ্রম যাঁহাদিগের (শ্রীধর); প্রত্যুজ্জগ্মুঃ - প্রতি = শ্রীকৃষ্ণের দিকে + উৎ = ব্যগ্রভাবে + জগ্মুঃ = গিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থ দেখ। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

বারমুখ্যাশ্চ শতশো যানৈস্তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
লসৎকুণ্ডলনির্ভাত-কপোলবদনশ্রিয়ঃ॥ ২০
নটনর্ত্তকগন্ধর্ব্বাঃ সূতমাগধ-বন্দিনঃ।
গায়ন্তি চোত্তমঃশ্লোক-চরিতান্যদ্ভুতানি চ॥ ২১

(২০-২১) [**অন্বয়**] লসৎ-কুণ্ডল-নির্ভাত-কপোল-বদন-শ্রিয়ঃ তদ্দর্শনোৎসুকাঃ শতশঃ বারমুখ্যাঃ চ যানৈঃ [প্রত্যুজ্জগ্মুঃ]। নট নর্ত্তক গন্ধর্ব্বাঃ সূত মাগধ বন্দিনঃ চ অদ্ভুতানি উত্তমশ্লোকচরিতানি গায়ন্তি।

ব্যাখ্যা—উজ্জ্বল কুণ্ডলের প্রভায় যাহাদিগের গণ্ডস্থলের এবং বদনের শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছিল (অর্থাৎ কর্ণাভরণ এবং অপর অপর অলঙ্কার দ্বারা আপন আপন দেহ সুশোভিত করিয়া) শত শত বারনারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া, বহু যানে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, এবং অভিনয়চতুর নটগণ (যাহারা 'হরবোলা'

সাজে তাহাদিগকেও নট বলে) অভিনয় করিতে করিতে, নর্ত্তকগণ অঙ্গে তালে নাচিতে নাচিতে, 'গন্ধর্ব্ব' অর্থাৎ গায়ক সকল গান করিতে করিতে, সূত=পৌরাণিক বিষয় কীর্ত্তনকারিগণ পুরাণ কীর্ত্তন করিতে করিতে, 'মাগধ' অর্থাৎ রাজবংশের যশঃ কীর্ত্তনকারিগণ কুলগৌরব কীর্ত্তন করিতে করিতে, এবং বন্দি অর্থাৎ স্তুতিপাঠকগণও স্তুতিপাঠ করিতে করিতে, সেই শোভাযাত্রায় একত্রিত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিকথা গান করিতে করিতে চলিল।

ভগবাংস্তত্র বন্ধূনাং পৌরাণামনুবর্ত্তিনাম্।
যথাবিধ্যুপসঙ্গম্য সর্ব্বেষাং মানমাদধে ॥২২
প্রহ্বাভিবাদনাশ্লেষকরস্পর্শস্মিতেক্ষণৈঃ।
আশ্বাস্য চা শ্বপাকেভ্যো বরৈশ্চাভিমতৈর্বিভুঃ ॥২৩

(২২—২৩) [অন্বয়] ভগবান তত্র যথাবিধি উপসংগম্য প্রহ্বা-অভিবাদন-করস্পর্শ স্মিতেক্ষণৈঃ সর্ব্বেষাং বন্ধূনাং, অনুবর্ত্তিনাং, পৌরাণাং [তথা] আশ্বপাকেভ্যঃ [চ] অভিমতৈঃ বরৈঃ আশ্বাস্য মানং আদদে।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ যদিও ভগবান্, তাহা হইলেও রথ হইতে অবতরণ করিয়া 'উপসংগম্য' অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া, কাহাকেও 'প্রহ্বা'= সাদর সম্ভাষণ, কাহাকেও 'অভিবাদন' অর্থাৎ নমস্কার, কাহারও কর-স্পর্শ, কাহারও প্রতি মৃদুহাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাত করিয়া, সমাগত আত্মীয় ও পুরবাসিগণের সকলকেই সমাদৃত করিলেন। 'যথাবিধি' পদ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, যাহাকে যেরূপ সমাদর করা উচিত, তাহাকে সেইরূপ সমাদর করিলেন। 'আ-শ্বপাকেভ্যঃ'—আ + শ্বপাক = চণ্ডাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তথায় আগত সর্ব্ববর্ণের এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে কোন শ্রেণীকেই শ্রীকৃষ্ণ অবহেলা করেন নাই। এমন কতক লোক

সেখানে ছিল; যাহাদের পক্ষে প্রহ্বা + অভিবাদন + কর + স্পর্শবা স্মিতেক্ষণ এই চারি বিধির কোন বিধি দ্বারাই প্রকৃত সমাদর হইত না; তাহাদিগকে বর (অর্থাৎ উপহার দ্বারা সন্তুষ্ট করা উচিত)। ঐ সকল লোককে শ্রীকৃষ্ণ বর দ্বারাই সমাদর করিলেন। কেহ যতই হীন শ্রেণীর হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও সমাদর করিতে ভুলেন নাই। এই ভাব প্রকাশের জন্য 'আশ্বপাকেভ্যঃ' পদটীর ব্যবহার হইয়াছে। 'বিভুঃ,—এই কথাটী দ্বারা প্রকাশ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ ত এই ভাবে সকলের সমাদর করিবেনই; কারণ তিনি 'বিভুঃ'—অনন্ত ঐশ্বর্য্যবান্, অতএব তাঁহার চিত্তে উদারতার হ্রাস হইতে পারে না।

স্বয়ঞ্চ গুরুভির্বিপ্রৈঃ সদারৈঃ স্থবিরৈরপি।
আশীর্ভির্যুজ্যমানোঽন্যৈর্বন্দিভিশ্চাবিশৎ পুরীম্॥২৪

(২৪) [অন্বয়] স্বয়ং চ গুরুভিঃ স্থবিরৈঃ অপি সদারৈঃ [আগতৈঃ] বিপ্রৈঃ [তথা] অন্যৈঃ বন্দিভিঃ আশীর্ভিঃ যুজ্যমানঃ [সন্] পুরীং আবিশৎ।

ব্যাখ্যা—পিতা প্রভৃতি গুরুগণ শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং কতক ব্রাহ্মণ বার্দ্ধক্যবশতঃ স্থবির হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহবশতঃ আপন আপন পত্নীগণকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের এবং অপর স্তুতিপাঠকগণের আশীর্ব্বচন শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 'যুক্ত' পদ ব্যবহার করিলে বুঝাইত যে কেবল একবারই আশীর্ব্বাদ হইয়াছিল; সানচ্ প্রত্যয়ান্ত 'যুজ্যমানঃ' পদ দ্বারা বুঝায় যে, সর্ব্বত্রই আশীর্ব্বচন শ্রুত হইয়াছিল।

রাজমার্গং গতে কৃষ্ণে দ্বারকায়াঃ কুলস্ত্রিয়ঃ।
হর্ম্ম্যাণ্যারুরুহুর্বিপ্র তদীক্ষণমহোৎসবাঃ॥২৫
নিত্যং নিরীক্ষমাণানাং যদপি দ্বারকৌকসাম্।
নৈব তৃপ্যন্তি হি দৃশঃ শ্রিয়োধামাঙ্গমচ্যুতম্॥২৬

শ্রিয়ো নিবাসো যস্যোরঃ পানপাত্রং মুখং দৃশাম্।
বাহবো লোকপালানাং সারঙ্গাণাং পদাম্বুজম্॥২৭

সিতাতপত্রব্যজনৈরুপস্কৃতঃ
প্রসূনবর্ষৈরভিবর্ষিতঃ পথি।
পিশঙ্গবাসা বনমালয়া বভৌ
ঘনো যথার্কোড়ুপচাপবৈদ্যুতৈঃ॥২৮

(২৫—২৮) [অন্বয়] হে বিপ্রাঃ কৃষ্ণে রাজমার্গং গতে দ্বারকায়াঃ কুলস্ত্রিয়ঃ তদীক্ষণমহোৎসবাঃ [সন্তঃ] হর্ম্ম্যাণি আরুরুহুঃ। শ্রিয়ঃ ধামাঙ্গং অচ্যুতং নিত্যং ধনিরীক্ষমাণানাং অপি দ্বারকৌকসাং দৃশঃ হি যৎ (=যতঃ) ন এব তৃপ্যন্তি, যস্য উরঃ শ্রিয়ঃ নিবাসঃ [যস্য] মুখং দৃশাং পানপাত্রং [যস্য] বাহবঃ লোকপালানাং [নিবাসঃ] [যস্য] পদাম্বুজং সারঙ্গানাং [নিবাসঃ] [সঃ] সিতাতপত্র-ব্যজনৈঃ উপস্কৃতঃ [তথা] পথি প্রসূনবর্ষৈঃ অভিবর্ষিতঃ [সন্] ঘনঃ যথা অর্ক-উড়ুপ-চাপ-বৈদ্যুতৈঃ [বিভাতি] [তথা] পিসঙ্গবাসা বনমালয়া বভৌ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'রাজমার্গঃ'—বড় রাস্তা যাহা রাজার চলার উপযুক্ত; 'তদীক্ষণমহোৎসবাঃ'—শ্রীকৃষ্ণকে 'ঈক্ষণ' = দর্শনের জন্য মহান্=প্রবল 'উৎসব'=আগ্রহ যাহাদিগের ছিল এরূপ কুলস্ত্রীগণ; 'হর্ম্ম্যাণি'—বাড়ীর ছাতের উপর। 'শ্রিয়ঃ ধামাঙ্গং'—শ্রিয়ঃ=লক্ষ্মীর 'ধাম'=নিবাস হইয়াছে 'অঙ্গ'=দেহ অর্থাৎ বক্ষস্থল যাঁহার, অতএব যিনি সকল শোভার আধার এবং যিনি 'অচ্যুত'—হওয়াতে যাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য চ্যুতি রহিত; 'দ্বারকৌকসাং'—দ্বারকাবাসীগণের; 'দৃশঃ হি যৎ (=যতঃ) ন এব তৃপ্যন্তি'—যাঁহাকে নিত্য দেখিয়াও দ্বারকা-বাসীগণের দর্শন লালসার নিবৃত্তি হয় না। 'উরঃ'—বক্ষঃস্থল; 'মুখং দৃশাং পানপাত্রং'—যে পানপাত্র হইতে সুধা পান করা যায়, মুখ সেই পাত্রকে ছাড়িতে চায় না; দর্শকের নয়ন শ্রীকৃষ্ণের মুখে এত শোভা

দর্শন করে যে, তিনি নিজের নেত্রদ্বয়কে সেই মুখ হইতে সরাইয়া অপর কোন বস্তুর উপর স্থাপন করিতে চান না। 'বাহবঃ লোকপা-লানাং'—ইন্দ্রাদি লোকপালগণ শ্রীকৃষ্ণের বাহুর শক্তিকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তিনিই অসুরগণ হইতে লোকপালগণকে রক্ষা করেন; অতএব শক্তিমান্ (বিশ্বনাথ)। নারী মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য থাকে, কিন্তু শক্তি থাকে না। কিন্তু কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে একাধারে সৌন্দর্য্য এবং শৌর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যাইত। 'সারঙ্গ' = ভক্ত; সারং গায়ন্তি যে, ভক্তগণ যাঁহার পাদপদ্মকে আশ্রয় করিয়া বাস করেন।

সিতাতপত্র = শ্বেতছত্র + 'ব্যজনৈঃ'—চামরদ্বয়, এই তিন বস্তু দ্বারা 'উপস্কৃতঃ' = মণ্ডিত; বড়লোকের ছত্র, চামর প্রভৃতি 'আসবাবকে' উপস্করণ বলে, ছত্রাদি উপকরণ সকল তাঁহার সঙ্গে থাকাতে এবং প্রসূণবর্ষৈঃ' = পুষ্পবর্ষণ দ্বারা পথি 'অভিবর্ষিতঃ' = অভি = অভিতঃ, অর্থাৎ সকল দিকে + বর্ষিতঃ, বর্ষার অসংখ্য বারিবিন্দুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের উপর সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে পুষ্প বর্ষণ হওয়াতে। 'ঘনঃ' = মেঘঃ যেরূপ 'অর্ক' = সূর্য্য + 'উড়ুপ' = চন্দ্র (শ্রীধর বলেন নক্ষত্র সহিত চন্দ্র) + 'চাপ' = ইন্দ্রধনু + 'বৈদ্যুত' = বিদ্যুত হইতে জাত প্রভা; এই চারি বস্তুর একত্র সমাবেশ হইলে যেরূপ শোভা হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের শোভাও সেইরূপ হইয়াছিল। অর্থাৎ একখানি নিবিড় মেঘের সঙ্গে যদি সূর্য্যের এবং নক্ষত্র সহিত চন্দ্রের যুগপৎ উদয় হয় (মেঘ যদি চন্দ্র ও সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া নিষ্প্রভ না করে এবং দিবা ও রাত্রির একত্র সমাবেশ হয়) এবং সেই সময় মেঘের গায়ে ইন্দ্রধনু দেখা যায় ও বিদ্যুতের প্রভাও দেখা যায়, এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অবস্থার সংঘটন হইলে, যে শোভা হয়, শ্রীকৃষ্ণের শোভাও সেইরূপ হইয়াছিল। এই শোভা বর্ণনায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মেঘের উপমা, শ্বেতছত্রের সহিত সূর্য্যের এবং চামরের সহিত চন্দ্রের ও পুষ্পসকলের সহিত নক্ষত্রের, এবং ইন্দ্রধনুর সহিত মালার (বৈজয়ন্তী মালা পঞ্চবর্ণের পুষ্পের দ্বারা রচিত হয়, ইন্দ্রধনুতেও পাঁচ বর্ণ আছে)

ও পীত বসনের সহিত বিদ্যুতের উপমা দেওয়া হইয়াছে। যদি বল যে দিন এবং রাত্রির একত্র সমাবেশ অসম্ভব, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, কোন দৃষ্ট বস্তুর সহিত এই শোভার তুলনা হইতে পারে না; কবি সেইজন্য এই অলৌকিক উপমা দ্বারা সেই শোভার উৎকর্ষের ইঙ্গিত মাত্র করিলেন।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ রাজমার্গে বাহির হইলে দ্বারকার কুলস্ত্রীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া গৃহের ছাতের উপরে আরোহণ করিলেন। লক্ষ্মী দেবীর নিবাস হওয়াতে যে শ্রীকৃষ্ণের দেহ অনন্ত বিভূতির আধার, তাঁহাকে নিত্য দর্শন করিয়াও দ্বারকাবাসী-গণের দর্শন স্পৃহার নিবৃত্তি হয় না। যাঁহার বক্ষস্থলে স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী বাস করেন, যাঁহার মুখে নেত্রদ্বয় আনন্দে মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই আবদ্ধ থাকে, যাঁহার বাহুদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া বাস করাতে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ অসুরগণের দ্বারা উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পান। অর্থাৎ যে কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে সর্ব্ব বিভূতি এবং সর্ব্ব সৌন্দর্য্য একাধারে সমাবিষ্ট হইলেও সেই সঙ্গে অনন্ত শৌর্য্য এবং অপার বাৎসল্যও সমাবিষ্ট আছে; যে বাৎসল্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভক্তগণ যাঁহার পাদপদ্মের আশ্রয়ে বাস করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সমীপে যখন ছত্র চামর প্রভৃতি উপস্করণধৃত হইয়া ছিল, এবং পথে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল, তখন সেই বনমালা এবং পীতবসনশোভিত সান্দ্রাম্বুদাভ মূর্ত্তিখানি দেখিলে বোধ হইত যে, যেন একখানি মেঘের উপর সূর্য্যোদয় হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-মস্তকের উপর শ্বেত ছত্রকে সূর্য্য বলিয়া বোধ হইত; এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে-ধৃত চামরদ্বয়কে দেখিয়া বোধ হইত যে দুই পার্শ্বে দুইখানি চন্দ্রের উদয় হইয়াছে; বর্ষিত পুষ্প সকল যেন চন্দ্রের চতুষ্পার্শে নক্ষত্র তুল্য হইয়া রহিয়াছে ও তাঁহার বৈজয়ন্তী মালা দেখিয়া বোধ হইত যে, মেঘখানির উপর ইন্দ্রধনুর উদয় হইয়াছে; এবং পীতবসন দেখিয়া বোধ হইত যেন মেঘের উপর বিদ্যুতের প্রভাও পড়িয়াছে। অর্থাৎ উপরোক্ত অবস্থায় মেঘখানির যেরূপ

শোভা হয় শ্রীকৃষ্ণেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল। এক সময়ে চন্দ্র এবং সূর্য্যের একত্র সমাবেশ অসম্ভব, রাত্রিতেও ইন্দ্রধনু দেখা যায় না ; কিন্তু এই উপমা দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন যে, তখন শ্রীকৃষ্ণের শোভার সহিত কোন পার্থিব বস্তুরই উপমা হইতে পারে না। ঐ শোভা সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক।

প্রবিষ্টস্তু গৃহং পিত্রোঃ পরিষ্বক্তঃ স্বমাতৃভিঃ।
ববন্দে শিরসা সপ্ত দেবকীপ্রমুখাস্তদা ॥২৯
তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ।
হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥৩০

(২৯-৩০) [অন্বয়] পিত্রোঃ গৃহং তু প্রবিষ্টঃ স্বমাতৃভিঃ পরিষ্বক্তঃ [সন্] দেবকী প্রমুখাঃ সপ্ত [মাতৄঃ] ববন্দে। হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ [তাঃ] পুত্রং অঙ্কং আরোপ্য নেত্রজৈঃ জলৈঃ সিষিচুঃ।

ব্যাখ্যা—পিতামাতার (পিত্রোঃ = মাতা চ পিতা চ) গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মাতৃগণ কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন, এবং তিনি দেবকী প্রমুখ সপ্ত মাতাকে বন্দনা করিলেন। তাঁহারা আনন্দে এত অধীর হইয়াছিলেন যে, স্নেহবশতঃ তাঁহাদিগের স্তন হইতে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতেছিল ; এবং তাঁহাদিগের নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু ক্ষরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের উপর পতিত হইতেছিল।

অথাবিশৎ স্বভবনং সর্ব্বকামমনুত্তমম্।
প্রাসাদা যত্র পত্নীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥৩১

(৩১) [অন্বয়] অথ সর্ব্বকামং অনুত্তমং স্বভবনং আবিশৎ যত্র পত্নীনাং ষোড়শ সহস্রানি প্রাসাদা [সন্তি]।

ব্যাখ্যা—তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভবনে প্রবেশ করিলেন। এই ভবনে সকল কাম্য বস্তুই ছিল, এবং ইহা অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল; এই ভবনে ষোড়শ সহস্র পত্নীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন অট্টালিকা ছিল।

পত্ন্যঃ পতিং প্রোষ্য গৃহানুপাগতং
বিলোক্য সঞ্জাতমনোমহোৎসবাঃ।
উত্তস্থুরারাৎ সহসাসনাশয়াৎ
সাকং ব্রতৈর্ব্রীড়িতলোচনাননাঃ॥ ৩২

(৩২) [অন্বয়] প্রোষ্য গৃহান্ উপাগতং পতিং আরাৎ বিলোক্য সংজাত মনোমহোৎসবাঃ ব্রীড়িতলোচনাননাঃ পত্ন্যঃ সহসা ব্রতৈঃ সাকং আসনাৎ আশয়াৎ চ উত্তস্থুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—প্রোষ্য = প্রবাসে অবস্থান করিয়া; 'গৃহান্ উপাগতং'—'গৃহ' = পত্নীগণের স্ব স্ব অট্টালিকা তাহার 'উপ' = সমীপে আগতং; একবচন 'গৃহ' পদ ব্যবহার না করিয়া বহুবচন 'গৃহান্' পদের ব্যবহার হইয়াছে; সকল পত্নীই দেখিলেন যে, তাঁহার গৃহের নিকট শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়াছেন; যোগমায়া-প্রভাবে নিজেকে এইভাবে বহু করা শ্রীকৃষ্ণের দুঃসাধ্য ছিল না। 'আরাৎ'—দূর হইতে; 'বিলোক্য'—দেখিয়া; 'সংজাতমনোমহোৎসবাঃ'—সং = প্রবলভাবে + জাত = উৎপন্ন হইয়াছে + মনসি = মনের মধ্যে + মহোৎসব = মহা আনন্দ যাঁহাদিগের (বিশ্বনাথ বলেন 'উৎসব' = পরিরম্ভ স্পৃহা, প্রেমের আবেগে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে আগ্রহ) অতএব 'ব্রীড়িতলোচননানা'—ব্রীড়া = লজ্জা তাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল নেত্র এবং আনন যাঁহাদের এরূপ যে কৃষ্ণপত্নীগণ 'সহসা'—দর্শন মাত্র; 'ব্রতৈঃ সাকং'—প্রেষিতাভর্ত্তৃকা দেহ সংস্কার বর্জ্জন প্রভৃতি যে ব্রত করেন, সেই ব্রতের 'সাকং' = সহিত অর্থাৎ ব্রতপালন করার সময়েই; অতএব অসংস্কৃত অবস্থায় থাকার সময়েই; 'আসনাৎ উত্তস্থুঃ—আসন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়াইলেন; এবং সেই সময়ে 'আশয়াৎ উত্তস্থুঃ—অন্তঃকরণ হইতেও উঠিলেন, অর্থাৎ আত্মহারা হইলেন। সেইজন্য ব্রত পালনের সময় অসংস্কৃত অবস্থায় পতিকে দর্শন করা অনুচিত, ইহা বিস্মৃত

হইলেন। তাঁহারা প্রথমে দৃষ্টি দ্বারা তাহার পরে 'অন্তরাত্মনা' এবং নামক প্রতিনিধি পরে সন্তান দ্বারা পতিকে আলিঙ্গন করিলেন।

ব্যাখ্যা—কৃষ্ণ পত্নীগণ যখন দূর হইতে দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের আপন আপন ভবনের নিকট আসিতেছেন, তখন তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া আসন হইতে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন তাঁহারা যে প্রোষিত-ভর্তৃকার ব্রত পালনের অবস্থায় অসংস্কৃতভাবে আছেন, অতএব ঐ অবস্থায় পতির দর্শন নিষেধ, আত্মহারা-ভাব-বশতঃ এই শাস্ত্রীয় বাক্য তাঁহারা বিস্মৃত হইলেন; এবং কৃষ্ণপত্নীগণ লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া অপাঙ্গ-দৃষ্টি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা
দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্।
নিরুদ্ধমপ্যাস্রবদম্বু নেত্রয়ো-
র্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য্য বৈক্লবাৎ ॥ ৩৩

(৩৩) [অন্বয়] দুরন্তভাবাঃ [তাঃ স্ত্রিয়ঃ] তং পতিং দৃষ্টিভিঃ অন্তরাত্মনা আত্মজৈঃ [চ] পরিরেভিরে; হে ভৃগুবর্য্য বৈক্লবাৎ বিলজ্জতীনাং নিরুদ্ধং অপি অম্বু নেত্রয়োঃ আস্রবৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—দুরন্তভাবাঃ = যাঁহাদিগের 'ভাবের' = প্রেমের 'অন্ত' পাওয়া যায় না, অগাধ প্রেমবতী (৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে 'অচ্যুৎভাব' পদের টীকায় 'ভাব' পদের অর্থ দেখ)। 'দৃষ্টিভিঃ পরিরেভিরে' শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রথমে পত্নীগণের দর্শনপথে আসিলেন তখন পত্নীগণ এতই আগ্রহে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন যে, বোধ হইল যেন তাঁহারা দৃষ্টি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে। দর্শনের পরে পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আপন আপন চিত্তে স্থাপন করিয়া যেন অন্তরাত্মা দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন, এবং তাঁহার নিজ নিজ সন্তানকে শ্রীকৃষ্ণের কোলে দেওয়ার পরে

সন্তানগণ যখন পিতার নিকট আলিঙ্গন লাভ করিল, তখন পত্নীগণ সেই সুখও উপভোগ করিলেন। এই সময়ে তাঁহাদিগের আনন্দাশ্রু নির্গত হইতেছিল, কিন্তু পাছে শ্রীকৃষ্ণ দেখেন এই লজ্জায় তাঁহারা অশ্রুকে নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াও রোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের উভয় নেত্র হইতে অশ্রু আস্রবৎ = আ = বহুধারায় ক্ষরিত হইল।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থ দেখ। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগত-
স্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নবম্।
পদে পদে কা বিরমেত তৎপদা-
চ্চলাপি যচ্ছ্রীর্ন জহাতি কর্হিচিৎ ॥৩৪

(৩৪) [অন্বয়] যদ্যপি অসৌ পার্শ্বগতঃ রহোগতঃ তথাপি তস্য অঙ্ঘ্রিযুগং পদে পদে নবং নবং [ভবতি]। চলাপি শ্রীঃ কর্হিচিৎ যৎ ন জহাতি তৎপদাৎ কা বিরমেত।

ব্যাখ্যা—যদিও শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণের নিকটে থাকিতেন এবং নিকটে থাকিবার সময় একান্তে তাঁহাদিগের সহিত অলাপ করিতেন ['রহোগতঃ'—একান্তে চ বর্ত্ততে (শ্রীধর)] তথাপিও এত মেশামিশি করাতেও কৃষ্ণপত্নীগণের তাঁহার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ প্রবলই হইয়াছিল। কারণ তাঁহাদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় 'পদে পদে'—প্রতিক্ষণ (বিশ্বনাথ) নব নব শোভা প্রকাশ করিত। লক্ষ্মী দেবী স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইয়াও যে পদদ্বয়ের শোভায় এতই মুগ্ধ যে, তাহা পরিত্যাগ করিতে চান না; সেই পদদ্বয়ের মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া অপর কাহারও কি নিবৃত্তি হইতে পারে? 'বিরমেত'—বি = বিগত হওয়া + রমেত = আনন্দিত হওয়া; আনন্দিত না হওয়া।

এবং নৃপাণাং ক্ষিতিভারজন্মনা-
মক্ষৌহিণীভিঃ পরিবৃত্ততেজসাম্।

বিধায় বৈরং শ্বসনো যথানলং
মিথো বধেনোপরতো নিরায়ুধঃ ॥ ৩৫

(৩৫) [**অন্বয়**] নিরায়ুধঃ [**শ্রীকৃষ্ণঃ**] এবং **ক্ষিতিভার-জন্মনাং** অক্ষৌহিণীভিঃ পরিবৃত্ততেজসাং নৃপাণাং [মধ্যে] বৈরং বিধায়, শ্বসনঃ যথা [বেণুনাং অন্যোন্যসংঘর্ষণেন] অনলং বিধায় মিথঃ [দাহেন উপশাম্যতি] [তথা] মিথঃ বধেন উপরতঃ [বভুব]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'নিরায়ুধ'—নিরস্ত্র, **শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং** অস্ত্র ধারণ না করিয়াও : ক্ষিতিভারজন্মনাং'—**ক্ষিতির = পৃথিবীর** 'ভারায়' = পীড়নের জন্য যাহাদিগের জন্ম হইয়াছিল, এবং 'অক্ষৌহিণী —হস্তী, অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতি **বিশিষ্ট** বিশাল সৈন্য দ্বারা 'পরিবৃত্ততেজসাং'—পরি = সর্ব্বত্র + বৃত্ত = ব্যাপ্ত হইয়াছিল তেজ যাহাদিগের এইরূপ 'নৃপাণাং'—রাজাদিগের মধ্যে 'বৈরং বিধায়'—শত্রুতা 'বি' = বিশেষরূপে অর্থাৎ প্রবলভাবে উৎপাদন করিয়া, (বিধায় = বি + ধা = স্থাপন করা)। উপমাচ্ছলে বলিলেন, 'শ্বসনঃ যথা ইত্যাদি'—বায়ু যেরূপ বেণুনাং = সরু বাঁশ সকলের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া সমস্ত বনকে দগ্ধ করিয়া নিবৃত্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ঐ রাজাগণের মধ্যে বিবাদ উৎপাদন করিয়া ঐ বিবাদ হইতে সংগ্রামরূপ অগ্নি উৎপাদন করিয়া 'মিথঃ বধেন'—রণক্ষেত্রে পরস্পরকে বধ করাইয়া, যখন রাজগণের ধ্বংস হইল, তখন 'উপরতঃ'—ক্ষান্ত হইলেন।

ব্যাখ্যা—যে রাজগণ ক্ষিতির পীড়নের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিল, এবং যাহাদিগের বিপুল সৈন্যবল থাকাতে তাহাদিগের তেজ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ হইতে সমরানল উৎপাদন দ্বারা, স্বয়ং নিরস্ত্র হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজগণকে সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস করিয়া ক্ষান্ত হইলেন—যেরূপ বায়ু বংশসকলের পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া সমস্ত বনকে দগ্ধ করার পরে শান্ত হয়।

স এষ নরলোকেঽস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ॥৩৬

অস্মিন্ নরলোকে অবতীর্ণঃ সঃ এষঃ ভগবান্ স্বমায়য়া স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ [সন্] যথা প্রাকৃতঃ [তথা] রেমে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সঃ এষঃ ভগবান্'—মায়ার প্রাধান্যময় নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াও 'সঃ এষঃ' --আমাদিগের পুরোবর্ত্তী এই শ্রীকৃষ্ণ; 'ভগবান্'=পূর্ণ ঐশ্বর্য্য সহিত বিরাজমান আছেন, অর্থাৎ মায়ার প্রভুভাবেই আছেন; এবং তিনি 'স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ' হইয়া অর্থাৎ স্ত্রীরত্ন=যাঁহারা স্ত্রীগণের মধ্যে রত্ন=উত্তমা, তাঁহাদের মধ্যে 'কূটস্থঃ'—কূট=দুর্ব্বোধভাবে+স্থা=অবস্থান করিয়া; ষোড়শ সহস্র পত্নীগণের মধ্যে প্রতি পত্নীর কাছেই এক এক কৃষ্ণমূর্ত্তি অবস্থান করিতেন, এই বহুমূর্ত্তি ধারণ দুর্ব্বোধ বলিয়া, 'কূটস্থ'। শ্লোকে এই সংশয়ের মীমাংসাও করিয়াছেন; সেইজন্য 'স্বমায়য়া' (=নিজের যোগমায়া দ্বারা) পদ ব্যবহার করিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তি, নিজের যোগমায়ার প্রভাবেই এইরূপ বহু হইয়াছিলেন। 'যথা প্রাকৃতঃ'=প্রকৃতি অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তি দ্বারা সৃষ্ট মানব যেরূপ স্ত্রীগণের সহিত বিহার করে, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ 'রেমে'=বিহার করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে নরলোকে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার পূর্ণ ঐশ্বর্য্য ছিল। উত্তমা স্ত্রীগণের প্রত্যেকেরই নিকট এক এক কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া, প্রাকৃত মানবের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সহিত বিহার করিতেন। কিরূপে এক শ্রীকৃষ্ণ বহু হইলেন, এই বিষয় আমাদিগের নিকট 'কূট' অর্থাৎ অতি দুর্ব্বোধ বটে, কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অনন্ত এবং অচিন্ত্য, সুতরাং ঐ শক্তি দ্বারা সকল কার্য্যই সমুদিত হইতে পারে; সেই 'স্বমায়া' দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বহু করিয়াছিলেন।

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস-
ব্রীড়াবলোকনিহতো মদনোঽপি যাসাম্।
সম্মুহ্য চাপমজহাৎ প্রমদোত্তমাস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ ॥৩৭
তময়ং মন্যতে লোকে হ্যসঙ্গমপি সঙ্গিনম্।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোঽবুধঃ ॥৩৮

(৩৭-৩৮) [অন্বয়] যাসাং উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস-ব্রীড়াবলোকনিহতঃ মদনঃ [অথবা 'অমদনঃ'=মহাদেবঃ] অপি সংমুহ্য চাপং অজহাৎ, তাঃ প্রমদোত্তমাঃ কুহকৈঃ যস্য ইন্দ্রিয়ং বিমথিতুং ন শেকুঃ, ব্যাপৃণ্বানং তং অসঙ্গং অপি আত্মৌপম্যেন সঙ্গিনং মনুজং মন্যতে যতঃ অয়ং লোকঃ অবুধঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—এই শ্লোকে প্রধান বাক্য—'প্রমদোত্তমাঃ কুহকৈঃ যস্য ইন্দ্রিয়ং বিমথিতুং ন শেকুঃ'=রূপে যাঁহারা নারীর শিরোমণি তাঁহারা 'কুহকৈঃ'=কপট কটাক্ষাদি বিভ্রম দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তবিকার উৎপাদন করিতে পারেন নাই। [কারণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল 'প্রেমেরই' বশ, এই প্রেম তাঁহার চিৎশক্তির অঙ্গ; এবং পত্নীগণের প্রেম দ্বারা তিনি বশীভূত হইয়াছিলেন, কাম দ্বারা নয়]। 'ব্যাপৃণ্বানং তং'—সত্যভামার জন্য পারিজাত আনয়ন এবং অন্য পত্নীগণকে অপর অপর উপহার প্রদান ইত্যাদি 'ব্যাপার'—গৃহীর কার্য্য সম্পাদন করিতেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে 'অসঙ্গং অপি আত্মৌপম্যেন সঙ্গিনং মন্যতে'—শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃ অসঙ্গ=অনাসক্ত হইলেও লোকে 'আত্মৌপম্যেন'=নিজের নিজের ঐরূপ আচরণ দ্বারা আসক্তি প্রকাশ পায়, অতএব আপন আপন তুলনায় শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যের বিচার করিয়া তাঁহাকে 'সঙ্গিনং'—আসক্ত অর্থাৎ স্ত্রৈণ মনে করে। তাই বলিলেন, 'যতঃ অয়ং লোকঃ অবুধঃ'—কারণ এইরূপ বিবেচনা-কারিগণ নির্ব্বোধ।

কিরূপ 'প্রমদোত্তমাগণ' শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে পারেন নাই? তাই বলিলেন,'যাসাং উদ্দাম ভাব পিশুনামলবল্গুহাস'—যে প্রমদাগণের 'উদ্দাম'=উৎ উদ্গত হইয়াছে দাম=বন্ধন রজ্জু যাহাদের এরূপ 'ভাব' =প্রেম, অর্থাৎ যে প্রেমকে আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখা যায় না, সেইরূপ প্রেমের 'পিশুন'=প্রকাশক যে 'অমলবল্গুহাস'—যে হাস্য বল্গু=সুন্দর এবং 'অমল'=যাহাতে কামাদির সংযোগ নাই। অর্থাৎ যে হাস্য, দ্বারা মন মুগ্ধ হয়, এবং যাহা নারীগণের চিত্তে স্থিত প্রগাঢ় প্রেম-ব্যঞ্জক। 'ব্রীড়াবলোক'—সলজ্জ কটাক্ষ দ্বারা 'নিহতঃ'—নি=নিশ্চিত-ভাবে+হত=আহত হইয়া 'মদনঃ অপি সংমুহ্য চাপং অজহাৎ"—হাস্যযুক্তা ও সলজ্জকটাক্ষ ক্ষেপণকারিণী কৃষ্ণপত্নীগণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে যে কন্দর্প আসিয়াছিলেন, তিনি ঐ নারীগণের রূপে মুগ্ধ, অর্থাৎ বিস্মিত হইয়া 'চাপং অজহাৎ'—নিজের ফুলধনু ত্যাগ করিয়া-ছিলেন। কন্দর্প মনে ভাবিয়াছিলেন যে, ব্রীড়াবলোকনের সময় এই নারীগণের ভ্রূযুগের কাছে তাঁহার ধনু অতি ছার বস্তু (বিশ্বনাথ); [যদি 'অমদনঃ' পদ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে অর্থ হয় 'অমদনঃ'= মহাদেব, অর্থাৎ মহাদেব শ্রীহরির যে মোহনী মুর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন, কৃষ্ণপত্নীগণ সেইরূপ সুন্দরী ছিলেন]।

ব্যাখ্যা—কৃষ্ণপত্নীগণ এত সুন্দরী ছিলেন যে, তাঁহাদিগের মুখে যে নির্ম্মল ও মধুর হাস্য দেখা যাইত, তাহা দ্বারা তাঁহাদিগের চিত্তে প্রেম কত প্রগাঢ় তাহাই প্রকাশ পাইত। ঐ হাস্য এবং পত্নীগণের অপাঙ্গ দৃষ্টি দেখিয়া স্বয়ং কামদেবও বিস্মিত হইয়া নিজের ফুলধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ পত্নীগণের ভ্রূযুগের মোহিকা শক্তি কন্দর্পের ফুলধনুকেও পরাভূত করে; [অপর অর্থ এই, শ্রীহরির যে মোহিনীরূপে মহাদেব মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কৃষ্ণপত্নীগণের সেই প্রকার রূপ ছিল]। এইরূপ নারী শিরোমণিগণও কখন কামব্যঞ্জক হাবভাবাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে পারেন নাই। কারণ 'কাম' কেবল রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন লোককেই মুগ্ধ করিতে পারে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ

ছিলেন গুণাতীত, সুতরাং তাঁহার উপর 'কামের' আধিপত্য হইতেই পারে না। তিনি 'প্রেমের' অধীন ছিলেন, এই প্রেম তাঁহার 'চিৎ'-শক্তির বিকাশ মাত্র। এবং তন্ময়ানাং কটাক্ষাদীনাং তদুত্থিতস্য কামস্য তৎকারণস্য চ রমণস্য চ চিন্ময়ত্বাৎ বিষয়ভোগ শব্দেন বক্তুং অশক্যাৎ' (বিশ্বনাথ)। এই প্রেমময় কটাক্ষাদি, প্রেম হইতে সঞ্জাত ভোগ বাসনা, এবং প্রেমমূলক রমণ ইত্যাদি বস্তু, সকলই 'চিৎ' সত্ত্বারই রূপান্তর মাত্র, উহাকে 'বিষয়ভোগ' বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যাহারা অজ্ঞানী তাহারা শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কার্য্যকে নিজ নিজ আচরণ অনুসারে বিচার করে; এবং তাঁহাকে আসক্ত, স্ত্রৈণ ইত্যাদি বলে।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে স চাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥৩৯

(৩৯) [অন্বয়] এতৎ এব ঈশস্য ঈশনং যৎ প্রকৃতিস্থঃ অপি তদ্‌গুণৈঃ ন যুজ্যতে যথা তদাশ্রয়া বুদ্ধিঃ ন যুজ্যতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ঈশনং'=ঐশ্বর্য্যং ঈশ্বর-ভাবের চিহ্ন; 'প্রকৃতিস্থঃ'—প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে বা অপর কোন মূর্ত্তিতে অবস্থান করার সময়েও। 'তদ্‌গুণৈঃ'—প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা (শ্রীধর বলেন 'সুখদুঃখাদিভিঃ') 'ন যুজ্যতে'—গুণের সহিত সংমিলিত হন না। ভগবান স্বয়ং গুণত্রয়ে অধিষ্ঠান করেন। গুণত্রয় তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু তখনও তাঁহার গুণত্রয়ের সহিত সম্পর্ক থাকে না। তিনি অধিষ্ঠাতৃভাবে সকল প্রপঞ্চে (মায়াসৃষ্ট বস্তুতে) আছেন; তথাপি তিনি স্বয়ং নির্গুণ, ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্ব (বিশ্বনাথ)। 'যথা তদাশ্রয়া বুদ্ধিঃ ন যুজ্যতে'—'তদাশ্রয়া'= সঃ এব আশ্রয়ঃ বিষয়ঃ যস্যাঃ, যাঁহারা কেবল তাঁহাকেই স্মরণ করেন; অর্থাৎ তাঁহার ক্রিয়া, তাঁহার শক্তিও মাহাত্ম্য এবং মাধুর্য্য প্রভৃতি চিন্তা করেন, এইরূপ পরম ভাগবতগণের বুদ্ধি প্রকৃতির গুণত্রয়ের সহিত

লিপ্ত হয় না। যে বুদ্ধি ভগবানকে আশ্রয় না করিয়া দেহকে আশ্রয় করে, অর্থাৎ দৈহিক সুখদুঃখাদি চিন্তা করে, সেই বুদ্ধি দেহস্থ গুণত্রয়ের সহিত যুক্ত হয়, এবং 'তদুপাধিঃ জীবঃ অপি যুজ্যতে' (শ্রীধর)।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মাই বাসুদেবরূপে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত আছেন, এবং প্রকৃতির গুণত্রয় তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে; তথাপি তিনি গুণত্রয়ের সহিত যুক্ত হন না; গুণত্রয়ের প্রভুভাবেই থাকেন। এই অসংযোগ এবং প্রভুশক্তি তাঁহার ঐশীভাবের চিহ্ন, সেইজন্য তাঁহাকে ঈশ্বর বলে। যে সাধকের বুদ্ধি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অর্থাৎ নিয়ত ঈশ্বরকেই স্মরণ করে, সেই বুদ্ধিও গুণত্রয়ের সহিত সংসৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ গুণত্রয় সেই সাধকের বুদ্ধির উপর আত্মশক্তি প্রকাশ করিতে পারে না।

তং মেনিরেঽবলা মৌঢ্যাৎ স্ত্রৈণঞ্চানুব্রতং রহঃ।
অপ্রমাণবিদো ভর্তুরীশ্বরং মতয়ো যথা ॥৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্দে পারীক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারকাসমাগমো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১॥

(৪০) [**অন্বয়**] ভর্তুঃ অপ্রমাণবিদঃ তাঃ অবলাঃ যথা [তাসাং] মতয়ঃ [তথা] মৌঢ্যাৎ তং ঈশ্বরং স্ত্রৈণং রহঃ অনুব্রতং মেনিরে।

ইতি প্রথম স্কন্দে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত অন্বয়ে একাদশোঽধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অপ্রমাণবিদঃ'—'প্রমাণ' = ইয়ত্তা, অর্থাৎ সমুদ্রে বিচরণ করিয়াও মৎসগণ যেরূপ সমুদ্রের ইয়ত্তা জানে না, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়াও কৃষ্ণপত্নীগণ তাঁহার মহিমা অবগত ছিলেন না। বিশ্বনাথ বলেন যে পট্টমহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত

হইলেও রসপুষ্টি সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া প্রভাবে তাঁহাদিগের চিত্তে আত্মস্বরূপের (= শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিষয়ক) জ্ঞানকে আবরণ করিয়াছিলেন। 'অবলাঃ' 'মৌঢ্যাৎ'—জ্ঞান আবৃত হওয়াতে চিত্তের দুর্ব্বলতা এবং মূঢ়তা বশতঃ, তাঁহারা 'ঈশ্বরং স্ত্রৈণং অনুব্রতং মেনিরে'—যে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বস্তুতঃ 'ঈশ্বরঃ' - মায়ার প্রভু, তাঁহাকে মায়ার অধীন, অতএব স্ত্রৈণ = স্ত্রী দ্বারা বশীকৃত এবং 'রহঃ অনুব্রতং' —গোপনে তাঁহাদিগের প্রতি আসক্ত ইহাই মনে করিতেন। 'যথা [তাসাং] মতয়ঃ'—তাঁহাদিগের যেরূপ কল্পনা ছিল—এই কল্পনাও ভগবানের যোগমায়ার সৃষ্টি।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীতোষিণী টীকায় একাদশোঽধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—কৃষ্ণপত্নীগণ নিয়ত তাঁহার সমীপে থাকিয়াও তাঁহার মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারেন নাই। মায়ার মোহবশতঃ তাঁহারা আপন আপন কামনার অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদিগের আপনার আপনার বশীভূত এবং অন্তরে তাঁহাদিগের প্রতি অনুরক্ত ভাবিতেন।

ইতি প্রথম স্কন্দে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যায় একাদশোঽধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

তাৎপর্য্য ঃ—এই অধ্যায়ে পরীক্ষিতের জন্ম এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাঁহার ভাবী উৎকর্ষ খ্যাপন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশৌনক উবাচ।

অশ্বত্থাম্নোপসৃষ্টেন ব্রহ্মশীর্ষ্ণোরুতেজসা।
উত্তরায়া হতো গর্ভ ঈশেনাজীবিতঃ পুনঃ ॥১
তস্য জন্ম মহাবুদ্ধেঃ কর্ম্মাণি চ মহাত্মনঃ।
নিধনঞ্চ যথৈবাসীৎ স প্রেত্য গতবান্ যথা ॥২
তদিদং শ্রোতুমিচ্ছামো গদিতুং যদি মন্যসে।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং যস্য জ্ঞানমদাচ্ছুকঃ ॥৩

(১-৩) [**অন্বয়**] অশ্বত্থাম্না উপসৃষ্টেন **উরুতেজসা** ব্রহ্মশীর্ষ্ণা হতঃ উত্তরায়াঃ গর্ভঃ পুনঃ ঈশেন আজীবিতঃ। তস্য **মহাত্মনঃ মহাবুদ্ধেঃ** জন্ম চ কর্ম্মাণি চ নিধনং যথা এব আসীৎ, শুকঃ **যস্য** জ্ঞানং অদাৎ সঃ প্রেত্য যথা গতবান্, তৎ ইদং শ্রোতুং **ইচ্ছামঃ** যদি গদিতুং মন্যসে [তর্হি] শ্রদ্দধানানাং নঃ ব্রূহি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি - উপসৃষ্টঃ = পরিত্যক্ত ; ব্রহ্ম-**শীর্ষ্ণা**—ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র দ্বারা ; 'হতঃ'—যাহা ধরিতে গেলে **নষ্টই হইয়াছিল**, 'ঈশেন'—**সর্ব্বনিয়ন্তা** ভগবান দ্বারা ; 'আজীবিত'—**আ = সম্পূর্ণ**ভাবে অর্থাৎ কোনরূপ অঙ্গহীন বা ক্ষীণবল না হইয়া+**জীবিত—জীবন** প্রাপ্ত। 'মহাত্মনঃ' যাঁহার আত্মা '**মহৎ**'-ভগবানের বিভূতিযুক্ত ছিল ; নিধনং'—মৃত্যু ; '**যস্য'—সম্বন্ধে** (**ভাবর্থে ষষ্ঠী**) যাঁহাকে '**জ্ঞানঃ'—তত্ত্ব**জ্ঞান ; 'প্রেত্য'—দেহ ত্যাগ **করিয়া** ; '**যথা** গতবান্'—যে গতি লাভ **করিয়াছিলেন** ; **'শ্রদ্দধানানাং'**—আমরা **শ্রদ্ধাযুক্ত, সুতরাং শ্রবণ করিতে** যোগ্য, এবং **মন দিয়া শুনিব**।

ব্যাখ্যা—অশ্বত্থামা দ্বারা নিক্ষিপ্ত মহাতেজস্বী ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র দ্বারা উত্তরার গর্ভ নষ্টপ্রায় হইলে, সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে সেই গর্ভে সম্পূর্ণরূপে জীবন-সঞ্চার হইয়াছিল। ভগবানের বিভূতিযুক্ত এবং মহাবুদ্ধি পরীক্ষিতের জন্ম এবং কর্ম্ম সকলের বিবরণ এবং যেরূপে তাঁহার মৃত্যু হয়, ও শুকদেবের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি দেহ-ত্যাগের পর যে গতি লাভ করেন, এই সকল বিষয় আমরা শুনিতে বাসনা করি। শৌনক বলিলেন, হে সূত! যদি আমাদিগকে এই সকল বিষয় আপনি বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বলুন, আমাদিগের শ্রদ্ধা আছে, অতএব আমরা মন দিয়া শুনিব।

সূত উবাচ।

অপীপলদ্ধর্ম্মরাজঃ পিতৃবদ্রঞ্জয়ন্ প্রজাঃ।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ কৃষ্ণপাদানুসেবয়া ॥৪
সম্পদঃ ক্রতবো লোকা মহিষী ভ্রাতরো মহী।
জম্বুদ্বীপাধিপত্যঞ্চ যশশ্চ ত্রিদিবং গতম্ ॥৫
কিং তে কামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দমনসো দ্বিজ।
অধিজহ্রুর্ম্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে ॥৬

(৪-৬) [**অন্বয়**] ধর্ম্মরাজঃ কৃষ্ণপাদানুসেবয়া সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ [সন্] পিতৃবৎ প্রজাঃ রঞ্জয়ন্ অপীপলৎ। হে দ্বিজ সম্পদঃ ক্রতবঃ লোকাঃ মহিষী ভ্রাতরঃ মহী জম্বুদ্বীপাধিপত্যং চ ত্রিদিবং গতঃ যশঃ, তে সুরস্পার্হাঃ কামাঃ কিং মুকুন্দমনসঃ রাজ্ঞঃ মুদং অধিজহ্রুঃ? ইতরে যথা ক্ষুধিতস্য [মুদং ন কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কৃষ্ণপাদানুসেবয়া ইত্যাদি'—ভীষ্মের উপদেশ ('অস্মানুবিহিতঃ' ইত্যাদি) অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের পদকে 'অনু' = অনুসৃত্য, 'সেবা'—দাস যেরূপ প্রভুর শরণাগত হয়, সেইভাবে যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের শক্তির

প্রভাবেই তিনি 'সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ'—সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে কামনাশূন্য হইয়াছিলেন। 'পিতৃবৎ রঞ্জয়ন্'—কেবল কর্ত্তব্য-বোধে প্রজার সুখ-সম্পাদন করেন নাই, পিতার ন্যায় সস্নেহে প্রজা-পালন করিতেন। এই স্নেহ উৎপাদন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেরই কার্য্য। কারণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করার পর সকল প্রজা যে শ্রীকৃষ্ণেরই রূপভেদ মাত্র,এই জ্ঞান মহারাজের মনে উদয় হইয়াছিল। 'ক্রতু'—যজ্ঞ, বহু যজ্ঞানুষ্ঠানের খ্যাতি এবং তদুপার্জ্জিতাঃ 'লোকাঃ' = স্বর্গাদি (শ্রীধর); 'মহী'—রাজ্য; 'জম্বুদ্বীপাধিপত্য'—জম্বুদ্বীপের একেশ্বর হওয়ার সম্মান; 'ত্রিদিবং গতঃ যশঃ'—স্বর্গ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত খ্যাতি।

'সুরস্পার্হাঃ কামাঃ'—দেবগণেরও স্পৃহনীয় সম্পদাদি 'কামাঃ' = বিষয়াঃ অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুসকল (শ্রীধর)। 'মুকুন্দমনসঃ'—এই কথাটীর অর্থ অতি গভীর ও অতি মধুর। মহারাজের মন তখন বিষয়ের অর্থাৎ ভোগের উপর আসক্ত ছিল না;'মুকুন্দের' = মোক্ষ দাতার,অর্থাৎ যিনিভোগাসক্তির নিবৃত্তি করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের উপরই ছিল। এই ভোগের সাগরে নিমগ্ন থাকার সময়েও মনে যেন বিষয়াশক্তি না হয়, এবং দেহত্যাগের সময় যাহাতে সংসার-মুক্তি হয়, এই চিন্তাই মহা-রাজের মনে প্রবল ছিল; এবং শ্রীকৃষ্ণই 'মুকুন্দ', অতএব তিনিই বিষয়াসক্তি নিবারণ করিয়া জীবকে মোক্ষদান করিতে পারেন, এই বিশ্বাসে মহারাজ নিজের মনকে শ্রীকৃষ্ণে স্থাপন করিয়াছিলেন। 'মুদং' —আনন্দ; 'অধিজহ্রুঃ'—অধি = অধিক পরিমাণে + জহ্রু = আহরণ করা, অর্থাৎ উৎপাদন করিয়াছিল। উত্তরে বলিলেন—'ন' = অর্থাৎ 'ন অধিজহ্রুঃ', সমধিক আনন্দ উৎপাদন করে নাই। উপমাচ্ছলে বলিতেছেন যে, 'ইতরে' = অন্ন হইতে ইতর বস্তু, অর্থাৎ স্রক্‌চন্দনাদি যেরূপ ক্ষুধিত ব্যক্তির আনন্দ উৎপাদন করে না। ক্ষুধিত ব্যক্তি অন্ন না পাইয়া, অপর বস্তু পাইলে যেমন সুখী হয় না,মহারাজ 'মুকুন্দকে' ছাড়িয়া বিষয়সুখ হইতে তৃপ্তি লাভ করিতেন না।

ব্যাখ্যা—ভোগ্যবস্তুর প্রতি নিস্পৃহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের

পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া সকল প্রজাগণকে পিতার ন্যায় সস্নেহে পালন করিতেন। রাজ্যের অগাধ সম্পদ, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি উচ্চ লোক প্রাপ্তি, দ্রৌপদীর ন্যায় রূপবতী মহিষী, ভীমা-র্জ্জুনের ন্যায় বলীয়ান্ এবং আজ্ঞাধীন ভ্রাতৃগণ, সসাগরা সাম্রাজ্য এবং জম্বুদ্বীপের একেশ্বর-পদবীর সম্মান, এবং স্বর্গলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত যশঃ, এই সকল বস্তু দেবগণও স্পৃহা করেন বটে, কিন্তু এই সকল লাভ করিয়া সেই মুকুন্দমনাঃ (শব্দার্থ দেখ) মহারাজের অধিক আনন্দ হয় নাই—যে ব্যক্তি ক্ষুধিত তাহার মন অন্নের উপরই থাকে, তখন অন্ন না পাইয়া অপর ভোগ্যবস্তু-লাভ হইলেও তাহার কি আনন্দ হয়? মহারাজের মন ছিল মুকুন্দের উপর ; অতএব অপর বস্তুলাভে তাঁহার সাতিশয় প্রীতি হয় নাই।

মাতুর্গর্ভগতো বীরঃ স তদা ভৃগুনন্দন।
দদর্শ পুরুষং কঞ্চিদ্ দহ্যমানোঽস্ত্রতেজসা॥৭
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং স্ফুরৎপুরটমৌলিনম্।
অপীব্যদর্শনং শ্যামং তড়িদ্বাসসমচ্যুতম্॥৮
শ্রীমদ্দীর্ঘচতুর্ব্বাহুং তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলম্।
ক্ষতজাক্ষং গদাপাণিমাত্মনঃ সর্ব্বতো দিশম্।
পরিভ্রমন্তমুল্কাভাং ভ্রাময়ন্তং গদাং মুহুঃ॥৯
অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহারমিব গোপতিঃ।
বিধমন্তং সন্নিকর্ষে পর্য্যৈক্ষত ক ইত্যসৌ॥১০

(৭-১০) [অন্বয়] হে ভৃগুনন্দন ! মাতুগর্ভগতঃ অস্ত্রতেজসা দহ্যমানঃ সঃ বীরঃ তদা অঙ্গুষ্ঠমাত্রং অমলং স্ফুরৎপুরটমৌলিনং অপীব্যদর্শনং, তড়িৎবাসসং অচ্যুতং, শ্রীমদ্দীর্ঘচতুর্ব্বাহুং, তপ্তকাঞ্চন-কুণ্ডলং, ক্ষতজাক্ষং, গদাপাণিং, উল্কাভাং গদাং ভ্রাময়ন্তং, আত্মনঃ সর্ব্বতঃ দিশং মুহুঃ পরিভ্রমন্তং, গোপতিঃ নীহারং ইব স্বগদয়া অস্ত্রতেজঃ বিধমন্তং কঞ্চিৎ পুরুষং সন্নিকর্ষে দদর্শ, অসৌ কঃ ইতি পর্য্যৈক্ষত।

ব্যাখ্যা—সূত শৌণককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভৃগু-নন্দন! পরীক্ষিৎ যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন,তখন সেই 'বীর' (=তেজস্বী) 'সন্নিকর্ষে'=আপনার অতি নিকটে কোন এক পুরুষকে দেখিলেন। তিনি কিরূপ? তাঁহার দেহ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত, কিন্তু বিশুদ্ধ এবং তাঁহার মস্তকে উজ্জ্বল 'পূরট'=সুবর্ণের মুকুট ছিল; তাঁহার মূর্ত্তি অতি সুন্দর (অপীব্য = যাহা স্থূল নয়, প্যা=বৃদ্ধি পাওয়া) তিনি তড়িতের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবসনধারী, এবং 'অচ্যুত'=নির্ব্বিকার (শ্রীধর)। তাঁহার বাহু শ্রীমৎ=সুন্দর এবং দীর্ঘ=আজানুলম্বিত, কর্ণে উজ্জ্বল স্বর্ণের কুণ্ডল ছিল। চক্ষুদ্বয় ক্রোধে আরক্ত, ও তাঁহার হস্তে গদা ছিল, এবং সেই উল্কার ন্যায় উজ্জ্বল গদাকে তিনি 'আত্মনঃ সর্ব্বতোদিশং'=গর্ভস্থ বালকের সকল দিকে পুনঃ পুনঃ ঘুরাইতে-ছিলেন; এবং সূর্য্য যেরূপ নীহারকে নষ্ট করেন, তিনিও নিজের গদা দ্বারা অস্ত্রের তেজকে 'বিধমন্তং'=সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতেছিলেন। নিজের নিকট ঐ পুরুষকে দেখিয়া পরীক্ষিৎ মনে মনে চিন্তা (অর্থাৎ বিতর্ক) করিলেন যে, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যিনি আমাকে রক্ষা করিতেছেন, ঐ পুরুষ কে।

বিধূয় তদমেয়াত্মা ভগবান্ ধর্ম্মগুব্বিভুঃ।
মিষতো দশমাস্যস্য তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ॥১১

(১১) [অন্বয়] অমেয়াত্মা ধর্ম্মগুপ্ বিভুঃ ভগবান্ হরিঃ তৎ বিধূয় দশমাস্যস্য তস্য মিষতঃ [সম্বন্ধে] তত্র এব অন্তর্দ্দধে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—অমেয়াত্মা=যাঁহার আত্মার অর্থাৎ স্বরূপের কেহ 'মান' অর্থাৎ ইয়ত্তা করিতে পারে না, সুতরাং তিনি কিরূপে গর্ভে প্রবেশ করিলেন, এবং কেনই বা তাড়াতাড়ি অন্তর্হিত হইলেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। 'ধর্ম্মগুপ্'—ধর্ম্মের রক্ষক 'গুপ্'=পালন করা; 'বিভুঃ'=অপার শক্তিমান্। 'তৎ বিধূয়'—সেই অস্ত্রকে রোধ করিয়া; 'দশমাস্য'—যিনি দশমাস মাত্র গর্ভে

অবস্থান করিয়াছিলেন ; এবং 'মিষতঃ'—যিনি এই ঘটনা দেখিতে-ছিলেন, তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই, অর্থাৎ তিনি দেখিতে দেখিতেই, সেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন ; যে স্থানে তিনি ছিলেন সেই স্থান হইতে অপর কোথাও গেলেন না, সেই স্থানেই যেন 'মিশাইয়া গেলেন', অর্থাৎ তিরোহিত হইলেন।

ব্যাখ্যা—যাঁহার স্বরূপের ও কার্য্যের ইয়ত্তা করা যায় না, যিনি ধর্ম্মের রক্ষক এবং অপায় শক্তিমান্, সেই ভগবান্ গদার তেজকে রোধ করার পর গর্ভে দশমাস অবস্থিত শিশুর চক্ষুর সম্মুখেই অন্তর্হিত হইলেন।

ততঃ সর্ব্বগুণোদর্কে সানুকূলগ্রহোদয়ে।
জজ্ঞে বংশধরঃ পাণ্ডোর্ভূয়ঃ পাণ্ডুরিবৌজসা ॥১২

(১২) [অন্বয়] ততঃ সর্ব্বগুণোদর্কে সানুকূলগ্রহোদয়ে ওজসা ভূয়ঃ পাণ্ডুঃ ইব পাণ্ডোঃ বংশধরঃ জজ্ঞে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সর্ব্বগুণোদর্কে'—সকল গুণের উদর্কং = উত্তরকালভবং ফলং যত্র (বিশ্বনাথ)। সর্ব্বগুণানাং উত্তরোত্তর আধিক্যসূচকে (শ্রীধর)। 'অনুকূলগ্রহোদয়ে'—অনুকূল গ্রহের সহিত বর্ত্তমান 'উদয়' = লগ্ন (শ্রীধর)। যে লগ্নে অপর গ্রহ-সকলও শুভ ছিল। অতএব শিশুর গুণসকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে ইহাই সূচিত হইয়াছিল। ওজসা = প্রভাবে, যেন ভূয়ঃ = পুনরায় পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; 'জজ্ঞে'—জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—যে লগ্নের গ্রহের সহিত অপর অনুকূলগ্রহের সংযোগ হওয়াতে জাত বালকের গুণসকল উত্তরোত্তর অধিক হইবে, ইহাই প্রকাশ হইতেছিল, সেই সময়ে পাণ্ডুর বংশধর (পরীক্ষিৎ) জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন যেন পাণ্ডুই আবার নিজের তেজ লইয়া জন্মিয়াছেন, ইহাই বোধ হইল।

তস্য প্রীতমনা রাজা বিপ্রৈর্ধৌম্যকৃপাদিভিঃ।
জাতকং কারয়ামাস বাচয়িত্বা চ মঙ্গলম্ ॥১৩

হিরণ্যং গাং মহীং গ্রামান্ হস্ত্যশ্বান্ নৃপতির্ব্বরান্।
প্রাদাৎ স্বন্নঞ্চ বিপ্রেভ্যঃ প্রজাতীর্থে স তীর্থবিৎ॥১৪

(১৩-১৪) [অন্বয়] প্রীতমনাঃ রাজা মঙ্গলং চ বাচয়িত্বা ধৌম্য-কৃপাদিভিঃ বিপ্রৈঃ তস্য জাতকং কারয়ামাস। তীর্থবিৎ সঃ নৃপতিঃ প্রজাতীর্থে বিপ্রেভ্যঃ হিরণ্যং গাং মহীং গ্রামান্ বরান্ হস্ত্যশ্বান্ স্বন্নং চ প্রাদাৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মঙ্গলং বাচয়িত্বা'—স্বস্তিবাচন করাইয়া; 'জাতকং'—জাতকর্ম্ম; 'তীর্থবিৎ'—দানকালজ্ঞঃ (শ্রীধর)। 'প্রজাতীর্থে'—পুত্রোৎপত্তিরূপ পুণ্যকালে। 'বরান্ হস্ত্যাশ্বান্'—ভাল ভাল হস্তী এবং অশ্বসকল; 'প্রাদাৎ'—'প্র' = প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ বহুপরিমাণে; 'অদাৎ' = দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—মহারাজ প্রীতমনা হইয়া, ধৌম্যকৃপাচার্য্যাদির দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া, বালকের জাতকর্ম্ম সম্পাদন করাইলেন; এবং সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণকে বহুপরিমাণে হিরণ্যাদি দান করিলেন।

তমূচুর্ব্রাহ্মণাস্তুষ্টা রাজানং প্রশ্রয়ানতম্।
এষ হ্যস্মিন্ প্রজাতন্তৌ পুরূণাং পৌরবর্ষভ॥১৫
দৈবেনাপ্রতিঘাতেন শুক্লে সংস্থামুপেয়ুষি।
রাতো বোঽনুগ্রহার্থায় বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। ১৬
তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাত ইতি লোকে ভবিষ্যতি।
ন সন্দেহো মহাভাগ মহাভাগবতো মহান্। ১৭

(১৫-১৭) [অন্বয়] তুষ্টা ব্রাহ্মণাঃ প্রশ্রয়ানতং তং রাজানং উচুঃ, হে পৌরবর্ষভ! কুরূণাং অস্মিন্ শুক্লে প্রজাতন্তৌ অপ্রতিঘাতেন দৈবেন সংস্থাং উপেয়ুষি [সতি] বঃ অনুগ্রহার্থায় প্রভবিষ্ণুনা বিষ্ণুনা রাতঃ, তস্মাৎ [অসৌ] বিষ্ণুরাত ইতি নাম্না লোকে ভবিষ্যতি; হে মহাভাগ [অসৌ] মহাভাগবত মহান্ [ইতি] ন সন্দেহঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'তুষ্টা'—মহারাজের ব্যবহারে

প্রীত ; 'প্রশ্রয়ানতঃ'—যে মহারাজ, 'প্রশ্রয়' = বিনয় তদ্দ্বারা আনত অর্থাৎ বিনীতভাবে,ব্রাহ্মণগণের অনুসরণ করিয়াছিলেন ; 'পৌরুবর্ষভ' —পুরুবংশের ঋষভ = শ্রেষ্ঠ ; 'প্রজাতন্তৌ'—বংশে (প্রজার = সন্তানের + তন্তু = বিস্তারকারক, তন = বিস্তার করা) ; 'অপ্রতিঘাত' —দুর্নিবার (ন + প্রতি = বিরুদ্ধে + ঘাত = আঘাত, যাহাকে নিবারণের জন্য কোন আঘাত করা যায় না) ; এরূপ 'দৈব' = ব্রহ্মাস্ত্র, সংস্থা – বিনাশ ; 'উপেয়ুষি'—উপ = সমীপে + ই = যাওয়া,বিনষ্টপ্রায় হইলে। 'অনুগ্রহার্থায়'—'বঃ' আপনাদের প্রতি অনুগ্রহই ছিল, অর্থ = প্রয়োজন যাহাতে ; কেবল আপনাদিগের প্রতি অনুগ্রহের জন্য , 'প্রভবিষ্ণুনা'—যিনি প্র = প্রকৃষ্টভাবে + 'ভব' = সৃষ্টি ও রক্ষণ করেন ; [যে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন তিনি বিষ্ণুরই রূপভেদমাত্র এবং বিষ্ণু স্বয়ং পালন করেন]। 'রাতঃ'—দত্ত (রা = দান করা)। 'বিষ্ণুরাত'—বিষ্ণুদ্বারা দত্ত ; মহাভাগ—হে ভাগ্যবান্ যুধিষ্ঠির ; ভাগবত = ভক্ত।

ব্যাখ্যা—ব্রাহ্মণগণ তখন প্রীত হইয়া বিনয়াবনত মহারাজকে বলিলেন, হে পৌরবকুলতিলক আপনার এই বিশুদ্ধ বংশ যখন অশ্বত্থামার দুনির্ব্বার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, তখন কেবল আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য সৃষ্টি এবং পালনকারী বিষ্ণু এই সন্তানটী দান করিয়াছেন। সেই জন্য এই সন্তানের নাম 'বিষ্ণুরাত' (= বিষ্ণুকর্ত্তৃক দত্ত) আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইবে। আপনি পরম ভাগ্যবান ; এই সন্তান যে পরম ভগবদ্ভক্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অপ্যেষ বংশ্যান্ রাজর্ষীন্ পুণ্যশ্লোকান্ মহাত্মনঃ।
অনুবর্ত্তিতা স্বিদ্ যশসা সাধুবাদেন সত্তমাঃ॥১৮

(১৮) [অন্বয়] হে সত্তমাঃ অপিস্বিৎ এষঃ যশসা সাধুবাদেন চ মহাত্মনঃ বংশ্যান্ রাজর্ষীন্ অনুবর্ত্তিতা।

ব্যাখ্যা—মহারাজ ব্রাহ্মণগণকে তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! এই বালক কি 'মহাত্মনঃ বংশ্যান্'=মহাত্মা পুরুর বংশে জাত রাজর্ষিগণের ন্যায় যশঃ এবং সাধুবাদ=সুখ্যাতি ('সাধু' ইতি বাদ=খ্যাতি) লাভ করিবে ?

ব্রাহ্মণা উচুঃ।

পার্থ প্রজাঽবিতা সাক্ষাদিক্ষ্বাকুরিব মানবঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যথা ॥১৯
এষ দাতা শরণ্যশ্চ যথা হ্যৌশীনরঃ শিবিঃ।
যশো বিতনিতা স্বানাং দৌষ্মন্তিরিব যজ্বনাম্ ॥২০
ধন্বিনামগ্রণীরেষ তুল্যশ্চার্জ্জুনয়োর্দ্বয়োঃ।
হুতাশ ইব দুর্দ্ধর্ষঃ সমুদ্র ইব দুস্তরঃ ॥২১

(১৯-২১) [**অন্বয়**] হে পার্থ [অয়ং] সাক্ষাৎ মানবঃ ইক্ষ্বাকুঃ ইব প্রজাঽবিতা, যথা দাশরথিঃ রামঃ [তথা] ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধঃ চ [ভবিষ্যতি] এষঃ ঔশীনরঃ শিবিঃ যথা [তথা] দাতা চ শরণ্যঃ [ভবিষ্যতি] দৌষ্মন্তিঃ [ভরতঃ] ইব স্বানাং যজ্বনাং যশঃ বিতনিতা [তথা] ধন্বিনাং অগ্রনীঃ এষঃ দ্বয়োঃ অর্জ্জুনয়োঃ তুল্যঃ [ভবিষ্যতি] হুতাশঃ ইব দুর্দ্ধর্ষঃ, সমুদ্রঃ ইব দুস্তরঃ [ভবিষ্যতি]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সাক্ষাৎ মানবঃ'=স্বয়ং বৈবস্বত মনুর পুত্র, 'প্রজাঽবিতা'—প্রজাগণের অবিতা=রক্ষক; 'ব্রহ্মণ্যঃ'—ব্রাহ্মণগণের রক্ষক, 'সত্যসন্ধ'—সত্যনিষ্ঠ (সত্য+সং+ধা=ধারণ করা); ঔশীনরঃ শিবিঃ—শিবি ঔশীনর রাজার পুত্র ছিলেন, তিনি শ্যেনকে নিজের মাংস দান করিয়াছিলেন। 'শরণ্যঃ'—শরণাগত-রক্ষক; দৌষ্মন্তিঃ—দুষ্মন্ত রাজার পুত্র ভরত বহু যজ্ঞ করেন, এবং সেই যজ্ঞসকল দ্বারা 'স্বানাং যজ্বনাং'—তাঁহার নিজের এবং যাজ্ঞিকগণের 'যশঃ বিতনিতা'—যজ্ঞে নৈপুণ্যের খ্যাতি প্রকাশিত হইয়াছিল। 'দ্বয়োঃ অর্জ্জুনয়োঃ'—পার্থ এবং কার্ত্তবীর্য্য ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশারদ, এই দুই অর্জ্জুনের তুল্য, দুর্দ্ধর্ষঃ—দুর্জ্জেয় দু+ধৃষ=পরাভব করা) 'দুস্তর'—

দুরতিক্রমনীয় (তৃ = পার হওয়া)। 'হুতাশ'—অগ্নি (হুত = হোমে দত্ত বস্তুকে + অশ = ভোজন করেন যিনি)।

ব্যাখ্যা—অনাবশ্যক ; শব্দার্থ দেখ।

মৃগেন্দ্র ইব বিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিব।
তিতিক্ষুর্বসুধেবাসৌ সহিষ্ণুঃ পিতরাবিব ॥২২
পিতামহসমঃ সাম্যে প্রসাদে গিরিশোপমঃ।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বভূতানাং যথা দেবো রমাশ্রয়ঃ ॥২৩
সর্ব্বসদ গুণমাহাত্ম্য এষ কৃষ্ণমনুব্রতঃ।
রন্তিদেব ইবোদার্য্যে যযাতিরিব ধার্ম্মিকঃ ॥২৪
ধৃত্যা বলিসমঃ কৃষ্ণে প্রহ্লাদ ইব সদ্গ্রহঃ।
আহর্ত্তৈষোঽশ্বমেধানাং বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসকঃ ॥২৫
রাজর্ষীণাং জনয়িতা শাস্তা চোৎপথগামিনাম্।
নিগ্রহীতা কলেরেষ ভুবো ধর্ম্মস্য কারণাৎ ॥২৬

(২২-২৬) [অন্বয়] অসৌ মৃগেন্দ্রঃ ইব বিক্রান্তঃ, হিমবান্ ইব নিষেব্যঃ, বসুধা ইব তিতিক্ষুঃ, পিতরৌ ইব সহিষ্ণুঃ [অসৌ] সাম্যে পিতামহসমঃ, প্রসাদে গিরিশোপমঃ [ভবিষ্যতি] ; যথা দেবঃ রমাশ্রয়ঃ [তথা] সর্ব্বভূতানাং আশ্রয়ঃ [ভবিষ্যতি], এষঃ সর্ব্বসদ্গুণ-মাহাত্ম্যে কৃষ্ণং অনুব্রতঃ [ভবিষ্যতি] ; ঔদার্য্যে রান্তিদেব ইব [তথা] যযাতিঃ ইব ধার্ম্মিকঃ ; ধৃত্যা বলিসমঃ, প্রহ্লাদঃ ইব কৃষ্ণে সদগ্রহঃ, অশ্বমেধানাং আহর্ত্তা, বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসকঃ, রাজর্ষীণাং জনয়িতা উৎপথগামিনাং শাস্তা [তথা] এষঃ, ভুবঃ ধর্ম্মস্য [চ] কারণাৎ কলেঃ নিগ্রহীতা [ভবিষ্যতি]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—মৃগেন্দ্রঃ ইব বিক্রান্তঃ—সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী ; 'হিমবান্ ইব নিষেব্যঃ'—বিক্রান্ত লোককে সাধারণে ভয় করে, এবং তাঁহার কাছে আসে না, কিন্তু এই বালক হিমবান্ = হিমালয়ের ন্যায় আনন্দকর হইবেন ; হিমালয় 'সুন্দদণ্ড-

প্রহর্ষঃ' অর্থাৎ সংযমিগণের আনন্দকর; 'বসুধা'—পৃথিবী; 'তিতিক্ষু' —সহিষ্ণু; পৃথিবী অনেক দুরাচার সহ্য করেন, আমাদিগকে গ্রাস করেন না; 'পিতরৌ'—মাতা ও পিতা। 'সাম্যে পিতামহঃ সমঃ'— 'সাম্যে' - সর্ব্বত্র দ্বেষ্য-ভাবের অভাব প্রদর্শনে, 'পিতামহ'—ব্রহ্মা-তুল্য। কারণ ব্রহ্মা উচ্চ নীচ সকল জীবকেই স্নেহ করেন। 'গিরিশো-পমঃ'—মহাদেবের তুল্য, অর্থাৎ এই বালক আশুতোষ হইবেন, এবং সকলকে অনুগ্রহ দান করিবেন; 'রমাশ্রয়ঃ দেবঃ'—লক্ষ্মী দেবীর আশ্রয় শ্রীহরি। শ্রীহরি যেরূপ সর্ব্ব সৃষ্ট বস্তুর আশ্রয়, এই বালকও সকল প্রজার আশ্রয় হইবেন। 'সর্ব্বসদ্‌গুণমাহাত্ম্যে'—সকল সদ্‌গুণ জন্য যে মাহাত্ম্য = শ্রেষ্ঠতা লাভ হয়, সেই শ্রেষ্ঠতায়; 'কৃষ্ণং অনুব্রতঃ' —শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণকারী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ (শ্রীধর)।

'ধৃত্যা বলিসমঃ'—বলি যেরূপ বামনদেব কর্ত্তৃক বরুণ-পাশে আবদ্ধ হইয়াও অধীরতাবশতঃ ধর্ম্মপথ ত্যাগ করেন নাই, অর্থাৎ মায়ামুগ্ধ হন নাই, এই বালকও সেইরূপ হইবেন। বস্তুতঃ পরীক্ষিত তাহাই হইয়াছিলেন; দেহত্যাগ আসন্ন দেখিয়াও তিনি দেহের উপর আসক্ত হন নাই। প্রহ্লাদঃ ইব সদ্‌গ্রহঃ—'সদ্‌গ্রহঃ'—'সৎ' = ব্রহ্ম তাঁহার উপর 'গ্রহ' = আশ্রয় আছে যাঁহার (যাহাকে গ্রহণ করা যায় তাহাই 'গ্রহ') প্রহ্লাদ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইনিও তাহাই করিবেন। 'অশ্বমেধানাং আহর্ত্তা'—বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ (এই জন্য বহুবচন প্রয়োগ হইয়াছে) ইঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে; 'আহর্ত্তা' = অনুষ্ঠাতা (আ + হৃ = আনয়ন করা) 'পর্য্যুপাসকঃ'—পরি = শ্রদ্ধার সহিত + উপাসক, বৃদ্ধগণকে কেবল লোক দেখান-ভাবে সম্মান করিবেন না, আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিতই সম্মান করিবেন। 'রাজর্ষীনাং জনয়িতা'—কোন রাজবংশে একজন রাজর্ষির জন্ম হওয়া বহু ভাগ্যের ফলে ঘটে, কিন্তু ইঁহার বংশে বহু রাজর্ষি জন্মগ্রহণ করিবেন। 'শাস্তা' —শাসনকারী; 'উৎপথগামিনাং'—উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগের। 'ভুবঃ ধর্ম্মস্য [চ] কারণাৎ'—পৃথিবী এবং ধর্ম্মের জন্য অর্থাৎ কলি দ্বারা

পৃথিবীর এবং ধর্ম্মের পীড়ন নিবারণের জন্য ; 'কলেঃ নিগ্রহীতা'—কলিকে নিগ্রহ করিবেন।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থ দেখ, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

তক্ষকাদাত্মনো মৃত্যুং দ্বিজপুত্রোপসর্পিতাৎ।
প্রপৎস্যত উপশ্রুত্য মুক্তসঙ্গঃ পদং হরেঃ ॥২৭
জিজ্ঞাসিতাত্মযাথার্থ্যো মুনের্ব্যাসসুতাদসৌ।
হিত্বেদং নৃপ গঙ্গায়াং যাস্যত্যদ্ধাকুতোভয়ম্ ॥২৮

(২৭-২৮) [**অন্বয়**] দ্বিজপুত্রোপসর্পিতাৎ তক্ষকাৎ আত্মনঃ মৃত্যুং উপশ্রুত্য মুক্তসঙ্গঃ [সন্] হরেঃ পদং প্রপৎস্যতে। হে নৃপ মুনেঃ ব্যাসসুতাৎ জিজ্ঞাসিতাত্মযাথার্থ্যঃ অসৌ ইদং [দেহং] গঙ্গায়াং হিত্বা অকুতোভয়ং হরেঃ পদং যাস্যতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'দ্বিজপুত্রোপসর্পিতাৎ'—'দ্বিজপুত্র' = সমীক মুনির পুত্র শৃঙ্গী, তাঁহার দ্বারা + 'উপ' = সমীপে + 'সর্পিত' = প্রেরিত (সৃ = গমন করা, নিজন্ত) এরূপ যে তক্ষক তাহা হইতে অর্থাৎ তক্ষকের দংশন দ্বারা ; 'মৃত্যুং উপশ্রুত্য'—মৃত্যু 'উপ' = আসন্ন ইহা শুনিয়া ; 'মুক্তসঙ্গঃ'—'সঙ্গঃ' = প্রবল বিষয়াসক্তি, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া ; 'হরেঃ পদং'—শ্রীহরির পরম পদ ; 'প্রপৎস্যতে'—ভক্তিষ্যতি (শ্রীধর] প্রাপ্ত হইবেন (পদ = গমন করা)। 'মুনেঃ ব্যাসসুতাৎ'—ব্যাসের পুত্র মনস্বী শুকদেবের নিকট হইতে ; 'জিজ্ঞাসিতাত্মযাথার্থ্যঃ'—জানিবার ইচ্ছাকে 'জিজ্ঞাসা' বলে, জিজ্ঞাসা দ্বারা লব্ধ 'জিজ্ঞাসিত'—অবগত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাতে বিদিত হইয়াছে 'আত্মযাথার্থ্য'—আত্মস্বরূপ, আত্মতত্ত্ব যাঁহার দ্বারা। জানিবার জন্য আগ্রহ না থাকিলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না ; এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের গূঢ় ভাব বোধগম্য হয় না, এই জন্য 'জিজ্ঞাসিত' পদের ব্যবহার হইয়াছে। 'ইদং [দেহং]'—পাঞ্চভৌতিক দেহকে 'গঙ্গায়াং হিত্বা'—গঙ্গায় ত্যাগ করিয়া, 'অদ্ধা'—নিশ্চয় (শ্রীধর) দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অথবা চিরকালের জন্য (অৎ =

সন্তত+ধা = ধারণ করা) 'অকুতোভয়ং হরেঃ পদং'—যে শ্রীহরির পদ লাভ করিলে 'কুতঃ' = কোন বস্তু হইতেই অর্থাৎ ত্রিতাপ এবং কালশক্তি প্রভৃতি হইতে ভয় থাকে না।

ব্যাখ্যা—দ্বিজ সমীক-মুনির পুত্র শৃঙ্গী দ্বারা প্রেরিত (অর্থাৎ তাঁহার অভিসম্পাত দ্বারা উপস্থিতপ্রায়) তক্ষকের দংশনে নিজের মৃত্যু আসন্ন, ইহা শ্রবণ করিয়া, এই বালক সকল আসক্তি ত্যাগের পর শ্রীহরির পরম পদ লাভ করিবেন। তিনি ব্যাসনন্দন মনস্বী শুকদেবকে আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া (অর্থাৎ তাঁহার নিকট জ্ঞান লাভের আগ্রহ প্রকাশ করিয়া) তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করার পর, গঙ্গায় পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই চিরমুক্তি লাভ করিবেন, তখন দুঃখ শোকাদি আর কোন ক্লেশই থাকিবে না।

ইতি রাজ্ঞ উপাদিশ্য বিপ্রা জাতককোবিদাঃ।
লব্ধাপচিতয়ঃ সর্ব্বে প্রতিজগ্মুঃ স্বকান্ গৃহান্ ॥২৯

(২৯) [অন্বয়] জাতককোবিদাঃ বিপ্রাঃ রাজ্ঞে ইতি উপাদিশ্য সর্ব্বে লব্ধাপচিতয়ঃ [সন্তঃ] স্বকান্ গৃহান্ প্রতিজগ্মুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'জাতককোবিদাঃ'—'জাতক' = জাত শিশুর শুভাশুভ নির্ণয়ের শাস্ত্র + 'কোবিদাঃ' = জ্ঞাতব্য বিষয় যাঁহারা জানেন (ওকস = বেদ্যস্থান + বিদ = জানা); উপাদিশ্য—বিস্তারিত ভাবে বলিয়া; 'লব্ধাপচিতয়ঃ'—লব্ধ হইয়াছে 'অপচিতি' = পূজা যাহাদিগের দ্বারা।

ব্যাখ্যা—শিশুর জন্মকালে শুভাশুভ বিষয়-সকল-জ্ঞাপক শাস্ত্রে পারদর্শী ঐ ব্রাহ্মণগণ রাজাকে এই সকল কথা বিস্তারিত ভাবে বলার পর, রাজা কর্তৃক সম্মানিত হইয়া সকলে আপন আপন গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।
গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ ॥৩০

(৩০) [অন্বয়] অথ সঃ প্রভুঃ গর্ভে দৃষ্টং [পুরুষং] অনুধ্যায়ন্ ইহ নরেষু পরীক্ষেত [অতঃ] সঃ এষঃ [বালকঃ] পরীক্ষিৎ ইতি লোকে বিখ্যাতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি— প্রভুঃ=সমর্থঃ সন্ (শ্রীধর)। সাধারণ লোকের ন্যায় মহারাজ পরীক্ষিতের গর্ভে দৃষ্ট বিষয়ের স্মৃতি লোপ হয় নাই। ঐ স্মৃতি থাকাতে তিনি গর্ভে দৃষ্ট পুরুষকে অনুধ্যায়ন্ =চিন্তা করিতে পারিতেন। সেই জন্য 'ইহ নরেষু'—সংসারে দৃশ্যমান নরগণের মধ্যে অর্থাৎ নরগণকে দেখিয়া, 'পরীক্ষেত'—এই লোককে গর্ভে দেখিয়াছিলাম কি না, ইহা বিচার করিতেন (শ্রীধর)। পরি=পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে+ঈক্ষেত=দর্শন অর্থাৎ বিচার করিতেন। এইরূপ 'পরীক্ষা' করিতেন বলিয়াই তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থ দেখ, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

স রাজপুত্রো ববৃধ আশু শুক্ল ইবোড়ুপঃ।
আপূর্য্যমাণঃ পিতৃভিঃ কাষ্ঠাভিরিব সোঽন্বহম্॥ ৩১
বাল এব স ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণভক্তো নিসর্গতঃ।
প্রীতিদঃ সর্ব্বভুতেষু মহাভাগবতঃ সুধীঃ॥৩২

(৩১-৩২) [অন্বয়] সঃ রাজপুত্রঃ পিতৃভিঃ কাষ্ঠাভিঃ আপূর্য্যমানঃ [সন্] শুক্লে উড়ুপ = ইব অন্বহং ববৃধে। বালঃ এব সঃ ধর্ম্মাত্মা, নিসর্গতঃ [এব] কৃষ্ণভক্তঃ [তথা] সর্ব্বভূতেষু প্রীতিদঃ মহাভাগবতঃ সুধীঃ [আসীৎ]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—পিতৃভিঃ=পিতামহ অর্জ্জুন এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ দ্বারা ; 'কাষ্ঠাভিঃ'—দিকসকল দ্বারা, দিক সকল যেরূপ চন্দ্রের পঞ্চদশ 'কলা'=অংশ পূর্ণ করে (বিশ্বনাথ)। 'পিতৃভিঃ' অর্জ্জুনাদি দ্বারা ঐ বালকও চতুঃষষ্ঠি (৬৪) 'কলা=বিদ্যা দ্বারা 'আপূর্য্যমাণঃ'—আ=সম্যক ভাবে 'পূর্য্যমাণঃ'=যখন পূর্ণ করা হইতেছিল, অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বিদ্যা শিক্ষা

করিতেছিলেন (সান্‌চ্ প্রত্যয় দ্বারা অবিরলভাব প্রকাশ করে); শুক্লে=শুক্ল পক্ষে ; উড়ুপ=চন্দ্র 'অন্বহং'—দিন দিন। 'নিসর্গতঃ —স্বভাবতঃ constitutionally (নি+সৃজ=সৃষ্টি করা)। 'সর্ব্বভূতেষু'—সকল সৃষ্ট বস্তুর প্রতি ; 'প্রীতিদঃ'—আনন্দদায়ী ; মহাভাগবতঃ—মহাভক্ত ; 'সুধীঃ'—সুবুদ্ধি।

ব্যাখ্যা—দিক সকল যেরূপ চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা দিন দিন পূর্ণ করে, অর্জ্জুনাদি পিতৃগণও ঐ বালককে ক্রমে ক্রমে চতুঃষষ্ঠি কলা বিদ্যা দ্বারা পূর্ণ করিতে লাগিলেন ; এবং বালকও শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মাত্মা, স্বভাবতঃই কৃষ্ণভক্ত, সর্ব্বজীবের আনন্দবর্দ্ধক, মহাভক্ত এবং সুবুদ্ধি ছিলেন।

যক্ষ্যমাণোঽশ্বমেধেন জ্ঞাতিদ্রোহজিহাসয়া।
রাজা লব্ধধনো দধ্যৌ নান্যত্র করদণ্ডয়োঃ ॥৩৩
তদভিপ্রেতমালক্ষ্য ভ্রাতরোঽচ্যুতচোদিতাঃ।
ধনং প্রহীণমাজহ্রুরুদীচ্যাং দিশি ভূরিশঃ ॥৩৪

(৩৩-৩৪) [অন্বয়] জ্ঞাতিদ্রোহজিহাসয়া অশ্বমেধেন যক্ষ্যমাণঃ রাজা করদণ্ডয়োঃ অন্যত্র অলব্ধধনঃ [সন্] দধ্যৌ। তদভিপ্রেতং আলক্ষ্য অচ্যুতচোদিতাঃ ভ্রাতরঃ উদীচ্যং দিশি প্রহীণং ধনং ভূরিশঃ আজহ্রুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'জ্ঞাতিদ্রোহ'=জ্ঞাতিবধ (দ্রুহ= হিংসা করা) অর্থাৎ তজ্জনিত পাপ তাহার+জিহাসয়া=নাশ করিতে ইচ্ছা হেতু (হন=বিনাশ করা+ইচ্ছার্থে সন্) ; যক্ষ্যমাণঃ—যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়া ; যজ=যজ্ঞ করা+ইচ্ছার্থে সন্ ; করদণ্ডয়োঃ অন্যত্র—প্রজার উপর কর স্থাপন বা তাহাদিগের অর্থদণ্ড করিয়া ধন সঞ্চয় এই দুই উপায় ছাড়া অপর কোন উপায় দ্বারা ; 'অলব্ধধনঃ'— যজ্ঞের ব্যয় নির্ব্বাহের অর্থ লাভ হইবে না দেখিয়া ; দধ্যৌ=চিন্তিত

হইলেন ; 'তদভিপ্রেতং'—তাঁহার (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের) বাসনা, অর্থাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অভিলাষ ; 'আলক্ষ্য'—আ = সুস্পষ্ঠ ভাবে + লক্ষ্য = দেখিয়া ; 'অচ্যুতচোদিতঃ'—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা 'চোদিতঃ' = প্রণোদিত হইয়া (চোদি = প্রেরণ করা) ; উদীচ্যাং দিশি = উত্তর দিকে ; 'প্রহীণং'—পরিত্যক্ত, মরুৎগণ যজ্ঞ করার পর ঐ সকল সুবর্ণ নির্ম্মিত বাসন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন ; সুতরাং তাহা গ্রহণে কোন পাপ ছিল না ; সেই 'ধনং'—সম্পত্তি ; ভূরিশঃ—বহু পরিমাণে ; আজহ্রুঃ—আ = যুধিষ্ঠিরের সমীপে + জহ্রু = আনয়ন করিয়াছিলেন (হৃ = আনয়ন করা) ।

ব্যাখ্যা—মহারাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ জনিত পাপ ক্ষয়ের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু প্রজার উপর কর স্থাপন অথবা অর্থদণ্ড ব্যতীত যজ্ঞের ব্যয়ের জন্য ধন সংগ্রহের উপায় নাই, দেখিয়া মহারাজ চিন্তিত হইলেন । মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে হিমালয়ে গমন করিয়া মরুতগণ দ্বারা যজ্ঞের পরে পরিত্যক্ত বহুমূল্য সুবর্ণপাত্রসকল বহু-পরিমাণে মহারাজের নিকট আনিয়া তাঁহার অর্থাভাব দূর করিলেন ; [এই অর্থাভাব অচ্যুতের সৃষ্টি এবং তাহার নিবৃত্তিও তাঁহার লীলা । তিনি আমাদের অভাব অনাটন সৃষ্টি করিতেছেন এবং পূরণও করিতেছেন, আমাদের বহিরঙ্গা ভাব থাকার সময় তিনি পুনঃ পুনঃ নিজের মায়া শক্তি দ্বারা মতিভ্রম করাইয়া আমাদিগকে বিপন্ন করিতেছেন ; ঐ বিপদ হইতে তিনি উদ্ধারও করিতেছেন । তথাপি আমাদের মতি বিষয় ছাড়িয়া অচ্যুতের পাদমূলে যায় না ! !]

তেন সম্ভৃতসম্ভারো লব্ধকামো যুধিষ্ঠিরঃ ।
বাজিমেধৈস্ত্রিভির্ভীতো যজ্ঞেশমযজদ্ধরিম্ ॥৩৫
আহূতো ভগবান্ রাজ্ঞা যাজয়িত্বা দ্বিজৈর্নৃপম্ ।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদাং প্রিয়কাম্যয়া ॥৩৬

ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতঃ কৃষ্ণয়া সহ বন্ধুভিঃ।
যযৌ দ্বারবতীং কৃষ্ণঃ সার্জ্জুনো যদুভির্ব্বৃতঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে পরীক্ষিজ্জন্ম নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২॥

(৩৫-৩৭) [**অন্বয়**] ততঃ যুধিষ্ঠিরঃ তেন **সম্ভৃতসম্ভারঃ** লব্ধকামঃ [সন্] ত্রিভিঃ বাজিমেধৈঃ যজ্ঞেশং হরিং অযজৎ। ভগবান্ রাজ্ঞা আহূতঃ, [সন্] দ্বিজৈঃ নৃপং যাজয়িত্বা সুহৃদাং প্রিয়কাম্যয়া কতিচিৎ মাসান্ [তত্র] উবাস। ততঃ কৃষ্ণয়া সহ রাজ্ঞা বন্ধুভিঃ চ [অনুজ্ঞাত] সার্জ্জুনঃ কৃষ্ণঃ যদুভিঃ বৃতঃ [সন্] দ্বারবতীম্ যযৌ।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত অন্বয়ে
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'তেন' = সেই ধন দ্বারা 'সম্ভৃত-সম্ভারঃ'—'সম্ভৃত' = সংগ্রহীত (সং+ভৃ+পূরণ করা) হইয়াছে 'সম্ভারঃ' = যজ্ঞের সম্পূর্ণ উপকরণসকল যাঁহার দ্বারা ; অতএব 'লব্ধ-কামঃ' কাম্য বস্তু অশ্বমেধ যজ্ঞ করার উপায় সকল লব্ধ, প্রাপ্ত হইয়াছে যাঁহার দ্বারা, বাজিমেধ = অশ্বমেধ যজ্ঞ। 'যজ্ঞেশং হরিং অযজৎ'—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি, কোন যজ্ঞ না করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি হইতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া বোধ হয় যে, শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার মর্য্যাদা রক্ষার্থ এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য, শ্রীকৃষ্ণই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করাইলেন। প্রিয়কাম্যয়া—প্রীতি উৎপাদন কামনা করিয়া ; 'কতিচিৎ মাসান্'—কয়েক মাস। 'কৃষ্ণয়া ইত্যাদি'—দ্রৌপদীর এবং মহারাজের এবং বন্ধুগণের অনুমতি লইয়া ; 'সার্জ্জুনঃ—অর্জ্জুনের সহিত ; 'যদুভিঃ বৃতঃ'—এই পদদ্বয়ে প্রকাশ হয় যে, বহু যাদব যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া

আসিয়াছিলেন ; তাঁহাদিগের দ্বারা 'বৃতঃ'—বেষ্টিত ; 'দ্বারবতীম্'—দ্বারকায়।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীতোষিণী টীকায় দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—ভ্রাতৃগণ দ্বারা আনীত ধন দ্বারা যজ্ঞের সকল উপকরণ সম্যগ্‌ ভাবে সংগৃহীত হওয়াতে ভীত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কামনা পূর্ণ হইল ; এবং তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তিনি যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আহূত হইয়া সেই সময়ে তথায় আগমন করিয়াছিলেন, এবং সুহৃদ্‌গণের প্রীতি-উৎপাদনার্থ তথায় কয়েক মাস বাস করার পর দ্রৌপদীর এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির ও বন্ধুগণের অনুমতি লইয়া নিমন্ত্রিত এবং তথায় উপস্থিত বহু যাদবগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যায় দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভূমিকা—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে বিদুর কুরুপাণ্ডব-দিগের মধ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করায় দুর্য্যোধন তাঁহাকে মর্ম্ম-ভেদী দুর্ব্বাক্য বলিয়া রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হন। এই জন্য বিদুর, কোন পক্ষের সহিতই যোগ দিবেন না, এই ভাব প্রকাশের অভিপ্রায়ে, আপন ধনু কুরুরাজের দ্বারদেশে স্থাপন করিয়া এই বিবাদের সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকার জন্য কৌরবগণের রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। মহামনা বিদুর এই অপমানে কেবল মায়া-দেবীর প্রতাপই দর্শন করিয়া তাঁহারই নিকট আপন মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। সমরানল প্রদীপ্ত হওয়ার পর তিনি যোদ্ধৃগণের কোন পক্ষেরই সাহায্য করেন নাই; এবং যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকিলেও, পাণ্ডবগণ যখন রাজা হইলেন, তখন তাঁহাদের সহিত বাস করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যুদ্ধের অবসানে তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমনও করেন নাই। বলা বাহুল্য যে স্বয়ং দূরে থাকিলেও পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ ছিল। এতাবৎকাল তিনি নানা তীর্থে পর্য্যটন করিতে করিতে দেবমূর্ত্তি দর্শন দ্বারা চিত্তের বহির্মুখী বৃত্তি সকল যাহাতে অন্তর্মুখী হয় এবং বিষয়স্পৃহা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেছিলেন।

তবে এখন তাঁহার আগমনের কারণ কি? কারণটী অতি মহৎ, এবং বিদুরের ন্যায় ব্যক্তিরই উপযুক্ত। বিদুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সমরক্ষেত্রে সকল পুত্রগুলিই হারাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট পরম সমাদরে বাস করিতেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দেহত্যাগের সময় আগত প্রায় ইহা লক্ষ্য করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনের জন্যই বিদুর পুনরায় পাণ্ডবদিগের নিকট আসিলেন।

প্রত্যাগমনের পর যাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তে ভোগ বাসনার উপশম হয়। এই অভিপ্রায়ে তিনি কতকগুলি উপদেশ দেওয়ার পরে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সঙ্গে হিমালয়ে গমন করিয়া বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন দ্বারা দেহত্যাগ করিলেন। এই সকল ব্যবস্থা করিবার জন্যই বিদুর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মঙ্গল সাধনই এই প্রত্যাগমনের উদ্দেশ্য ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হওয়ার পর বিদুর আর পাণ্ডবগণের নিকট আসেন নাই। বোধ হয় পাছে আবার স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হন, এই আশঙ্কাই তাঁহার না আসার কারণ হইয়াছিল। ভ্রাতার দেহত্যাগ দর্শন করার পর তিনি পুনরায় তীর্থপর্যাটনে বাহির হইলেন।

সূত উবাচ।

বিদুরস্তীর্থযাত্রায়াং মৈত্রেয়াদাত্মনো গতিম্।
জ্ঞাত্বাগাদ্ধাস্তিনপুরং তয়াবাপ্তবিবিৎসিতঃ ॥১
যাবতঃ কৃতবান্ প্রশ্নান্ ক্ষত্তা কৌশারবাগ্রতঃ।
জাতৈকভক্তির্গোবিন্দে তেভ্যশ্চোপররাম হ ॥২

(১-২) [অন্বয়] তীর্থযাত্রায়াং [গতঃ] বিদুরঃ মৈত্রেয়াৎ আত্মনঃ গতিং জ্ঞাত্বা তয়াবাপ্তবিবিৎসিতঃ [সন্] হাস্তিনপুরং অগাৎ। ক্ষত্তা কৌশারবাগ্রত যাবতঃ প্রশ্নান্ কৃতবান্ [ততঃ] গোবিন্দে জাতৈকভক্তিঃ [সন্] তেভ্যঃ চ উপররাম।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—মৈত্রেয়াৎ = মৈত্রেয়ের মুখ হইতে; 'আত্মনঃ গতিং'—নিজের এবং সর্ব্বজীবের 'গতি' = আশ্রয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম, যিনি 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম'। দেহত্যাগের পর কিসে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ হইবে, বিদুর তাহাই কামনা করিতেন; 'জ্ঞাত্বা'—অনুভব করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মই যে সর্ব্বজীবের গতি ইহা অবধারণ করিয়া। 'তয়াবাপ্তবিবিৎসিত'—'তয়া' সেই আত্মগতি অর্থাৎ শ্রীহরির দ্বারা 'অবাপ্ত' = সম্পূর্ণভাবে লব্ধ

হইয়াছে 'বিধিৎসিত'=জ্ঞাতুং ইষ্টং যাহার (বিদ্=জানা+ইচ্ছার্থে সন্); শ্রীহরিই যে সর্ব্বজীবের গতি এই অনুভূতি সঞ্জাত হওয়া মাত্র বিদুরের চিত্তে যাহা কিছু জ্ঞান-পিপাসা ছিল তাহার সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তি হইল ; কারণ তখন জ্ঞানের প্রভাব দ্বারা তাঁহার চিত্ত পরিব্যাপ্ত হইল। ব্রহ্মই সর্ব্বজীবের গতি এই সুগভীর তত্ত্বের অনুভূতি দ্বারা কিরূপে জ্ঞান-পিপাসার সম্যক নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ তখন আর সজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় কোন বিষয়ই থাকে না, এই বিষয়টী আমরা কল্পনা করিতে পারি না। কারণ আমাদের মনে ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভূতি হয় নাই। সুতরাং সেই অনুভূতির প্রভাব ও মহিমা যে কত তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না ; ব্রহ্মই আমার গতি, এই জ্ঞানকে দার্শনিক ভাষায় ত্বং পদার্থের জ্ঞান বলে। ব্রহ্মস্বরূপের অর্থাৎ 'ত্বং' পদার্থের জ্ঞান না হইলে 'তং' পদার্থের জ্ঞান লাভ হয় না। এই জ্ঞান এবং 'চিৎ' নামক বস্তুর স্বরূপ অনুভব একই বস্তু। 'চিৎ'এর মনবলী বা চহিয়লা ভাবের অন্তর্ভূত নহে, এরূপ কোন জ্ঞান বা জ্ঞানগম্য বস্তু নাই। ৩ স্ক ৭ অ ১৫-১৮ শ্লোকে বিদুরের উক্তি দেখ)।

'কৌশারব'—মৈত্রেয় ; 'গোবিন্দে'—গো=পৃথিবী অথবা ইন্দ্রিয়, যিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করেন ; অথবা=যিনি সর্ব্ব ইন্দ্রিয় এবং অপর বস্তুকে পরিচালিত করিতেছেন। মৈত্রেয়ের উপদেশ দ্বারা জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া বিদুর 'গোবিন্দের' সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব অনুভব করিলেন ; এবং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 'একা নিশ্চলা ভক্তিও' গত জাত হইল (জ্ঞান আগে হইল, কি ভক্তি আগে হইল, এই প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর। কারণ এই জ্ঞান এবং উক্তি পৃথক বস্তু নয়, একই বস্তু এবং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির স্ফুরণ হয় ; নারদেরও তাহাই হইয়াছিল। জ্ঞানমার্গে সাধনা দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভে বিলম্ব হয় বলিয়াই ভাগবতে ভক্তিমার্গে সাধনা করিতে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এই ভক্তিমার্গ জ্ঞান হইতে ভিন্ন বস্তু নয়,

ইহা সাধনার উপায়ভেদ মাত্র। লেখকের নিজের যাহা ধারণা তাহাই লেখা হইল, যদি ভ্রম হইয়া থাকে, পাঠকগণ লেখককে ক্ষমা করিবেন। তেভ্যঃ—মৈত্রেয়কে আজও অনেক প্রশ্ন করা হইতে ; 'উপররাম'—নিবৃত্ত হইলেন, (উপ = সমীপে অর্থাৎ ব্রহ্ম সমীপে + রম = আনন্দিত হওয়া) তখন ব্রহ্মের 'চিৎ' সত্তা জ্ঞানের প্রভা দ্বারা, এবং 'আনন্দ' সত্তা ভক্তির সুধা দ্বারা বিদুরের চিত্তকে প্লাবিত করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা—দুর্য্যোধনের নিকট কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া পরে বিদুর কুরুপাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করার পর নানা তীর্থ দর্শন করিয়া ভ্রমণ করেন। পাণ্ডবদিগের প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ থাকিলেও বোধ হয় পাছে পুনরায় স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হ'ন এই ভাবে তিনি এতকাল পাণ্ডবগণের নিকট ফিরিয়া আসেন নাই। এখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে মহাপ্রস্থানে প্রবৃত্ত করার জন্য ফিরিলেন। তীর্থ ভ্রমণের সময় বিদুর মৈত্রেয়কে তত্ত্ববিষয়ক নানা প্রশ্ন করিয়াছিলেন ;

তং বন্ধুমাগতং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মপুত্রঃ সহানুজঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো যুযুৎসুশ্চ সূতঃ শারদ্বতঃ পৃথা ॥৩
গান্ধারী দ্রৌপদী ব্রহ্মন্ সুভদ্রা চোত্তরা কৃপী।
অন্যাশ্চ যাময়ঃ পাণ্ডোর্জ্ঞাতয়শ্চ সসুতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪

(৩-৪) [অন্বয়] হে ব্রহ্মণ্, তং বন্ধুং আগতং দৃষ্ট্বা সহানুজঃ ধর্ম্মপুত্রঃ [তথা] ধৃতরাষ্ট্রঃ চ যুযুৎসুঃ সূতঃ শারদ্বতঃ পৃথা গান্ধারী দ্রৌপদী সুভদ্রা চ উত্তরা কৃপী অন্যাঃ চ যাময়ঃ জ্ঞাতয়ঃ স্ত্রিয়ঃ তং [গতপ্রায়ং] প্রাণং আগতং [আলোক্য) ইব প্রহর্ষেণ প্রত্যুজ্জগ্মুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সহানুজঃ ধর্ম্মপুত্রঃ' ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠির ; 'যুযুৎসুঃ'—সাত্যকি ; 'সূত'—সঞ্জয় ; শারদ্বত'—কৃপ ; 'কৃপী'—দ্রোণপত্নী ; যাময়ঃ—স্ত্রীগণ ; 'জ্ঞাতয়ঃ সসুতাঃ স্ত্রিয়ঃ' —পাণ্ডবদিগের জ্ঞাতিগণ নিজ নিজ সন্তান এবং স্ত্রীগণের সহিত।

'তন্ব [গতপ্রায়ং] প্রাণং আগতং [আলোক্য] ইব'—'তন্বঃ'=তনু-সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি ; দেহ গতপ্রাণ হওয়ার পরে যখন আবার প্রাণবায়ু দেহের মধ্যে আগমন করে তখন ইন্দ্রিয়াদি যেরূপ সজীব হয় যুধিষ্ঠিরাদিও যেন এতকাল বিদুরের অভাবে নির্জীব (অর্থাৎ বিষাদযুক্ত) ভাবে ছিলেন, এখন যেন তাঁহারা সেইরূপ সজীব হইয়া উঠিলেন। প্রহর্ষেণ' প্র+ণ=প্রবল হর্ষে=আনন্দের সহিত ; 'প্রত্যুৎজ্জগ্মুঃ'—প্রতি=বিদুরের অভিমুখে+'উৎ'=আগ্রহের সহিত+জগ্মুঃ=গমন করিয়াছিলেন। এতকাল যেন তাঁহারা নির্জীব ছিলেন এখন সজীব হইলেন।

ব্যাখ্যা—পদার্থ দেখ, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

প্রত্যুজ্জগ্মুঃ প্রহর্ষেণ প্রাণং তন্ব ইবাগতম্।
অভিসঙ্গম্য বিধিবৎ পরিষ্বঙ্গাভিবাদনৈঃ ॥৫
মুমুচুঃ প্রেমবাষ্পৌঘং বিরহৌৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ।
রাজা তমর্হয়াঞ্চক্রে কৃতাসনপরিগ্রহম্॥৬
তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমাসীনং সুখমাসনে।
প্রশ্রয়াবনতো রাজা প্রাহ তেষাঞ্চ শৃণ্বতাম্॥৭

(৫-৭) [অন্বয়] বিরহৌৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ [তে] পরিষ্বঙ্গাভিবাদনৈঃ বিধিবৎ অভিসঙ্গম্য প্রেমবাষ্পৌঘং মুমুচুঃ। কৃতাসন পরিগ্রহং তং রাজা অর্হয়াঞ্চক্রে। ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তং আসনে সুখং আসীনং তং প্রশ্রয়াবনতঃ রাজা শৃণ্বতাং তেষাং [চ] পুরতঃ প্রাহ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বিরহৌৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ' 'বিরহ'=বিদুর না থাকাতে জাত যে 'উৎকণ্ঠা'=তাঁহাকে দর্শনের জন্য ব্যগ্রতা (উৎকণ্ঠার ভাব 'ঔৎকণ্ঠ্য') তদ্দ্বারা কাতরাঃ=ক্লিষ্ট যুধিষ্ঠিরাদি সকলে ; পরিষ্বঙ্গ=আলিঙ্গন+অভিবাদন=প্রণাম ; 'অভিসংগম্য'—'অভি'=অভিতঃ বিদুরের দিকে+সং=সম্যক অর্থাৎ অতি সন্নিকটে+গম=যাওয়া ; ভক্তির আধিক্য বশতঃ বিদুরের অতি

সন্নিকটে গমন করিলেন; 'প্রেমবাষ্পৌঘং'—প্রেম বশতঃ 'বাষ্প'= নেত্রজল+'ওঘ' সমূহ বহুপরিমাণ আনন্দাশ্রু। 'কৃতাসনপরিগ্রহং'— কৃত হইয়াছে আসনের পরিগ্রহ=গ্রহণ যাঁহার দ্বারা; বিদুর উপবিষ্ট হওয়ার পরে; 'রাজা অর্হয়াঞ্চক্রে'—মহারাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন। তিনি দাসীপুত্র বলিয়া এই সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইলেন না, দুর্য্যোধন তাঁহাকে 'দাস্যাঃ সুতং' ইত্যাদি কুবাক্য বলিয়া রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন; যুধিষ্ঠির তাঁহার পূজা করিলেন। এবং 'ভুক্তবন্তং ইত্যাদি' —তিনি আহারান্তে বিশ্রাম লাভ করার পরে 'প্রশ্রয়াবনতঃ'= সবিনয়ে প্রণাম করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির 'শৃণ্বতাং তেষাং [চ] পুরতঃ' —তথায় উপস্থিত সকলের সমক্ষে পরবর্ত্তী বাক্য সকল বলিলেন, সকলের সম্মুখে দাসীপুত্রের প্রতি এই বিনয় এবং ভক্তি প্রদর্শন করিতেও মহারাজ কুণ্ঠিত হইলেন না। মহারাজের চরিত্রের উন্নত ভাব প্রকাশের জন্য 'শৃণ্বতাং পুরতঃ' পদদ্বয়ের ব্যবহার হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—বিদুর না থাকাতে তাঁহার দর্শন লাভের আগ্রহে সকলেই কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদুরের সমকক্ষ ছিলেন তাঁহারা বিদুরের নিকট গমন করিয়া যখন আলিঙ্গন করিতেছিলেন তখন তাঁহারা ছোট ছিলেন, তাঁহারা বিদুরকে প্রণাম করায় বহুপরিমাণে প্রেমাশ্রু মোচন করিলেন। বিদুর আসনে উপবিষ্ট হওয়ার পরে মহারাজ তাঁহার পূজা করিলেন; এবং বিদুর আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া যখন আসনে সুখে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির সবিনয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তথায় উপস্থিত সকলের সমক্ষেই পরবর্ত্তী বাক্য সকল বলিকেন।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অপি স্মরথ নো যুষ্মৎপক্ষচ্ছায়াসমেধিতান্।
বিপদ্গণাদ্বিষাগ্ন্যাদের্মোচিতা যৎ সমাতৃকাঃ ॥৮

কয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তিতং বশ্চরদ্ভিঃ ক্ষিতিমণ্ডলম্।
তীর্থানি ক্ষেত্রমুখ্যানি সেবিতানীহ ভূতলে ॥৯
ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥১০
অপি নঃ সুহৃদস্তাত বান্ধবাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ।
দৃষ্টাঃ শ্রুতা বা যদবঃ স্বপুর্য্যাং সুখমাসতে ॥১১

(৮-১১) [অন্বয়] অপি যুষ্মৎপক্ষচ্ছায়াসমেধিতান্ নঃ স্মরথ ? সমাতৃকাঃ [বয়ং] যৎ (=যতঃ, যে ভাবে 'এধিত' হওয়াতে) বিষাৎ অগ্ন্যাদেঃ বিপদ্‌গনাৎ ত্বয়া মোচিতাঃ। ক্ষিতিমণ্ডলং চরদ্ভিঃ বঃ কয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তিতং ? ইহ ভূতলে [কানি] ক্ষেত্রমুখ্যানি তীর্থানি সেবিতানি ? হে বিভো ভবদ্বিধাঃ ভাগবতাঃ স্বয়ং তীর্থভূতাঃ [সন্তঃ] স্বান্তস্থেন গধাভৃতা তর্থানি তীর্থীকুর্ব্বন্তি। হে তাত অপি নঃ সুহৃদঃ বান্ধবাঃ কৃষ্ণদেবতা, যাদবঃ দৃষ্টাঃ শ্রুতাঃ ? [অপি তে] স্বপুর্য্যাং সুখং আসতে ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—যুষ্মৎ = আপনার + 'পক্ষচ্ছায়া-সমেধিতান্'—মাতার পক্ষচ্ছায়ায় শাবকগণ যেরূপ সং = সম্যক্ অর্থাৎ নিরাপদে + 'এধিত' = বর্দ্ধিত হয় (এধ = বৃদ্ধি পাওয়া) আমরাও সেইরূপ আপনার যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম। 'নঃ স্মরথ'—সেই আমাদিগকে মনে আছে কি ? 'সমাতৃকাঃ বয়ং' আমাদিগের মাতা এবং আমরা 'যৎ'—আপনার দ্বারা 'এধিত' = রক্ষিত হওয়াতে 'বিপদ্‌গণাৎ'—বহু বিপদ হইতে 'বিষাৎ অগ্ন্যাদেঃ'—ভীমকে দত্ত বিষ এবং জতুগৃহদাহ প্রভৃতি 'বিপদ্‌গণাৎ' 'ত্বয়া মোচিতাঃ—আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়াছি। 'ক্ষিতিমণ্ডলং চরদ্ভিঃ'—ক্ষিতির মণ্ডলং = চারি দিকে 'চরদ্ভিঃ' = ভ্রমণ করিবার সময় 'কয়া বৃত্ত্যা'—কি উপজীবিকা দ্বারা 'বর্ত্তিতং'—অবস্থান করিয়াছিলেন। 'ক্ষেত্রমুখ্যানি'—প্রধান প্রধান তীর্থ স্থানসকল 'ক্ষেত্র' = যেখানে ভগবান বাস করেন (ক্ষি =

বাস করা; বিভো = হে বিভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি; 'ভবদ্বিধাঃ ভাগবতাঃ'— আপনার ন্যায় ভক্তগণ; 'স্বয়ং তীর্থভূতাঃ'—নিজেই তীর্থের ন্যায়।

'স্বান্তস্থেন গদাভৃতা'—আপনাদিগের অন্তঃ = মধ্যে যে 'গদাভৃৎ' = গদাধর শ্রীহরি অবস্থান করেন সেই শ্রীহরির শক্তি দ্বারা। শ্রীহরির গদা জীবের চিত্তে কামক্রোধাদি রিপু সকল এবং চিত্তের কালুষ্যও নাশ করে। 'তীর্থানি তীর্থীকুর্ব্বন্তি'—যে তীর্থ সকলের অধিবাসিগণের চরিত্র কামকালুষ্যযুক্ত হওয়াতে ঐ স্থান সকল যেন 'অতীর্থ'বৎ হইয়াছিল (বস্তুতঃ তীর্থের নিজের পবিত্রতা নষ্ট হয় নাই, নিরুদ্ধ হইয়াছিল মাত্র) সাধুগণ ঐ সকল তীর্থে গমন করায় তীর্থবাসিগণকে নিজের পবিত্র আচরণের আদর্শ দেখাইয়া, এবং শিক্ষা ও সদুপদেশ দান করিয়া, তাঁহাদিগের চিত্তশুদ্ধিঃ করেন, তখন ঐ 'অতীর্থ'বৎ স্থান সকলও আবার তীর্থ তুল্য হয়। নিজের অন্তরে স্থিত গদাধরের শক্তিবলে সাধুগণ এই কার্য্য সম্পাদন করেন। 'কৃষ্ণদৈবতাঃ'—শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন যাঁহাদিগের অর্থাৎ যে যাদবদিগের দেবতা। সুহৃদঃ—হিতৈষিগণ 'বান্ধবাঃ'—কুটুম্বগণ; 'দৃষ্টাঃ শ্রুতাঃ'— তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি? বা তাঁহাদের সংবাদ শুনিয়াছেন কি? স্বপুর্য্যাং তাঁহাদিগের পুরী = রাজধানীতে অর্থাৎ দ্বারকায়।

ব্যাখ্যা—পক্ষিশাবকগণ যেরূপ মাতার পক্ষের অন্তরালে থাকিয়া নিরাপদে বর্দ্ধিত হয়, আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া আমরাও সেইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম, এবং আপনার দ্বারাই ভীম বিষপ্রদান হইতে, এবং, জতুগৃহদাহ প্রভৃতি বহুবিপদ হইতে আমরা ও আমাদের মাতা কুন্তীদেবী রক্ষা পাইয়াছিলাম। এতদিনে কি আমাদিগকে আপনার স্মরণ হইল? পৃথিবীর নানা স্থানে বিচরণ করার সময় আপনি কি উপজীবিকা দ্বারা দিনপাত করিয়াছিলেন? কোন কোন প্রধান তীর্থ আপনি দর্শন করিয়াছেন? হে বিভো! আপনাদের ন্যায় ভক্তগণ নিজেই তীর্থতুল্য, যখন কোন তীর্থস্থানের অধিবাসিগণের চরিত্র

দূষিত হওয়াতে সেই সকল স্থান যেন তীর্থই নহে এইরূপ বোধ হয়,তখন আপনাদের স্যায় ভক্তের আগমন হইলে আপনাদের সদাচার দর্শন এবং সুশিক্ষা লাভ করিয়া, আপনাদের চিত্তে অবস্থিত গদাধরের শক্তির প্রভাবে ঐ সকল স্থানের লোকের চিত্তশুদ্ধি হওয়াতে যেন সেই তীর্থসকল পুনরায় বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। হে তাত। যাদবগণ আমাদিগের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ও কুটুম্ব, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের নিকট দেবতা তুল্য, তাঁহাদিগের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি ? অথবা তাঁহাদের সংবাদ শ্রবণ করিয়াছেন কি ? তাঁহারা নিজের রাজধানী দ্বারকায় সুখে আছেন ত ?

সুত উবাচ।

ইত্যুক্তো ধর্ম্মরাজেন সর্ব্বং তং সমবর্ণয়ৎ।
যথানুভূতং ক্রমশো বিনা যদুকুলক্ষয়ম্ ॥১২
নন্বপ্রিয়ং দুর্ব্বিষহং নৃণাং স্বয়মুপস্থিতম্।
নাবেদয়েৎ সকরুণো দুঃখিতান্ দ্রষ্টুমক্ষমঃ ॥১৩

(১২-১৩) [অন্বয়] ধর্ম্মরাজেন ইতি উক্তঃ [বিদুরঃ] যদুকুলক্ষয়ং বিনা সর্ব্বং যথানুভূতং তৎ ক্রমশঃ সমবর্ণয়ৎ। নন্বু নৃণাং দুর্ব্বিষহং উপস্থিতং [অপি] অপ্রিয়ং স্বয়ং ন অবেদয়েৎ, সকরুণঃ [বিদুরঃ] [পাণ্ডবান্] দুঃখিতান্ দ্রষ্টুং অক্ষমঃ [আসীৎ]।

ব্যাখ্যা—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঐরূপ প্রশ্ন করিলে বিদুর যদুবংশ নাশের কথা ছাড়া অপর বিষয় যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ, অর্থাৎ পরে পরে, বর্ণনা করিলেন,কেবল যদুকুলক্ষয়ের কথাটী বলিলেন না। যাহা লোকের পক্ষে দুঃসহ, ক্লেশকর সেই ঘটনা উপস্থিত হইলেও নিজে উল্লেখ না করাই ভাল; সেইজন্য বিদুর স্বয়ং যদুকুলক্ষয় বিষয়ের কোন উল্লেখই করিলেন না (অর্থাৎ ভাল মন্দ কোন কথাই স্বয়ং বলিলেন না)। বিদুর বিশেষ স্নেহবান ছিলেন, তিনি স্নেহের পাত্র পাণ্ডবগণকে মনঃপীড়ায় কাতরভাবাপন্ন দেখিতে অক্ষম ছিলেন।

কঞ্চিৎ কালমথাবাৎসীৎ সৎকৃতো
দেববৎ স্বকৈঃ।
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শ্রেয়স্কৃৎ সর্ব্বেষাং প্রীতিমাবহন্‌॥১৪
অবিভ্রদর্য্যমা দণ্ডং যথাবদঘকারিষু।
যাবদ্দধার শূদ্রত্বং শাপাদ্বর্ষশতং যমঃ॥১৫

(১৪-১৫) [অন্বয়]—অথ জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতুঃ শ্রেয়স্কৃৎ [বিদুরঃ] স্বকৈঃ দেববৎ সৎকৃতঃ [সন্] কঞ্চিৎ কালং [তত্র] অবাৎসীৎ। যমঃ [মাণ্ডব্য]—শাপাৎ যাবৎ বর্ষশতং শূদ্রত্বং দধার [তাবৎ] অর্য্যমা অঘকারিষু যথাবৎ দণ্ডং অবিভ্রৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—শ্রেয়স্কৃৎ = তত্বং উপদিশন্ (শ্রীধর) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে তত্বজ্ঞান দিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করাইয়া দেহত্যাগ করার জন্য প্রবৃত্ত করিতে, এই কার্য্য ভ্রাতার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইবে বলিয়াই 'শ্রেয়স্কৃৎ' পদের ব্যবহার হইয়াছে। স্বকৈঃ—আপনার লোকগণ (কর্ত্তৃক), অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদির দ্বারা; 'কঞ্চিৎ কালং'—কিছুদিন; 'অবাৎসীৎ'—বাস করিয়াছিলেন। 'যমঃ মাণ্ডব্যশাপাৎ ইত্যাদি'—ভ্রম ক্রমে মাণ্ডব্য মুনিকে চোর মনে করিয়া এক রাজা শূলে দেন, এবং আপন ভ্রম অবগত হওয়ার পর ছাড়িয়া দেন; উদ্ধার পাওয়ার পরে মুনি যমকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কি অপরাধে তাঁহার এই যাতনা ভোগ হইল; তদুত্তরে ধর্ম্মরাজ বলেন যে, শৈশবদশায় মুনি একটী পতঙ্গের গুহ্যদ্বারে একটী তৃণ প্রবেশ করাইয়া পতঙ্গকে যাতনা দিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি শূলের যাতনা ভোগ করিয়াছেন। এই বাক্য শুনিয়া মুনি ধর্ম্মরাজকে বলেন যে, শৈশবে অজ্ঞানতা বশতঃ আমি যে কার্য্য করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমাকে কঠোর শাস্তি দিয়া তুমি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছ, অতএব হে ধর্ম্মরাজ! তুমি এক শত বৎসর নরলোকে শূদ্র হইয়া থাকিবে। এই শাপ বশতঃ ধর্ম্মরাজ ভূলোকে এক দাসীর গর্ভে বিদুর নামে জন্মগ্রহণ করেন। 'অর্য্যমা' পিতৃগণের জ্যেষ্ঠ;

'অঘকারিষু'—যাহারা ভোগ লোকে পাপ করিবে, তাহাদিগের প্রতি; 'যথাঘং'—পাপের অনুযায়ী; অবিভ্রৎ—প্রদান করিতেন।

ব্যাখ্যা—বাণপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের দেহত্যাগ প্রবৃত্তি উৎপাদন করাইবার জন্য, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রেয়ঃ সাধন ইচ্ছায়, বিদুর যুধিষ্ঠিরাদি আপন লোকগণ দ্বারা দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট কিছুদিন বাস করিলেন। মাণ্ডব্য মুনির শাপে যম যখন শূদ্রত্ব লাভ করিয়া শতবর্ষ কাল বিদুর নাম ধারণ করিয়া নরলোকে বাস করেন, তখন পিতৃগণের শ্রেষ্ঠ অর্যমা পাপিগণকে পাপের অনুযায়ী দণ্ডপ্রদান করিয়া যমের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

যুধিষ্ঠিরো লব্ধরাজ্যো দৃষ্ট্বা পৌত্রং কুলন্ধরম্।
ভ্রাতৃভির্লোকপালাভৈর্মুমুদে পরয়া শ্রিয়া॥ ১৬

(১৬) [অন্বয়। লব্ধরাজ্যঃ যুধিষ্ঠিরঃ কুলন্ধরং পৌত্রং দৃষ্ট্বা লোকপালাভৈঃ ভ্রাতৃভিঃ [সহ] পরয়া শ্রিয়া মুমুদে।

ব্যাখ্যা—মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে ইন্দ্রাদি লোকপালতুল্য ভ্রাতৃগণ এবং কুলগৌরবকারী পৌত্ররূপ রাজশ্রী দর্শনে প্রীত হইয়াছিলেন।

এবং গৃহেষু সক্তানাং প্রমত্তানাং তদীহয়া।
অত্যক্রামদবিজ্ঞাতঃ কালঃ পরমদুস্তরঃ॥ ১৭

(১৭) [অন্বয়] এবং গৃহেষু সক্তানাং তদীহয়া প্রমত্তানাং পরমদুস্তরঃ কালঃ অবিজ্ঞাতঃ [এব] অত্যক্রামৎ [অথবা 'অতি = অতিবাহিত হইয়া 'অক্রমৎ = গমন করিল]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'গৃহেষু সক্তানাং'—যাহারা গার্হস্থ্য-প্রেমের ভোগসুখে আসক্ত, বিশ্বনাথ বলেন যে, এই পদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই; কারণ তিনি ভোগ সুখে অনাসক্ত ছিলেন, (৬ শ্লোক দেখ); ধৃতরাষ্ট্রাদি অপর ব্যক্তিগণকে

উপলক্ষ্য করিয়া এই শ্লোক রচিত হইয়াছে। 'তদীহয়া প্রমত্তানাং' —'তৎ'=তেষাং, ঐ সকল গার্হস্থ ব্যাপারের 'ঈহা'=চিন্তা তাহাতে 'প্রমত্ত'=প্রকৃষ্টভাবে মুগ্ধ (অর্থাৎ ঐ চিন্তাতেই বিভোর এবং তত্ত্ব চিন্তায় উদাসীন) লোকগণের পক্ষে; 'কালঃ'—আয়ুষ্কাল অথবা মৃত্যু; 'অবিজ্ঞাতঃ এব'—অলক্ষিত ভাবে, 'অতি' অতিবাহিত হইয়া অক্রামৎ=গমন করিল; কিম্বা 'কাল'='মৃত্যু' অতি=অতিক্রম্য, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া 'অক্রামৎ'=সমীপে উপস্থিত হইল। মৃত্যু আসন্ন হইয়া উপস্থিত হইল। ঐ 'কাল' 'পরমদুস্তরঃ'— 'কাল' পদের অর্থ আয়ুষ্কাল ধরিলে, ঐ সময় ত্রিতাপের যাতনাদি বশতঃ অতি ভীষণ। 'কাল' পদের অর্থ মরণ-কাল ধরিলে ঐ সময়ও পরম দুস্তর, কারণ ঐ মৃত্যুরূপী কালকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা—ধৃতরাষ্ট্রাদি যে সকল লোক সাংসারিক ভোগসুখে আসক্ত এবং সেই চিন্তাতে মুগ্ধ ছিলেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ত্রিতাপের যাতনায় অতি ভীষণ আয়ুষ্কাল অলক্ষিতভাবে অতিবাহিত হইল; কিম্বা তাঁহাদিগের নিকট মৃত্যু অলক্ষিতভাবে উপস্থিত হইল, এই মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার শক্তি কাহারও নাই।

বিদুর উবাচ

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত।
রাজন্ নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশ্যেদং ভয়মাগতম্॥১৮
প্রতিক্রিয়া ন যস্যেহ কুতশ্চিৎ কর্হিচিৎ প্রভো।
স এষ ভগবান্ কালঃ সর্ব্বেষাং নঃ সমাগতঃ॥ ১৯
যেন চৈবাভিপন্নোহয়ং প্রাণৈঃ প্রিয়তমৈরপি।
জনঃ সদ্যো বিযুজ্যেত কিমুতান্যৈর্ধনাদিভিঃ॥ ২০

(১৮-২০) [অন্বয়]—বিদুরঃ তৎ অভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রং অভাষত—হে রাজন্ আগতং ইদং ভয়ং পশ্য; [গৃহাৎ] শীঘ্রং নির্গম্যতাং। হে

প্রভো কুতশ্চিৎ [স্থানে] কর্হিচিৎ [কালে] যস্য প্রতিক্রিয়া ন [অস্তি] সঃ এষঃ ভগবান্ কালঃ নঃ সর্ব্বেষাং [পক্ষে] সমাগতঃ, যেন [কালেন] অভিপন্নঃ অয়ং জনঃ প্রিয়তমৈঃ অপি প্রাণৈঃ বিযুজ্যেত, উত অন্যৈঃ ধনাদিভিঃ [বিযুজ্যেত] ইতি কিং ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'তৎ অভিপ্রেত্য'—'তৎ' = কাল উপস্থিত হইয়াছে সেই বিষয়+'অভিপ্রেত্য' স্পষ্ট অনুভব করিয়া (অভি+প্র = প্রকৃষ্টভাবে+ই = গমন করা) 'আগতং ইদং ভয়ং'— উপস্থিত এই মৃত্যুরূপী কালকে, 'ইদং' 'পদ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, মৃত্যু যেন সমীপস্থ বস্তুর ন্যায় চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছে ; 'নির্গম্যতাং' —'নির্' = নিরস্ত হইয়া অর্থাৎ চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া 'গম্যতাং' = বাণপ্রস্থানে গমন করুন ; 'প্রভো'—এই পদ দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রকে ইঙ্গিতে আত্মসংযম করিতে বলিতেছেন ; ইহ এই সংসারে 'কুতশ্চিৎ কর্হিচিৎ' = কোন স্থানে বা কোন কোন সময়ে, সংসারে এমন কোন স্থান নাই যেখানে পলাইয়া মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারা যায় ; বা এমন কোন সময় নাই যখন মৃত্যুর প্রভাবকে অতিক্রম করা যায় ; কেবল সংসারমুক্ত হইয়া উচ্চলোকে গমন করিতে পারিলেই কাল-শক্তির প্রভাব অতিক্রম করা যায়। সেই জন্য 'ইহ' (= এই সংসারে) পদের প্রয়োগ হইয়াছে। 'প্রতি-ক্রিয়া'—'প্রতি' = বিরুদ্ধে অর্থাৎ কালের শক্তিকে নিরোধের জন্য + 'ক্রিয়া' = কার্য্য। অতএব মহাপ্রস্থানে গিয়া সমাধিস্থ হইয়া ত্যাগ দ্বারা যাহাতে মোক্ষলাভ করিতে পারেন, সেই জন্য চেষ্টা করুন 'সঃ এষঃ ভগবান্ কালঃ'—যে কাল-শক্তির প্রভাব অনতিক্রমণীয়, এই জন্য বলিয়াছেন ; তিনি 'ভগবান্' = ঐশ্বর্য্যময় ব্রহ্মের শক্তি অতএব স্বয়ং ভগবানেরই তুল্য। 'নঃ সর্ব্বেষাং [পক্ষে] কেবল আপনার নয়, আমাদিগের সকলের পক্ষেই মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। 'অভিপন্নঃ'—অভিভূত ; 'প্রিয়তমৈঃ অপি প্রাণৈঃ'—'প্রাণৈঃ = প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, জীবনধারণের উপায় সেই জন্য বহুবচন। জীবন অপর

সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয় এইজন্য 'প্রিয়তম' পদের ব্যবহার হইয়াছে; 'বিযুজ্যেত'—প্রাণবায়ু আমাদিগের দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়; অতএব মৃত্যু উপস্থিত হয় (বি = বিগত + যুজ = মিলন); 'উত অন্যৈঃ ধনাদিভিঃ [বিযুজ্যেত] ইতি কিং'—'অন্যৈঃ = যাহা প্রাণের ন্যায় প্রিয়তম নয় এরূপ 'ধনাদিভিঃ'—ধন = বিত্ত + 'আদিভিঃ' স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি বস্তু দ্বারা। জীব মৃত্যুপথে আসিলে ধন ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি হইতে 'বিযুজ্যেত' = তাহাদিগের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়; অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত তখন আর কোন সম্বন্ধই থাকে না, 'ইতি কিং' = ইহা আর বিচিত্র কি? প্রাণাদি যে পঞ্চ বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, মৃত্যুকালে তাহাদের সহিতই সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, প্রাণ অপেক্ষা অল্পপ্রিয় ধনাদির সহিত যে সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

ব্যাখ্যা--মৃত্যুকাল আসন্ন, ইহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিয়া, বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, হে রাজন্! দেখুন যে মৃত্যুকাল ভোগাসক্ত জীবের পক্ষে ভয়ঙ্কর তাহা উপস্থিত হইয়াছে, অতএব শীঘ্র গৃহ ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থে গমন করুন। হে প্রভো! সংসারে এমন কোন স্থান নাই যেখানে পলায়ন করিলে বা এমন কোন সময় নাই যে সুযোগের সময়ে এই কালরূপী মৃত্যুকে কোন কার্য্য দ্বারা প্রতিরোধ করা যায়। এই কাল ভগবানের শক্তি এবং স্বয়ং ভগবান তুল্য; ইনি কেবল আপনাকে লক্ষ্য করিয়াই আসেন নাই, আমাদিগের সকলেরই মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। এই কাল দ্বারা যখন কেহ অভিভূত হয়, তখন তাহার দেহে জীবন রক্ষার উপায়ভূত, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, যে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু আছে, সেই প্রাণাদির সহিতই মুমূর্ষু ব্যক্তির কোন সম্বন্ধ থাকে না, অতএব মৃত্যুর সময় কাল দ্বারা ধনাদির সহিত যে সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

পিতৃভ্রাতৃসুহৃৎপুত্রা হতাস্তে বিগতং বয়ঃ।
আত্মা চ জরয়া গ্রস্তঃ পরগেহমুপাসসে ॥ ২১

অন্ধঃ পুরৈব বধিরো মন্দপ্রজ্ঞশ্চ সাম্প্রতম্।
বিশীর্ণদন্তো মন্দাগ্নিঃ সরাগঃ কফমুদ্বহন্॥ ২২

(২১-২২) [অন্বয়] তে পিতৃ ভ্রাতৃ সুহৃৎ পুত্রাঃ হতাঃ, বয়ঃ বিগতং, আত্মা চ জরয়া গ্রস্তঃ, পরগেহং উপাসসে। [ত্বং] পুরা এব অন্ধঃ, সাম্প্রতং বধিরঃ মন্দপ্রজ্ঞঃ চ বিশীর্ণদন্তঃ [অতএব] মন্দাগ্নিঃ, কফং উদ্বহন্ অপি সরাগঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—এই শ্লোকদ্বয়ে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে দেখাইতেছেন যে, জীবন ধারণ করিয়া তাঁহার আর সুখের সম্ভাবনা কোন বিষয়েই নাই। প্রথমে ধর (ক) পুত্রাদি পাঁচজন আপনার লোক লইয়া সংসার করায় সুখ, সে সুখ ধৃতরাষ্ট্রের কিছুই নাই; তাঁহার পিতৃ=ভীষ্মাদি, ভ্রাতা, সুহৃৎ=হিতৈষী বন্ধুগণ এবং 'পুত্রাঃ'=দুর্য্যোধনাদি সকল পুত্রই হত হইয়াছে; অতএব কাহাকে লইয়া তিনি সংসার সুখ ভোগ করিবেন। (খ) তাহার পরে ধর আয়ুঃ, লোকের যদি বেশী আয়ুঃ বাকী থাকে, তাহা হইলে দীর্ঘ কাল বাঁচার আশায় লোকে জীবনের প্রতি আসক্ত হয়; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের 'বয়ঃ বিগতং'—'বয়ঃ'=আয়ু+বি=সম্পূর্ণরূপে+গতং=শেষ হইয়া আসিয়াছে, তবে কেন জীবনের উপর মমতা করেন? (গ) কেহ বা দেহ হইতে ভোগসুখ লাভ করাতে জীবনের প্রতি আসক্ত হয়, কিন্তু তাঁহার দেহের অবস্থা অতি শোচনীয়, 'পুরা এব অন্ধঃ'—আগে থেকেই, অর্থাৎ জন্মাবধি, অন্ধ ছিলেন; 'সাম্প্রতং বধিরঃ মন্দপ্রজ্ঞঃ চ'—এখন শ্রবণশক্তিহীন হইয়াছেন, এবং পূর্ব্বে তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য তাঁহাকে 'প্রজ্ঞাচক্ষুঃ' বলিত, এখন সে প্রজ্ঞা=তীক্ষ্ণ বুদ্ধি 'মন্দঃ'=মূঢ়ের বুদ্ধির তুল্য হইয়াছে; অর্থাৎ যাহাকে 'ভীমরতি' বলে তাহাই হইয়াছে। অতএব লোকের উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। পুনশ্চ, 'আত্মা চ জরয়া গ্রস্তঃ'—কুম্ভীরাদির গ্রাসে পড়িয়া লোকে যেরূপ অসহায় হয়, তাঁহার আত্মা=দেহ 'জরার' গ্রাসে পড়িয়াছে, সুতরাং সেই দেহ সম্পূর্ণ শক্তিহীন এবং তিনি

'পরগেহং উপাসসে = নিজের বাসের স্থানও নাই ; (ঘ) কেহ বা কেবল মাত্র ভোজনসুখের জন্য বাঁচিতে চায়, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সে সুখও নাই, তিনি 'বিশীর্ণদন্তঃ'—দন্ত সকল বি = বিশেষ রূপে শীর্ণ = দুর্ব্বল হইয়াছে যাহার ; অধিকাংশ দাঁতই নাই, এবং যে গুলি আছে তাহাও দুর্ব্বল হওয়াতে চর্ব্বণে অক্ষম ; অতএব 'মন্দাগ্নিঃ' = পরিপাক-শক্তি নষ্ট হইয়াছে, যাহা আহার করেন তাহা পরিপাক হয় না ; 'কফং উদ্বহন্'—অজীর্ণ দ্বারা বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া শ্লেষ্মা ও উদ্গার উঠিতেছে, অতএব ভোজনে সুখ না হইয়া যাতনাই হয়। তথাপি আপনি 'সরাগঃ' ? রাগ' অর্থাৎ জীবনে আসক্তি যুক্ত ?

ব্যাখ্যা—শব্দার্থে দেখ, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

অহো মহীয়সী জন্তোর্জীবিতাশা যয়া ভবান্।
ভীমাপবর্জ্জিতং পিণ্ডমাদত্তে গৃহপালবৎ ॥২৩
অগ্নির্নিসৃষ্টো দত্তশ্চ গরো দারাশ্চ দূষিতাঃ।
হৃতং ক্ষেত্রং ধনং যেষাং তদ্দত্তৈরসুভিঃ কিয়ৎ ॥২৪
তস্যাপি তব দেহোঽয়ং কৃপণস্য জিজীবিষোঃ।
পরৈত্যনিচ্ছতো জীর্ণো জরয়া বাসসী ইব ॥ ২৫

(২৩-২৫) [অন্বয়] অহো জন্তোঃ জীবিতাশা মহীয়সী, যয়া [আশয়া] ভবান্ ভীমাপর্জ্জিতং অন্নং গৃহপালবৎ আদত্তে। [যান্ প্রতি] অগ্নিঃ নিসৃষ্টঃ, গরঃ চ দত্তঃ, যেষাং দারাঃ চ দূষিতাঃ [যেষাং] ক্ষেত্রং ধনং হৃতং, তদ্দত্তৈঃ অসুভিঃ কিয়ৎ [প্রয়োজনং] ; কৃপণস্য অপি জিজীবিষোঃ অনিচ্ছতঃ অপি তব অয়ং দেহঃ বাসসী ইব জরয়া জীর্ণঃ [সন্] পরৈতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—বিদুর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'জন্তোঃ'—এই ভোগলোকে জাত জীবের 'জীবিতাশা মহীয়সী'—জীবন ধারণের বাসনা অতি প্রবল, 'যয়া [আশয়া]'—

সেই বাসনার প্রভাবে ; 'ভীমাপর্জ্জিতং অন্নং'—যে ভীম আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বধ করিয়াছে তাহার দ্বারা 'অপ'=হেয় বস্তুর ন্যায় অশ্রদ্ধয়া + বর্জ্জিতং = পরিত্যক্তং 'অন্নং'—খাদ্যকে, 'গৃহপালবৎ আদৎস্তে'—গৃহে পালিত কুকুরের ন্যায় গ্রহণ করিতেছেন। 'নিসৃষ্টঃ' = নিক্ষিপ্ত ; 'গরঃ'—বিষ ; 'যেষাং দারাঃ দুষিতাঃ'—যাহাদিগের পত্নীগণকে অপমানিত করিয়াছেন ; [যেষাং] ক্ষেত্রং, ধনং হৃতং —যাহাদিগের ক্ষেত্র = রাজ্য এবং বসতবাটিও (ক্ষি = বাস করা) ও ধনং = সম্পত্তি 'হৃতং'—তাহাদিগকে বীরের ন্যায় যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গ্রহণ করেন নাই, চোরের ন্যায় কপট পাশ ক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ; (এই হীনতা প্রকাশের জন্য 'হৃ' ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে)।

তৈঃ দত্তৈঃ অসুভিঃ কিয়ৎ—তাহাদিগের দত্ত অন্নাদি হইতে লব্ধ অসুভিঃ = (দৈহিক শক্তি দ্বারা, জীবনকে ধারণ করিয়া কি প্রয়োজন ? 'কৃপণশ্চ অপি জীজিবিষোঃ'—জীবিতুং ইচ্ছুককে 'জীজিবীষু' বলে, জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছুক যে আপনি, সেই জিবনেচ্ছায় 'কৃপণ' হইয়াছেন = এত দীনতা স্বীকার করিয়াছেন বা জীবনে এত আসক্ত হইয়াছেন ; 'কৃপণঃ অজিতেন্দ্রিয়ঃ' ; সেই আপনার অনিচ্ছতঃ অপি 'তব'—আপনি যদিও ইচ্ছা করেন না যে, দেহ দিন দিন জীর্ণ হউক, বরঞ্চ দেহ যাহাতে জীর্ণ না হয় তাহাই ইচ্ছা করেন। তথাপি আপনার দেহ জরা দ্বারা জীর্ণ হইয়া জরাজীর্ণ 'বাসসী'—(দ্বিবচন) পরিধেয় এবং উত্তরীয়ের ন্যায় 'পরৈতি'—দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে (পর = পরলোক + ই = গমন করা)। 'বাসসী' পদে দ্বিবচন দ্বারা দেহের স্থুল অংশ এবং সুক্ষ্মশক্তি (ইন্দ্রিয় শক্তি) বুঝায়।

ব্যাখ্যা—বিদুর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, অহো ! ভোগ-কামী জীবগণের জীবনধারাণ-লালসা যে কত ভয়ানক হয়, তাহাই আপনার জীবনে দেখিতেছি। এই বাসনার বশেই আপনি নিজের

পুত্রঘাতী ভীম কর্ত্তৃক অশ্রদ্ধায় দত্ত অন্ন কুকুরের মত গ্রহণ করিতেছেন। আপনি যাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাদিগের প্রতি বিষপ্রয়োগ করিয়াছিলেন, যাহাদিগের পত্নীগণকে অবমানিতা করিয়াছিলেন, এবং যাহাদিগের রাজ্য, বাসস্থান এবং সম্পত্তি চোরের ন্যায় প্রবঞ্চনা করিয়া অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই পাণ্ডবদিগের দত্ত অন্নাদি দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়া কি লাভ? আপনি জীবনের আকাঙ্খায় এত হীনতা স্বীকার করিয়াও ভগ্ন দেহের ক্ষয়ের প্রতিরোধ করিতে পারিতেছেন না। আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার এই জরাজীর্ণ দেহ এবং দেহের শক্তি সুদীর্ঘ ব্যবহার দ্বারা সঙ্কীর্ণ পুরাতন বস্ত্র ও উত্তরীয়ের ন্যায় দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে।

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ।
অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ॥২৬
যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥২৭

(২৬ ২৭) [অন্বয়] যঃ বিরক্তঃ মুক্তবন্ধনঃ [জনঃ] অবিজ্ঞাতগতিঃ [সন্] গতস্বার্থং ইমং দেহং জহ্যাৎ সঃ বৈ ধীরঃ উদাহৃতঃ। যঃ স্বকাৎ পরতঃ বা ইহ আত্মবান্ [অতএব] জাতনির্ব্বেদঃ [সন্] হৃদি হরিং কৃত্বা প্রব্রজেৎ সঃ নরোত্তমঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি -বিরক্তঃ—ভোগের প্রতি, দেহ এবং স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি অনুরাগ শূন্য হওয়াতে 'মুক্তবন্ধনঃ—ত্যক্তাভিমানঃ (শ্রীধর)। দেহের প্রতি 'অহং' ভাব শূন্য অতএব সর্ব্ববিধ আসক্তির বন্ধন হইতে নিজেকে যিনি বিমুক্ত করিয়াছেন। এইরূপ লোক 'অবিজ্ঞাতগতিঃ'—নিজে দেহত্যাগার্থ কোথায় গমন করিলেন, তাহা কাহাকেও না জানাইয়া, কারণ, জানাইলে অনেকে বাধা দেয়, আপত্তি করে, এবং বিদায়গ্রহণের সময় আত্মীয় স্বজনের মনে বেদনা দেখিয়া

কাহার কাহারও মনে নূতন বন্ধনসৃষ্টি হয়; অতএব কাহাকেও না জানাইয়া গৃহত্যাগ করাই 'ধীরঃ'=ধী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কার্য্য, এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। 'গতস্বার্থং'—গত; হইয়াছে স্বস্য=নিজের 'অর্থ'=প্রয়োজনীয়তা যাহার, যে দেহ জরা দ্বারা স্বীয় কার্য্য সাধনে অপটু হইয়াছে তাহা গতস্বার্থ; অতএব ঐ মাংসপিণ্ড না রাখাই ভাল। তবে কি এই শ্লোকে বলিতেছেন যে আত্মহত্যা-কার্য্যই ধীরতার পরিচায়ক? না তাহা নিশ্চয়ই নয়, কারণ দেহত্যাগের পূর্ব্বে 'বিরক্ত' ও 'মুক্তবন্ধন' হওয়া আবশ্যক, আত্মঘাতীগণ মুক্তবন্ধন হন নাই। জ্ঞান এবং বৈরাগ্য-মার্গে সাধনায় অগ্রসর হইলে আসক্তির উপশম হইয়া যখন মুক্তবন্ধন হওয়া যায়, তখন দেহ যদি শোকমোহ ও জরা প্রভৃতি দ্বারা ব্যাকুল না হয়, (বিশ্বনাথ) তখন দেহত্যাগ ধীরতার পরিচায়ক। বোধ হয় ২স্কন্ধ ২ অধ্যায়ে ১৯-২১ শ্লোকে বর্ণিত দেহত্যাগ এই শ্রেণীয়।

উপরোক্ত শ্রেণীর লোক 'ধীর'=ধীশক্তিসম্পন্ন হইলেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নরোত্তম নহেন; কারণ তাঁহাদিগের চিত্তে হরিপ্রেম নাই। তাই বলিলেন যে 'যঃ স্বকাৎ পরতঃ বা' নিজের চেষ্টায় বা অপরের উপদেশ দ্বারা 'আত্মবান'—আত্ম অনাত্ম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন; অতএব 'আমি' বস্তুটী নিত্য এবং দেহ হইতে ভিন্ন ও দেহ অনিত্য এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এবং এই আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া 'জাতনির্ব্বেদঃ' হইয়াছেন, অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি ও বৈরাগ্যের স্ফুরণ হওয়াতে দেহ গেহাদির প্রতি ঔদাসিন্য জাত হইয়াছে (ন+বিদ=জানা, যে প্রবল ঔদাসীন্যের অবস্থায় দেহ এবং স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আসক্তি দূর হয় এবং মমত্ব বুদ্ধির প্রেরণায় ব্যাকুল হইয়া তাহাদের খবর নিতেও ইচ্ছা হয় না) [এই 'নির্ব্বেদ' ভাবের মূলে কঠোরতা নাই, মমত্ব ভাব হইতে যে প্রেম জন্মায় তাহার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ, কিন্তু নির্ব্বেদ হইতে বিশ্বপ্রেম লাভ হইতে পারে; এই প্রেম বিরাট্। এইরূপ ব্যক্তি যদি 'হৃদি হরিং কৃত্বা'

লোকে যেরূপ প্রিয়তম বস্তুকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকে, তিনি এতকাল যে হৃদয়ে স্ত্রী পুত্র এবং বিত্তাদিকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই হৃদয়ে শ্রীহরিকে প্রিয়তম বস্তু ভাবে ধারণ করিয়া, অথবা শ্রীহরিকে লাভের বাসনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া (বিশ্বনাথ); 'প্রব্রজেৎ'- প্র = চিরকালের জন্য + 'ব্রজেৎ' = গৃহ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি 'নরোত্তম' = নরশ্রেষ্ঠ। বিশ্বনাথ বলেন যে, যিনি আতুর সন্ন্যাসী তিনি 'ধীর' পদবাচ্য, কিন্তু ভক্তিবিবেকী ব্যক্তি নরোত্তম।

ব্যাখ্যা—উপরে বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে।

অথোদীচীং দিশং যাতু স্বৈরজ্ঞাতগতির্ভবান্।
ইতোঽর্ব্বাক্ প্রায়শঃ কালঃ পুংসাং গুণবিকর্ষণঃ ॥২৮

(২৮) [অন্বয়] অথ স্বৈঃ অজ্ঞাতগতিঃ ভবান্ উদীচীং দিশং যাতু [যঃ] পুংসাং গুণবিকর্ষণঃ অর্ব্বাক্ কালঃ প্রায়শঃ ইতঃ [আগতঃ]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—উদীচীং দিশং = উত্তর দিকে, হিমালয়ে; 'গুণবিকর্ষণঃ'—গুণকে = ধৈর্য্য দয়া প্রভৃতিকে + বি = বিরুদ্ধভাবে বিপথে + কর্ষনঃ = যে টানিয়া লয়, যে শক্তি লোকের প্রবৃত্তি সকলকে জোরে বিপথগামী করে; অর্ব্বাক্ = কুৎসিত (অর্ব্বন্ + অন্চ্) প্রায়শঃ = প্রবলভাবে (প্র + ই = যাওয়া) 'ইতঃ' = এদিকে, আমাদিগের নিকট; 'আগতঃ'—উপস্থিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—অতএব আপনি যুধিষ্ঠিরাদি আত্মীয় বর্গকে নিজের গতির বিষয় না জানাইয়া উত্তরদিকে (হিমালয় প্রদেশে) গমন করুন। আমাদিগের নিকট এখন যে সময় প্রবল পরাক্রমে আগত হইয়াছে, তাহা দ্বারা মানবের সদ্‌গুণ সকল বিপথগামী হইবে।

সূত উবাচ

এবং রাজা বিদুরেণানুজেন
প্রজ্ঞাচক্ষুর্বোধিতো হ্যাজমীঢ়ঃ।

ছিত্ত্বা স্বেষু স্নেহপাশান্ দ্রঢ়িম্নো
নিশ্চক্রাম ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা ॥২৯
পতিং প্রয়ান্তং সুবলস্য পুত্রী
পতিব্রতা চানুজগাম সাধ্বী।
হিমালয়ং ন্যস্তদণ্ডপ্রহর্ষং
মনস্বিনামিব সন্ সম্প্রহারঃ ॥৩০

(২৯-৩০) [অন্বয়] ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা আজমীঢ় অনুজেন বিদুরেণ এবং বোধিত [সন্] স্বেষু স্নেহপাশান্ ছিত্ত্বা দ্রঢ়িম্নঃ [সন্] গৃহাৎ নিশ্চক্রাম। সন্ সম্প্রহারঃ [যথা] মনস্বিনাং [যুদ্ধং অনুগচ্ছতি] [তথা] সুবলস্য পুত্রী পতিব্রতা সাধ্বী [গান্ধারী] ন্যস্তদণ্ড-প্রহর্ষং হিমালয়ং প্রয়ান্তং পতিং অনুজগাম।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা' ভ্রাতা বিদুর দ্বারা 'সন্দর্শিত' = সুস্পষ্ট ভাবে দর্শিত হইয়াছে 'অধ্বা = মার্গ, অর্থাৎ বন্ধন এবং মোক্ষের মার্গ (শ্রীধর) যাঁহার নিকট; 'প্রজ্ঞাচক্ষুঃ'—অন্ধ হইলেও তীক্ষ্ণ জ্ঞান থাকাতে যাঁহাকে 'প্রজ্ঞাচক্ষুঃ'—জ্ঞাননেত্র বলিত; 'আজমীঢ়' অজমীঢ় বংশোদ্ভব ধৃতরাষ্ট্র; 'স্বেষু স্নেহপাশান্ ছিত্ত্বা' যুধিষ্ঠিরাদির উপর স্নেহের বন্ধন এবং দেহাদির উপরও আসক্তির (দেহাশক্তি স্নেহেরই রূপ ভেদ মাত্র) বন্ধন ত্যাগ করিয়া; 'দ্রঢ়িম্নঃ' = দৃঢ়চেতাঃ; নিশ্চক্রাম—নিঃ = চিরদিনের জন্য + চক্রাম = বাহির হইলেন। 'সন্' = সেবাকারী (সন্ = সেবা করা + সম্প্রহারঃ = প্রবল অস্ত্র; মনস্বিগণের যুদ্ধে প্রবল অস্ত্র সেবাকারি-ভাবে তাঁহাদিগের অনুকরণ করেন, মনস্বী ধৃতরাষ্ট্রও এখন অবিদ্যাকে পরাভূত করিয়া দেহত্যাগ করিতে যাইতেছিলেন, অতএব তাঁহার যাত্রাও যুদ্ধযাত্রার তুল্য, সমাধি দ্বারা মহিমাময়ী গান্ধারীও সেবাকারিনী ভাবে 'পতিং অনুজগাম'—অনু—পতিং অনুসৃত্য + জগাম—পতির অনুসরণ করিয়া গমন করিলেন। শ্রীধর 'সন্' পদের অর্থ বলেন 'তীব্র'

বিশ্বনাথ বলেন 'উৎকৃষ্ট'। ন্যস্তদণ্ডপ্রহর্ষং—'ন্যস্তদণ্ড' = বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাদের+'প্রহর্ষ' = প্রকৃষ্ট হর্ষ, অর্থাৎ আনন্দ হয় যে হিমালয়ে। ব্রহ্মচারিগণ নিজ আশ্রমের দণ্ড নিক্ষেপ করিয়া যখন বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেন, তখন তাঁহাদিগকে 'ন্যস্তদণ্ড' বলে।

ব্যাখ্যা—ভ্রাতা বিদুর বন্ধন এবং মোক্ষের মার্গ প্রদর্শন করায় অজমীঢ়বংশে জাত জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র দেহাদির উপর প্রবল স্নেহের বন্ধন ত্যাগ করিলেন, এবং স্থিরচিত্তে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। যুদ্ধের সময় মনস্বীগণের প্রবল অস্ত্রসকল যেরূপ সেবাকারি-ভাবে তাঁহাদিগের অনুগমন করেন, ধৃতরাষ্ট্র যখন অবিদ্যাকে যুদ্ধে বিজিত করিয়া সমাধিস্থ-ভাবে দেহত্যাগ দ্বারা মোক্ষ লাভের জন্য বানপ্রস্থাশ্রমস্থ লোকগণের আনন্দকর হিমালয়ে গমনে উদ্যত হইলেন তখন পতিব্রতা সাধ্বী গান্ধারীও স্বামীর অনুগমন করিলেন।

অজাতশত্রুঃ কৃতমৈত্রো হুতাগ্নি-
বিপ্রান্ নত্বা তিলগোভূমিরুক্মৈঃ।
গৃহং প্রবিষ্টো গুরুবন্দনায়
ন তাবপশ্যৎ পিতরৌ সৌবলীঞ্চ ॥৩১

(৩১) [অন্বয়] কৃতমৈত্রঃ হুতাগ্নিঃ অজাতশত্রুঃ তিলগোভূমি-রুক্মৈঃ বিপ্রান্ নত্বা গুরুবন্দনায় গৃহং প্রবিষ্টঃ [সন্] তৌ পিতরৌ সৌবলীং চ ন অপশ্যৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কৃতমৈত্রঃ'—কৃত হইয়াছে মিত্র-দেবতাগণের বন্দন অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনা যাঁহা দ্বারা (শ্রীধর); সূর্য্যের নাম মিত্র।

তত্র সঞ্জয়মাসীনং পপ্রচ্ছোদ্বিগ্নমানসঃ।
গাবল্গণে ক্ব নস্তাতো বৃদ্ধো হীনশ্চ নেত্রয়োঃ
অম্বা বা হতপুত্রার্ত্তা পিতৃব্যঃ ক্ব গতঃ সুহৃৎ ॥৩২

(৩২) [অন্বয়] উদ্বিগ্নমানসঃ [সন্] তত্র আসীনং সঞ্জয়ং।

পপ্রচ্ছ, গাবলগণে বৃদ্ধঃ নেত্রয়োঃ হীনঃ নঃ তাতঃ কঃ গতঃ,হতপুত্রার্ত্তা অম্বা বা [কঃ গতা] পিতৃব্য সুহৃৎ কঃ গতঃ

ব্যাখ্যা—যুধিষ্ঠির উদ্বেগযুক্ত চিত্তে তথায় উপবিষ্ট সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন হে গাবলগণতনয় সঞ্জয়! আমাব বৃদ্ধ এবং অন্ধ তাত ধৃতরাষ্ট্র কোথায়, পুত্রশোকে আতুরা মাতা গান্ধারী এবং হিতকারী পিতৃব্য বিদুর কোথায় ?

অপি ময্যকৃতপ্রজ্ঞে হতবন্ধুঃ স ভার্য্যয়া।
আশংসমানঃ শমলং গঙ্গায়াং দুঃখিতোঽপতৎ ॥৩৩
পিতর্য্যুপরতে পাণ্ডৌ সর্ব্বান্ নঃ সুহৃদঃ শিশূন্।
অরক্ষতাং ব্যসনতঃ পিতৃব্যৌ ক্ব গতাবিতঃ ॥৩৪

(৩৩-৩৪) [অন্বয়] অপি হতবন্ধুঃ [তাতঃ] অকৃতপ্রজ্ঞে ময়ি শমলং আশংসমানঃ দুঃখিতঃ [সন্] ভার্য্যয়া [সহ] গঙ্গায়াং অপতৎ ? পিতরি পাণ্ডৌ উপরতে [সতি] সুহৃদঃ নঃ সর্ব্বান্ শিশূন্ [যৌ] ব্যসনতঃ অরক্ষতাং [তৌ] ইতঃ ক্ব গতৌ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি--হতবন্ধু = যাঁহার (যে ধৃতরাষ্ট্রের) আত্মীয়স্বজন বিনষ্ট হইয়াছে ; অকৃতপ্রজ্ঞে—অকৃত = অলব্ধ হইয়াছে 'প্রজ্ঞা'—জ্ঞান যাঁহার দ্বারা, অর্থাৎ নির্ব্বোধ ; ময়ি = আমার প্রতি ; শমলং = অপরাধ অর্থাৎ তাঁহার বন্ধুনাশের জন্য আমিই অপরাধী ইহাই 'আশংসামনঃ' = কল্পনা করিয়া। যৌ—যে ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর (যুধিষ্ঠির উদারতা বশতঃ ধৃতরাষ্ট্রকেও রক্ষক বলিলেন)। 'অরক্ষতাং' দ্বিবচন ; 'ব্যসন' -বিপদ।

ব্যাখ্যা—বন্ধুবধে কাতর পিতা ধৃতরাষ্ট্র নির্ব্বোধ আমার উপরে তাঁহার বন্ধুবিনাশের অপরাধ আরোপ করিয়া কি পত্নীর সহিত গঙ্গায় দেহত্যাগ করিয়াছেন ? পিতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে 'সুহৃদঃ' (ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে) শৈশবে যাঁহারা বহু বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন,সেই ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর এই স্থান হইতে কোথায় গিয়াছেন ?

সূত উবাচ।

কৃপয়া স্নেহবৈক্লব্যাৎ সূতো বিরহকর্ষিতঃ।
আত্মেশ্বরমচক্ষাণো ন প্রত্যাহাতিপীড়িতঃ ॥৩৫
বিমৃজ্যাশ্রূণি পাণিভ্যাং বিষ্টভ্যাত্মানমাত্মনা।
অজাতশত্রুং প্রত্যূচে প্রভোঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥৩৬

সঞ্জয় উবাচ।

নাহং বেদ্মি ব্যবসিতং পিত্রোর্বঃ কুলনন্দন।
গান্ধার্য্যা বা মহাবাহো মুষিতোঽস্মি মহাত্মভিঃ ॥৩৭

(৩৫-৩৭) [অন্বয়] আত্মেশ্বরং অচক্ষাণঃ [সন্] বিরহকর্ষিতঃ অতিপীড়িতঃ সূতঃ কৃপয়া স্নেহবৈক্লব্যাৎ ন প্রত্যাহ। পাণিভ্যাং অশ্রূণি বিমৃজ্য, আত্মানং আত্মনা বিষ্টভ্য, প্রভোঃ পাদৌ অনুস্মরন্ অজাতশত্রুং প্রত্যূচে। হে কুলনন্দন! বঃ পিত্রোঃ গান্ধার্য্যাঃ বা ব্যবসিতং অহং ন বেদ্মি, হে মহাবাহো [অহং] [তৈঃ] মহাত্মভিঃ মুষিতঃ অস্মি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'আত্মেশ্বরং'—নিজের প্রভুকে, এই প্রভুভক্ত ভৃত্য সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্রকে কেবল 'প্রভু' ভাবে দেখিতেন না, নিজের 'আত্মার' = নিজ দেহের প্রভু ভাবেই দেখিতেন; সুতরাং অগাধ স্নেহ ও ভক্তি করিতেন, সেই জন্য প্রভুর বিরহে সঞ্জয় অত কাতর হইয়াছিলেন। 'অচক্ষাণঃ'—দেখিতে না পাইয়া; 'বিরহকর্ষিতঃ'—ভূমি কর্ষণ করিলে যেরূপ ভিন্ন হয়, প্রভুর বিরহে এই ভৃত্যের চিত্তও সেইরূপ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। 'কৃপয়া'—কাতরতা জন্য, অর্থাৎ বৃদ্ধ এবং অন্ধ প্রভুর এবং বয়স্কা প্রভুপত্নীর কি হইবে. এই চিন্তায় ব্যাকুলতা জন্য; স্নেহবৈক্লব্যাৎ—স্নেহ = প্রভুর প্রতি ভক্তি তদ্দ্বারা 'বৈক্লব্য' = চিত্তের উদভ্রান্ত অবস্থা, তাহা দ্বারা।, 'ন প্রত্যাহ' —প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না; চিত্তের ব্যাকুলতাই তূষ্ণীভাবের কারণ। কিয়ৎকাল, 'আত্মানং'—মনকে 'আত্মনা'—বুদ্ধি দ্বারা;

'বিষ্টভ্য'—স্থির করিয়া (স্তন্‌ভ্ = স্থির করা); 'অজাতশত্রুং'—যুধিষ্ঠিরকে, যিনি কখনও কাহারও সঙ্গে শত্রুতা করেন নাই সুতরাং সঞ্জয়ের প্রভুরও শত্রু নহেন; প্রভোঃ পাদৌ অনুস্মরন্—এই বাক্য সঞ্জয়ের প্রগাঢ় প্রভুভক্তির পরিচায়ক। কুলনন্দন—হে বংশের আনন্দবর্দ্ধক! ঐ শোকসন্তপ্ত অবস্থাতেও সঞ্জয়ের মনে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ক্রোধ হয় নাই। এই সম্বোধন বাক্যটী মহারাজের অসাধারণ মাহাত্ম্যজ্ঞাপক; 'ব্যবসিত'—অভিপ্রায়; মহাত্মভিঃ মুষিতঃ অস্মি—'মুষিতঃ' = বঞ্চিত, এই বাক্য দ্বারা প্রভুভক্ত ভৃত্যের মনে অভিমান প্রকাশ করে, প্রেমের এইরূপ অভিমান করার অধিকার আছে, অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণের উপর অভিমান করিয়া, এইরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিয়াছিলেন (১৫অ ১৪ শ্লোকে)। 'মহাত্মভিঃ'—যদিও আমাকে না বলিয়া চলিয়া যাওয়াতে, আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা 'মহাত্মা'।

ব্যাখ্যা—নিজের প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিতে না পাইয়া সঞ্জয়ের চিত্ত তাঁহার প্রতি স্নেহ বশতঃ এত ব্যাকুল হইয়াছিল যে, কিয়ৎক্ষণ তিনি মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। তাহার পরে হস্তদ্বয় দ্বারা নেত্রজল মার্জ্জন করিয়া এবং বুদ্ধি দ্বারা ব্যাকুল মনকে স্থির করিয়া সঞ্জয় বলিলেন, হে কুলনন্দন! আমি আপনার পিতা ও পিতৃব্যের অভিপ্রায় অবগত নহি, হে মহাবাহো আমি সেই মহাত্মদ্বয় কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি।

অথাজগাম ভগবান্ নারদঃ সহতুম্বুরুঃ।
প্রত্যুত্থায়াভিবাদ্যাহ সানুজোঽভ্যর্চ্চয়ন্নিব॥৩৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নাহং বেদ গতিং পিত্রোর্ভগবন্ ক্ব গতাবিতঃ।
অম্বা বা হতপুত্রার্ত্তা ক্ব গতা চ তপস্বিনী॥৩৯
কর্ণধার ইবাপারে ভগবান্ পারদর্শকঃ।
অথাবভাষে ভগবান্ নারদো মুনিসত্তমঃ॥৪০

(৩৮-৪০) [অন্বয়] অথ সহতুম্বুরুঃ ভগবান্ নারদঃ আজগাম ; সানুজঃ [যুধিষ্ঠিরঃ] প্রত্যুত্থায় অভিবাদ্য অর্চ্চয়ন্নিব আহ। হে ভগবন্ পিত্রোঃ গতিং অহং ন বেদ ; ইতঃ তৌ ক্ক গতৌ, হতপুত্রা আর্ত্তা তপস্বিনী অম্বা চ ক্ক গতা। অপারে কর্ণধারঃ ইব ভগবান্ [ত্বং] পারদর্শকঃ [অতঃ ব্রুহি] অথ মুনিসত্তম ভগবান্ নারদঃ আবভাষে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সহতুম্বুরু'—নারদ নিজের তুম্বুরুতে হরিগুণ গান করিতে করিতে আগমন করিয়াছিলেন। সানুজঃ [যুধিষ্ঠিরঃ]—যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ ; 'প্রত্যুত্থায়'—আসন হইতে উঠিয়া নারদের 'প্রতি' = দিকে গমন করিয়া ; 'অভিবাদ্য' —প্রণাম করিয়া, 'অর্চ্চয়ন্ ইব'—এখানে 'ইব' পদটীর বিশেষ অর্থ আছে ; পাদ্য অর্ঘ্যাদির দ্বারা নারদের পূজা করা মহারাজের উচিত ছিল, কিন্তু মনের উদ্বেগেই সকল বস্তু আনয়ন পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া প্রণাম করার পরেই নারদকে ধৃতরাষ্ট্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্লোকে 'ইব' পদ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, এই প্রশ্নই পূজার তুল্য হইয়াছিল, কারণ 'অপারে কর্ণধারঃ ইব ভগবান্ পারদর্শকঃ' এই বাক্যে মহারাজ যে বিনয় এবং নারদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন, তাহাই পূজার তুল্য। 'পিত্রোঃ'—ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের। 'হতপুত্রা আর্ত্তা'-পুত্রনাশ হওয়াতে কাতর এবং 'তপস্বিনী' = শোকাতুরা ('তাপ' যুক্তা)। 'অপারে'—যে শোক এবং দুশ্চিন্তা সমুদ্রের ন্যায় অসীম, এবং কোন পথে গমন করিলে তাহা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না—কারণ যে সমুদ্রের কূল নির্ণয় করা যায় না তাহা উত্তীর্ণ হওয়ার পথ নির্ণয়ও অসম্ভব। 'কর্ণধার' পাকা মাঝি যেরূপ নৌকাকে পথ প্রদর্শন করে, এবং ঝড় তুফানে নৌকাকে বিপথগামী হইতে বা ডুবিতে দেয় না, আপনিও সেইরূপ শোকার্ণব উত্তীর্ণ হওয়ার পথ প্রদর্শন করেন, এবং শোকে ব্যাকুল হইয়া যাহাতে লোকে বিপথগামী হইয়া নিমজ্জিত না হয়, সে ব্যবস্থাও করেন। 'আবভাষে'—আ = যত্ন করিয়া + বভাষে ॥

বলিলেন। মহারাজ অবিদ্যার মোহে শোকাতুর হইয়াছিলেন; নারদ অতি যত্নে তাঁহার মোহ নাশ করিতে চেষ্টা করিলেন।

ব্যাখ্যা—এই সময় নারদ বীণায় হরিগুণগান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত উত্থিত হইয়া নারদের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; এবং যদিও তখন অর্চ্চনা না করিয়াই মহারাজ নারদকে প্রশ্ন করিলেন, তাহা হইলেও সেই প্রশ্নে প্রকাশিত শ্রদ্ধা এবং বিনয়ই অর্চ্চনা করার তুল্য হইল। মহারাজ নারদকে বলিলেন, হে ভগবন্! আমার পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও পিতৃব্য বিদুর এখান হইতে কোথায় গিয়াছেন; এবং পুত্রশোকে কাতরা মাতা গান্ধারীই বা কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। লোকে যখন শোক বা সন্দেহ সাগরে পতিত হইয়া কূলকিনারা দেখিতে পায় না, তখন আপনি কর্ণধারের ন্যায় পথপ্রদর্শন করেন। আমরাও সেই অবস্থায় পড়িয়াছি, অতএব আমাদিগকে বলুন তাঁহারা কোথায়? মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সযত্নে মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

নারদ উবাচ।

মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ।
লোকাঃ সপালা যস্যেমে বহন্তি বলিমীশিতুঃ।
স সংযুনক্তি ভূতানি স এব বিযুনক্তি চ ॥৪১

(৪১) [অন্বয়]—হে রাজন্ শুচঃ কঞ্চন মা [কুরু] যৎ জগৎ ঈশ্বরবশং, ইমে সপালাঃ লোকাঃ ঈশিতুঃ বলিং বহন্তি; সঃ [ঈশঃ] ভূতানি সংযুনক্তি সঃ এব বিযুনক্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কঞ্চন' = কং+চন অর্থাৎ কিছুই। 'শুচঃ কঞ্চন মা কুরু'—আত্মীয় স্বজন বিয়োগ বা অপর যে কিছু ক্ষতিই হউক না কেন একটুও শোক করিও না; কেন? 'যৎ'= যেহেতু, 'জগৎ ঈশ্বরবশং'—যে ব্রহ্ম সর্ব্বনিয়ন্তা হওয়াতে তাঁহাকে

'ঈশ্বর' বলে, বিশ্বের স্থূল সূক্ষ্ম সকল বস্তু তাঁহার 'বশ' = অধীন ; অতএব কেহ তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না ; 'ইমে সপালাঃ লোকাঃ—ইমে = এই দৃশ্যমান 'লোকঃ' = সপ্তলোক 'সপালাঃ' = লোকপালগণের সহিত, অর্থাৎ সপ্তলোকে স্থিত স্থূল সূক্ষ্ম সকল বস্তু এবং ইন্দ্রাদি যে লোকপালগণকে ঐ লোকসকলের প্রভু বলে তাঁহারাও ; 'ঈশিতুঃ বলিং বহন্তি' = দেবতাকে নানা 'বলি' অর্থাৎ উপহার প্রদান করিয়া পূজা করে, সপ্তলোকবাসিগণ ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কার্য্য সাধনরূপ পূজা করিতেছে। 'সংযুনক্তি'—একত্র করেন, 'ভূতানি'—সৃষ্টবস্তু সকলকে, 'বিযুনক্তি'—বিয়োগ অর্থাৎ পৃথক করেন। দেহের উপাদান ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত একত্র করিয়া দেহ নির্ম্মাণ এবং ঐ উপাদান সকল বিচ্ছিন্ন করিয়া দেহ নাশ করিতেছেন। সৃষ্টির পরেও জীবগণকে সংসারে নানা ভাবে কখন একত্র, কখনও বা বিচ্ছিন্ন করিতেছেন।

ব্যাখ্যা—হে রাজন্ একটুও শোক করিও না, কারণ যদি কোন বিষয় আমাদিগের আয়ত্তে থাকিত তাহা হইলে নিজের কর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটি হইয়াছে ভাবিয়া শোক করার কারণ হইত ; কিন্তু কোন বিষয়ই আমাদের আয়ত্তে নাই। জগৎ ঈশ্বরের অধীন এবং কেবল সপ্তলোকের স্থূল সূক্ষ্ম বস্তুই যে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কার্য্য করিতেছে তাহাই নয়, যাঁহাদিগকে ইন্দ্রাদি নামে ঐ লোক সকলের প্রভু বলা যায়, তাঁহারাও ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কার্য্য করেন। সেই ঈশ্বরই সৃষ্টবস্তু সকলের সংযোগ এবং বিয়োগ করেন।

যথা গাবো নসি প্রোতাস্তন্ত্যাং বদ্ধাস্বদামভিঃ।
বাক্তন্ত্যাং নামভির্বদ্ধা বহন্তি বলিমীশিতুঃ ॥৪২

(৪২) অন্বয়—নসি প্রোতাঃ স্বদামভিঃ তন্ত্যাং বদ্ধাঃ গাবঃ যথা [তথা] নামভিঃ বাকতন্ত্যাং বদ্ধাঃ [লোকাঃ] ঈশিতুঃ বলিং বহন্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'নসি' = নাসিকায় ; 'প্রোতাঃ'

= বিদ্ধাঃ,'স্বদামভি' --বহু রজ্জু দ্বারা ; 'তন্ত্র্যাং বদ্ধাঃ—একগাছি রজ্জুতে সবগুলি বাঁধা গাবঃ = গাভীসকল, অর্থাৎ অনেকগুলি গরুর নাসিকায় ছিদ্র কাটিয়া সেই ছিদ্রের মধ্যে এক একগাছি সরু দড়ি প্রবেশ করাইয়া ঐ সকল দড়িকে 'তন্ত্র্যাং'= একগাছি বড় রজ্জুর (অর্থাৎ দড়ার) সহিত যখন বাঁধা যায়। ঐ সময়ে বহু 'দাম' অর্থাৎ ছোট দড়িরও ব্যবহার হয়, এই জন 'দামভিঃ' পদে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং একগাছি মাত্র বড় রজ্জু পরিচালনার্থ আবশ্যক হয় বলিয়া 'তন্ত্র্যাং' পদে একবচন প্রয়োগ হইয়াছে। ঐ অবস্থায় গরু সকল প্রধান রজ্জু অর্থাৎ 'দড়া' হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না ; 'দড়া' দ্বারাই পরিচালিত হয়। লোক সকলও 'নামভিঃ'—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা বা ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা (বিশ্বনাথ) [অথবা হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় বাচক সংজ্ঞা দ্বারা] বাকতন্ত্র্যাং'—বাক্ = বেদ এব তন্ত্রী তস্যাং (বিশ্বনাথ) অথবা 'বাক্' = স্বয়ং ভগবানের বাক্য (the inspired word, the word of God) যে ধর্ম্মের মূলে আছে, সেই বাক্য (the Divine Word) রূপ প্রধান রজ্জুতে অর্থাৎ দড়ায় আবদ্ধ আছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ নাম থাকিলেও সকল ধর্ম্মই ভগবানের বাক্য দ্বারা পরিচালিত হয়, অতএব ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও সকল লোকই 'ঈশিতুঃ বলিং বহন্তি'—সর্ব্বনিয়ন্তার প্রীতির জন্যই কার্য্য করে।

ব্যাখ্যা—কতকগুলি গরুর নাক বিদ্ধ করিয়া নাকের মধ্যে এক এক গাছি রজ্জু প্রবেশ করাইয়া যদি সেই রজ্জুখণ্ডসকলকে একগাছি বড় রজ্জুতে আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে সেই বড় রজ্জু যেরূপ সকল গরুগুলিকেই পরিচালিত করে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামধেয় সকল ধর্ম্মই ভগবানের বাক্য দ্বারা পরিচালিত হয়। অতএব যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, সকল লোকই নিজ নিজ ধর্ম্ম দ্বারা কেবল ভগবানের প্রীতির জন্যই কার্য্য করিতেছে।

যথা ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ।
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্॥৪৩
যন্মন্যসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা ন চোভয়ম্।
সর্ব্বথা নহি শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ॥৪৪

৪৩-৪৪ [অন্বয়]—যথা ইহ ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগঃ বিগমঃ ক্রীড়িতুঃ ইচ্ছয়া স্যাতাং তথা এব ঈশেচ্ছয়া নৃণাং [সংযোগঃ বিয়োগঃ]। যং লোকং ধ্রুবং (বা) অধ্রুবং ন বা [বা] উভয়ং মন্যসে মোহজাৎ স্নেহাৎ অন্যত্র তে সর্ব্বথা ন হি শোচ্যাঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ক্রীড়োপস্করাণাং—ক্রীড়ার+উপস্কর=উপাদান (উপ+স্কৃ=কার্য্য করা, যে বস্তু সকল ক্রীড়ার সমীপে থাকিয়া কার্য্য করে) অর্থাৎ খেলার পুতুল প্রভৃতি; স্যাতাং—হইয়া থাকে (দ্বিবচন); 'লোকং'—জনং [শ্রীধর] মানবকে 'ধ্রুবং, অধ্রুবং ন বা [বা] উভয়ং—অর্থাৎ মানবকে 'জীব'রূপে 'ধ্রুব'= অনশ্বর, 'দেহ'রূপে অধ্রুব=নশ্বর, অর্থাৎ কেবল মায়ার প্রপঞ্চ মাত্র, 'ন বা'=ধ্রুবও নয়, অধ্রুবও নয়, কারণ জীব ব্রহ্মেরই রূপ এবং ব্রহ্ম ধ্রুব বা অধ্রুব এই উভয় সংজ্ঞার অতীত, অতএব জীব 'শুদ্ধ ব্রহ্ম-স্বরূপত্বেন অনির্ব্বচনীয় (শ্রীধর)। (বা) 'উভয়ং'–ধ্রুবও বটে এবং অধ্রুবও বটে, অর্থাৎ 'চিৎ' অংশ ধ্রুব এবং জড় অংশ অধ্রুব (শ্রীধর)। এই চারি ভাবের যে ভাবেই পিত্রাদিকে দেখ, লোকতত্ত্ব অনুসারে বিষয়টী বিবেচনা করিলে শোকের কোন কারণই নাই।

ব্যাখ্যা—পাছে যুধিষ্ঠির মনে করেন যে, তাঁহারই শৈথিল্য হেতু ধৃতরাষ্ট্র গৃহত্যাগ করিয়াছেন, অতএব তিনি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিতেন, যুধিষ্ঠির ত আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, বুঝি তাঁহার অপরাধের জন্য ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছেন (৩৩) এই সকল আশঙ্কা দূর করার জন্য নারদ ৪১-৪৩ শ্লোকে বলিলেন যে, লোক ঈশ্বরের অধীন, অতএব তাঁহার ইচ্ছাতেই

সকল ঘটনা হয়, সুতরাং শোক করা উচিত নয়। ৪৪ শ্লোকে দেখাইলেন যে, লোকতত্ত্বের বিচার করিলেও শোকের কোন কারণ নাই। কেবল 'মোহজ স্নেহ'=অবিদ্যা-সৃষ্ট দেহাত্মভাব হইতে আমাদের মনে যে 'মমত্ব' বুদ্ধি হয়, সেই মমত্ব ভাবের মোহ হইতে জাত যে স্নেহ নামক ভাব জন্মায় সেই 'স্নেহ' বশতঃই লোকে শোক করে। বস্তুতঃ 'এই ভাব প্রকৃত 'স্নেহ' নয়'। ভগবদ্ভক্তি যে বিশ্বপ্রেম সৃষ্টি করে, তাহা হইতেও জীবের প্রতি স্নেহ হয়, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র বস্তু ; এই ভাব প্রকাশের জন্য 'মোহজ' পদ ব্যবহার করিলেন।

সংসারে পুতুলখেলা করার সময় ক্রীড়াকারীর ইচ্ছায় ভিন্ন ভিন্ন পুতুলের যেমন মিলন এবং বিচ্ছেদ হয় (অথবা ক্রীড়াকারী যেমন ইচ্ছামত মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা পুতুল প্রস্তুত করে এবং ভেঙ্গে ফেলে) সেইরূপ সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় মানবগণের পরস্পরের সহিত মিলন এবং বিচ্ছেদ হয় ; এবং পাঞ্চভৌতিক উপাদান দ্বারা দেহের সৃষ্টি ও বিনাশও হয়। অতএব শোকের কোন কারণ নাই। এই বিষয়টী লোকতত্ত্ব অনুসারে বিচার করিয়া যদি তোমার পিত্রাদির জীব-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া বল যে,তাঁহারা 'ধ্রুব' অর্থাৎ অনশ্বর ছিলেন,তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাঁহারা নষ্ট হন নাই, সুতরাং শোকের কোন কারণ নাই। যদি তাঁহাদিগের স্থূল দেহাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বল যে, তাঁহারা 'অধ্রুব' অর্থাৎ নশ্বর, তাহা হইলেও যে বস্তু স্বভাবতঃই নশ্বর তাহার জন্য শোকের কোন কারণ থাকিতে পারে না। যদি বল 'ন বা' অর্থাৎ তাঁহারা শুদ্ধব্রহ্মেরই সত্ত্ব ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের যথার্থ স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়, অতএব ধ্রুব বা অধ্রুব উভয় সংজ্ঞারই অতীত, তাহা হইলেও শোকের কোন কারণ নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। যদি তাঁহাদিগের 'চিৎ'-অংশকে ধ্রুব, এবং জড় অংশকে অধ্রুব বল, তাহা হইলেও শোকের কারণ নাই। লোকে কেবল দেহাত্মভাব হইতে জাত মমত্ব বুদ্ধির মোহের বশেই শোক করে।

তস্মাজ্জহ্যঙ্গ বৈক্লব্যমজ্ঞানকৃতমাত্মনঃ।
কথন্ত্বনাথাঃ কৃপণা বর্ত্তেরংস্তে চ মাং বিনা ॥৪৫
কালকর্ম্মগুণাধীনো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ।
কথমন্যাংস্তু গোপায়েৎ সর্পগ্রস্তো যথাপরম্ ॥৪৬
অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্।
ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্ ॥৪৭

(৪৫-৪৭) [অন্বয়]—তৎ হে অঙ্গ কৃপণাঃ অনাথাঃ [তে] মাং বিনা কথং বর্ত্তেরন্ [ইতি] অজ্ঞানকৃতং আত্মনঃ বৈক্লব্যং জহি। অয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ দেহঃ কালকর্ম্মগুণাধীনঃ ; [সঃ দেহঃ] কথং অন্যান্ [দেহান্] তু গোপায়েৎ ; সর্পগ্রস্তঃ যথা অপরং [ন গোপায়েৎ]। অহস্তানি [যথা] সহস্তানাং, অপদানি [যথা] চতুষ্পদাং ফল্গূনি [যথা] মহতাং [জীবনং] তত্র জীবঃ জীবস্য জীবনং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—হে অঙ্গ—হে বৎস যুধিষ্ঠির। (নারদের সস্নেহ সম্ভাষণ) ; 'কৃপণাঃ'—দীনাঃ অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী উভয়েই জরাক্রান্ত,এবং ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ; এবং তাঁহারা 'অনাথাঃ' =রক্ষকহীন অতএব 'মাং বিনা'—আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ; 'বর্ত্তেরন্'=প্রাণধারণের উপায় অবলম্বন করিবেন, অর্থাৎ কিরূপে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রাণধারণ করিবেন ; 'ইতি অজ্ঞানকৃতং আত্মনঃ বৈক্লব্যং'—এই সকল বিষয় মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া 'আত্মনঃ—চিত্তের যে 'বৈক্লব্যং=ব্যাকুলতা হইয়াছে উহা 'অজ্ঞান-কৃতং'=অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ট ; অহংকর্ত্তা ভাব হইতে জাত, কারণ আপনি মনে করিতেছেন যে, ধৃতরাষ্ট্রকে পালন করার ক্ষমতা আপনার আছে,এই আত্মাভিমানই ঐ ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে, উহাকে 'জহি'=ত্যাগ করুণ। 'পাঞ্চভৌতিকঃ দেহঃ কালকর্ম্মগুণাধীনঃ'—পঞ্চমহাভূত দ্বারা সৃষ্ট জীবের এই 'দেহ', অর্থাৎ স্থূল দেহ, দেহের সূক্ষ্মশক্তি এবং মন ও বুদ্ধি ইত্যাদি সকল বস্তুই কালশক্তি দ্বারা

এবং কর্ম্ম=জন্মজন্মান্তর হইতে আগত সংস্কার প্রভৃতি (প্রারব্ধ) দ্বারা এবং গুণত্রয় দ্বারা পরিচালিত হয়। অতএব 'সর্পগ্রস্ত' ব্যক্তি যেরূপ সর্পের আয়ত্তে থাকে, এবং তাহার কোন স্বাধীনতাই থাকে না, মানবগণও সেইরূপ কাল, কর্ম্ম ও গুণত্রয়ের সম্পূর্ণ অধীন। 'গোপায়েৎ'—রক্ষা করিতে পারে। যে মানব নিজেকেই কাল কর্ম্ম এবং গুণের প্রভাব হইতে রক্ষা করিতে পারে না, সে অপরকে রক্ষা করিবে কিরূপে? 'অহস্তানি'—হস্ত বিহীন পশু সকল; 'সহস্তানাং' হস্তযুক্ত মনুষ্যাদির; 'অপদানি'—যাহারা পদহীন অর্থাৎ তৃণাদি; 'চতুষ্পদাং'—পশুদিগের।

ব্যাখ্যা—হে বৎস যুধিষ্ঠির, তোমার সাহায্য ব্যতীত বৃদ্ধ এবং অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র কিরূপে জীবনধারণের জন্য আহারাদি সংগ্রহ করিবেন, ইহা ভাবিয়া তুমি অস্থির হইয়াছ; অবিদ্যাই এই অস্থিরতা সৃষ্টি করে। অজ্ঞানতাবশতঃ তুমি মনে করিতেছ যে, জীব নিজের বা অপরের জন্য আহারাদির ব্যবস্থা করিতে পারে, বস্তুতঃ ইহা ভ্রম। কাহাকেও যখন সর্প গ্রাস করিয়া থাকে, তখন সে যেমন অসহায় হয়, এবং অপরকে রক্ষা করা ত দূরের কথা তখন সে নিজেকেও রক্ষা করিতে পারে না, মানবগণও সেইরূপ ভগবানের কালশক্তি, প্রকৃতির গুণত্রয় এবং তাহাদিগের নিজ নিজ 'কর্ম্ম' অর্থাৎ প্রারব্ধের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আছে, তাহাদিগের কোন স্বাধীনতাই নাই। তাহারা কিরূপে অপরকে সাহায্য করিবে? আরও দেখ, ভগবানের ব্যবস্থা এইরূপ, যে পশুগণ মানবগণের জীবনধারণের উপায়, তৃণসকল পশুদের জীবনরক্ষা করে, ক্ষুদ্র জীব বৃহৎ জীবের পুষ্টিসাধন করে, অর্থাৎ এক শ্রেণীর জীবের রক্ষার্থ ভগবান অপর এক শ্রেণীর জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ধৃতরাষ্ট্রের জীবনধারণের ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন।

তদিদং ভগবান্ রাজন্নেক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্।
অন্তরোঽনন্তরো ভাতি পশ্য তং মায়য়োরুধা ॥৪৮

(৪৮) [অন্বয়] হে রাজন্ তৎ (=তস্মাৎ) ইদং [জগৎ] ভগবান্ [এব] যঃ স্বদৃক্ একঃ [এব] আত্মনাং আত্মা [তথা] [তেষাং] অন্তরঃ অনন্তরঃ [সন্] ভাতি, তং মায়য়া উরুধা পশ্য।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—৪৯ শ্লোকে নারদ বলিয়াছিলেন 'যদীশ্বরবশং জগৎ' এই বাক্য হইতে মহারাজের ধারণা হইতে পারে যে,জগৎ কি ভগবান্ হইতে ভিন্ন, ভগবান্ কি কেবল জগৎকে আয়ত্তে রাখিয়াছেন? এইরূপ দ্বৈত ভাব যাহাতে না হয়, সেইজন্য বলিলেন যে, এই দৃশ্যমান্ বিশ্ব ভগবানেরই রূপ (শ্রীধর)। 'ভগবান্ এব'—ভগবান্ হইতে পৃথক নয়। যঃ 'স্বদৃক্'—যে স্বয়ম্প্রকাশ ভগবান্; 'একঃ এব'—নিজেই, অর্থাৎ অপর কাহারও সাহায্য না লইয়া; 'আত্মনাং'=ভোক্তৃনাং (শ্রীধর); স্থূল সূক্ষ্ম সকল জীবের ও বস্তুর। 'আত্মা'=জীবন স্বরূপ হইয়া আছেন, এবং তাহাদিগের স্থূল সূক্ষ্ম দেহও তাঁহার রূপভেদ। তিনি 'অন্তরঃ'=সৃষ্ট বস্তু সকলের মধ্যে 'ভোক্তা' রূপে অবস্থান করিয়া এবং 'অনন্তর.'=তাহাদিগের বাহিরে ভোগ্য বস্তুরূপে অবস্থান করিয়া (বিশ্বনাথ বলেন, ভোগ্য বস্তু এবং সুখ ও দুঃখরূপে অবস্থান করিয়া) 'ভাতি'—নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিতেছেন। অতএব ভোক্তা এবং ভোগ্যবস্তুর সম্বন্ধ দৃশ্যতঃ বিজাতীয় হইলেও বস্তুতঃ কোন বিজাতীয় ভাব নাই। কেবল মাত্র 'এক' ভগবান কিরূপে বহু হইলেন? তাই বলিতেছেন, 'তং মায়য়া উরুধা পশ্য'—যোগমায়া নাম্নী তাঁহার যে অঘটন ঘটন-পটীয়সী ইচ্ছা শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারা তিনি এক হইয়াও 'উরুধা'=বহুরূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা—হে রাজন্ এই দৃশ্যমান্ জগৎ ভগবান হইতে পৃথক্ নয়, স্বয়ম্প্রকাশ ভগবান্ অদ্বিতীয় হইয়াও সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে জীবন স্বরূপ হইয়া ভোক্তৃরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, এবং সৃষ্ট বস্তু সকলের ভোগক্ষম দেহ এবং তাহাদিগের ভোগ্যবস্তু সকলও তাঁহারই রূপ। অতএব ভোক্তা এবং ভোগ্য বস্তু সকলের মধ্যে যে বিজাতীয় সম্বন্ধ

দেখিতে পাও তাহা কেবল ভ্রম বশতঃই বোধ হয়, বস্তুতঃ কোন বিজাতীয় ভাব নাই। 'এক' অর্থাৎ অদ্বিতীয় ভগবানই নিজের যোগমায়া নাম্নী ইচ্ছা শক্তি দ্বারা বহুরূপ ধারণ করিয়া বিশ্বমূর্ত্তি হইয়াছেন।

সোঽয়মদ্য মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
কালরূপোঽবতীর্ণোঽস্যামভবায় সুরদ্বিষাম্॥৪৯
নিষ্পাদিতং দেবকৃত্যমবশেষং প্রতীক্ষতে।
তাবদ্ যূয়ং প্রতীক্ষধ্বং ভবেদ্ যাবদিহেশ্বরঃ॥৫০

(৪৯-৫০) [অন্বয়]—সঃ ভূতভাবনঃ ভগবান্ কালরূপঃ [সন্] সুরদ্বিষাং অভবায় অদ্য অস্যাং অবতীর্ণঃ। দেবকৃত্যং নিষ্পাদিতং [সঃ] অবশেষং প্রতীক্ষতে যূয়ং তাবৎ প্রতীক্ষধ্বং যাবৎ ঈশ্বরঃ ইহ ভবেৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ভূতভাবনঃ'—সৃষ্ট বস্তুগণের পালক; 'কালরূপঃ [সন্]'—স্বয়ং পরমানন্দরূপ হইলেও দুরাচার রাজগণের পক্ষে সর্ব্বসংহারকারী কালের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া (বিশ্বনাথ); 'সুরদ্বিষাং'—দেবদ্বেষী অসুরগণের; 'অভবায়' = বিনাশের জন্য; 'অদ্য' অধুনা; 'অস্যাং' = এই ধরায়; 'দেবকৃত্যং'—দেবগণের কার্য্য অর্থাৎ অসুর নাশ; 'অবশেষং'—যে কার্য্য বাকী আছে তাহা। এই বাক্যটী অতি নিগূঢ় (mysterious) ভাবে প্রয়োগ করিলেন, ইহার প্রকৃত ভাব কি, অর্থাৎ কি কার্য্য অবশিষ্ট আছে, তাহা যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিলেন না, তিনি সম্ভবতঃ বুঝিলেন যে, কৃষ্ণাবতারের অপর কোন কার্য্য বাকী আছে, তাহাই সম্পাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধরায় আছেন। অসুর বধের জন্য স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণবলরাম রূপে দেবগণ এবং অপর কতকগুলি উচ্চলোকবাসিগণ যাদব এবং পাণ্ডবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই কার্য্য-সমাপন হইলে কৃষ্ণবলরাম এবং যদুবংশে জাত দেবগণাদি দেহত্যাগ করিয়া স্ব স্ব লোকে ফিরিয়াছিলেন। কেবল পাণ্ডবগণ

তখনও নিজ নিজ লোকে প্রত্যাগমন করেন নাই। ইহাই ছিল এই কৃষ্ণাবতার লীলার 'অবশেষ' অর্থাৎ বাঁকী কার্য্য, যুধিষ্ঠির তখন এই নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার মনে সম্পূর্ণ বিষয়বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মভাব সঞ্জাত হওয়ার দরকার ছিল, তাহা ব্যতীত তাঁহার উচ্চলোকে গমন হইতে পারিত না। অরিষ্ট-দর্শন, অর্জ্জুনের শোকাতুর অবস্থা, এবং রাজ্যে কলির প্রভাব দর্শন করিয়া ক্রমশঃ মহারাজের মনে বৈরাগ্যাদি জাত হইয়া যাহাতে তিনি দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন, হয়ত সেই সুযোগ দিতেই নারদ তখন শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের কথা সুস্পষ্টভাবে বলিলেন না। কারণ বলিলে মহারাজের মনে শোকই প্রবল হইত, এবং শোকের প্রাবল্য বশতঃ তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় হওয়াও অসম্ভব ছিল না। অতএব এখন নারদ কেবল মহারাজকে সতর্ক করিলেন, এবং পরে যখন সময় উপস্থিত হইল, তখন মহারাজ অর্জ্জুনের মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের সংবাদ শুনিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জ্ঞানাদির বৃদ্ধি হওয়াতে মহারাজ অর্জ্জুনের মত কাতরতা দেখাইলেন না, অবিলম্বে দৃঢ়চিত্তে মহাপ্রস্থান করিলেন। 'প্রতীক্ষতে' লক্ষ্য করিতেছেন, প্রতি = যে বিষয় অবশিষ্ট আছে তাহাকে + ঈক্ষতে = লক্ষ্য করিতেছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশীসত্বায় প্রত্যাগমন করিয়াও কখন অবশিষ্ট কার্য্যের (= পাণ্ডবদিগের দেহত্যাগের) সমাধান হইবে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন ; যুধিষ্ঠির এই গূঢ়-ভাব বুঝিতে পারিলেন না ; 'যুয়ং তাবৎ প্রতীক্ষধ্বং' শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমাদিগের কেবল ততদিনই এই ধরাধামে থাকা উচিত ; 'যাবৎ ঈশ্বরঃ ইহ ভবেৎ' – যতদিন শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধামে থাকেন ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের পরে পাণ্ডবদিগের আর এই ধরাধামে থাকা উচিত নয়। এই বাক্য বলিয়া নারদ তাঁহাদিগকে ভাবী মহাপ্রস্থানের জন্য সতর্ক করিলেন।

ব্যাখ্যা—যে ভগবান্ বিশ্বকে পালন করেন, তিনি পরমানন্দ-

স্বরূপ হইলেও দেবদ্বেষী রাজগণের পক্ষে সর্ব্বসংহারক কালের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ধরাধামে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অসুর-নাশ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তৎসংস্পৃষ্ট একটু কার্য্য বাকী আছে শ্রীকৃষ্ণ তাহা লক্ষ্য করিতেছেন, (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজের জ্যোতির্ম্ময় সত্বায় প্রত্যাগমন করিয়াও কবে পাণ্ডবগণ দেহত্যাগ করিয়া উচ্চলোকে গমন করেন তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। এই কথা বলাই নারদের গূঢ় অভিপ্রায় ছিল ; কিন্তু নারদ নিজের অভিপ্রায় তখন নিগূঢ় রাখার জন্য শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের কথা স্পষ্টভাবে না বলাতে যুধিষ্ঠির ঐ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না)। যতদিন ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই ধরায় থাকেন,কেবল ততদিনই তোমাদিগের এখানে থাকা উচিত, এই কথা বলিয়া নারদ পাণ্ডবগণকে মহাপ্রস্থানের জন্য সতর্ক করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রঃ সহ ভ্রাত্রা গান্ধার্য্যা চ স্বভার্য্যয়া।
দক্ষিণেন হিমবত ঋষীণামাশ্রমং গতঃ ॥৫১
স্রোতোভিঃ সপ্তভির্যা বৈ স্বর্ধুনী সপ্তধা ব্যধাৎ
সপ্তানাং প্রীতয়ে নানা সপ্তস্রোতঃ প্রচক্ষতে ॥৫২

(৫১-৫২) [অন্বয়] ধৃতরাষ্ট্র ভ্রাত্রা [বিদুরেণ] স্বভার্য্যয়া গান্ধার্য্যা চ সহ হিমবতঃ দক্ষিণেন ঋষীণাং আশ্রমং গতঃ, যত্র বৈ স্বর্ধুনী সপ্তানাং [ঋষীনাং] প্রীতয়ে নানা সপ্তভিঃ স্রোতোভিঃ [আত্মানং] সপ্তধা ব্যধাৎ [অতঃ যৎ তীর্থং] সপ্তস্রোতঃ প্রচক্ষতে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—তত্ত্বজ্ঞান দানের পরে নারদ এখন যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের সংবাদ দিতেছেন। 'হিমবতঃ দক্ষিণেন'—হিমালয়ের দক্ষিণ দিগে (অর্থাৎ তিব্বতের দিকে নয়) ; 'যা বৈ স্বর্ধুনী' যে প্রসিদ্ধ গঙ্গা [স্ব=স্বর্গ+ধূ=কম্পিত করা, যে গঙ্গায় জলপ্রপাতের শব্দে স্বর্গ কম্পিত হয়) ; 'নানা'—পৃথক্ পৃথক্ ; 'সপ্তভিঃ স্রোতোভিঃ'—সাতটী ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া ; 'আত্মানং সপ্তধা ব্যধাৎ'—নিজেকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ;

'সপ্তস্রোতঃ প্রচক্ষ্যতে'—সেই স্থান সপ্তস্রোত নামে প্রসিদ্ধ; অত্রি ঋষির আশ্রমের নিকট প্রবাহিতা গঙ্গার নাম অত্রিগঙ্গা, মরীচির আশ্রমের নিকট মরীচিগঙ্গা ইত্যাদি নাম হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—ভ্রাতা বিদুর এবং ভার্য্যা গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্র হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে ঋষিগণের যে আশ্রমসকল আছে তথায় গমন করিয়াছেন; এই স্থানে সপ্ত ঋষির বাসনা পূরণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতি উৎপাদনের জন্য গঙ্গা নিজেকে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বিভক্ত করিয়া সাতটি ঋষির প্রত্যেকের আশ্রমের নিকটেই প্রবাহিত হইয়াছিলেন। এই জন্য ঐ তীর্থ সপ্তস্রোত নামে প্রসিদ্ধ।

স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ হুত্বা চাগ্নিং যথাবিধি।
অব্ভক্ষ উপশান্তাত্মা স আস্তে বিগতৈষণঃ॥৫৩

(৫৩) [অন্বয়]—তত্র অনুসবনং স্নাত্বা যথাবিধি অগ্নিং হুত্বা, অব্ভক্ষঃ, বিগতৈষনঃ উপশান্তাত্মা সঃ আস্তে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অনুসবনং স্নাত্বা'—'সবনং = স্নানের নিয়মকে + 'অনু' = অনুসরণ করিয়া, স্নানের নিয়মানুযায়ী ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া; 'যথাবিধি অগ্নিং হুত্বা'—যথানিয়মে হোম করিয়া; 'অব্ভক্ষঃ'—অপ্ = জল হইয়াছে 'ভক্ষ' কেবল পেয় নয় ভক্ষ্যও যাঁহার, অর্থাৎ ভক্ষ্যের পরিবর্ত্তে কেবল জল পান করিয়া, জল ছাড়া অপর কিছুই গ্রহণ না করিয়া ; বিগতৈষণঃ'— বিগত = সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে 'ইষণা' = কামনা যাঁহার ; সর্ব্ববিধ ভোগ কামনা পরিত্যাগ করিয়া (ইষ = কামনা করা) অর্থাৎ 'শম' ভাব লাভ করিয়াছেন। 'উপশান্তাত্মা'—উপ = সমীপে ভগবানের সমীপে গমন করাতে 'শান্ত' = শমতা লাভ করিয়াছে 'আত্মা' = মন যাঁহার। দেহ সংযত হইয়াছে এবং মন শমতা লাভ করিয়াছে।

ব্যাখ্যা—ধৃতরাষ্ট্র তথায় ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করেন, যথাবিধি হোম করেন, আহার ত্যাগ করিয়াছেন, কেবল জল মাত্র পান করেন। এখন সকল ভোগ বাসনা তিরোহিত হওয়াতে দেহের ইন্দ্রিয় সকল

সংযত হইয়াছে, এবং মন অন্তর্ম্মুখী হওয়াতে তিনি শমতা লাভ করিয়াছেন।

জিতাসনো জিতশ্বাসঃ প্রত্যাহৃতষড়িন্দ্রিয়ঃ।
হরিভাবনয়া ধ্বস্ত-রজঃসত্ত্বতমোমলঃ ॥৫৪
বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্য তম্।
ব্রহ্মণ্যাত্মানমাধারে ঘটাম্বরমিবাম্বরে ॥৫৫
ধ্বস্তমায়াগুণোদর্কো নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ।
নিবর্ত্তিতাখিলাহার আস্তে স্থাণুরিবাধুনা ॥৫৬

(৫৪-৫৬) [অন্বয়] জিতাসনঃ, জিতশ্বাসঃ, প্রত্যাহৃত-ষড়েন্দ্রিয়ঃ, হরিভাবনয়াধ্বস্তরজঃসত্ত্বতমোমলঃ [সঃ] [আত্মানং] বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য তং [বিজ্ঞানাত্মানং] ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্য, ঘটাম্বরং অম্বরে ইব তং আত্মানং আধারে ব্রহ্মণি [প্রবিলাপ্য] ধ্বস্তমায়াগুণোদর্কঃ নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ নিবর্ত্তিতাখিলাহারঃ [সঃ] অধুনা স্থাণুঃ ইব আস্তে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—অষ্টাঙ্গ যোগে শম, দম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই ৮টী অঙ্গ আছে। ৫৩ শ্লোকে শম এবং দমের কথা বলিয়াছেন, এই তিনটী শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক অপর ছয় অঙ্গের যোগ সাধনার কথা বলিতেছেন। 'জিতাসনঃ'—আসন জয় করিয়াছেন, অর্থাৎ যোগে শাস্ত্রবিহিত-ভাবে আসন গ্রহণ করিতে পারেন, এবং বসিতে যখন কষ্ট হয় না, তখনই আসন জয় হইয়াছে বলে। 'জিতশ্বাসঃ'—প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ-বায়ুর নির্গমনকে যথাবিহিতভাবে যোগশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্টকাল যাবং রোধ করিতে পারেন, ইহাতে যখন কষ্ট না হয়, তখন শ্বাস জয় হইয়াছে বলে। 'প্রত্যাহৃতষড়েন্দ্রিয়ঃ'—'ষড়েন্দ্রিয়' = পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন প্রত্যাহৃত = বিষয় হইতে আকর্ষিত হইয়া নিজের আয়ত্তা-ধীন করা হইয়াছে যাঁহা দ্বারা, অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র মন হইতে বিষয়চিন্তা

দূর করিয়াছেন, এবং মন বা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে পুনরায় বিষয়ের দিকে যাইতে দেন না; এই ক্রিয়াকে যোগশাস্ত্রে 'প্রত্যাহার' বলে। 'হরিভাবনয়াধ্বস্তরজঃসত্ত্বতমোমল'ঃ—আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহারের কথা বলার পরে এখন 'ধ্যান' ও 'ধারণার' কথা বলিতেছেন। 'ভাবনা' পদে প্রথমে 'ধ্যান' এবং তাহার পরে 'ধারণা' বুঝায়; এই ক্রিয়া দ্বারা ধ্বস্তাঃ = বিনষ্ট (ধ্বন্স্ = বিনাশ করা) হইয়াছে রজঃ সত্ত্ব (অর্থাৎ মিশ্রসত্ত্ব) এবং তমোরূপ 'মলাঃ' = মালিন্য যাঁহার (শ্রীধর) অর্থাৎ যোগে নিয়ত থাকার সময় চিত্তকে যখন সমাধিস্থ করা যায়, সেই সমাধির অবস্থায় চিত্তের উপর প্রকৃতির শক্তি থাকে না, অতএব গুণত্রয় তখন বিনষ্টবৎ হয়।

'আত্মানং বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য'—শ্রীধর বলেন যে, 'আত্মানং' = আত্মস্বরূপকে অহঙ্কারাস্পদ স্থূলদেহ হইতে বিমুক্ত করিয়া 'বিজ্ঞানাত্মনি' = বুদ্ধির সহিত; 'সংযোজ্য' = একীকৃত্য; অর্থাৎ বুদ্ধির ক্রিয়া দ্বারা, মায়াসৃষ্ট দেহ যে 'অহং' (= আমার স্বরূপ) নয়, এই ধারণা উৎপাদন করিয়া, এবং সেই ধারণাতেই মনকে নিবদ্ধ রাখিয়া; 'তং [বিজ্ঞানাত্মানং] ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্য'—সেই বুদ্ধিকে দৃশ্যবস্তু দেহাদি হইতে বিযুক্ত করিয়া, 'ক্ষেত্রজ্ঞে' = দ্রষ্টরি অর্থাৎ যে বাসুদেব দ্রষ্টৃরূপে সর্ব্ববস্তুতে আছেন তাঁহাতে 'প্রবিলাপ্য' = প্রকৃষ্টরূপে লীন (merge) করিয়া, [এই ভাবে লীন করিলে 'আত্মা' অর্থাৎ জীব এবং বাসুদেব অভেদ এই প্রতীতি হয়] 'তং আত্মানং আধারে ব্রহ্মণি প্রবিলাপ্য'—যে আত্মা এবং বাসুদেব এক এই প্রতীতি হইয়াছিল, তাঁহাকে 'আধারে ব্রহ্মণি' = যে পরমব্রহ্ম সর্ব্ববস্তুর 'আশ্রয়' সেই আশ্রয়সংজ্ঞ ব্রহ্মে লীন করিয়া (২স্ক ১০অ ৭শ্লোকে 'আশ্রয়' পদের অর্থ দেখ)। বিশ্বনাথের অর্থও অতি মধুর। 'আত্মানং'—অহঙ্কারং অর্থাৎ 'অহং' ভাবকে 'বিজ্ঞানাত্মনি'—বিশুদ্ধ জ্ঞানময় বাসুদেব হইয়াছেন আত্মা = অধিষ্ঠাতা যাঁহার অর্থাৎ মহত্তত্ত্বে (এই মহত্তত্ত্ব 'স্বচ্ছং ভগবতঃ পদং')। অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্বের তামসিক

ভাবই এতকাল দেহাত্মভাব উৎপন্ন করিত, এখন বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিবদ্ধ করিয়া অহঙ্কারতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে নিবদ্ধ করিলে চিত্ত দেহাদি বাহ্য-বস্তু ত্যাগ করিয়া অন্তর্ম্মুখী হয়। তাহার পরে 'তং [বিজ্ঞানাত্মানং] ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্য'—সেই 'বিজ্ঞানাত্মা' = মহৎ-তত্ত্বকে ক্ষেত্রজ্ঞে বাসুদেবে (কারণ বাসুদেবই সর্ব্বত্র দ্রষ্টৃ রূপে আছেন) প্রবিলাপ্য = সম্পূর্ণভাবে লীন করিয়া, অর্থাৎ 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' এই ধারণা করিয়া (বাসুদেবই মহৎ-তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, আমার দেহ, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি আকারে আছেন, এই ধারণা করিয়া)। 'আত্মানং আধারে ব্রহ্মণি প্রবিলাপ্য'—যে ব্রহ্ম বিশ্বের আধার অর্থাৎ আশ্রয়, তিনি এবং বাসুদেব একই বস্তু এই ধারণা যখন হয়, তখন যে চিত্ত বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি অনুভব করিয়াছিল, সেই চিত্ত নিখিল বিশ্বকে ব্রহ্মময় দেখে। 'ঘটাম্বরং অম্বরে ইব'—মহাকাশ যেরূপ সর্ব্বত্র ব্যপ্ত আছেন, এবং ঘটস্থ আকাশ মহাকাশেরই অংশ, সেইরূপ আমার দেহে অধিষ্ঠিত বাসুদেব পরম ব্রহ্মের অংশ এই ধারণা প্রবল হয়।

ধ্বস্তমায়াগুণোদর্কঃ চিত্ত উপরোক্ত সমাধির অবস্থা লাভ করাতে 'ধ্বস্ত' = বিনষ্ট হইয়াছে 'মায়াগুণের' = প্রকৃতির গুণত্রয়ের 'উদর্ক' = উত্তরফল (শ্রীধর) [অর্থাৎ বাসনা] যাঁহা দ্বারা (উদর্ক—উৎ = উত্তর, অর্থাৎ পরবর্ত্তী + অর্ক = তেজ, বাসনায় গুণের তেজ প্রতিভাত হয় ; অতএব বাসনাই গুণত্রয়ের উৎ = পরবর্ত্তী + অর্ক = ফল) অর্থাৎ যিনি মায়াসৃষ্ট সকল প্রকার বাসনা বিনাশ করিয়াছেন। 'নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ'—নিশ্চিতভাবে রুদ্ধ হইয়াছে 'করণ'—ইন্দ্রিয় এবং 'আশয়' = মন ; যাঁহার চিত্ত ভগবানে আবদ্ধ হওয়াতে মন এবং ইন্দ্রিয়গণ আর কোন ক্রমেই বহির্ম্মুখী হইতে পারে না ; 'নিবর্ত্তিতাখিলাহারঃ'—দেহ নষ্ট করার অভিপ্রায়ে যিনি 'অখিল' = সকল প্রকার আহার ত্যাগ করিয়া কেবল জলমাত্র পান করিতে-ছেন। এই ভাবাপন্ন ধৃতরাষ্ট্র 'স্থাণু' = নিশ্চল বস্তুর ন্যায় ; 'অধুনা আস্তে'—এখন আছেন।

ব্যাখ্যা—ধৃতরাষ্ট্র ত্রিকালে স্নান এবং হোমাদি করিতেন ; এবং আহার ত্যাগ করিয়া কেবল জলমাত্র পান করেন। তাঁহার মনে কোন ভোগবাসনা নাই এবং অষ্টাঙ্গযোগের নিয়মানুসারে আসন জয় করার পর প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসও জয় করিয়া তিনি ধ্যান ও ধারণা করাতে এখন তাঁহার চিত্তের উপর গুণত্রয়ের প্রভাব নাই। তিনি বুদ্ধি দ্বারা মনকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করিয়া (অর্থাৎ মনের বহির্ম্মুখী ভাব রোধ করিয়া) দেহ যে 'অহং' নয়, এই ধারণাকে বুদ্ধি দ্বারা মনের মধ্যে প্রবল করিয়াছেন ; এবং দৃশ্যবস্তু অর্থাৎ দেহাদি হইতে বুদ্ধিকে বিযুক্ত করিয়া, যে বাসুদেব ক্ষেত্রজ্ঞ = দ্রষ্টৃরূপে সর্ব্ববস্তুতে আছেন,মন এবং বুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে সেই বাসুদেবে লীন করিয়াছেন। অতএব তিনি এখন জীব এবং বাসুদেবের মধ্যে কোনরূপ ভেদভাবই দেখেন না ; এবং যে ব্রহ্ম চিত্তের আশ্রয়সংজ্ঞ, সেই বাসুদেবকেও ব্রহ্মে লীন করাতে এখন তিনি সকল বস্তুই ব্রহ্মময় দেখেন। এইরূপ সমাধির অবস্থা লাভ করাতে ধৃতরাষ্ট্রের মন হইতে মায়া দ্বারা গুণত্রয়-সৃষ্ট সকল বাসনাই দূর হইয়াছে ; তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ ও মন সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হইয়াছে ; এবং সকল প্রকার আহার ত্যাগ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র এখন নিশ্চলভাবে সমাধি-অবস্থায় আছেন।

তস্যান্তরায়ো মৈবাভূঃ সন্ন্যস্তাখিলকর্ম্মণঃ।
স বা অদ্যতনাদ্রাজন্ পরতঃ পঞ্চমেঽহনি।
কলেবরং হাস্যতি স্বং তচ্চ ভস্মীভবিষ্যতি ॥৫৭
দহ্যমানেঽগ্নিভির্দেহে পত্যুঃ পত্নী সহোটজে।
বহিঃ স্থিতা পতিং সাধ্বী তমগ্নিমনুবেক্ষ্যতি। ৫৮

(৫৭-৫৮) [অন্বয়] হে রাজন্ সংন্যস্তাখিলকর্ম্মণঃ তস্য অন্তরায়ঃ মা এব অভূঃ। সঃ এব অদ্যতনাৎ পঞ্চমে অহনি স্বং কলেবরং হাস্যতি, তৎ চ [কলেবরং] ভস্মীভবিষ্যতি, সহোটজে পত্যুঃ দেহে অগ্নিভিঃ দহ্যমানে [সতি] বহিঃ স্থিতা সাধ্বী তং পতিং অনু (= অনুসৃত্য) অগ্নিং বেক্ষ্যতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—সংন্যস্তাখিলকর্ম্মণঃ—'অখিল' 'পদ' দ্বারা প্রকাশ পায় যে, ধৃতরাষ্ট্র কেবল যে লৌকিক ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া স্থাণুভাবে আছেন তাহা নয়, তাঁহার 'কর্ম্ম' – প্রারব্ধ ক্ষয়ও হইয়াছে ; এবং তিনি সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া, নারদ বলিলেন হে রাজন্! এখন ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি হইয়াছে, অতএব এখন তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে গমন করিয়া তাঁহার মোক্ষলাভে বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন না! অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসে তিনি আপন পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিবেন ; এবং সেই কলেবরও হোমাগ্নি দ্বারাই ভস্মীভূত হইবে ; অতএব তাঁহার সৎকারের জন্য যাওয়ারও আবশ্যকতা নাই। তাঁহার পত্নী বাহিরে থাকার সময় যখন দেখিতে পাইবেন যে, কুটীর এবং পতির দেহ দগ্ধ হইতেছে, তখন তিনি পতির অনুসরণ করিয়া সেই অগ্নিতেই প্রবেশ করিবেন ; অতএব গান্ধারীকে আনয়নের জন্যও তথায় গমনের আবশ্যকতা নাই।

বিদুরস্তু তদাশ্চর্য্যং নিশাম্য কুরুনন্দন।
হর্ষশোকযুতস্তস্মাদ্‌গন্তা তীর্থনিষেবকঃ ॥৫৯

(৫৯) [অন্বয়] হে কুরুনন্দন! বিদুরঃ তু তদাশ্চর্য্যং নিশাম্য হর্ষশোকযুতঃ [সন্] তীর্থনিষেবকঃ তস্মাৎ গন্তা।

ব্যাখ্যা—হে কুরুকুলের আনন্দবর্দ্ধক যুধিষ্ঠির! বিদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই আশ্চর্য্য মুক্তিলাভ দর্শন করিয়া যুগপৎ আনন্দিত এবং ভ্রাতৃ বিয়োগে শোকযুক্ত হইয়া, তীর্থসেবনার্থ তথা হইতে চলিয়া যাইবেন, অতএব তিনিও আর আপনার নিকট ফিরিবেন না।

ইত্যুক্ত্বাথারুহৎ স্বর্গং নারদঃ সহতুম্বুরুঃ।
যুধিষ্ঠিরো বচস্তস্য হৃদি কৃত্বাজহাচ্ছুচঃ॥৬০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে নারদবাক্যং
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

(৬০) [অন্বয়] অথ ইতি উক্ত্বা সহতুম্বুরুঃ নারদঃ স্বর্গং অরুহৎ যুধিষ্ঠিরঃ তস্য বচঃ হৃদি কৃত্বা শুচঃ জহাৎ।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃতঃ অন্বয়ে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সহতুম্বুরুঃ' নারদ নিজের বীণাটী লইয়া বীণাধ্বনি দ্বারা জীবগণকে পরিতৃপ্ত করিতে করিতে চলিলেন। তস্য বচঃ হৃদি কৃত্বা—নারদের বাক্য অবধারণ এবং অনুসরণ করিয়া।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীতোষিণী টীকায় ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—এই সকল বাক্য বলিয়া নারদ বীণাবাদন করিতে করিতে স্বর্গে আরোহণ করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার উপদেশ অবধারণ করিয়া শোক ত্যাগ করিলেন।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যার ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়।

ভূমিকা—এই অধ্যায়ে পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বাভাষ সূচক নানা অরিষ্ট বর্ণনের পরে শোককাতর-ভাবে দ্বারকা হইতে অর্জ্জুনের প্রত্যাগমন বর্ণিত হইয়াছে।

সম্প্রস্থিতে দ্বারকায়াং জিষ্ণৌ বন্ধুদিদৃক্ষয়া।
জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্‌॥১
ব্যতীতাঃ কতিচিন্মাসাস্তদা নায়াৎ ততোঽর্জ্জুনঃ।
দদর্শ ঘোররূপাণি নিমিত্তানি কুরূদ্বহঃ॥২

(১-২) [**অন্বয়**] জিষ্ণৌ বন্ধুদিদৃক্ষয়া তথা পুণ্যশ্লোকস্য বিচেষ্টিতং চ জ্ঞাতুং দ্বারকায়াং সংপ্রস্থিতে [সতি] কতিচিৎ মাসাঃ ব্যতীতাঃ, অর্জ্জুনঃ তদা ততঃ ন আয়াৎ [অত্র চ] কুরূদ্বহঃ ঘোর-রূপাণি নিমিত্তানি দদর্শ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—জিষ্ণু = অর্জ্জুন, 'পুণ্যশ্লোকস্য'—যাঁহার (অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণের) 'শ্লোক' = যশঃ, কীর্ত্তিকথা শুনিলে চিত্ত পবিত্র হয়। 'বিচেষ্টিতং = বিবিধ আচরণ + 'চ' = অভিপ্রায় (শ্রীধর) ; অর্জ্জুনের দ্বারকা গমনের তিনটী উদ্দেশ্য ছিল যথা—যাদবকুলে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সাক্ষাৎ, শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ দর্শন এবং শ্রবণ দ্বারা চিত্তকে পবিত্র করা এবং রাজকার্য্য সংক্রান্ত ও অপরাপর বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় নিজে অবগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে অবগত করা। 'সংপ্রস্থিতে' 'সং' = বহুকালযাবৎ + প্রস্থিতে = গতে, গমনের পরে বহুদিন ফিরিয়া না আসাতে ; 'ব্যতীতাঃ'—বি = সম্পূর্ণভাবে + অতীতাঃ = গতাঃ ; '[অত্র চ]'—হস্তিনায় ; 'কুরূদ্বহঃ'—যিনি কুরুকুলকে 'উৎ' = ঊর্দ্ধে বহ = বহন করেন, কুরুকুলের গৌরববর্দ্ধক যুধিষ্ঠির ; ঘোররূপাণি নিমিত্তানি'—নিমিত্ত' পদ দ্বারা শুভ এবং অশুভ উভয়বিধ চিহ্ন বুঝায়,

সেই জন্য 'ঘোররূপাণি' বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, মহারাজ অমঙ্গল সূচক চিহ্ন সকলই দেখিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—দ্বারকায় স্থিত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা নিজেকে পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহার সহিত বিবিধ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করার পর কএকমাস অতিবাহিত হইল; কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। তখন কুরুকুলের গৌরব বৃদ্ধিকারক মহারাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে অমঙ্গলসূচক উৎপাৎ সকল দেখিলেন।

কালস্য চ গতিং রৌদ্রাং বিপর্য্যস্তর্ত্তুধর্ম্মিণঃ।
পাপীয়সীং নৃণাং বৃত্তিং ক্রোধলোভানৃতাত্মনাম্॥৩
জিহ্মপ্রায়ং ব্যবহৃতং শাঠ্যমিশ্রঞ্চ সৌহৃদম্।
পিতৃমাতৃসুহৃদভ্রাতৃ-দম্পতীনাঞ্চ কল্কনম্॥৪
নিমিত্তান্যত্যরিষ্টানি কালে ত্বনুগতে নৃণাম্।
লোভাদ্যধর্ম্মপ্রকৃতিং দৃষ্টোবাচানুজং নৃপঃ॥৫

(৩-৫ [অন্বয়]—বিপর্য্যস্ত-ঋতুঃধর্ম্মিণঃ কালস্য রৌদ্রাং গতিং, ক্রোধ-লোভ-অনৃতাত্মনাং নৃণাং পাপীয়সীং বৃত্তিং, জিহ্মপ্রায়ং, ব্যবহৃতং, শাঠ্যমিশ্রং সৌহৃদং, পিতৃমাতৃসুহৃদভ্রাতৃদম্পতীনাং চ কল্কণং, অনুগতে কালে তু নৃণাং অত্যরিষ্টানি নিমিত্তানি [তথা] লোভাদি অধর্ম্মপ্রকৃতিং চ দৃষ্টা নৃপঃ অনুজং উবাচ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কালস্য রৌদ্রাং গতিং'—মহারাজ দেখিলেন যে 'কালের' = সময়ের 'গতি' = অবস্থা 'রৌদ্রা' = তীব্রা অর্থাৎ ভয়াবহা হইয়াছে; কেন? কারণ 'বিপর্য্যস্ত ঋতুধর্ম্মিণঃ' = কালে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু সকলের 'ধর্ম্ম = ক্রিয়া 'বিপর্য্যস্ত' = বিপরীত ভাবে উপস্থিত (বি = বিরুদ্ধ + পরি + স্থা = স্থাপন করা) হইয়াছে। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে হয়ত শীত, শীতকালে গ্রীষ্ম এবং অপর ঋতুও সেইরূপ 'উলটোপালটা' ভাবে হইতেছে; এবং যখন এক এক

ঋতু উপস্থিত হয় তখনও তাহা 'রৌদ্র'—তীব্রভাবে হয়; অর্থাৎ প্রবল শীত, প্রবল গ্রীষ্ম ইত্যাদি। এই ত কালের অবস্থা। তার পর লোকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, তাহারা 'ক্রোধ-লোভ-অনৃতাত্মা'—অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম নাই, হিংসা আছে, লোভ—পর দ্রব্য লাভে আকাঙ্খা+অনৃত= মিথ্যা বাক্য, এবং আচরণে শঠতা আছে। এই ক্রোধ, লোভ এবং অনৃতই তাহাদিগের 'আত্মা'=স্বভাবের সার ভাগ হইয়াছে। এই প্রকৃতিযুক্ত লোকের 'পাপীয়সীং বৃত্তিং'=পাপযুক্ত জীবিকা অর্থাৎ চুরি বাটপাড়ি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, 'জিহ্মপ্রায়ং ব্যবহৃতং'—কপঠতাবহুল আচরণ, 'শাঠ্যমিশ্রং সৌহৃদং'—সৌহৃদং=সুহৃদের ন্যায় আচরণ, যিনি প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া উপকার করেন তাঁহাকে সুহৃদ্ বলে; যে আচরণে যথার্থ 'সৌহৃদ' ভাব নাই শঠতার যোগ আছে, অর্থাৎ প্রতারণা করিবার জন্য লোক যখন ঐরূপ মিত্রতার ভান করে, তখন উহা 'শাঠ্যমিশ্রং সৌহৃদং' হয়। এই ত হইল পরিবারের বাহিরের লোকের পরস্পরের আচরণের অহস্থা। পরিবারের মধ্যেও পিতা+মাতা+সুহৃদ+ভ্রাতা+ দম্পতী (=স্বামী ও স্ত্রী) ইহাদের পরস্পরের মধ্যেও কল্কন=কলহ।

ঋতুর অবস্থা, সমাজের এবং লোক সাধারনের অবস্থাকে লক্ষ্য করার পর রাজা 'অনুগতে কালে'=যে সময় তখন উপস্থিত হইয়াছিল সেই সময়ে; 'নৃণাং অত্যরিষ্টানি' মানবের পক্ষে অতিশয় অমঙ্গলসূচক 'নিমিত্তানি'=নৈসর্গিক বিপ্লবাদি এবং মানবগণের লোভাদি অধর্ম্মপ্রবৃত্তি দেখিয়া ভ্রাতা ভীমসেনকে কহিলেন।

ব্যাখ্যা—এই সময় মহারাজ দেখিলেন যে, ঋতুসকলের কার্য্য বিপরীত ভাবে হইতেছে, এবং তাহাদিগের শক্তিও তীব্র হইয়াছে; এবং ক্রোধ, পরবস্তু গ্রহণে প্রবৃত্তি, মিথ্যাবাক্য এবং আচরণে শঠতা প্রভৃতি যেন লোকগণের প্রকৃতির কায়ভূত হইয়াছে, তাহাদিগের আচরণ প্রতারণায় পূর্ণ, তাহারা নিঃস্বার্থ মিত্রতা যখন দেখায়,

তাহাতেও শঠতা থাকে, এবং প্রতারণা করার জন্যই ঐ মিত্রভাব দেখায়। কেবল যে বাহিরের লোক সকলের মধ্যেই প্রেম নাই তাহাই নহে; এক পরিবার ভুক্ত লোকগণের মধ্যেও প্রেমের হ্রাস হইতেছে—সেই জন্য পিতা ও মাতার মধ্যে পরস্পরে এবং সন্তানগণের সহিতও বিবাদ, বন্ধু বন্ধুতে, ভাই ভাইএর মধ্যে এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেও কলহ হইতেছে। ঋতু সকলের এবং মানবগণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মহারাজ চিন্তিত হইয়াছিলেন; এখন অমঙ্গলসূচক কতকগুলি নৈসর্গিক উৎপাত দেখিয়া, তিনি ভীমসেনকে পরবর্ত্তী বাক্য সকল বলিলেন।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সম্প্রেষিতো দ্বারকায়াং জিষ্ণুর্ব্বন্ধুদিদৃক্ষয়া।
জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥৬
গতাঃ সপ্তাধুনা মাসা ভীমসেন তবানুজঃ।
নায়াতি কস্য বা হেতোর্নাহং বেদেদমঞ্জসা ॥৭
অপি দেবর্ষিণাদিষ্টঃ স কালোঽয়মুপস্থিতঃ।
যদাত্মনোঽঙ্গমাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি ॥৮
যস্মান্নঃ সম্পদো রাজ্যং দারাঃ প্রাণাঃ কুলং প্রজাঃ
আসন্ সপত্নবিজয়ো লোকাশ্চ যদনুগ্রহাৎ ॥৯

(৬-৯) [অন্বয়]—বন্ধুদিদৃক্ষয়া পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য বিচেষ্টিতং চ জ্ঞাতুং জিষ্ণুঃ দ্বারকায়াং সংপ্রেষিতঃ, অধুনা সপ্তাঃ মাসাঃ গতাঃ [তথাপি] কস্য বা হেতোঃ তব অনুজঃ ন আয়াতি [তৎ] অহং অঞ্জসা ন বেদ। হে অঙ্গ অপি দেবর্ষিণা আদিষ্টঃ সঃ অয়ং কালঃ উপস্থিতঃ, যদা ভগবান্ আত্মনঃ আক্রীড়ং অঙ্গং উৎসিসৃক্ষতি—যস্মাৎ [ভগবতঃ] নঃ সম্পদঃ রাজ্যং দারাঃ কুলং প্রজাঃ [তথা] যদনুগ্রহাৎ সপত্নবিজয়ঃ লোকাশ্চ আসন্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অঞ্জসা' - যথার্থ ভাবে, স্পষ্ট

ভাবে (অঞ্জ = ব্যক্ত করা)। দেবর্ষিণা আদিষ্টঃ—১৩ অধ্যায়ে নারদের উক্তিকে 'আদিষ্ট' আখ্যা দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন যে,এই সময়ে আমাদিগেরও তনুত্যাগ করা উচিত ইহাই নারদ বলিয়াছিলেন, নারদের সেই অভিমত আদেশ তুল্য। 'আক্রীড়ং অঙ্গং'—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চিন্ময়, তিনি ক্রীড়া (অর্থাৎ লীলা) সাধনার্থ যে স্থূলরূপ গ্রহণ করিয়াছেন সেই রূপকে। 'সঃ অয়ং কালঃ'—আমাদিগের পুরোবর্ত্তী কাল কি সেই তনুত্যাগের কালরূপে এখন 'উপস্থিত' হইয়াছে? 'দারাঃ'—পত্নী সকল, দ্রৌপদী প্রভৃতি; 'কুলং'—বংশমর্য্যাদা, প্রজাঃ' —সন্তানসকল, পরীক্ষিতের রক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন; সপত্নবিজয় = শত্রুজয়; লোকাঃ—স্বর্গাদিঃ অর্থাৎ পারত্রিক মঙ্গল সাধন।

ব্যাখ্যা—বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যাবলী দর্শন ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করার জন্য আমি অর্জ্জুনকে দ্বারকায় পাঠাইয়াছিলাম, তিনি যাওয়ার পর সাতমাস অতীত হইয়াছে, তথাপি তিনি আজও ফিরিলেন না, ইহার কারণ আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যে সময়ে দেবর্ষি নারদ আমাদিগকেও তনুত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সময় কি উপস্থিত হইয়াছে? অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আমরা সর্ব্ব সম্পদ, রাজ্য, পত্নী বংশমর্য্যাদা ও পরীক্ষিতাদি সন্তান সন্ততি লাভ করিয়াছি, যাঁহার অনুগ্রহে শত্রুজয় হইয়াছে এবং পারত্রিক মঙ্গলও হইবে, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে নিজের ক্রীড়াসাধক স্থূলদেহ ত্যাগ করিবেন, সেই সময় কি এখন উপস্থিত হইয়াছে?

পশ্যোৎপাতান্ নরব্যাঘ্র দিব্যান্ ভৌমান্ সদৈহিকান্।
দারুণান্ শংসতোঽদূরাদ্ভয়ং নো বুদ্ধিমোহনম্ ॥১০

(১০) [অন্বয়]—হে নরব্যাঘ্র [অস্মাকং] বুদ্ধিমোহনং অদূরাৎ ভয়ং শংসতঃ সদৈহিকান্ চ দিব্যান্ ভৌমান্ দারুণান্ উৎপাতান্ পশ্য।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'নরব্যাঘ্র'—হে ভীম! তুমি প্রতাপবান্, কিন্তু উৎপাৎ সকল এমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে যে, তাহারা 'অস্মাকং'—আমাদের সকলেরই 'বুদ্ধিমোহনং'—বুদ্ধিকে ভয়ে মূঢ়=জড়বৎ করে? সুতরাং কিং কর্ত্তব্য বিবেচনা শক্তি থাকে না। অদূরাৎ ভয়ং শংসতঃ—বিপদ আসন্ন ইহাই যাহা প্রকাশ করে। অর্থাৎ পৃথিবীতে না; ১২-১৪-১৮-২০ শ্লোকে 'ভৌম' উৎপাৎ এবং 'দিবি' ১৫-১৭ শ্লোকে উৎপাৎ অর্থাৎ আকাশে উৎপাৎ বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থ দেখ। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

ঊর্ব্বক্ষিবাহবো মহ্যং স্ফুরন্ত্যঙ্গ পুনঃ পুনঃ।
বেপথুশ্চাপি হৃদয় আরাদ্দাস্যন্তি বিপ্রিয়ম্॥১১

(১১) অন্বয়—হে অঙ্গ মহ্যং (=মম) উরু অক্ষি বাহবঃ পুনঃ পুনঃ স্ফুরন্তি, বেপথুঃ অপি চ হৃদয়ে [বর্ত্ততে] [এতে] আরাৎ বিপ্রিয়ং দাস্যন্তি।

ব্যাখ্যা—হে বৎস ভীম! আমার অক্ষিদ্বয় এবং বাহুদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতেছে। এই সকল উৎপাৎ দ্বারা সূচনা হইতেছে যে, শীঘ্র অপ্রিয় ঘটনা (অর্থাৎ অমঙ্গল) হইবে। এই শ্লোকটী দৈহিক বিপ্লব সূচক।

শিবৈষোদ্যন্তমাদিত্যমভিরৌত্যনলাননা।
মামঙ্গ সারমেয়োঽয়মভিরেভত্যভীরুবৎ॥১২
শস্তাঃ কুর্ব্বন্তি মাং সব্যং দক্ষিণং পশবোঽপরে।
বাহাংশ্চ পুরুষব্যাঘ্র লক্ষয়ে রুদতো মম॥১৩
মৃত্যুদূতঃ কপোতোঽয়মুলূকঃ কম্পয়ন্ মনঃ।
প্রত্যুলূকশ্চ কুহ্বানৈর্বিশ্বং বৈ শূন্যমিচ্ছতঃ॥১৪

(১২-১৪ [অন্বয়]-- অনলাননাঃ এষাঃ শিবাঃ উদ্যন্তং অবিত্তং অভিরৌতি হে অঙ্গ অয়ং সারমেয়ঃ মাং অভি (=অভিমুখীকৃত্য)

অভীরুবৎ রৌতি। হে পুরুষব্যাঘ্রঃ শস্তাঃ মাং সব্যং কুর্ব্বন্তি, অপরে দক্ষিণং কুর্ব্বন্তি মম বাহনে্ চ রুদতঃ লক্ষ্যতে। অয়ং কপোতঃ মৃত্যুদূতঃ এব [লক্ষ্যতে] অয়ং উলূকঃ প্রত্যুলূকঃ মনঃ কম্পয়ন্ কুহ্বানৈঃ বিশ্বং শূন্যং ইচ্ছতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অনলাননাঃ'—অগ্নিমুখী শৃগাল, উহারা রব করার সময় মুখ হইতে অগ্নির মত তেজ বাহির হয়। 'উদ্যন্তং আদিত্যং অভিরৌতি'—একদল শৃগাল উদীয়মান সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া রব করিতেছে, এবং তখন তাহাদের মুখ হইতে অগ্নির ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে (যেন তাহারা কামনা করে যে রাত্রি প্রভাত না হউক এবং সূর্য্যকে মুখ হইতে নির্গত তেজ দ্বারা তাহারা দগ্ধ করিতে চায়) ; সূর্য্যোদয়ের সময় শৃগাল 'ডাকে' না, রাত্রিরই প্রহরে প্রহরে ডাকে। 'অভি'=অভিমুখীকৃত্য+'রৌতি'= রব করিতেছে। 'সারমেয়'—কুকুর 'অভীরুবৎ'—কুকুরটা মহারাজের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিতে ভয় পাইতেছে না ; যেন মনে করিতেছে মহারাজের দৈহিক শক্তি অতি শীঘ্র শেষ হইবে। শস্তা—সবাদি এবং মঙ্গলকর পশু (শাস=আশীর্ব্বাদ করা) ; 'অপরে'—অপরা গর্দ্দভাদি অমঙ্গলকর পশু 'বাহান্'—আরোহনের জন্য ব্যবহৃত অশ্ব হস্তী প্রভৃতি ; কপোতঃ—পক্ষী, বোধ হয় শকুনি বা অপর কোন অমঙ্গলকর পক্ষী, তখন মহারাজের সম্মুখস্থ কোন স্থানে বসিয়াছিল ; তাহাকে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন এই পক্ষীটি 'মৃত্যুদূত'—যেমন দূত আসিয়া রাজা রাজড়ার আগমনের সংবাদ দেয়, এই পক্ষীটীও আসিয়া জানাইতেছে যে মৃত্যু শীঘ্র আসিতেছেন। 'উলূকঃ—পেচক 'প্রত্যুলূকঃ'—উলূকঃ+প্রতি=প্রতিপক্ষ অর্থাৎ কাক ; 'কুহ্বানৈঃ'—কম্পন শব্দ দ্বারা 'মনঃ কম্পয়ন্'—মনকে ভয়ে কম্পিত করিতেছে। 'বিশ্বং শূন্যং ইচ্ছতি'—বিশ্ব ছারখারে যাউক, ইহা ইচ্ছা করিয়াই যেন বিকট রব করিয়া লোকের মনে আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছে।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোক তিনটীতে ভৌম বিপ্লব বর্ণিত হইয়াছে।

সূর্য্যোদয়ের সময় অগ্নিমুখী শৃগালের দল সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া রব করিতেছে; এই কুকুরটি আমার দিকে তাকাইয়া নির্ভয়ে বিকট রব করিতেছে; শবাদিও মঙ্গলকর পশু আমার বামে যাইতেছে, এবং গর্দ্দভাদি অমঙ্গলকর পশু আমার দক্ষিণে যাইতেছে; আমাকে বহনকারী অশ্ব ও হস্তী সকল যেন রোদন করিতেছে; এই পক্ষীটী (একটী শকুনি বা অন্য অঙ্গলকর পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত) যেন মৃত্যুর আগমন সংবাদ দেওয়ার জন্য দূত হইয়া আসিয়াছে; এই পেচক ও তাহার প্রতিদ্বন্দী কাক এমন কর্কশ রব করিতেছে যে, তাহা শুনিলে হৃৎকম্প হইয়া বোধ হয় যে, পৃথিবী ছারখার হউক ইহাই তাহারা চায়।

ধূম্রা দিশঃ পরিধয়ঃ কম্পতে ভূঃ সহাদ্রিভিঃ।
নির্ঘাতশ্চ মহাংস্তাত সাকঞ্চ স্তনয়িত্নুভিঃ॥১৫
বায়ুর্বাতি খরস্পর্শো রজসা বিসৃজংস্তমঃ।
অসৃগ্‌বর্ষন্তি জলদা বীভৎসমিব সর্ব্বতঃ॥১৬
সূর্য্যং হতপ্রভং পশ্য গ্রহমর্দ্দং মিথো দিবি।
সসঙ্কুলৈর্ভূতগণৈর্জ্বলিতে রোদসী ইব॥১৭

(১৫-১৭) [অন্বয়] দিশঃ [তথা] পরিধয়ঃ ধূম্রাঃ [লক্ষ্যন্তে] ভূঃ অদ্রিভিঃ [সহ] কম্পতে, স্তনয়িত্নুভিঃ [মেঘৈঃ] সাকং মহা নির্ঘাতঃ [ভবতি] রজসা তমঃ বিসৃজন্ সংস্পর্শ বায়ুঃ বাতি, জলদা অত্র বীভৎসং ইব অসৃক্ বর্ষতি। দিবি হতপ্রভং সূর্য্যং মিথঃ গ্রহ-মর্দ্দং পশ্য, রোদসী ভূতগণৈঃ সঙ্কুলৈঃ [প্রাণিভিঃ] স (= সহ) জ্বলিতে ইব পশ্য।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—পরিধয়ঃ = সূর্য্যমণ্ডলের বেষ্টন সকল। 'স্তনয়িত্নুভিঃ'—শব্দায়মান অর্থাৎ যাহাতে 'গুড় গুড়' ধ্বনি হইতেছে (ধ্বনি = শব্দ করা) এরূপ [মেঘৈঃ] সাকং—মেঘের ধ্বনির সঙ্গে 'মহা নির্ঘাতঃ'—উচ্চ বজ্রনিনাদ 'রজসা তমঃ বিসৃজন্'

—ধূলি দ্বারা সকলদিক অন্ধকার করিয়া ('বি' = বিশেষরূপে অর্থাৎ সর্ব্বত্র + সৃজন = 'তমঃ' সৃষ্টি করিয়া) 'সংস্পর্শঃ'—উত্তপ্ত, যাহা স্পর্শ করিলে (যে বায়ু লাগিলে) কম্প হয়। 'বীভৎসং'—বীভৎসং যথা স্যাৎ তথা, মেঘ হইতে রক্ত-বৃষ্টি হওয়ায় সকল স্থান দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়াছে। 'অসৃক্'—রক্ত ; 'মিথঃ গ্রহমর্দ্দং'—গ্রহগণ পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ করিতেছে। 'রোদসী' (দ্বিবচন), পৃথিবী এবং তাহার উপরে শূন্য এই উভয় স্থান। 'সসঙ্কুলৈঃ ভূতগণৈঃ'—'ভূত' = রুদ্রানুচর তাহাদিগের গণ = দল + সঙ্কুলৈঃ = রাজমিত্রৈঃ + [প্রাণিভিঃ] স = (সহ) ধরায় এবং অন্তরীক্ষে রুদ্রানুচরগণ দলে দলে প্রাণিগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া সাক্ষাতে ধরা এবং অন্তরীক্ষ 'জ্বলিতেছে = যেন প্রদীপ্ত হইয়াছে এইরূপ বোধ হইতেছে।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোক তিনটিতে 'দিবি' অর্থাৎ আকাশে উৎপাৎ বর্ণিত হইয়াছে। দিক সকল এবং সূর্য্যমণ্ডল ধূম্রবর্ণ হইয়াছে। পর্ব্বত সকল এবং পৃথিবী কম্পিত হইতেছে। মেঘে গুড় গুড় শব্দ হইতেছে, ঐ শব্দের সহিত বজ্র নিনাদ মিলিত হইতেছে। প্রবল বায়ু দ্বারা উত্থিত ধূলিতে সকল স্থান অন্ধকারময় হইয়াছে, এবং ঐ বায়ু এত উত্তপ্ত যে, অঙ্গে লাগিলে কষ্ট হয়। মেঘ হইতে রক্তবৃষ্টি হওয়াতে সকল স্থানই দেখিতে বীভৎস হইয়াছে। আকাশে সূর্য্য প্রভাহীন হইয়াছে এবং নবগ্রহ সকলের মধ্যে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ হইতেছে। রুদ্রের অনুচরগণ দলে দলে পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষও বাকী প্রাণীগণের সহিত মিলিত হওয়াতে, রুদ্রানুচরগণের তেজে ঐ স্থান সকল যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

নদ্যো নদাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সরাংসি চ মনাংসি চ।
শাম্যন্ত্যগ্নয়োহাজ্যেন কালোহয়ং কিং বিধাস্যতি॥১৮
ন পিবন্তি স্তনং বৎসা ন দুহ্যন্তি চ মাতরঃ।
রুদন্ত্যশ্রুমুখা গাবো ন হৃষ্যন্ত্যৃষভা ব্রজে॥১৯

দৈবতানি রুদন্তীব স্বিদ্যন্তি প্রচলন্তি চ।
ইমে জনপদা গ্রামাঃ পুরোদ্যানাকরাশ্রমাঃ।
ভ্রষ্টশ্রিয়ো নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়ন্তি নঃ ॥২০

(১৮-২০) [অন্বয়]—নদ্যঃ নদাঃ চ ক্ষুভিতাঃ; সরাংসি [তথা প্রাণিনাং] মনাংসি চ ক্ষুভিতাঃ; অগ্নিং আজ্যেন ন জ্বলতি অয়ং কালঃ কিং [অমঙ্গলং] বিধাতসতি। বৎসাঃ স্তনং ন পিবন্তি, মাতরঃ ন দুহ্যন্তি, অশ্রুমুখ্যঃ শাবঃ রুদন্তি। ঋষভাঃ ব্রজে ন হৃষন্তি দৈবতানি রুদন্তি স্বিদন্তি। ভ্রষ্টশ্রিয়ঃ ইব জনপদাঃ গ্রমাঃ পুরো-দ্যানকয়াশ্রমাঃ চ নঃ কিং অঘং দর্শয়ন্তি চ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—নদ = হ্রদ (যথা 'বিল) নদ সকল খনন করিতে হয় না, নদীর গতি পরিবর্তনে বা অপর কারণে নদ সকল আপনিই হয়, 'সরাংসি'—পুকুর, এই সকল খনন করা হয়। 'ক্ষুভিতাঃ'—চঞ্চল হইয়াছে। 'মনাংসি ক্ষুভিতাঃ—প্রাণী-গণের মনও আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়াছে। 'অগ্নয়ঃ'—হোমাগ্নি সকল; 'আজ্যেন'—ঘৃত দ্বারা, 'বৎসাঃ স্তনং ন পিবন্তি, মাতরঃ ন দুহ্যন্তি'—গোবৎসগণ দুগ্ধপান করিতেছে না, বৎসকে দেখিলে গাভীর ওধঃ (পালান) হইতে দুগ্ধক্ষরণ হয়, যাহাকে গ্রাম্য ভাষায় 'পালান' বলে তাহাও হইতেছে না, অর্থাৎ আশঙ্কায় পশুগণেরও দৈহিক ক্রিয়াতে বিকার হইয়াছে। দৈবতানি দেবপ্রতিমা সকল যেন 'রুদন্তি'—দুঃখে অশ্রুপাত করিতেছেন, 'স্বিদন্তি' = ভয়ে ম্রিয়মান হইয়াছেন, এবং 'প্রচলন্তি' = স্থানচ্যুত হইয়াছেন। 'ভ্রষ্টশ্রিয়ং'—'শ্রীহীন' বলিলে এই পদের যথার্থ ভাব প্রকাশ হইবে না; 'ভ্রষ্ট' = স্খলিত; পূর্বে 'জনপদ' প্রভৃতির শ্রী ছিল, কিন্তু এখন সেই শ্রী অপগত হইয়াছে। 'অঘং'—বিঘ্নং অমঙ্গল।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোক তিনটিতেও ভৌমবিপ্লব বর্ণিত হইয়াছে। নদী সকল, হ্রদ সকল এবং সরোবর সকল চঞ্চল হইয়াছে, প্রাণীগণের

মনও অস্থির হইয়াছে। ঘৃতের আহুতি প্রদান করিলেও হোমের অগ্নি উজ্জ্বল হইতেছে না। উপস্থিত যে কি অমঙ্গল উৎপাদন করিবে তাহা জানি না। কেবল নৈসর্গিক বস্তুগণের ও মানবের চিত্তে যে চঞ্চলতা জাত হইয়াছে তাহা নয় পশুগণের চিত্তেও হইয়াছে। গো বৎসগণ স্তন পান করিতেছে না, এবং বৎস দেখিয়া গাভীরও দুগ্ধক্ষরণ হইতেছে না। গাভীগণের চক্ষু হইতে এত অশ্রুক্ষরণ হইতেছে যে, তাহারা রোদণ করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়, গোচারণভূমিতে ঋষভগণ আর প্রফুল্লভাবে বিচরণ করে না।

মন্য এতৈর্মহোৎপাতৈর্নূনং ভগবতঃ পদৈঃ।
অনন্যপুরুষশ্রীভির্হীনা ভূর্হতসৌভগা॥২১

(২১) [অন্বয়]—হতসৌভগা ভূঃ অনন্য পুরুষশ্রীভিঃ পদৈঃ নূনং হীনা [ইতি] এতৈঃ মহোৎপাতৈঃ মন্যে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'হতসৌভগা'—হত অর্থাৎ নষ্ট হইয়াছে সৌভাগ্য যাঁহার,যে ভূ = পৃথিবীর সৌভাগ্য বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব তিনি 'নূনং' = নিশ্চয়ই 'ভগবতঃ পদৈঃ হীনা'—শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের পদকে বক্ষে ধারণ করায় সৌভাভ্য হইতে বঞ্চিতা হইয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইহলোক হইতে তিরোহিত হইয়াছেন। পৃথিবী যদি শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয়কে বক্ষে ধারণ করিতে পাইতেন, তাহা হইলে এই মহোৎপাত সকল হইত না। 'পদৈঃ'—পদচিহ্নৈঃ। শ্রীকৃষ্ণের পাদ দুইখানি ছিল, কিন্তু বহুবচন দ্বারা পদের চিহ্ন সকল বুঝায়। 'অনন্যপুরুষশ্রীভিঃ'—নাই অন্য পুরুষে শ্রীভি, শ্রী = ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদির দাগ আছে যাহাদিগের, ঐ পদচিহ্ন সমূহে যে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদির শোভা ছিল শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন পুরুষের পদে সেরূপ শোভা ছিল না।

ব্যাখ্যা—এই সকল মহা উৎপাত দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তিরোহিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি-

ঙ্কিত যে শোভা অপর কোন পুরুষের পদেই নাই) পদচিহ্ন সকল বক্ষে ধারণ করিতে না পাইয়া পৃথিবী সৌভাগ্যহীন হইয়াছেন।

ইতিচিন্তয়তস্তস্য দৃষ্টারিষ্টেন চেতসা।
রাজ্ঞঃ প্রত্যাগমদ্ব্রহ্মন্ যদুপুর্য্যাঃ কপিধ্বজঃ॥২২
তং পাদয়োর্নিপতিতমযথাপূর্ব্বমাতুরম্।
অধোবদনমব্বিন্দুন সৃজন্তং নয়নাব্জয়োঃ॥২৩
বিলোক্যোদ্বিগ্নহৃদয়ো বিচ্ছায়মনুজং নৃপঃ।
পৃচ্ছতি স্ম সুহৃন্মধ্যে সংস্মরন্ নারদেরিতম্॥২৪

(২২-২৪) [অন্বয়] হে রাজন্ দৃষ্টারিষ্টেন চেতসা ইতি চিন্তয়তঃ রাজ্ঞঃ [সমীপং] কপিধ্বজঃ যদুপুর্য্যাঃ প্রত্যগমাৎ। তৎ-পাদয়োঃ নিপতিতং অযথাপূর্ব্বং [যথা স্যাৎ তথা] আতুরং অধো-বদনং নয়নাব্জয়োঃ অব্বিন্দুন্ সৃজন্তং বিচ্ছায়ং অনুজং বিলোক্য নারদেরিতং সংস্মরন্ উদ্বিগ্নহৃদয়ঃ [যুধিষ্ঠিরঃ] সুহৃন্মধ্যে [কপিধ্বজং] পৃচ্ছতি স্ম।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—দৃষ্টারিষ্টেন = দৃষ্ট হইয়াছে 'অরিষ্ট' = অমঙ্গল (ন + রিষ্ট = মঙ্গল, রিধ = বধ করা) যাহা দ্বারা এইরূপ চেতঃ 'ইতি চিন্তয়তঃ'--নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ তিরোহিত হইয়াছেন, ইহাই চিন্তা করিতেছিলেন যিনি,সেই 'রাজ্ঞঃ' = মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে 'কপিধ্বজঃ' = অর্জ্জুন ; 'যদুপুর্য্যাঃ'—দ্বারকা হইতে। 'তৎপাদয়োঃ নিপতিতং'—যুধিষ্ঠিরের পাদদ্বয়ের সমীপে নি = নিশ্চিত ভাবে + পতিত অর্থাৎ ব্যাকুলচিত্ত অর্জ্জুন চিত্তের অধীরতা বশতঃ সাষ্টাঙ্গে ('লম্বা হইয়া') যুধিষ্ঠিরের পাদমূলে তখন পতিত হইলেন ; অন্য সময় হয়ত কেবল মস্তক দ্বারাই পাদস্পর্শ করিতেন, কিন্তু এবার কেবল তাহা করিয়াই নিরস্ত হইলেন না ; আতুর ব্যক্তি শান্তির আশায় অপরের আশ্রয় লয়, অর্জ্জুনও ব্যাকুলচিত্তে জ্যেষ্ঠের আশ্রয় লইলেন। 'অযথাপূর্ব্বং আতুরং'—তখন অর্জ্জুন যত কাতর হইয়াছিলেন অমন

কাতর পূর্ব্বে কখনও হন নাই। বিপদ অনেকই তিনি সহ্য করিয়াছেন কিন্তু কোন বিপদই তাঁহাকে এত অধীর করে নাই। নয়নাজয়োঃ'— পদ্মপলাশ সদৃশ নেত্রদ্বয় হইতে অব্বিন্দূন্' = বহু অশ্রুবিন্দু 'সৃজন্তং' মুঞ্চন্তং মোচন করিতেছিলেন। 'বিচ্ছায়ং'—বিগত হইয়াছে ছায়া = কান্তি যাঁহার,যে রূপ দেখিয়া উর্ব্বশীও মুগ্ধা হইয়াছিলেন,অর্জ্জুনের সে রূপ আর ছিল না। 'নারদেরিতং'—নারদ দ্বারা কথিত বাক্য; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব এবং পাণ্ডবদিগের দেহত্যাগ বিষয়ক কথা; 'সংস্মরন্'—সুস্পষ্ট ভাবে স্মরণ করিয়া। 'সুহৃন্মধ্যে পৃচ্ছতি স্ম'—যুধিষ্ঠির এত অস্থির হইয়াছিলেন যে, অর্জ্জুনকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া অর্জ্জুনের ব্যাকুলতার গূঢ় কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ধৈর্য্য রহিল না। চিত্তের আবেগে ঐ নীতিশাস্ত্রের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া সকলের সম্মুখেই অর্জ্জুনকে প্রশ্ন করিলেন। পৃচ্ছতি স্ম = পপ্রচ্ছ, 'স্ম' অতীতকালজ্ঞাপক।

ব্যাখ্যা—অশুভচিহ্ন সকল দেখিয়া মহারাজ যখন শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিবামাত্র অর্জ্জুন সাষ্টাঙ্গে যুধিষ্ঠিরের পাদসন্নিধানে ভূমিতে পতিত হইলেন, তখন তাঁহাকে যেরূপ কাতর বোধ হইতেছিল, এমন কাতর তিনি পূর্ব্বে কখনও হন নাই। তিনি মহারাজের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপে অক্ষম হইয়া অধোবদনে ছিলেন, এবং নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুমোচন করিতেছিলেন। অর্জ্জুনের যে রূপে উর্ব্বশী মুগ্ধা হইয়াছিলেন, তীব্র শোকের আবেগে সে রূপ আর ছিল না। ভ্রাতাকে এই অবস্থায় দেখিয়া (শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাববিষয়িণী) নারদের বাক্য সুস্পষ্টভাবে মহারাজের স্মৃতিপথে উদিত হইল; এবং তিনি নিজেও উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া সুহৃদগণের মধ্যেই অর্জ্জুনকে পরবর্ত্তী বাক্য সকল বলিলেন—নিজের চিত্তেরও ব্যাকুলতা বশতঃ অর্জ্জুনকে কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করার প্রবৃত্তি মহারাজের মনে হইল না। যদি শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব হইয়া

থাকে, তাহা হইলে সংসার এবং সবই আমদিগের কাছে অকিঞ্চিৎকর অতএব কোন বিষয়ই আর গোপন করার আবশ্যকতা নাই, এই ভাবই অতি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় মহারাজের মনে তখন ছিল।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কচ্চিদানর্ত্তপুর্য্যাং ন স্বজনাঃ সুখমাসতে।
মধুভোজদশার্হার্হাঃ সত্বতান্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥২৫

(২৫) [অন্বয়] আনর্ত্তপুর্য্যাং মধু ভোজঃ দশার্হাঃ অর্হাঃ সত্বতান্ধকবৃষ্ণয়ঃ নঃ স্বজনাঃ কচ্চিৎ সুখং আসতে ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শ্রবণের জন্য ঔৎসুক্য সত্ত্বেও কি দুঃসংবাদ শুনিবেন, এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে মহারাজের সাহস হইল না, এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে কেবল অপর অপরের কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। 'আনর্ত্ত-পুরী'—দ্বারকা।

ব্যাখ্যা—আনর্ত্ত দেশের রাজধানী দ্বারকায় মধু, ভোজ, দশার্হ অর্হ, সাত্বত, অন্ধক এবং বৃষ্ণি নামক যদুবংশে আমাদের আত্মীয়গণ ভাল আছেন ত ?

শূরো মাতামহঃ কচ্চিৎ স্বস্ত্যাস্তে বাথমারিষঃ।
মাতুলঃ সানুজঃ কচ্চিৎ কুশল্যানকদুন্দুভিঃ ॥২৬
সপ্ত স্বসারস্তৎপত্ন্যো মাতুলান্য সহাত্মজাঃ।
আসতে সস্নুষাঃ ক্ষেমং দেবকীপ্রমুখাঃ স্বয়ম্ ॥২৭

(২৬-২৭) [অন্বয়] অথ মারীষঃ মাতামহঃ শূরঃ কচ্চিৎ স্বস্তি আস্তে ? বা মাতুলঃ অনেকদুন্দুভিঃ কুশলী আস্তে ? তৎপত্ন্যঃ মাতুলান্যঃ দেবকীপ্রমুখাঃ সপ্ত স্বসারঃ স্বয়ং, সহাত্মজাঃ সস্নুষাঃ ক্ষেমং আসতে [কিং] ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'মারীষঃ'—মান্য (মা+রিষ) হিংসা করা; শূরঃ—কুন্তীর পিতা শূরসেন; 'অনেকদুন্দুভিঃ'—

বাসুদেব ; 'স্বসারঃ'—ভগ্নীগণ, দেবকীর সপত্নীগণ ভগ্নীতুল্যা ছিলেন ; 'সহাত্মজাঃ' সন্তানগণের সহিত ; সস্নুষয়া'—পুত্রবধূগণের সহিত ; ক্ষেমং সুখং ।

ব্যাখ্যা—আমাদিগের মাননীয় মাতামহ শূরসেন ভাল আছেন ত ? মাতুল বাসুদেব এবং আমাদের মাতুলানী দেবকীপ্রমুখ সাত ভগ্নী নিজে, তাঁহাদিগের সন্তান ও পুত্রবধূগণ ভাল আছেন ত ?

কচ্চিদ্রাজাহুকো জীবত্যসৎপুত্রোঽস্য চানুজঃ ।
হৃদীকঃ সসুতোঽক্রূরো জয়ন্তগদসারণাঃ ॥২৮
আসতে কুশলং কচ্চিদ্যে চ শত্রুজিদাদয়ঃ ।
কচ্চিদাস্তে সুখং রামো ভগবান্ সাত্বতাং প্রভুঃ ॥২৯

(২৮-২৯) [অন্বয়] কচ্চিৎ অসৎপুত্রঃ রাজা আহুকঃ জীবতি ? অস্য অনুজঃ [তথা] হৃদীকঃ, চ সসুতঃ অক্রূরঃ [তথা] জয়ন্ত গদ সারণাঃ, শত্রুজিতাদয়ঃ যে চ [কৃষ্ণভ্রাতরঃ] [তে সর্ব্বে] কুশলং আসতে ! সাত্বতাং প্রভুঃ ভগবান্ রামঃ সুখং আস্তে ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অসৎপুত্রঃ=অসৎ হইয়াছে পুত্র (কংস) যাহার ; আহুকঃ=উগ্রসেন ; 'জীবতি'--পুত্রবিয়োগের পরে তাঁহার সুখী হওয়া অসম্ভব, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন উগ্রসেন বেঁচে আছেন কি ? 'অস্যঃ অনুজঃ—কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবক 'সাত্বত—এক সম্প্রদায় যাদবের নাম ।

ব্যাখ্যা—রাজা আহুক (উগ্রসেন) যাহার দুরাচারী পুত্র (কংস) ছিল, বেঁচে আছেন কি ? তাঁহার ভ্রাতা দেবক, হৃদীক এবং অক্রূর ও তাঁহার পুত্রগণ এবং জয়ন্ত গদ সারণ ও শত্রুজিত প্রভৃতি কৃষ্ণ ভ্রাতৃগণ ভাল আছেন ত। সাত্বত নামক যাদব সম্প্রদায়ের নেতা ভগবান বলরাম সুখে আছেন ত ?

প্রদ্যুম্নঃ সর্ব্ববৃষ্ণীনাং সুখমাস্তে মহারথঃ ।
গম্ভীররয়োঽনিরুদ্ধো বর্দ্ধতে ভগবানুত ॥৩০

(৩০) [অন্বয়] সর্ব্ববৃষ্ণীনাং [মধ্যে] মহারথঃ প্রদ্যুম্নঃ [কচ্চিৎ] সুখং আস্তে ? উত গম্ভীররয়ঃ ভগবান্ অনিরুদ্ধঃ বর্দ্ধতে ?

ব্যাখ্যা—বৃষ্ণিবংশীয় যাদবগণের মধ্যে মহারথ প্রদ্যুম্ন [প্রদ্যুম্ন বুদ্ধির অধিপতি, বুদ্ধির শক্তি অতি প্রবল 'মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ] ভাল আছেন এবং যাহার 'রয়ঃ'=গতি + 'গম্ভীরঃ'= অতি গভীর হওয়াতে অলক্ষিত মনের অধিপতি এবং ভগবানেরই রূপভেদ, সেই অনিরুদ্ধ শ্রীবৃদ্ধিতে আছেন ত ?

সুষেণশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ।
অন্যে চ বার্ষ্ণিপ্রবরাঃ সপুত্রা ঋষভাদয়ঃ ॥৩১

তথৈবানুচরাঃ শৌরেঃ শ্রুতদেবোদ্ধবাদয়ঃ।
সুনন্দনন্দশীর্ষণ্যা যে চান্যে সাত্বতার্ষভাঃ ॥৩২

অপি স্বস্ত্যাসতে সর্ব্বে রামকৃষ্ণভুজাশ্রয়াঃ।
অপি স্মরন্তি কুশলমস্মাকং বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥৩৩

(৩১-৩৩) [অন্বয়] সুষেণঃ চারুদেষ্ণঃ চ জাম্ববতীসুতঃ সাম্বঃ অন্যে চ বার্ষ্ণিপ্রবরাঃ, সপুত্রাঃ ঋষভাদয়ঃ [তথা] শৌরেঃ অনুচরাঃ শ্রুতদেব উদ্ধবাদয়ঃ, সুনন্দ-নন্দ-শীর্ষাণ্যাঃ অন্যে যে চ সাত্বতার্ষভ [তে] সর্ব্বে রামকৃষ্ণভূজাশ্রয়াঃ [সন্তঃ] অপি স্বস্তি আসতে ? অপি বদ্ধসৌহৃদাঃ [তে] অস্মাকং কুশলং স্মরন্তি ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বার্ষ্ণিপ্রবরাঃ'—বার্ষ্ণি= শ্রীকৃষ্ণের অপত্য + প্রবরা = তাহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ। সুনন্দ-শীর্ষণ্যাঃ সুনন্দ এবং নন্দ হইয়াছেন 'শীর্ষন্য'=শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যে সাত্বত সম্প্রদায়ের যাদবগণের মধ্যে।

ব্যাখ্যা—সুষেণ, চারুদেষ্ণ, জাম্ববতীতনয় সাম্ব এবং কৃষ্ণের অপত্যগণের মধ্যে অপর অপর শ্রেষ্ঠ কুমারগণ (সুষেণ প্রভৃতিও কৃষ্ণের সন্তান, পুত্রগণ, শ্রুতদেব উদ্ধব প্রভৃতি কৃষ্ণের অনুচরগণ, সুনন্দ, নন্দ যাহাদিগের শীর্ষস্থানীয় এবং সাত্বত

বংশে অপর অপর যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আছেন, তাঁহারা সকলে কৃষ্ণ বলরামের আশ্রয়ে সুখে আছেন ত? আমাদিগের সহিত তাঁহারা সৌহৃদ্য সূত্রে বদ্ধ আছেন, তাঁহারা আমাদের কুশল চিন্তা করেন কি?

ভগবানপি গোবিন্দো ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
কচ্চিৎ পুরে সুধর্ম্মায়াং সুখমাস্তে সুহৃদবৃতঃ ॥৩৪
মঙ্গলায় চ লোকানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ।
আস্তে যদুকুলাম্ভোধাবাদ্যোঽনন্তসমঃ পুমান্ ॥৩৫
যদ্বাহুদণ্ডগুপ্তায়াং স্বপুর্য্যাং যদবোঽর্চ্চিতাঃ।
ক্রীড়ন্তি পরমানন্দং মহা পৌরুষিকা ইব ॥৩৬

(৩৪-৩৬) [অন্বয়]—ব্রহ্মণ্যঃ ভকতবৎসলঃ ভগবান্ গোবিন্দঃ অপি সুহৃদ্‌বৃতঃ [সন্ত] সুধর্ম্মায়াং পুরে কচ্চিৎ সুখং আস্তে। লোকানাং মঙ্গলায় ক্ষেমায় ভয়ায় চ অনন্তসমঃ আদ্যঃ পুমান্ যদুকুলাম্ভোধৌ আস্তে। যদ্বাহুদণ্ড গুপ্তায়াং স্বপুর্য্যাং যদবঃ অর্চ্চিতাঃ [সন্তঃ] মহাপৌরুষিকাঃ ইব পরমানন্দং [যথা স্যাৎ তথা] ক্রীড়ন্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ব্রহ্মণ্যঃ = ভক্তগণের রক্ষক (ব্রহ্মে রত ব্রাহ্মণ তাহাদিগের রক্ষক); 'ভগবান গোবিন্দ'—যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, এবং 'গোবিন্দ'—সর্ব্ব জীবের সর্ব্ববস্তুর পরিচালক; সুহৃদ্‌বৃতঃ—সুহৃৎগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া; সুধর্ম্মায়াং পুরে'—যে পুরে = রাজধানি দ্বারকায় ইন্দ্রের 'সুধর্ম্মা' নামক সভা আছে; 'ক্ষেমায়'—লোকের চিত্ত প্রভৃতি যে যে বৃত্তি আছে তাহার রক্ষণের জন্য 'ভবায়'—শ্রীবৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পাদনের জন্য। বিশ্বনাথ বলেন যে 'ক্ষেমায়' পদে মোক্ষদানও বুঝায়। 'অনন্তসম্ভবঃ আদ্য পুমান'—যে আদি পুরুষ কারণ সলিলে নারায়ণরূপে 'অনন্ত' = শেষ নাগের (এই অনন্তও তাঁহারই রূপভেদ মাত্র) উপর অধিষ্ঠিত

ছিলেন, এখন সেই অনন্তদেবই সঙ্কর্ষণরূপে বলরাম নাম ধারণ করিয়া; 'যদুকুলাম্ভোধৌ'—যদুকুল রূপ কারণার্ণবে। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন; গুপ্তায়াং—রক্ষিতায়াং; স্বপুর্য্যাং নিজেদের রাজধানী দ্বারকায়াং 'মহাপৌরুষিকাঃ'—মহাপুরুষ = শ্রীহরি তাঁহার অনুচর।

ব্যাখ্যা—যিনি স্নেহবশতঃ ভক্তগণকে রক্ষা করেন, এবং যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ও বিশ্বের পরিচালক, তিনি সুহৃদবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া আনীত সুধর্ম্মা নামক সভা দ্বারা সুশোভিত হইয়া যে দ্বারকাপুরী অমরাবতী তুল্য হইয়াছে, তথায় সুখে আছেন ত? শ্রীকৃষ্ণ আদি পুরুষ এবং তিনি কারনার্ণবে অনন্ত শয্যায় নারায়ণরূপে বিরাজমান ছিলেন, লোকগণের মঙ্গল-সাধন, শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন এবং সংরক্ষণ করিবার জন্য সঙ্কর্ষণরূপী বলরামকে যথাভাবে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাদবগণ অপর অপর লোকগণ দ্বারা সম্মানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহুদণ্ড দ্বারা সুরক্ষিত রাজধানী দ্বারকায় শ্রীহরির পার্ষদগণের ন্যায় পরমানন্দে বিচরণ করেন।

যৎপাদশুশ্রূষণমুখ্যকর্ম্মণা
সত্যাদয়ো দ্ব্যষ্টসহস্রযোষিতঃ।
নির্জ্জিত্য সংখ্যে ত্রিদশাংস্তদাশিষো
হরন্তি বজ্রায়ুধবল্লভোচিতাঃ ॥৩৭
যদ্বাহুদণ্ডাভ্যুদয়ানুজীবিনো
যদুপ্রবীরা হ্যকুতোভয়া মুহুঃ।
অধিক্রমন্ত্যঙ্ঘ্রিভিরাহৃতাং বলাৎ
সভাং সুধর্ম্মাং সুরসত্তমোচিতাম্ ॥৩৮

(৩৭-৩৮) [অন্বয়] সত্যাদয়ঃ দ্ব্যষ্টসহস্রযোষিতঃ যৎপাদশুশ্রূষণ মুখ্যকর্ম্মণা সংখ্যে ত্রিদশান্ নির্জ্জিত্য বজ্রায়ুধবল্লভাচিতাঃ তদাশিষঃ

হরন্তি। যদ্বাহুদণ্ডাভ্যুদয়ানুজীবিনঃ যদুপ্রবীরাঃ হি অকুতোভয়াঃ [সন্তঃ] বলাৎ আহৃতাং সুরসত্তমোচিতাং সুধর্ম্মাং সভাং মুহুঃ অভিজ্ঞ্রীঃ অধিক্রমন্তি।

শব্দার্থ ও রসবিস্তৃতি—'সত্যাদয়ঃ'—সত্যভামাপ্রভৃতি 'দ্ব্যষ্টসহস্রযোষিতঃ'—ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণপত্নীগণ। 'যৎপাদ শুশ্রূষণ-মুখ্যকর্ম্মণা'—এই কথাটীর অর্থ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। সত্যভামাদি কৃষ্ণপত্নীগণ 'আবদার' করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট নানাবিধ ভোগের বস্তু চাহিতেন বটে, কিন্তু তখন বিষয় ভোগ করাই তাঁহাদিগের মুখ্য-কর্ম্ম ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের পাদশুশ্রূষণই তাঁহাদিগের মুখ্যকর্ম্ম ছিল, অর্থাৎ তাঁহাদিগের মন তখন ভোগে আসক্ত ছিল না, শ্রীকৃষ্ণেই আসক্ত ছিল; এবং তাঁহারা ভাবিতেন যে, আমরা জগৎপতির সোহাগিনী, আমাদের বৈভব যদি শচীদেবীর বৈভব অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণই ন্যূন হইবেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণের গরবে গরবিনী হইয়াই তাঁহারা পারিজাতাদির জন্য আবদার করিয়া-ছিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিছুই অবিদিত থাকে না; তিনি দেখিয়াছিলেন যে ভোগ্যবস্তু প্রার্থনা করার সময়েও পত্নীগণের নিকট ভোগ মুখ্যকর্ম্ম ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের পদ সেবাই মুখ্য কর্ম্ম ছিল; অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতি শ্রীকৃষ্ণ চরণে স্খলিতা হইয়া ভোগ্যবস্তু নিচয়ের উপর স্থাপিত হয় নাই, এই জন্য তিনি পত্নীগণকে নানা উপহার দিয়াছিলেন। আমরা যখন ভগবানের নিকট কোন বস্তু কামনা করি তখন ভোগই থাকে আমাদিগের মুখ্যকর্ম্ম; এবং যাহাকে আমরা 'ভক্তি' বলি তাহা কেবল ঐ কাম্য বস্তু লাভের উপাদানভাবেই থাকে; এই জন্য অনেক সময় কাম্য বস্তুর পরিবর্ত্তে শাস্তি অথবা কাম্যবস্তুই লাভ হয়, এবং তার পরে উহা নষ্ট হইয়া কোন যাতনা ভোগই হয়। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছেন যাহাদিগকে বাৎসল্য বশতঃ ভগবান ভোগের বস্তু দিলেও তাঁহারা গ্রহণ করিতে চান না; যেন মনে থাকে যে, রোগের লালসায় মুগ্ধ

হইয়া ভগবানকে বিস্মৃত হওয়া যেরূপ গর্হিত কার্য্য, সেই প্রেমময়ের উপহারকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার প্রেমের অবমাননা করাও কম গর্হিত কার্য্য নয়। এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে 'অহং'-রূপিণী অবিদ্যাই প্রচ্ছন্ন বেশে অনেক সময়ে থাকে। অতএব ভোগেও সাবধান এবং ভোগেও সাবধান হও]। সংখ্যে = যুদ্ধে ত্রিদশান নির্জিত্য'—দেবগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া [ত্রিদশ—ত্রি = তিন্ বাল্য কৈশোর ও যৌবন দশা যাহাদিগের আছে, বার্দ্ধক্য নাই] 'বজ্রায়ুধ' = ইন্দ্র তাঁহার 'বল্লভা' = প্রিয়া কান্তা শচীদেবী তাঁহার, 'উচিতাঃ' = যোগ্য ; যে সকল ভোগের উপকরণ শচীদেবীকেই মানায় ; 'তদাশিষঃ'—তস্য = বজ্রায়ুধের + আশিষঃ = উপহার সকল ইন্দ্র শচীদেবীকে পারিজাতাদি যে সকল উপহার দান করিয়াছিলেন (তাঁহারা স্বয়ং যুদ্ধ না করিলে তাঁহাদিগের মুখ্যকর্ম্মই দেবগণের পরাজয়ের কারণ, এইভাব প্রকাশার্থ 'কর্ম্মণা' পদে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে)।

যদ্বাহুদণ্ডাভ্যুদয়ানুজীবিনঃ'—যদিও তাঁহারা 'যদুপ্রবীরা' = বলবান যাদবদিগের মধ্যে 'প্রবীর' অতি বলীয়ান্ ছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহারা নিজের শক্তির উপর আস্থাবান ছিলেন না ; তাঁহারা 'যৎ' = যে শ্রীকৃষ্ণের + 'বাহুদণ্ড' = বাহুবল + তাহার 'অভ্যুদয়' = উন্নতি তাহাকে 'অনু' = অনুসৃত্য শরণাগত ভাবে আশ্রয় করিয়া + 'জীবিনঃ' —জীবন ধারণ করিতেন ; অর্থাৎ কৃষ্ণগত প্রাণ এই যাদব বীরগণ নিজের শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতেন, তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদিগের নিজের শক্তিও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। 'অকুতোভয়াঃ'—ন কুতঃ ভয়ং যেষাং, কোন বস্তুকেই ভয় না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যাদবদের আশ্রয় তাঁহাদের আবার ভয় কিসের ? 'সুরসত্তমোচিতাং'—যাহা অর্থাৎ যে 'সুধর্ম্মা' নামক সভা ইন্দ্রেরই যোগ্য ; সুরসত্তম = ইন্দ্র + উচিত = যোগ্য, 'বলাৎ আহৃতাং—ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া যে সভা দ্বারকায় আনীত

হইয়াছিল। পাছে বহু লোকের পদধূলি লাগিয়া সভার উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি ময়লা হয়, এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ কোন ভক্তেরই গতিরোধ করেন নাই। 'অধিক্রমন্তি'— অধি = অধিকৃত্য + ক্রমন্তি = গচ্ছন্তি; নিজের বস্তুতে গমন করিতে লোকের যেরূপ অধিকার থাকে, ভক্তগণের এই সভায় গমনের সেইরূপ অধিকার ছিল। আমরা শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণ আমাদের, এই ভাব নিজ নিজের মনে থাকাতে ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তি ভাবিয়া নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিতেন। যে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে 'আত্মদান' করেন, তিনি সভায় প্রবেশাধিকার দিবেন, ইহা বিচিত্র কি?

ব্যাখ্যা—সত্যভামাদি ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণপত্নীগণ যতই ভোগ্য লাভ করুন না কেন শ্রীকৃষ্ণের পদ সেবাই তাঁহাদিগের মুখ্যকর্ম্ম ছিল; এই প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের পরাজয় হয়, এবং ইন্দ্র শচীদেবীর উপযুক্ত যে সকল উপহার তাঁহাকে দিয়াছিলেন, সেই পারিজাতাদি বস্তু কৃষ্ণপত্নীগণ লাভ করেন। বলিষ্ঠ যাদবগণের মধ্যে যাঁহারা সহচর ছিলেন, তাঁহারাও নিজবাহুবলের উপর আস্থাবান না হইয়া শরণাগতভাবে শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলকে আশ্রয় করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন, সেই জন্য তাঁহারা কোন বস্তুকেই ভয় করিতেন না। ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া সুধর্ম্মা নামক যে সমৃদ্ধিশালী সভাকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আনাইয়াছিলেন ঐ সভায় এই ভক্তগণ নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিতেন; আমরা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এইভাব তাঁহাদিগের মনে থাকাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তি বলিয়াই ভাবিতেন।

সারকথা—এই শ্লোক দুইটীতে দেখা যায় যে, কেবল শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করাতেই কৃষ্ণমহিষীগণের এবং দ্বারকাবাসিগণের ইহলোকে ভোগসুখের সীমা ছিল না, এবং সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইয়াছিল। আমরা সংসারে কেবল ত্রিতাপের যাতনায় ছটফট করিতেছি; আমাদের না আছে ঐহিক সুখ এবং না আছে

পারমার্থিক সুখের আশা। শ্রীকৃষ্ণ মরেন নাই, তিনি নিজের স্থূল দেহকে প্রত্যাহৃত করিয়াছেন মাত্র; তিনি নিয়ত বাসুদেব রূপে আমাদের দেহে রহিয়াছেন। একবার কৃষ্ণমহিষীগণের ন্যায় তাঁহার পদসেবাকেই মুখ্যকর্ম্ম কর দেখি, অথবা যাদবগণের ন্যায় নিজের ক্ষমতাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 'অনুজীবী হওত দেখি, তোমার মনের গতি = শ্রীকৃষ্ণের অলক্ষ্য থাকিবে না; আবার দ্বারকা তোমার জন্য ফিরিয়া আসিবে।

কচ্চিৎ তেঽনাময়ং তাত ভ্রষ্টতেজা বিভাসি মে।
অলব্ধমানোঽবজ্ঞাতঃ কিংবা তাত চিরোষিতঃ ॥৩৯
কচ্চিন্নাভিহতোঽভাবৈঃ শব্দাদিভিরমঙ্গলৈঃ।
নাদত্তমুক্তমর্থিভ্য আশয়া যৎ প্রতিশ্রুতম্ ॥৪০
কচ্চিত্ত্বং ব্রাহ্মণং বালং গাং বৃদ্ধং রোগিণং স্ত্রিয়ম্
শরণোপসৃতং সত্ত্বং নাত্যাক্ষীঃ শরণপ্রদঃ ॥৪১
কচ্চিত্ত্বং নাগমোঽগম্যাং বাসৎকৃতাং স্ত্রিয়ম্।
পরাজিতো বাথ ভবান্ নোত্তমৈর্নাসমৈঃ পথি ॥৪২
অপিস্বিৎপর্য্যভুঙ্‌ক্থাস্ত্বং সম্ভোজ্যান্ বৃদ্ধবালকান্
জুগুপ্সিতং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ কৃতবান ন যদক্ষমম্ ॥৪৩

(৩৯-৪৩) **অন্বয়**—হে তাত তে অনাময়ং কচ্চিৎ? মে ভ্রষ্টতেজাঃ বিভাসি, তত্র চিরোষিতঃ [সন্] [তেভ্যঃ] অলব্ধমানঃ [অথবা তৈঃ] অবজ্ঞাতঃ। অভাবৈঃ অমঙ্গলৈঃ শব্দাদিভিঃ ন অভিহত কচ্চিৎ? [অথবা] অর্থিভ্যঃ আশয়া যৎ প্রতিশ্রুতং [তৎ] ন দত্তম্? শরণ প্রদঃ ত্বং শরণোপসৃতং ব্রাহ্মণং বালং গাং বৃদ্ধং রোগিনং স্ত্রিয়ং [অন্য বা] সত্ত্বং ন অত্যাক্ষীঃ? ত্বং অগম্যাং বা গম্যাং [অপি] অসৎকৃতাং স্ত্রিয়ং কচ্চিৎ ন অগমঃ অথ বা পথি নোত্তমৈঃ ন সমৈঃ পরাজিতঃ কচ্চিৎ? অপিস্বিৎ সম্ভোজ্যান বৃদ্ধবালকান (= পরিবর্জ্য) অভুঙ্‌ক্থাঃ? কিম্বা যৎ অক্ষমম্ তাদৃশং জুগুপ্সিতং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কৃতবান্?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অনাময়ং'—প্রয়োগ অবস্থা; 'মে'—আমার কাছে; ভ্রষ্টতেজাঃ—ম্লান; 'তত্র চিরোষিতঃ—দ্বারকায় দীর্ঘকাল বাস করাতে; 'অলব্ধমানঃ'—যথাযোগ্য সম্মান পাও নাই; অবজ্ঞাতঃ—অবমানীত; অভাবৈঃ—প্রেম শূন্য; শব্দাদিভিঃ—শব্দ=বাক্য+আদি=ইঙ্গিত; 'অমঙ্গল'—অশুভ; 'শরণোপসৃত'—শরণার্থ তোমার উপ=সমীপে আগত। 'নোত্তমৈ ন সমৈ'—যাহারা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, এবং যাহারা তোমার সমান নয়, সুতরাং যাহারা তোমা অপেক্ষা অধম। 'সংভোজ্যান্'—সং=একসঙ্গে+ভোজ্য=ভোজন করার যোগ্য,যাহাদিগকে একসঙ্গে লইয়া ভোজন করা উচিত। পরি=পরিত্যাগ করিয়া অভুঙ্‌ক্থাঃ--ভোজন করিয়াছিলে?

ব্যাখ্যা—হে বৎস! কোন পীড়া হয় নাই ত? তোমায় কেন এত ম্লান দেখিতেছি? দীর্ঘকাল দ্বারকায় বাস করাতে তথায় কি যথাযোগ্য সম্মান পাও নাই, অথবা অবমানিত হইয়াছ? কেহ কি তোমার প্রতি প্রেমহীন বাক্য বা ইঙ্গিত প্রয়োগ করিয়াছে? কোন প্রার্থনাকারীকে যাহা দিবে বলিয়া আশা দিয়াছিলে তাহা কি দিতে পার নাই? শরণাগতরক্ষক হইয়াও শরণাগত কোন ব্রাহ্মণ, বালক, গাভী, বৃদ্ধ, যোগী, স্ত্রী বা অন্য কোন জীবকে আশ্রয় না দিয়া ত্যাগ করিয়াছ? অথবা কোন অপথ্যা বা পথ্যা হইলেও মলিনবস্ত্রা বা মলিনদেহা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিয়াছ? অথবা পথি তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট কাহারও দ্বারা পরাজিত হইয়াছ? কিম্বা তোমার সহিত একত্র ভোজনের যোগ্য কোন বৃদ্ধ বা বালককে পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করিয়াছ কি? অথবা যাহার ক্ষমা নাই এরূপ কোন কার্য্য করিয়াছ কি?

কচ্চিৎ প্রেষ্ঠতমেনাথ হৃদয়েনাত্মবন্ধুনা।
শূন্যোঽস্মি রহিতো নিত্যং মন্যসে তেঽন্যথা ন রুক্।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠিরবিতর্কো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায় ॥১৪॥

(৪৪) **অন্বয়**—নিত্যং প্রেষ্ঠতমেন আত্মবন্ধুনা [শ্রীকৃষ্ণেন] রহিতঃ [সন্] হৃদয়েন শূন্যং অস্মি ইতি মন্যসে কচ্চিৎ ? অন্যথা তে রুক্ ন সম্ভবতি।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত
অন্বয়ে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'নিত্যং' = সর্ব্বদা এবং সর্ব্ব অবস্থা, প্রেষ্ঠতম্ = দেহ স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয় আত্মবন্ধুনা স্ববন্ধুনা (শ্রীধর) যিনি কেবল বন্ধু নন, তোমার 'আত্মা' = অন্তরঙ্গ ছিলেন। হৃদয়েন শূন্য অস্মি = চেতনা শূন্য বুকের মধ্যে সমস্তই যেন মহাশূন্য সদৃশ হইয়াছে ; 'কষ্ট' = মনঃপীড়া।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত
শ্রীতোষিণী টীকার চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—যিনি সর্ব্বদা এবং সকল অবস্থায় তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবে এখন নিজের হৃদয়ের মধ্যে মহাশূন্য অনুভব করিতেছ কি ? কখনও কোন কারণে ত তোমার মনে এত পীড়া হয় নাই !

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত
ব্যাখ্যায় চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সূত উবাচ।

এবং কৃষ্ণসখঃ কৃষ্ণো ভ্রাতা রাজ্ঞা বিকল্পিতঃ।
নানা শঙ্কাস্পদং রূপং কৃষ্ণবিশ্লেষকর্শিতঃ॥১

শোকেন শুষ্যদ্বদন-হৃৎসরোজো হতপ্রভঃ।
বিভুং তমেবানুধ্যায়ন্ নাশক্নোৎ প্রতিভাষিতুম্॥২

কৃচ্ছ্রেণ সংস্তভ্য শুচঃ পাণিনামৃজ্য নেত্রয়োঃ।
পরোক্ষেণ সমুন্নদ্ধ-প্রণয়ৌৎকণ্ঠ্যকাতরঃ॥৩

সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদঞ্চ সারথ্যাদিষু সংস্মরন্।
নৃপমগ্রজমিত্যাহ বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥৪

(১-৪) [অন্বয়]—কৃষ্ণবিশ্লেষকর্শিতঃ কৃষ্ণসখঃ ভ্রাতা নানা শঙ্কাস্পদং রূপং [আশঙ্ক্য] এবং বিকল্পিতঃ। শোকেন শুষ্যদ্-বদন হৃৎসরোজ হতপ্রভঃ [সন্] তং বিভুং এব অনুধ্যায়ন্ প্রতিভাষিতুং ন অশক্নোৎ। কৃচ্ছ্রেণ নেত্রয়োঃ শুচঃ সংস্তভ্য [গলিতানি শুচঃ] পাণিনা আমৃজ্য পরোক্ষেণ [হেতুনা] সমুন্নদ্ধ প্রণয়ৌৎকণ্ঠ্যকাতরঃ সারথ্যাদিষু সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদঞ্চ সংস্মরন্ বাষ্পগদ্গদয়া গিরা অগ্রজং নৃপং আহ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—বিশ্লেষ = বিরহ তদ্দ্বারা কর্শিতঃ = কৃশঃ কৃতঃ (শ্রীধর)। কৃষ্ণবিরহে অর্জ্জুন যেন রোগা হইয়া গিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণসখঃ কৃষ্ণঃ'—শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জ্জুন; 'ভ্রাতা এবং বিকল্পিতঃ'—ভ্রাতা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন সম্বন্ধে এইরূপ বিবিধ 'কল্পনা' = অনুমান করিলেন; কি করিলেন? তোমার অসুখ হইয়াছে কি? ইত্যাদি অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ তিরোহিত হইয়াছেন কি ইত্যাদি ১৪ অধ্যায়ের ৩৯-৪৪ শ্লোকে বর্ণিত অনুমান সকল অর্জ্জুনের 'হৃদয়' শুষ্ক হওয়াতে চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না, এবং বদন শুষ্ক হওয়াতে

মুখ হইতে বাক্য নির্গত হইতে ছিল না। 'অনুধ্যায়ন্'—অনু = অন্তরে + ধ্যায়ন চিন্তা করিয়া; 'শুচঃ'—অশ্রু; 'সংস্তভ্য'—রোধ করিয়া 'আমৃজ্য'—মুছিয়া; 'পরোক্ষেণ [হেতুনা]—শ্রীকৃষ্ণ অক্ষি দ্বয়ের 'পর' = বাহিরে আছেন, অর্থাৎ চক্ষের অন্তরাল হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের জন্য; সমুন্নদ্ধ—সং = প্রবলভাবে + উন্নদ্ধ = উত্থিত (উৎ + নহ = বহন করা) যে 'প্রণয়' = কৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তিরোহিত হওয়াতে যে কৃষ্ণপ্রেম অর্জ্জুনের চিত্তে প্রবলভাবে উত্থিত হইয়াছিল, সেই প্রেম হইতে জাত যে 'ঔৎকণ্ঠ্য' = আবেগ (উৎকণ্ঠার ভাব ঔৎকণ্ঠ্য) তদ্দ্বারা কাতরঃ। অর্জ্জুন প্রেমের আবেগে কাতর হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের 'সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদং সংস্মরন্'—সারথ্যে 'সখ্য, দৌত্যে 'সৌহৃদ' এবং মন্ত্রীর কার্য্যে 'মৈত্রীং' ভাবকে শ্রীধর বলেন 'সখ্যং'—হিতৈষিতা, মৈত্রী'—উপকারিতা। বিশ্বনাথ বলেন 'মৈত্রী'—দাস্যমিত্র সখ্য; সৌহৃদং = বাৎসল্যমিশ্র, সখ্যং 'সংস্মরন্'—সং = সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করিলেন; এবং তখন 'বাষ্প-গদ্গদয়া গিরা'—ভাবের আবেগে অর্জ্জুনের বাক্য-'সম্পদ'—স্খলিত হইল (কতকবাক্য বাহির হইল না); এইভাবে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দিলেন [যেমন শোকে কোন আনন্দের বাক্য অবরুদ্ধ হইলে বাহির হয় না) এই ভাবে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। [কেবল শোকে কেন, আনন্দেও বাক্য গদ্গদভাব প্রাপ্ত হয় ১১অঃ ৪ শ্লোকে : ভক্তিতেও হয়, 'মুমুর্গ্ণস্তঃ বচসাঙ্করাগ-স্খলৎপদেনাস্য বচ্যাসিস্রজজ্ঞাঃ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কৃশকায় হইয়াছিলেন; এবং প্রথমে বিবিধ দুর্নিমিত্ত,পরে অর্জ্জুনের এই কাতর মূর্ত্তি দেখিয়া আশঙ্কাবশতঃ মহারাজের মনে যে বিবিধ অনুমান (কল্পনা) হইয়াছিল, তাহা তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের ৩৯-৪৪ শ্লোকে প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুনকে বিবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের হৃদয় শোকে শুষ্ক হইয়াছিল, সুতরাং কি উত্তর দিবেন তাহা চিন্তা

করিতেও তিনি তখন অক্ষম ছিলেন; এবং বদন শুষ্ক হওয়াতে তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসৃত হইতেছিল না, অতএব তিনি প্রত্যুত্তর দিতে অক্ষম হইলেন। অতি কষ্টে নেত্রের 'উদ্গলৎ' অশ্রুকে রোধ করিয়া এবং গলিত অশ্রুধারা মুছিয়া ফেলিয়া অর্জ্জুন যখন মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নয়নের অন্তরাল হওয়াতে অর্জ্জুনের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম অতি প্রবল হইয়া উঠিল ; এবং সেই সময়ে সারথ্যে শ্রীকৃষ্ণের সখ্য, দৌত্যেও তাঁহার সৌহৃদ এবং মন্ত্রীর কার্য্যে তাঁহার মৈত্রী-ভাব স্মরণ করিয়া তিনি সাতিশয় কাতর হইয়া অসম্পূর্ণভাবে মহারাজকে বাক্য সকল বলিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

বঞ্চিতোঽহং মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণা।
যেন মেঽপহৃতং তেজো দেববিস্মাপনং মহৎ ॥৫
যস্য ক্ষণবিয়োগেন লোক হ্যপ্রিয়দর্শনঃ।
উক্‌থেন রহিতো হ্যেষ মৃতকঃ প্রোচ্যতে যথা ॥৬

(৫-৬) [অন্বয়]—হে মহারাজ! অহং বন্ধুরূপিণা হরিণা বঞ্চিতঃ, যেন [হরিণা] মে দেববিস্মাপনং মহৎ তেজঃ অপহৃতং। উকথেন রহিতঃ এষঃ [দেহং] যথা মৃতকঃ প্রোচ্যতে [তথা এব অধুনা অহং মৃতঃ ইব] যস্য ক্ষণবিয়োগেন লোক হি অপ্রিয়দর্শনঃ [ভবতি]...(তেন অহং অস্ম মুষিতঃ ১৩ শ্লোক)

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি— বন্ধুরূপিণা'—প্রেমাধিক্য বশতঃ মনে অভিমান হওয়াতে অর্জ্জুন বলিলেন যে, শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধারণ করিয়া আমার কাছে বন্ধুর 'রূপ' ধারণ করিয়াছিলেন মাত্র, যথার্থ বন্ধু ছিলেন না ; তাই আমাকে এতকাল বন্ধুভাভাব দেখাইয়া প্রতারিত করিতেন, এবং এখন আমার 'দেববিস্মাপনং' – যে তেজ দেবগণেরও বিস্ময় উৎপাদক, আমার সেই তেজ অপহৃতং'—গোপনে চুরি করিয়াছেন। এই কথা বলার পরে অভিমান দূর হইয়া আবার

প্রেম অর্জ্জুনের মনে প্রবল হইল ; তখন অর্জ্জুন বলিলেন 'উকথেন রহিতঃ'—'উকথেন' = প্রাণেন + 'রহিতঃ = হীন, যে দেহ প্রাণহীন তাহাকে 'মৃতকঃ = প্রোচ্যতে'—মৃতদেহ বলে, '[তথা এব অধুনা অহং মৃতঃ ইব]' = শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণ ছিলেন, তাঁহার অভাবে আমি এখন মৃতবৎ হইয়াছি। 'ক্ষণবিয়োগেন'—অল্পকালমাত্র বিরহে ; লোকঃ = সংসারের সকল বস্তু ।

ব্যাখ্যা—হে মহারাজ শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধারণ করিয়া আমাকে প্রবঞ্চনা করার জন্যই কেবল আমার সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন ; এবং আমার যে তেজে দেবগণও বিস্মিত হইতেন, তিনি সেই তেজকে হরণ করিয়াছেন। প্রেমের আতিশয্যে অভিমান করে এই কথা বলার পর, অভিমান দূর হইয়া প্রেম আবার অর্জ্জুনের মনে প্রবল হইল। তখন তিনি বলিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণ আমার জীবন স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার তিরোভাবে এখন আমি মৃতবৎ হইয়াছি। যাঁহার ক্ষণকাল মাত্র বিরহে সংসারের সকল বস্তুই আমার কাছে শ্রীহীন বোধ হইত, এখন তাঁহার চিরবিরহে আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। যে শ্রীকৃষ্ণ আমার কাছে এত প্রিয় ছিলেন, তিনি আমাকে সংসারে ফেলিয়া রাখিয়া তিরোহিত হইয়াছেন। [এই শেষোক্ত বাক্য 'তেনাহমদ্য মুষিতঃ ১৩ শ্লোক পর্য্যন্ত সকল শ্লোকেই থাকিবে]

যৎসংশ্রয়াদ্ দ্রুপদগেহমুপাগতানাং
রাজ্ঞাং স্বয়ংবরমুখে স্মরদুর্ম্মদানাম্।
তেজো হৃতং খলু ময়া নিহতশ্চ মৎস্যঃ
সজ্জীকৃতেন ধনুষাধিগতা চ কৃষ্ণা ॥৭

(৭) [অন্বয়]—যৎ সংশ্রয়াৎ দ্রুপদগেহং উপাগতানাং স্মরদুর্ম্মদানাং রাজ্ঞাং তেজঃ খলু হৃতং [তথা] স্বয়ম্বরমুখে ময়া সজ্জীকৃতেন ধনুষা মৎস্যঃ চ নিহতঃ কৃষ্ণা চ অধিগতা...তেনাহমদ্য মুষিতঃ ১৩ শ্লোক দেখ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'যৎ সংশ্রয়াৎ'—যাঁহাকে (যে শ্রীকৃষ্ণকে) সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করাতে অর্থাৎ তাঁহার বল দ্বারা (শ্রীধর)। 'দ্রুপদগেহং উপাগতানাং'—'উপাগত' (উপ = সমীপে + আগত) এই পদ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, দ্রৌপদীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া রাজগণ দ্রুপদ রাজার গৃহে আসিয়াছিলেন। 'স্মরদুর্ম্মদানাং'—স্মর = ভোগলালসা তদ্দ্বারা + দুঃ = দুঃসহ হইয়াছিল + মদ = মোহ; অর্থাৎ দ্রৌপদীকে লাভ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা যাঁহাদিগের, অতএব তাঁহারা লক্ষ্যভেদের জন্যও প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকাতে রাজগণের 'তেজঃ খলু হৃতং'—খলু = নিশ্চিতং—'হৃতং'—চোর যেমন অলক্ষিত ভাবে কোন বস্তু অপহরণ করে, শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতভাবে সেই রাজগণের তেজ খলু = নিশ্চয়ই, হরণ করিয়াছিলেন। 'স্বয়ম্বরমুখে'—স্বয়ম্বর + মুখ প্রসিদ্ধ স্বয়ম্বরে (সুতরাং সেখানে বহু রাজার সমাগম হইয়াছিল)। 'ময়া সজ্জীকৃতেন ধনুষা'—আমি ধনুতে জ্যা রোপন করিবামাত্র, অর্থাৎ অতি শীঘ্র নিহতঃ—নি = নিশ্চিতভাবে + হত অর্থাৎ আমার শর লক্ষ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। 'কৃষ্ণা ও অধিগতা'—দ্রৌপদী আমাদিগের অধি = অধিকারে গতা, অর্থাৎ লক্ষ্যভেদের পর শ্রীকৃষ্ণের শক্তিবলে রাজগণকে পরাজিত করিয়া দ্রৌপদীকে অধিকার করিয়াছিলাম।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণকে আমরা আশ্রয় করাতে তাঁহার শক্তিই দ্রুপদরাজগৃহে আগত এবং দ্রৌপদীকে লাভ করার জন্য ব্যাকুল রাজগণের তেজ হরণ করিয়াছিল। সেইজন্য তাঁহারা প্রবল চেষ্টা করিয়াও লক্ষ্যভেদ করিতে পারেন নাই; এবং শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাবে আমি ধনুতে জ্যা-রোপণ করা মাত্র মৎস্যভেদ করিয়াছিলাম; এবং লক্ষ্যভেদের পর সেই রাজগণ যখন আমাকে আক্রমন করে, তখন তাঁহার শক্তির সাহায্যেই আমি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দ্রৌপদীকে অধিকার করিয়াছিলাম।

যৎসন্নিধাবহমু-খাণ্ডবমগ্নয়েঽদা-
মিন্দ্রঞ্চ সামরগণং তরসা বিজিত্য।
লব্ধা সভা ময়কৃতাদ্ভুতশিল্পমায়া
দিগ্ভ্যো হরন্ নৃপতয়ো বলিমধ্বরে তে ॥৮

(৮) [অন্বয়] যৎ সন্নিধৌ সন্ অহং তরসা সামরগণং ইন্দ্রং চ বিজিত্য খাণ্ডবং অগ্নয়ে অদাম্ [তস্মাৎ] ময়কৃতা অদ্ভুতশিল্পমায়া সভা লব্ধা [যৎ-প্রভাবাৎ] তে অধ্বরে নৃপতয়ঃ বলিং অহরন্... "তেনাহমদ্য মুষিতং"।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'যৎ-সন্নিধৌ' যৎ = যস্মিন+সং+নি+ধা = স্থাপন করা, যাঁহাতে সম্যক্‌ভাবে আমার চিত্ত স্থাপন করাতে, অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ; উ = বিস্ময়সূচক অব্যয় ; 'তরসা'—বল দ্বারা ; 'সামরগণ'—দেবসেনাগণের সহিত ; 'খাণ্ডবং' — ইন্দ্রের বনকে ; 'বিজিত্য'—বি = সম্পূর্ণরূপে + জিত্য = পরাস্ত করিয়া ; 'ময়কৃতা'—ময়দানব দ্বারা রচিতা 'অদ্ভুতশিল্পমায়া'— অদ্ভুতা = যাহা কখন হয় নাই, অর্থাৎ কেহ কখন দেখে নাই এইরূপ+ শিল্পমায়া = শিল্পরূপা মায়া যস্মিন্, ময়দানব নিজের মায়া বিদ্যাবলে ঐ সভায় যে শিল্প = কারুকার্য্য করিয়াছিল, সেইরূপ শিল্প পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। '[যৎ-প্রভাবাৎ]'—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি আমাদিগের সহায় ছিল বলিয়াই ; 'তে অধ্বরে'—আপনার রাজসূয় যজ্ঞে ; 'নৃপতয়ঃ বলিং অহরন্'—অপর অপর রাজারা উপহার পাঠাইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের উপর পূর্ণ নির্ভর করাতেই আমি অতি বিস্ময়কর ভাবে দেবসেনাগণের সহিত ইন্দ্রকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া খাণ্ডব নামক অরণ্য অগ্নিকে দান করিয়াছিলাম ; এবং তখন ময়দানবকে রক্ষা করাতে ময় আপনার রাজসূয় যজ্ঞের জন্য সভা নির্ম্মাণ করার সময় তাহাতে মায়াবিদ্যাবলে যে সকল শিল্পকার্য্য

করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের সহায় ছিলেন বলিয়াই অপর অপর রাজারা আপনার রাজসূয় যজ্ঞে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যত্তেজসা নৃপশিরোঽঙ্ঘ্রি মহন্মখার্থ-
মার্য্যোঽনুজস্তব গজাযুতসত্ত্ববীর্য্যঃ।
তেনাহৃতাঃ প্রমথনাথামথায় ভূপাঃ
যন্মোচিতাস্তদনয়ন্ বলিমধ্বরে তে ॥৯

(৯) [অন্বয়] যত্তেজসা এব গজাযুতসত্ত্ববীর্য্যঃ আর্য্যঃ অনুজঃ [ভীমসেনঃ] [তব] যথার্থং নৃপশিরোঙ্ঘ্রিং [জরাসন্ধং] অহন্; যৎ (= যথার্থ হননাৎ) তেন প্রমথনাথমখায় আহৃতাঃ ভূপাঃ মোচিতাঃ তৎ (= তস্মাৎ) তে (= তব) অধ্বরে বলিং অনয়ন্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'গজাযুতসত্ত্ববীর্য্যঃ'—গজানাং অযুতঃ তেষাং সত্ত্বং (= উৎসাহ শক্তি) বীর্য্যাঃ (= বল) যস্য, যে ভীমসেনের মনে অযুত হস্তীর উৎসাহ (সুতরাং নির্ভীক চিত্ত) এবং দেহে অযুত হস্তীর বল ছিল; 'নৃপশিরোঙ্ঘ্রিং—নৃপানাং শিরসি অঙ্ঘ্রিঃ যস্য, যে জরাসন্ধ অপর রাজগণের মস্তকে পদাঘাত করিত। 'আর্য্যঃ' = পূজনীয়; [তত্র] যথার্থং—জরাসন্ধ আপনার রাজসূয় যজ্ঞে বাধা দিয়াছিল, অতএব সেই যজ্ঞ সম্পাদনার্থ ভীমসেন জরাসন্ধকে 'অহন্' = বধ করিয়াছিলেন। 'যৎ' = যস্মাৎ হননাৎ, জরাসন্ধকে বধ করাতে 'প্রমথনাথ মখায়'—মহাভৈরবের যজ্ঞের জন্য জরাসন্ধ কর্ত্তৃক 'আহৃতাঃ' = আনীতাঃ রাজগণ কারামুক্ত হইয়াছিলেন; 'তৎ'—সেই মোচন জন্য।

ব্যাখ্যা—যে জরাসন্ধ বীরদর্পে অপর অপর রাজাগণের মস্তকে পদাঘাত করিত (অর্থাৎ অপমানিত করিত) সে যখন আপনার রাজসূয় যজ্ঞে বাধা দেয়, তখন আপনার অনুজ ভ্রাতা পূজনীয় ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই মনে অযুতহস্তীর উৎসাহ এবং দেহে

অযুত হস্তীর বল লাভ করিয়া (অর্থাৎ নির্ভীক চিত্তে এবং প্রচণ্ড প্রতাপে) জরাসন্ধকে বধ করাতে আপনার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল। জরাসন্ধ মহাভৈরবের নিকট যজ্ঞের জন্য যে ভূপতিগণকে আনয়ন করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিল, তাঁহারা জরাসন্ধ বধের পর কারামুক্ত হওয়াতে আপনার যজ্ঞে উপহার প্রদান করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

পত্ন্যাস্তবাধিমখক্লৃপ্তমহাভিষেক-
শ্লাঘিষ্ঠচারু কবরং কিতবৈঃ সভায়াম্।
স্পৃষ্টং বিকীর্য্য পদয়োঃ পতিতাশ্রুমুখ্যা
যস্ত‍‍‍ৎস্ত্রিয়োঽকৃত হতেশবিমুক্তকেশাঃ ॥১০

(১০) **অন্বয়**—[যস্য] পদয়োঃ পতিতাশ্রুমুখ্যাঃ তব পত্ন্যাঃ অধিমখক্লৃপ্তমহাভিষেকশ্লাঘিষ্ঠচারুকবরং বিকীর্য্য যৈঃ কিতবৈঃ স্পৃষ্টং [তৎস্ত্রিয়ঃ] যঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] হতেশবিমুক্তকেশাঃ অকৃত...[তেনাহমত্র মূষিতঃ]

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—এই শ্লোকে প্রধান বাক্য 'তব পত্ন্যাঃ কবরং বিকীর্য্য শ্লাঘিষ্ঠ [তৎস্ত্রিয়ঃ] যঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] হতেশ-বিমুক্তকেশাঃ অকৃত...[তেনাহমত্রমূষিতঃ]'—আপনার পত্নীর কবরী উন্মুক্ত করিয়া যাহারা আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাদিগের স্ত্রীগণকে যে শ্রীকৃষ্ণ বিধবা করিয়া নির্ম্মুক্তকেশ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তিরোহিত হইয়াছেন। তব পত্ন্যাঃ = আপনার মহিষী দ্রৌপদীর; 'কবরং' খোপা 'বিকীর্য্য'—উন্মোচন করিয়া কেশ সকল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত ('এলোমেলো)' করিয়া; 'যৈঃ কিতবৈঃ স্পৃষ্টং'—যে 'কিতব' = প্রবঞ্চকগণ দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছিল। কপট পাশ ক্রীড়ায় তাহারা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অপহরণ করাতে 'কিতব' পদের ব্যবহার হইয়াছে। '[তৎস্ত্রিয়ঃ' = তেষাং স্ত্রিয়া তাহাদিগের স্ত্রীগণকে; 'হতেশবিমুক্তকেশাঃ'—হতেশ' = বিধবা, হত হইয়াছে ঈশ = স্বামী

যাহাদের অতএব 'বিমুক্তকেশাঃ'—বিধবার কবরী বন্ধন নিষেধ আছে। 'পদয়োঃ পতিতাশ্রুমুখ্যাঃ'—'পত্ন্যাঃ' পদের বিশেষণ, দ্রৌপদী যখন রোদন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের পদে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই অবস্থায়। 'অধিমখক্লপ্তং—যে কবরং যুধিষ্ঠিরের 'মখ' = রাজসূয় যজ্ঞকে 'অধি' = অধিকৃত্য অর্থাৎ যজ্ঞ উপলক্ষে 'ক্লপ্ত' = রচিত হইয়াছিল + মহাভিষেক শ্লাঘিষ্ঠ = দ্রৌপদী আপনার সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াতে যজ্ঞের বারি ঐ কবরে সিঞ্চিত হওয়াতে গৌরবের বস্তু হইয়া ছিল। 'চারু' = দেখিতে সুন্দর ছিল, সেই কবরকে যাহারা 'বিকীর্য্য' = উন্মোচনকরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা—দ্রৌপদী যখন বিপন্ন অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া রোদন করিয়াছিলেন, সেই সময়ের তাঁহার সেই মুক্ত কবর আপনার রাজসূয় যজ্ঞের সময় রচিত হইয়াছিল ; এবং তিনি আপনার সহিত একত্র অভিষিক্তা হওয়াতে যজ্ঞের শান্তিবারি যে কবরে পড়াতে তাহা গৌরবের বস্তু ছিল,সেই চারু কবরকে যে কপটাচারিগণ উন্মুক্ত করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল, যে শ্রীকৃষ্ণ সেই কপটগণের স্ত্রীদিগকে বিধবা করিয়া তাহাদিগের কবরও উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

যো নো জুগোপ বনমেত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাদ-
দুর্ব্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্ যঃ।
শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং
তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসঙ্ঘঃ ॥১১

(১১) [অন্বয়] যঃ বনে এত্য শাকান্নশিষ্টং উপযুজ্য, যঃ [দুর্ব্বাসা] অযুতাগ্রভুক্ [তস্ম] অরিরচিতাৎ দুরন্তকৃচ্ছ্রাৎ নঃ জুগোপ, যতঃ [উপযোগাৎ] সলিলে বিনিমগ্নসঙ্ঘং [সঃ] ত্রিলোকীং তৃপ্তাং অমংস্ত···তেনাহমদ্য মুষিতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বনে এত্য,—যাঁহার এতই স্নেহ

ছিল যে, দ্রৌপদী চিন্তাকুল হওয়াতে তিনি রাজসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং বনে আগমন করিয়াছিলেন। এত্য=আসিয়া, ই ধাতু=গমন করা; শাকান্নশিষ্টং-যে শাকমিশ্রিত অন্ন শিষ্ট= ভোজনপাত্রে সংলগ্ন ছিল, তাহাকে 'উপযুজ্য'-ভোজন করিয়া; 'অযুতাগ্রভুক'—অযুত শিষ্যের অগ্র=দলপতি ভাবে তাহাদিগের সহিত একত্র ভোজন করেন। এই পদ প্রকাশ করে যে দুর্ব্বাসা বহু শিষ্য লইয়া ভোজনের জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়াছিলেন। '[তস্মা] দুরন্তকৃচ্ছ্রাৎ'—সেই দুর্ব্বাসার 'দুরন্ত'—অতি দারুণ (যাহার অন্ত দুর্লভ) 'কৃচ্ছ্রাৎ'-শাপ হইতে 'নঃ'—অস্মান্ আমাদিগকে 'জুগোপ'—রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ কৃচ্ছ্রটী 'অরিবিরচিতাৎ—অরিণা —দুর্য্যোধন দ্বারা+বি=অতি সাবধানে+রচিত=ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 'বি' পদটী প্রয়োগের গূঢ় অভিপ্রায় আছে। দ্রৌপদীর নিজের আহারের পূর্ব্বে যতই অতিথি আসুন না কেন, তিনি নিজের অলৌকিক শক্তিবলে খাওয়াইতে পারিতেন। সেই জন্য দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্র যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলে দ্রৌপদীর আহার হইবে না, অতএব দ্রৌপদীর আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে যেন সশিষ্য দুর্ব্বাসা যুধিষ্ঠিরের নিকট আহারার্থ উপস্থিত হন; অতএব 'বি' পদটী দুর্য্যোধনের এই কূট অভিপ্রায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। যতঃ [উপযোগাৎ]—শ্রীকৃষ্ণের যে ভোজন হইতে; 'বিনিমগ্নসঙ্ঘঃ'—'সঙ্ঘ'=শিষ্যগণের সহিত স্নানার্থ জলে নিমজ্জিত; 'ত্রিলোকায় তৃপ্তায়'—শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতে এবং তাঁহার ইচ্ছায় যে তৃপ্তি ত্রিলোকবাসী সকলেই অনুভব করিয়াছিল, সুতরাং দুর্ব্বাসা এবং তাঁহার শিষ্যগণ ত তৃপ্তি বোধ করিবেনই। সমংস্ত=বোধ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—সশিষ্য দুর্ব্বাসা ভোজনার্থ যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করাতে তাঁহাদিগকে কিরূপে ভোজন করাইবেন এই চিন্তায় আকুল হইয়া দ্রৌপদী যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন, তখন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং

বনে আগমন করেন, এবং ভোজনপাত্রে সংলগ্ন শাকান্নের কনামাত্র ভোজন করিয়া নিজে তৃপ্তিবোধ করাতে ত্রিলোকবাসী সর্ব্ব জীব এবং সেই সঙ্গে স্নানার্থ জলে নিমজ্জিত সশিষ্য দুর্ব্বাসাও তৃপ্তি বোধ করেন। এই কার্য্য দ্বারা আমরা অরিবিরচিত দুর্ব্বাসার ঘোর শাপ হইতে রক্ষা পাই, সেই শ্রীকৃষ্ণ এখন তিরোহিত হইয়াছেন।

যত্তেজসাথ ভগবান্ যুধি শূলপাণি-
র্বিস্মাপিতঃ সগিরিজোঽস্ত্রমদান্নিজং মে।
অন্যেঽপি চাহমমুনৈব কলেবরেণ
প্রাপ্তো মহেন্দ্রভবনে মহদাসনার্দ্ধম্॥১২
তত্রৈব মে বিহরতো ভুজদণ্ডযুগ্মং
গাণ্ডীবলক্ষণমরাতিবধায় দেবাঃ।
সেন্দ্রাঃ শ্রিতা যদনুভাবিতমাজমীঢ়
তেনাহমদ্য মুষিতঃ পুরুষেণ ভূম্না॥১৩

(১২-১৩) [অন্বয়] যত্তেজসা সগিরিজঃ শূলপাণিঃ যুধি বিস্মাপিতঃ [সন্] মে (মহ্যং) নিজং অস্ত্রং দদাৎ [তথা] অন্যে অপি [লোকপালাঃ নিজাস্ত্রাণি দদুঃ] অহং অমুনা এব কলেবরেণ মহেন্দ্র ভবনে মহদাসনার্দ্ধং প্রাপ্তঃ। তত্র এব বিহরতঃ মে যদনুভাবিতং গাণ্ডীবলক্ষণং ভুজদণ্ডযুগং সেন্দ্রাঃ [দেবাঃ] শ্রিতাঃ হে আজমীঢ়! অহং অদ্য তেন ভূম্না পুরুষেণ মুষিতঃ অস্মি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সগিরিজঃ'—গিরিজা = পার্ব্বতীর সহিত; 'শূলপাণিঃ'—মহাদেব; 'বিস্মাপিতঃ'—বিস্ময়ং প্রাপিত (মান) 'নিজং অস্ত্রং'—পাশুপতাস্ত্র; অমুনা এব কলেবরেণ'—এই নরদেহ লইয়াই স্বর্গে গমন করিয়া 'মহেন্দ্রভবনে'—ইন্দ্রালয়ে 'মহদাসনার্দ্ধং' —মহতঃ = ইন্দ্রস্য আসনার্দ্ধং (বিশ্বনাথ)। দেবসভায় এই নরদেহ লইয়া ইন্দ্রের সহিত এক সিংহাসনে বসিয়াছিলাম। 'গাণ্ডীবলক্ষণং ভুজদণ্ডযুগলং'—গাণ্ডীব হইয়াছে 'লক্ষণ' = চিহ্ন যাহার অর্থাৎ যে

ভুজদণ্ডযুগ্ম গাণ্ডীব ধনু ধারণ করে। 'যদনুভাবিতঃ'—যৎ—যেন, যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা+অনুভাবিতং—প্রভাবযুক্তং কৃতং অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অনু= প্রচ্ছন্ন ভাবে নিজের ভাব=সত্ত্বাকে আমার ভুজদণ্ডযুগে অবস্থাপিত করাতে আমার বাহুদ্বয় প্রভাবযুক্ত হইয়াছিল; এবং গাণ্ডীব ধারণ করিতেও সক্ষম হইয়াছিল। 'সেন্দ্রাঃ [দেবাঃ] শ্রিতাঃ'—ইন্দ্রের সহিত অপর দেবগণ অরাতিবধের জন্য আমার বাহুকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের তেজঃ প্রভাবেই আমি মহাদেবকে বিস্মিত করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করি; তাঁহার কৃপাতেই আমি নরদেহ লইয়াই স্বর্গে গমন করিয়া দেবসভায় ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবেশন করি; এবং শ্রীকৃষ্ণই আমার বাহুদ্বয়ে শক্তি সঞ্চার করাতে ইন্দ্র এবং অপর দেবগণও আমার বাহুদ্বয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 'ভূম্না'—বহু শব্দ হইতে 'ভু'+মন্, যিনি সর্ব্বব্যাপী ও অশেষ প্রতাপ-বান্ তাঁহার দ্বারা 'মুষিতঃ'—বঞ্চিত। কারণ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে না জানাইয়া তিরোহিত হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা—উপরে দেওয়া হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

যদ্বান্ধবঃ কুরুবলাব্ধিমনন্তপার
মেকো রথেন ততরেঽহমতীর্য্যসত্ত্বম্।
প্রত্যাহৃতং পুরু ধনঞ্চ ময়া পরেষাং
তেজস্পদং মণিময়ঞ্চ হৃতং শিরোভ্যঃ॥১৪

(১৪) [অন্বয়] যদ্বান্ধবং একং [এব] রথেন অনন্তপারং অতীর্য্যসত্ত্বং কুরুবলাব্ধিং ততরে; পুরুধনং চ [ময়া] প্রত্যাহৃতং পরেষাং শিরোভ্যঃ তেজস্পদং মণিময়ং চ [ধনং] হৃতং।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'যদ্বান্ধবং'—যে শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুতার প্রভাবে; 'একং [এব]'—অসহায় অবস্থাতেও, অর্থাৎ কোন সৈন্য তখন আমার সহিত ছিল না; বিরাটতনয় উত্তরও তখন ভয়ে অবসন্ন ছিলেন,এবং আমি এককই উত্তরগোগৃহে কুরুসৈন্যগণের নিকট হইতে

বিরাটরাজের 'পুরুধনং'—বহুমূল্য পশুসকল উদ্ধার করিয়াছিলাম। 'অনন্তপারং'—বিশাল, যাহার 'পারের' = সীমার অন্ত=শেষ ছিল না; যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই কুরুসৈন্য ছিল। 'অতীর্য্যসত্ত্ব'—অতীর্য্য = অনতিক্রমনীয় ছিল 'সত্ত্বাদি'=ভীষ্মাদি সেনানায়ক গণের শক্তি যাহাতে এরূপ 'কুরুবলাব্ধি'—কুরুসৈন্যসাগর; 'ততরে'=অতিক্রম করিয়াছিলাম; 'প্রত্যাহৃতং'—'প্রতি' + আহৃতং যাহা (যে পশুসকল) কৌরবগণ অপহরণ করিয়াছিল তাহা কাড়িয়া আনিয়াছিলাম। 'পরেষাং'—শিরোভ্যঃ'—শত্রুগণকে মোহনাস্ত্র দ্বারা মুগ্ধ করিয়া তাহা-দিগের মস্তক হইতে; 'তেজস্পদং' – 'তেজ' অর্থাৎ প্রভাবের আস্পদ উষ্ণীষসকল (শ্রীধর); 'মণিময়ং'—মুকুটরত্নরূপ (শ্রীধর) [ধনং]—বহু-ধন 'হৃতং'—সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উত্তরা খেলার জন্য বস্ত্র চাহিয়া-ছিলেন; সেইজন্য অর্জ্জুন উষ্ণীষসকল ও রত্নসকল সংগ্রহ করেন।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুতা করাতেই আমি এককই উত্তরগোগৃহে সাগরের ন্যায় বিশাল এবং দুস্তীর্য্য কুরুসৈন্যগণকে পরাজয় করিয়া-ছিলাম; এবং তাহারা বিরাটরাজের যে মূল্যবান পশুসকল অপহরণ করিয়াছিল, তাহাদিগকেও উদ্ধার করিয়া সেই বীরগণের মস্তক হইতে মণিখচিত মুকুট ও উষ্ণীষসকল গ্রহণ করিয়াছিলাম।

যো ভীষ্মকর্ণগুরুশল্যচমুষ্বদভ্র-
রাজন্যবর্য্যরথমণ্ডলমণ্ডিতাসু।
অগ্রেচরো মম বিভো রথযূথপানা-
মায়ুর্মনাংসি চ দৃশা সহ ওজ আচ্ছ্ৎ ॥১৫

(১৫) অদভ্ররাজন্যবর্য্যারথমণ্ডলমণ্ডিতাসু ভীষ্ম-কর্ণ-গুরু-শল্য চমুষু যঃ [কৃষ্ণঃ] মম অগ্রেচরঃ [সন্] রথযূথপানাং আয়ুঃ মনাংসি সহঃ ওজঃ দৃশা আচ্ছ্ৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—এই শ্লোকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা বলিতেছেন। অদভ্র = অনল্প অর্থাৎ বহু 'রাজন্যবর্য্য'= রাজগণের

মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ হওয়াতে 'বর্য্য' = অর্থাৎ পূজ্য (আদরণীয় বৃ = বরণ সমাদর করা) তাঁহাদিগের 'রথমণ্ডল' = রথসমূহ তদ্দ্বারা মণ্ডিত = শোভিত অর্থাৎ যে ভীষ্মাদির 'চমূ' অর্থাৎ যে সৈন্য শ্রেণীতে অনেক বড় বড় রাজগণের রথ ছিল, ঐ চমূ সকলে শ্রীকৃষ্ণ 'মম অগ্রেচরঃ [সন্']—আমার সারথি হইয়া। 'দৃশা'—নিজের কাল দৃষ্টি দ্বারা, 'রথযূথপানাং'—রথিগণের 'যূথপ' = দলের পতি যাঁহারা ছিলেন, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রথিগণের আয়ুঃ এবং 'মনাংসি'—উৎসাহাদি শক্তি (শ্রীধর) 'সহ' = বল, 'ওজঃ' = শস্ত্রাদি-কৌশল (শ্রীধর) 'আচ্ছ্ৰ্ৎ' = হরণ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—কুরুক্ষেত্র সমরে ভীষ্মকর্ণাদির সৈন্যে অনেক প্রধান প্রধান রাজা রথী হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সারথিভাবে যখন আমার অগ্রে অবস্থান করিয়া রথচালনা করিতে-ছিলেন, তখন নিজের কালদৃষ্টি দ্বারা ঐ রথযূথপতিগণের আয়ুঃ, উৎসাহাদি শক্তি, বল এবং শস্ত্রাদি কৌশল হরণ করিয়াছিলেন।

যদ্দোঃষু মা প্রণিহিতং গুরুভীষ্মকর্ণ-
নপ্তৃত্রিগর্ত্তশলসৈন্ধববাহ্লিকাদ্যৈঃ
অস্ত্রাণ্যমোঘমহিমানি নিরূপিতানি
নোপস্পৃশুর্নৃহরিদাসমিবাসুরাণি॥১৬

(১৬) [অন্বয়] নৃহরিদাসং [প্রহ্লাদং] ইব যদ্দোঃষু প্রণিহিতং মাং গুরুভীষ্মকর্ণ-নপ্তৃ-ত্রিগর্ত্ত-শলসৈন্ধব-বাহ্লিকাদ্যৈঃ নিরূপিতানি অমোঘমহিমানি অস্ত্রাণি ন উপস্পৃশুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—নৃহরিদাসং [প্রহ্লাদং] ইব—নৃহরি = নৃংসিংহ তাঁহার 'দাস' = ভক্ত প্রহ্লাদকে তিনি যখন নিজের বাহু দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন তখন অসুরগণের অস্ত্র সকল যেমন প্রহ্লাদকে বধ করিতে পারে নাই, সেইরূপ 'যদ্দোঃষু' = যে শ্রীকৃষ্ণের 'দোঃ' = বাহু তাহাতে 'প্রণিহিতং'—প্র = প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ নিরাপদে

+নি=নিঃশঙ্কভাবে, অথবা নিশ্চিন্তভাবে (অর্থাৎ তিনি কখনও আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই)+ধা=স্থাপিত ('হিত'=ধা ধাতু+ +ক্ত) আমাকে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাহুদ্বয় দ্বারা অলক্ষিত ভাবে আমাকে নিজের ক্রোড়ে রাখাতে। 'গুরু'=দ্রোণ, 'নপ্তু'= ভূরিশ্রবা, 'ত্রিগর্ত্ত'—ত্রিগর্ত্ত দেশের অধিপতি সুশর্ম্মা, 'শল'-শল্য, 'সৈন্ধব'-সিন্ধু দেশের অধিপতি জয়দ্রথ, 'বাহ্লীক'—ভীষ্মের পিতা শান্তনুর ভ্রাতা। 'নিরূপিতানি'—যে অস্ত্র সকলের রূপ সংহারক শক্তি নিশ্চিদ্ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল, এবং 'অমোঘমহিমানি'—যে অস্ত্র সকলের মহিমা=শক্তি অমোঘ অর্থাৎ অব্যর্থ ছিল, তথাপি ঐ অস্ত্র সকল আমাকে 'ন উপস্পৃশৎ'—উপ=সমীপে অর্থাৎ মর্ম্ম-স্থানে স্পর্শ করে নাই, সামান্য আঘাত মাত্র করিয়াছিল। অর্থাৎ আমার জীবনের বা রণসামর্থ্যের কোন অনিষ্ট হয় নাই।

ব্যাখ্যা—নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে নিজের কোলে রক্ষা করাতে অসুরগণের অস্ত্র যেরূপ প্রহ্লাদের অনিষ্ট করিতে পারে নাই, শ্রীকৃষ্ণও আমাকে অলক্ষিতভাবে নিজের ক্রোড়ে রাখাতে দ্রোণ ভীষ্মাদি পূর্ণ শক্তি প্রকাশ করিয়াও আমার উপরে যে সকল অব্যর্থ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্র সকল আমার দেহের কোন মর্ম্মস্থানে আঘাত করা দূরে থাকুক স্পর্শও করিতে পারে নাই।

সৌত্যে বৃতঃ কুমতিনাত্মদ ঈশ্বরো মে
যৎপাদপদ্মমভবায় ভজন্তি ভব্যাঃ।
মাং শ্রান্তবাহমরয়ো রথিনো ভুবিষ্ঠং
ন প্রাহরন্ যদনুভাবনিরস্তচিত্তাঃ ॥১৭

(১৭) [অন্বয়] যদনুভাবনিরস্তচিত্তাঃ [সন্তঃ] অরয়ঃ শ্রান্তবাহং রথিনং মাং ভুবিষ্ঠং [অপি দৃষ্ট্বা] ন প্রাহরন্, ভব্যাঃ যৎপাদ-পদ্মং অভবায় ভজন্তি সঃ আত্মদঃ ঈশ্বরঃ কুমতিনা মে (=ময়া) সৌত্যে বৃতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—যদনুভাবনিরস্তচিত্তাঃ—'যৎ' = যে শ্রীকৃষ্ণের + 'অনুভাব' = অলক্ষ্যশক্তি দ্বারা + 'নিরস্ত' = আমার প্রতি অস্ত্রাঘাত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে চিত্ত যাহাদিগের। শ্রীকৃষ্ণই নিজের অলক্ষ্য শক্তি দ্বারা আমার অরিগণের চিত্তে আমার প্রতি অস্ত্রাঘাত প্রবৃত্তি রোধ করাতে। 'শ্রান্তবাহং রথিনং মাং ভূবিষ্ঠং'—আমার রথের অশ্বগণ শ্রান্ত হওয়াতে আমি রথ হইতে অবতরণ করিয়া ভূমিতে (ভূবিষ্ঠং—ভূবি = মাটিতে + স্থা = থাকা) ছিলাম, অতএব আমাকে আঘাত করিতে বিশেষ সুবিধা ছিল, তথাপি অরিগণ যে আমাকে 'ন প্রাহরন্' অস্ত্রাঘাত করে নাই, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের অলক্ষ্য শক্তিরই কার্য্য। 'ভব্যাঃ' = মহাত্মগণও 'অভবায়'—মোক্ষ লাভের জন্য ; 'আত্মদঃ'—যিনি এতই ভক্তবৎসল যে অন্য বস্তু ত তুচ্ছ, তিনি আপনাকেই দান করেন। 'কুমতিনা'—মন্দবুদ্ধি বশতঃ ; 'সৌত্যে'—সারথি কার্য্যে ; 'বৃতঃ'—নিয়োজিত। বিশ্বনাথ বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া অর্জ্জুনের চিত্তে সখ্য ভাবের অপলাপ হইয়া দাস্য ভাবের উদয় হওয়াতে এই অনুতাপ হইল।

ব্যাখ্যা—জয়দ্রথ বধের সময় যখন আমার অশ্বগণ শ্রান্ত হওয়াতে আমি রথ হইতে নামিয়া ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্বগণকে জলপান করাইতেছিলাম, তখন আমাকে প্রহার করার উত্তম সুযোগ ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই নিজের অলক্ষ্য শক্তি দ্বারা অরিগণের চিত্তে অস্ত্রাঘাত-প্রবৃত্তি রোধ করাতে তাহারা আমার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করে নাই। অহো আমি কি মন্দমতি যে, যিনি ভক্তকে আত্মদান করেন, মহাত্মগণও মোক্ষলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন, আমি তাঁহাকে সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম।

নর্ম্মাণ্যুদাররুচিরস্মিতশোভিতানি
হে পার্থ হেঽর্জ্জুন সখে কুরুনন্দনেতি।
সঞ্জল্পিতানি নরদেব হৃদিস্পৃশানি
স্মর্ত্তুর্লুঠন্তি হৃদয়ং মম মাধবস্য ॥১৮

(১৮) [অন্বয়] হে নরদেব মাধবস্য উদার-রুচির-স্মিত-শোভিতানি নর্ম্মাণি [তয়া] হৃদি স্পৃশানি 'হে পার্থ, হে অর্জ্জুন, হে সখে, হে, 'কুরুনন্দন' ইতি সংজল্পিতানি স্মর্ত্তুঃ মে হৃদয়ং লুটন্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'উদার' = যাহা দ্বারা মন উন্নত হয় (উৎ+আ+ঋ = গমন করা); 'রুচির'—যাহার প্রভা দ্বারা চিত্তের বিকাশ হয় ('রুচ' = দীপ্তি পাওয়া); 'নর্ম্ম' = পরিহাস বাক্য এবং 'হৃদিস্পৃশানি সংজল্পিতানি' = প্রাণস্পর্শী অর্থাৎ উৎসাহপূর্ণ 'সংজল্পিত' = গম্ভীর বাক্য (সং = সম্যক্ অর্থাৎ গম্ভীরভাবে + 'জল্পিত' = কথিত বাক্য)। সেই বাক্য সকল কি? তাই বলিতেছেন—'পার্থ' = তুমি পিতৃষ্বসা কুন্তীর পুত্র, অতএব স্নেহের বস্তু; 'অর্জ্জুন' —এই পদে শ্বেততুলসী বুঝায়, অর্জ্জুন উত্তরার কাছে তৃতীয় পাণ্ডবের পরিচয় দেওয়ার সময় বলেন যে, সর্ব্বদা নির্ম্মল কার্য্য করাতে তাঁহার নাম 'অর্জ্জুন' হইয়াছে; 'সখে'-আমার মিত্র; 'কুরুনন্দন'—কুরুকুলের আনন্দবর্দ্ধক; 'লুটন্তি'—অধীর হয়।

ব্যাখ্যা—হে নরদেব, শ্রীকৃষ্ণ যখন পরিহাস করিতেন, তখন তাঁহার মুখে মধুর হাস্য দেখিয়া আমার চিত্তপ্রসাদ হইত, এবং যখন তিনি সাগ্রহে বাক্যালাপ করিতেন, তখন 'পার্থ' নামে আমাকে আহ্বান করিয়া নিজের স্নেহ স্মরণ করাইতেন, অর্জ্জুন নামে আমাকে ডাকিয়া আমাকে নির্ম্মল কার্য্য করিতে উৎসাহিত করিতেন, 'সখে' এই আহ্বান দ্বারা নিজের সখ্যতা স্মরণ করাইতেন; এবং 'কুরুনন্দন' শব্দে আহ্বান করিয়া আমাকে কুরুকুলের আনন্দবর্দ্ধক কার্য্য করিতে উৎসাহিত করিতেন। ঐ সকল বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহার বিরহে আমার চিত্ত অধীর হইতেছে।

শয্যাসনাটনবিকত্থনভোজনাদি-
ষ্বৈক্যাদ্বয়স্য ঋতবানিতি বিপ্রলব্ধঃ।
সখ্যুঃ সখেব পিতৃবৎ তনয়স্য সর্ব্বং
সেহে মহান্ মহিতয়া কুমতেরঘং মে॥১৯

(১৯) [অন্বয়] শয্যা-আসন-অটন-বিকত্থন-ভোজনাদিষু ঐক্যাৎ অদ্বয়স্থ মম [ত্বং] ঋতবান্ ইতি বিপ্রলব্ধঃ সঃ [মহান্] সখ্যুঃ অঘং ইব পিতৃবৎ তনয়স্ত [অঘং ইব] কুমতেঃ মে সর্ব্বং অঘং মহিতয়া সেহে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—বিকত্থন = আত্মশ্লাঘা (বি = বিশেষরূপে নিজেকে বড় করিয়া + কথন = বলা); 'ঐক্যাৎ অদ্বয়স্থ'—তাঁহার সহিত একত্র শয়নাদি করাতে নিজেকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বোধ করিতাম না এরূপ যে আমি, সেই আমার; 'ঋতবান্'—সত্যবাদী ; 'বিপ্রলব্ধ'—তিরস্কার।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, এবং ভোজন করাতে আমি নিজেকে তাঁহা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিতাম না ; অতএব 'বিকত্থন' = আত্মশ্লাঘা বশতঃ আমি যখন বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে বলিতাম 'হ্যাঁ সখে তুমি বড় সত্যবাদী' তখন এইভাবে তিরস্কৃত হইয়াও, বন্ধু যেমন অপর বন্ধুর অপরাধ ক্ষমা করেন, পিতা যেরূপ পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাহাত্ম্য বশতঃ কুমতি আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন।

সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন
সখ্যা প্রিয়েন সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ।
অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্
গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোঽস্মি ॥২০

(২০) [অন্বয়] হে নৃপতে। তেন পুরুষোত্তমেন সুহৃদা প্রিয়েন সখ্যা রহিতং অহং হৃদয়েন শূন্যঃ [ইব] [বর্ত্তে] হে অঙ্গ উরুক্রম-পরিগ্রহং রক্ষন্ অহং অসদ্ভিঃ সোঽহং বিনির্জ্জিতঃ অস্মি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'উরুক্রমপরিগ্রহং'—'উরুক্রম' = যাঁহার 'ক্রম'-গতি + উরু = বিশাল, অর্থাৎ যাঁহার শক্তি সর্ব্বব্যাপী তাঁহার 'পরিগ্রহং' = পত্নীগণকে রক্ষা করিতে চেষ্টার সময় 'অসদ্ভিঃ'

= দুরাচারঃ ; 'বিনির্জিত'—সম্পূর্ণরূপে পরাজিত, এই পরাজয় 'উরুক্রমের' লীলা।

ব্যাখ্যা—হে রাজন্, যে শ্রীকৃষ্ণ আমার অতি প্রিয় বন্ধু এবং 'সুহৃদ' অর্থাৎ নিষ্কামহিতৈষী ছিলেন তিনি পরম পুরুষ ; এখন তাঁহা দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া আমার হৃদয় শূন্য বোধ হইতেছে। দুরাচার গোপগণ আমাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া তাঁহার পত্নীগণকে হরণ করিয়াছে, তিনি 'উরুক্রম' অর্থাৎ তাঁহার শক্তিই সর্ব্বত্র কার্য্যকারী অতএব আমার পরাজয় এবং আপন পত্নীহরণ তাঁহারই লীলা। [অষ্টাবক্র মুনির বিকলাঙ্গ দেখিয়া উপহাস করাতে তাঁহার শাপে কৃষ্ণপত্নীগণ দস্যুহস্তগতা হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণই দস্যুরূপ ধরিয়া তাঁহাদিগকে হরণ করেন]।

তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে
সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি।
সর্ব্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্ হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমুষ্যাম্।২১

(২১) [অন্বয়] তৎ বৈ ধনুঃ [আস্তে] তে ইষবঃ সঃ রথঃ সঃ অহং থঃ রথী [অস্মি] যতঃ নৃপতয়ঃ আনমন্তি [কিন্তু] ঈশ-রিক্তং তৎ সর্ব্বং ক্ষণেন ভস্মনি হুতং, কূত্রকরাদ্ধং ধনং, উষ্যাং উপ্তং [বীজং] ইব অসং অভূৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—তৎ বৈ ধনুঃ [আস্তে] = সেই 'বৈ' = প্রসিদ্ধ, গাণ্ডীব ধনু আমার আছে ; 'তে ইষবঃ'—সেই তীক্ষ্ণ শর সকলও আছে ; 'সঃ সঃ রথ সঃ অহং রথী' [অস্মি]—যে কপি-কেতন রথে আমি যুদ্ধ করিতাম সেই রথও আছে, এবং যোদ্ধা আমিও আছি। 'আনমন্তি'—আ = সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিত ; 'ঈশ রিক্তং'—ঈশেন = সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা 'রিক্তং' = শূন্যং ; 'ক্ষণেন' —মুহূর্ত্তমাত্রে অর্থাৎ একটুও বিলম্ব হয় নাই 'ভস্মনি হুতং'—অগ্নি

যখন নির্ব্বাপিত হইয়াছে, তখন ভস্মে আহুতি প্রদান যেরূপ নিরর্থক; 'কুহকরাদ্ধং'—কুহক = মায়াবী তাহা হইতে 'রাদ্ধ'—সৃষ্ট (রাধ = সম্পাদন করা) অর্থাৎ লব্ধ (শ্রীধর) অর্থাদি যেরূপ নিরর্থক, অর্থাৎ তাহা থাকে না। 'উপ্ত' = বপন করা হইয়াছে; 'অসৎ' = নিরর্থক; 'উষ্যাং'—লবণাক্তভূমিতে (উষ্ = দাহ করা) ক্ষার মৃত্তিকায়।

ব্যাখ্যা—আমার সেই প্রসিদ্ধ গাণ্ডীব ধনু আছে, তুনীরে শর সকলও আছে, এবং যে কপিধ্বজ রথে স্থিত ও রণসজ্জায় সজ্জিত আমাকে দেখিয়া রাজাগণ অবনত মস্তক হইতেন, সেই আমিও আছি; কিন্তু সেই সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের অভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে সবই নিরর্থক হইয়াছে। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ভস্মে আহুতি প্রদান যেরূপ নিরর্থক, কিম্বা যাদুবিদ্যায় লব্ধ ধন বা লবণময় জমীতে বীজবপন যেরূপ নিরর্থক, আমার ধনু প্রভৃতিও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।

রাজংস্ত্বয়ানুপৃষ্টানাং সুহৃদাং নঃ সুহৃৎপুরে।
বিপ্রশাপবিমূঢ়ানাং নিঘ্নতাং মুষ্টিভির্মিথঃ ॥২২
বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাম্।
অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥২৩

(২২-২৩) [অন্বয়]—হে রাজন্ বিপ্রশাপবিমূঢ়ানাং বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাং [অতএব] অন্যোন্যং অজানতাং [তথা] মুষ্টিভিঃ মিথঃ নিঘ্নতাং ত্বয়া অনুপৃষ্টানাং নঃ সুহৃদাং চতুঃ পঞ্চ সুহৃৎপুরে অবশেষিতাঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বিপ্রশাপবিমূঢ়ানাং'—ব্রহ্মশাপে সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন অর্থাৎ জ্ঞানহীন; 'মদোন্মথিতচেতসাং'—মদ্যপান হইতে জাত 'মদ' = মত্ততা দ্বারা + 'উৎ' = প্রবলভাবে + মথিত = ব্যাকুল (দধি মন্থনের সময় দধি যেরূপ 'তোলপাড়' হয় সেইরূপ অস্থির) হইয়াছিল + চিত্ত যাহাদের অর্থাৎ নিতান্ত অধীরচিত্ত;

'অন্যোন্যং অজানতাং'—যাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিতেছিল না; 'মুষ্টিভিঃ'—এরকা নামক একপ্রকার ঘাসের 'মুষ্টি'—আটি দ্বারা; এই ঘাস অতি নরম, যে যাদবগণ তীব্র শরের আঘাতে মরেন নাই, তাঁহারা কোমল তৃণের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন [ভগবান যখন লোককে মারেন, তখন সে ফুলের আঘাতেও মারা যায়]; 'মিথঃ'—পরস্পরকে; 'নিঘ্নতাং'—বধ করিতেছিল যাহারা।

ব্যাখ্যা—হে রাজন্ ব্রহ্মশাপে বিমূঢ় যাদবগণ বারুণী নামক মদ্যপান করিয়া নেশায় বিভোর হইয়া পরস্পরকে চিনিতেই অক্ষম হইয়াছিল; এবং এরকা নামক তৃণের 'আটি' দ্বারা তাহারা পরস্পরকে প্রহার করাতে সেই প্রহারেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অতএব আপনি যে সুহৃদগণের কথা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাদিগের চারি পাঁচজন মাত্র এখন দ্বারকায় অবশিষ্ট আছেন, বাকী সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

প্রায়েণৈতদ্ভগবত ঈশ্বরস্য বিচেষ্টিতম্।
মিথো নিঘ্নন্তি ভূতানি ভাবয়ন্তি চ যন্মিথঃ ॥২৪
জলৌকসাং জলে যদ্বন্মহান্তোঽদন্ত্যণীয়সঃ।
দুর্ব্বলান বলিনো রাজন্ মহান্তো বলিনো মিথঃ ॥২৫
এবং বলিষ্ঠৈর্যদুভির্মহদ্ভিরিতরান্ বিভুঃ।
যদূন্ যদুভিরন্যোন্যং ভুভারান্ সঞ্জহার হ ॥২৬

(২৪-২৬) [অন্বয়]—ভূতানি যৎ মিথঃ নিঘ্নন্তি, মিথঃ ভাবয়ন্তি চ, এতৎ প্রায়েণ ভগবতঃ ঈশ্বরস্য বিচেষ্টিতং। হে রাজন্ জলে জলৌকসাং [মধ্যে] যদ্বং মহান্তঃ অণীয়সঃ অদন্তি [তথা] বলিনঃ দুর্ব্বলান্ [ঘ্নন্তি] মহান্তঃ বলিনঃ মিথঃ [ঘ্নন্তি]; বিভুঃ। এবং মহদ্ভিঃ বলিষ্ঠৈঃ [যদুভিঃ পাণ্ডবৈশ্চ] ইতরান্ [ঘাতয়িত্বা] যদুভিঃ [এব] যদূন্ অন্যোন্যং [ঘাতয়িত্বা] ভূভারান্ সংজহার।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ভূতানি—সৃষ্টবস্তুসকল; 'যৎ

মিথঃ নিঘ্নন্তি'—পরস্পরকে নষ্ট করে, 'মিথঃ ভাবয়ন্তিঃ'—পরস্পরকে পালন করে; এই সৃষ্টি এবং পালন কার্য্য 'প্রায়েণ'—নিশ্চয়ই (প্র + ই = যাওয়া) কেবল 'ভগবতঃ ঈশ্বরস্য'—যিনি অপার ঐশ্বর্য্যময় এবং সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহারই 'বিচেষ্টিতঃ'—বিবিধ সৃষ্টি লীলা মাত্র। এই শ্লোকে কেবল যে জীবগণের দ্বারা পরস্পরের পালন এবং সংহারের কথা বলিতেছেন তাহা নহে; চেতন অচেতন, স্থূল সূক্ষ্ম, সকল বস্তু সম্বন্ধেই এই বাক্য খাটে। অন্ন দ্বারা আমাদের দেহের পুষ্টি, বারি দ্বারা তৃণাদির পুষ্টি,বিভুর ঐ পালন লীলার অংশ। বিষের দ্বারা আমা-দের দেহের নাশ, উত্তাপ দ্বারা তৃণাদির নাশ, বিভুর সংসার লীলার অংশ। ইহা ছাড়া জীবগণের মধ্যে পরস্পরের পোষণ এবং সংহার ঐ লীলাদ্বয়েরই অংশ। 'জলৌকসাং' জোঁক প্রভৃতি জলচরদিগের মধ্যে; 'যদ্বৎ' = যেরূপ; 'মহান্তঃ অণীয়সঃ অদন্তি—বড় বড় মৎস্য বা কুম্ভীরাদি ছোট ছোট মৎস্য সকলকে খায় [এই ভোজন দ্বারা বড় জলচরগণের দেহের পুষ্টি হয়, এবং ছোট জলচরদিগের বিনাশ হয়; অতএব একই সঙ্গে ভগবানের পালন এবং সংহার লীলার কার্য্য হইতে থাকে]। 'বলিনঃ দুর্ব্বলান্ [ঘ্নন্তি]—যাহারা বলবান জীব তাহারা দুর্ব্বলদিগকে ঘ্নন্তি = বধ করে; এবং যাহারা 'মহান্তঃ বলিনঃ'—অত্যন্ত বলবান (সুতরাং তাহাদিগকে বধ করিতে পারে এরূপ কোন বলবান লোক নাই); তাহারা 'মিথঃ ঘ্নন্তি'—আপনা আপনার মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিয়া আত্মবিনাশ করে, এই লীলাও ভগবানেরই। 'মহদ্ভিঃ বলিষ্ঠৈঃ যদুভিঃ'—যে যাদবগণ অত্যন্ত বলবান ছিলেন,এবং তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ ছিল না,সেই যাদবগণ দ্বারা ইতরান্'—যাহারা মহৎ ছিল না, কিন্তু বলিষ্ঠ ছিল, তাহাদিগকে, অর্থাৎ দুরাচার রাজাগণকে ঘাতয়িত্বা = বধ করাইয়া।

'যদুভিঃ [এব] যদূন্ অন্যোন্যং'—যাদবগণের দ্বারাই তাঁহাদিগের পরস্পরকে বধ করাইয়া 'ভূভারান্' সংজহার—পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন।

একটী গূঢ় রহস্য :—এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সাত্ত্বিক প্রকৃতি যাদবগণ কিরূপে ধরার ভারভূত হওয়া সম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই ভূলোকে সত্ত্ব রজ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের মধ্যে কোন এক নির্দ্দিষ্টভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য্য হইবে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই 'নির্দ্দিষ্ট ভাব' কি তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু যখন এই গুণত্রয়ের মধ্যে কোন গুণ অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন এই গুণত্রয়ের সাম্য (অর্থাৎ Equilibrium) বিনষ্ট হয়,এবং ঐ প্রাবল্যই পৃথিবীর ভার স্বরূপ হয়। অতএব সত্ত্বগুণের অত্যাধিক্যও যখন গুণসাম্য নাশ করে, তখন সত্ত্বগুণও পৃথিবীর ভারের তুল্য হয়। গুণত্রয় 'স্ব' লোকেও আছে, কিন্তু সেখানে তিনগুণের মধ্যে 'সত্ত্ব' গুণ প্রবল থাকিবে, ভুব লোকে গুণত্রয়ের মধ্যে 'তমোগুণ' প্রবল; ভূলোকে 'রজোগুণ' প্রবল থাকিবে,এই ব্যবস্থাই ভগবান করিয়াছেন। কিন্তু যখন দুরাচার রাজাগণ প্রবল হইয়াছিল, তখন ভূলোকে 'সত্ত্ব' গুণ অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া রজঃ এবং তমঃ প্রবল হইয়াছিল। গুণসাম্য নষ্ট হইয়া অপর কোন গুণের প্রাবল্যই পৃথিবীর ভার স্বরূপ হয়। অতএব ভগবান যাদবগণ দ্বারা সেই ভার দূর করিলেন। যদি কৃষ্ণসহচর যাদবগণ বিনষ্ট না হইয়া জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রকৃতির সত্ত্বগুণের আধিক্য দ্বারা পৃথিবীতে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হইয়া রজঃ এবং তমো গুণের হ্রাস হইত; অর্থাৎ ভূ-লোকে গুণত্রয়ের যেরূপ সামঞ্জস্য থাকাই ভগবানের সংসার-লীলায় ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সামঞ্জস্য থাকিত না; তাহা হইলে ভূলোকই স্বর্গ বা অপর কোন উচ্চ লোকের তুল্য হইত। এইরূপ হইলে সংসার লীলার ব্যতিক্রম হইত। সেইজন্য ভগবান যাদবগণকে তিরোভূত করাইলেন।

বিশ্বনাথ বলেন যে, নারীর কাছে অলঙ্কার ভার নয়, অতএব রজঃ এবং তমোগুণশূন্য যাদবগণকে পৃথিবীর ভার ভাবে বর্ণনা করা উচিত নয়। দেবগণ যাদবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে

স্ব স্ব পদ প্রদান করার জন্য ভগবান তাঁহাদিগের উপর 'ভারত্ব' আরোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীধর 'ভূবঃ' ভারভূতান্ যদূন্ এই পদ তিনটী ব্যবহার করিয়াছেন। মোট বোধ এই হয় যে, ভূলোক যাহাতে ভূলোকের গুণসম্পন্ন হইয়াই থাকে, স্বঃ লোকে পরিণত না হয়, সেইজন্য যাদবগণের তিরোভাব হইয়াছিল। সংসার লীলার জন্য সত্ত্বপ্রধান স্বঃ লোক যেমন দরকার, রজঃ-প্রধান ভূ এবং তমঃ প্রধান ভূবলোকও তেমনি আবশ্যক। নতুবা বিরাট সৃষ্টি লীলার Evolution ক্রিয়ার বিঘ্ন হইতে পারে। যখন দুরাচার রাজগণ ছিল, তখন যাদবগণের সত্ত্বগুণের প্রাধান্য যেমন তুলাদণ্ডের একদিকে ছিল, অপরদিকে তেমনি রজঃ এবং তমো গুণের প্রাধান্য ছিল, সুতরাং যতদিন ঐ দুরাচারগণের বিনাশ না হইয়াছিল, ততদিন যাদবগণ ভারস্বরূপ হন নাই। রাজগণের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে রজো এবং তমো গুণের যে আধিক্য সত্ত্ব গুণের counterpoise তুল্য ছিল তাহা আর রহিল না; সুতরাং সত্ত্ব গুণ প্রবল হইয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। এইজন্য 'সংজহার' পদে 'সং' উপসর্গ প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশ করিলেন, যে পূর্ব্বে যেরূপ রজঃ এবং তমঃ গুণদ্বয়ের ভার হরণ করিয়াছিলেন, এখন সত্ত্বগুণের ভারকেও সেই প্রকার সম্যকভাবে হরণ করিলেন।

ব্যাখ্যা—সৃষ্টিতে সকল বস্তুই পরস্পরকে বিনাশ করে, এবং পালন করে, এই উভয় কার্য্য নিশ্চয়ই অনন্ত শক্তিমান্ ঈশ্বরেরই লীলার কার্য্য। হে রাজন! জলচরদিগের মধ্যে যাহারা বড় তাহারা ক্ষুদ্র জলচরদিগকে ভক্ষণ করে। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, যাহারা প্রবল তাহারা দুর্ব্বলকে বিনাশ করে, এবং যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল তাহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিয়া আত্ম বিনাশ করে। অতএব বিভূ অতি শ্রেষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ যাদবগণ দ্বারা অপর বলিষ্ঠ রাজগণকে বধ করাইয়া, যাদবগণের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ দ্বারা তাহাদিগের বিনাশ সম্পাদন করাইয়া সম্যকরূপে পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন।

দেশকালার্থযুক্তানি হৃত্তাপোপশমানি চ।
হরন্তি স্মরতশ্চিত্তং গোবিন্দাভিহিতানি মে ॥২৭

(২৭) **অন্বয়**—দেশকালার্থযুক্তানি হৃত্তাপোপশমানি চ গোবিন্দাভিহিতানি স্মরতঃ মে চিত্তং হরন্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'দেশকালার্থযুক্তানি'—গোবিন্দের যে উপদেশ নিচয় 'দেশে'—সকল দেশে এবং কালে—সকল সময়ে 'অর্থযুক্তানি'—সমুচিত ছিল (বিশ্বনাথ); যে উপদেশ সকল কেবল ক্ষণকালের জন্য হিতকর নয়, যাহা নিত্যসত্য হওয়ায় সকল দেশে ও সকল কালে হিতকর, এবং যাহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা 'হৃত্তাপোশমানি' —মনঃপীড়া শান্তি করে; 'অভিহিত'—বাক্য সকল; 'স্মরতঃ মে' —এখন আমি স্মরণ করিতে করিতে সেই বাক্য সকল আমার চিত্তকে 'হরন্তি'=আকর্ষণ করিতেছে, অতএব আর আমি কথা বলিতে পারিতেছি না (শ্রীধর)।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ আমাকে যে সকল উপদেশ বাক্য বলিয়াছিলেন, ঐ বাক্য সকল সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে হিতকর; এবং মনঃপীড়ার শান্তিকারক। সেই বাক্য সকল স্মরণ করিতে করিতে আমার চিত্ত তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে; এবং আমি আর কথা বলিতে পারিতেছি না।

এবং চিন্তয়তো জিষ্ণোঃ কৃষ্ণপাদসরোরুহম্।
সৌহার্দ্দেনাতিগাঢ়েন শান্তাসীদ্বিমলা মতিঃ ॥২৮
বাসুদেবাঙ্ঘ্র্যনুধ্যান-পরিবৃংহিতরংহসা।
ভক্ত্যা নির্ম্মথিতাশেষ-কষায়ধিষণোঽর্জ্জুনঃ ॥২৯
গীতং ভগবতা জ্ঞানং যত্তৎ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
কালকর্ম্মতমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমদ্বিভুঃ ॥৩০

(২৮-৩০) **অন্বয়**—এবং অতিশয়েন সৌহার্দ্দেন কৃষ্ণপাদসরোরুহং চিন্তয়তঃ জিষ্ণোঃ মতিঃ শান্তা বিমলা [চ] আসীৎ [ততঃ]

বাসুদেবাঙ্ঘ্রি-অনুধ্যানপরিবৃংহিতরংহসা ভক্ত্যা নির্ম্মথিতাশেষকষায়ধিষণঃ বিভুঃ অর্জ্জুনঃ সংগ্রামমূর্দ্ধণি যৎ জ্ঞানং ভগবতা গীতং, কাল-কর্ম্মতমোরুদ্ধং তৎ জ্ঞানং পুনঃ অধ্যগমৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অতিশয়েন'—অতিদৃঢ়েন; 'সৌহার্দ্দেন'—স্নেহেন; শান্তা—বিশোকা; বিমলা—বিরক্তা (শ্রীধর)। অর্থাৎ অবিদ্যা-সৃষ্ট মমত্বভাব দূর হওয়াতে আসক্তি রহিত। সুতরাং যে শোক এবং অস্থিরতা অবিদ্যার মালিন্য হইতে জাত হইয়াছিল, তাহা দূর হইল (বিশ্বনাথ)। 'বাসুদেবের অঙ্ঘ্রি=পাদপদ্মকে—অনুধ্যান=পুনঃ পুনঃ চিন্তন+তদ্দ্বারা 'পরিবৃংহিতঃ'=পরিপুষ্ট+রংহ=বেগ যাহার এরূপ যে ভক্তি; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে যে ভক্তির বেগ প্রবল হইয়াছিল, সেই ভক্তি দ্বারা 'নির্ম্মথিতাশেষকষায়ধিষণঃ'—নির্ম্মথিতাঃ' দধিকে মন্থন করার সময় তাহার মধ্যে অলক্ষিত ভাবে স্থিত নবনীত বাহির হয়, ভক্তিও যখন অর্জ্জুনের চিত্তকে মন্থন করিতেছিল, তখন চিত্তের মধ্যে অলক্ষিত ভাবে স্থিত 'কষায়'=কামক্রোধাদি 'নিঃ' নিশ্চিত (অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে সেই মন্থন দ্বারা বাহির হইয়া) চিত্ত হইতে অপগত হইল। এইজন্য শ্রীধর বলেন নির্ম্মথিতাঃ=উন্মূলিতাঃ অশেষাঃ কষায়াঃ কামাদয়ঃ যস্যাঃ সা ধিষণা বুদ্ধিঃ যস্য, অর্থাৎ প্রবল ভক্তির প্রভাবে অর্জ্জুনের চিত্ত হইতে সর্ব্ববিধ কামাদি দূর হইল। 'বিভুঃ'=বিভূতি-যুক্ত; 'সংগ্রামমূর্দ্ধণি'=কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের আরম্ভে; 'যৎ জ্ঞানং' গীতাচ্ছলে যে তত্ত্ব; 'কালকর্ম্মতমোরুদ্ধং'—কালশক্তি এবং কর্ম্ম=প্রারব্ধ এই উভয় বস্তু দ্বারা যে তমঃ=ভোগাভিনিবেশ (শ্রীধর); অর্থাৎ দেহাত্মভাবাদি আকারে অবিদ্যার অন্ধকার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই অন্ধকার ঐ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। 'অধ্যগমৎ'—অধি=অধিকৃত্য—অগমৎ পূর্ণ আয়ত্ত করিলেন।

ব্যাখ্যা—অর্জ্জুন অতি দৃঢ় স্নেহের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার চিত্তের অস্থিরতা দূর হইয়া বিশোক,

অর্থাৎ প্রসন্ন ভাব জাত হইল, এবং তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ক্রমশঃ অধিকমাত্রায় প্রবল হইয়া অর্জ্জুনের বুদ্ধির মধ্যে যাহা কিছু কামক্রোধাদির ময়লা ছিল তাহা বিদূরিত করিল। কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ গীতাচ্ছলে অর্জ্জুনকে যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞান এতকাল কালশক্তি এবং প্রারব্ধ দ্বারা অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল ; ঐ অন্ধকার বিদূরিত হইয়া অর্জ্জুন আবার শ্রীকৃষ্ণদত্ত সেই জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্ত করিলেন। অতএব দেখা যায় যে ভক্তির প্রভাবেই অর্জ্জুনের চিত্তে পুনরায় জ্ঞানের এবং বৈরাগ্যের স্ফুরণ হইল।

বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ।
লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ ॥৩১

(৩১) [অন্বয়] ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ [সন্] [অর্জ্জুনঃ] বিশোকঃ [বভূবঃ] [তথা] লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাৎ অলিঙ্গত্বাৎ [সঃ] অসম্ভবঃ [বভূব]

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—পূর্ব্বের শ্লোকে বলিয়াছেন যে ভক্তি প্রবল হওয়াতে অর্জ্জুন গীতাচ্ছলে ভগবদুক্ত পূর্ব্ব জ্ঞানকে আবার সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিলেন। এই ভাবে অর্জ্জুনের চিত্তে যুগপৎ জ্ঞান এবং ভক্তির প্রাবল্য হওয়ার ফল কি হইল, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। 'ব্রহ্মসম্পত্ত্যা'—'সং' অর্থাৎ সম্যক্রূপে ব্রহ্মভাবে গমন করাতে (ব্রহ্ম+সং+পদ=গমন করা) ; অর্থাৎ যে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমি সেই নারায়ণের প্রিয় সখা, এবং আমাদিগের উভয়ের মধ্যে নিত্য এবং অভেদ সম্বন্ধ আছে, এই ভাবাপন্ন হওয়ার পর অর্জ্জুনের মনে 'অহং ব্রহ্ম' এই জ্ঞান হইল, সেই জ্ঞানের প্রভাবে (শ্রীধর)। এতকাল এই দেহই বহির্ব্বৃত্তি উৎপাদন করিয়া আমাদিগের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং আমাকে শোকার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে ; অতএব চিত্তকে দেহ হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া (অর্থাৎ দেহাত্মভাব ত্যাগ করিয়া) পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে আবদ্ধ রাখি, এই ধারণার বশে অর্জ্জুন যখন যোগারূঢ় হইলেন, তখন 'ব্রহ্মসম্পদ' লাভ করিলেন (বিশ্বনাথ)।

এই ব্রহ্মসম্পদ দ্বারা অর্জ্জুন 'সংচ্ছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ'—সং = সম্পূর্ণরূপে + 'ছিন্ন' হইয়াছে + 'দ্বৈত' = এতে দ্বে অর্থাৎ 'আমি' এবং এই দেহ উভয়ে এক বা দুই (অর্থাৎ ভিন্ন), এই বিষয়ে 'সংশয়' = অনিশ্চয়তা। "পৃথগ্ দেহেন সহ মম সম্বন্ধ অস্তি বা নাস্তি", দেহের সহিত 'অহং' বস্তুর সম্বন্ধ আছে কি নাই, এই বিষয়ে (বিশ্বনাথ); 'সংশয়ঃ' = সন্দেহ, অর্থাৎ বুদ্ধির অনিশ্চয়তা যাহার। এই পঞ্চভূতময় দেহই কি অর্জ্জুন, অথবা অর্জ্জুনের স্বরূপ দেহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, এই বিষয়ে যে সন্দেহ (= অনিশ্চয়তা) ছিল তাহা 'সংচ্ছিন্ন' সম্পূর্ণরূপে দূর হইল। অর্থাৎ অর্জ্জুনের স্বরূপ যে দেহাতিরিক্ত এই ধারণা তাঁহার চিত্তে বদ্ধমূল হইল। যখন দেহের উপর 'অহং' ভাব হইত, তখন অর্জ্জুন নিজেকে সখা শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন ভাবিতেন; এবং কখনও বা নিজেকে দেহ হইতে ভিন্ন ভাবিতেন। যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখ্যভাব প্রবল হইত, তখন সেই প্রেমের প্রভাবে অর্জ্জুন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক এবং অভেদ ভাবিতেন (বিশ্বনাথ)। কখন আপনাকে পৃথক্, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন ভাবাতে অর্জ্জুনের মনে 'সংশয়' জন্মিয়াছিল। সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের মনে অনেক সংশয়েরই উদয় হয়, এবং উন্নতির সহিত তাহা ক্রমশঃ দূর হয়। সংশয় যখন দূর হইল, তখন অর্জ্জুনের প্রকৃত স্বরূপ যে দেহ হইতে ভিন্ন এবং ঐ স্বরূপ যে প্রেম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক এবং অভেদভাবে সম্বদ্ধ এই ধারণা অর্জ্জুনের চিত্তে অটল ভাবে বদ্ধমূল হইল।

'বিশোকঃ'—যে অবস্থায় শোক (অর্থাৎ মনঃপীড়া) দ্বারা চিত্ত ব্যাকুল হয় না সেই অবস্থা। 'দ্বৈতভ্রম' অর্থাৎ যখন দেহের প্রতি অহং ভাব হয় তখন অবিদ্যার প্রভাবে রজঃ এবং তমোগুণ লোকের মন এবং

বুদ্ধির উপর কার্য্য করিয়া শোক (=ব্যাকুলতা) উৎপাদন করে। জ্ঞানের প্রভাবে যখন সেই দ্বৈতভাব দূর হয়, সেই সঙ্গে 'বিশোকঃ' ভাবও হয়। এই দ্বৈতভাব দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'লীনা-প্রকৃতিনৈর্গুণ্যাৎ'—যে ত্রিগুণময়া প্রকৃতি তাঁহার দেহে মনে ও বুদ্ধিতে 'লীনা'=সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে নিহিতা আছেন, তিনি 'নৈর্গুণ্য'=নাই গুণত্রয় যাঁহাতে,সেই ভাবাপন্না হওয়াতে,অর্থাৎ প্রকৃতির গুণত্রয় তখন অর্জ্জুনের মনের বা বুদ্ধির উপর কার্য্য করিতে এতাধিকরূপে অক্ষম হইয়াছিল যে, গুণত্রয় যেন প্রকৃতিতে মোটেই নাই, প্রকৃতির এইরূপ নির্গুণ ভাব হইল। কিরূপে এই 'নির্গুণ' ভাব হয়? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে,যতদিন 'দ্বৈত' ভাব অর্থাৎ দেহের প্রতি 'অহং ভাব' লোকের মনে থাকে ততদিনই গুণত্রয় মন এবং বুদ্ধির উপর নিজের শক্তি প্রকাশ করিতে পারে, দেহাত্মভাব অপগমের সঙ্গে সঙ্গেই গুণত্রয় শক্তিহীন হয়। এই শক্তিহীন অবস্থাই 'নৈর্গুণ্য'পদ দ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছে। 'অলিঙ্গত্বাৎ'=লিঙ্গদেহের অভাব বশতঃ (বিশ্বনাথ)। গুণত্রয়ই আসক্তিময় লিঙ্গদেহ সৃষ্টি করে, এবং এই দেহ 'কর্ম্ম' বা 'প্রারব্ধ' নামে জীবকে অনুসরণ করে। ঐ কর্ম্ম (=বাসনা) জীবকে আশক্তি ক্ষয়ের জন্য নানা যোনীতে ঘুরায়। যখন প্রকৃতি নৈর্গুণ্য ভাব প্রাপ্ত হইলেন, তখন লিঙ্গদেহও সেই সঙ্গে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। অতএব অর্জ্জুন 'অসম্ভবঃ'—নাই 'সং'=সম্যক+'ভবঃ'="সংসারঃ" যস্য (বিশ্বনাথ)। যে "সম্ভবঃ"=স্থূলশরীর সম্যক ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ সংসারে জাত হয়, অর্জ্জুন তদ্রহিত হইলেন (শ্রীধর), অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইলেন।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বের শ্লোকে উক্ত জ্ঞান এবং ভক্তি প্রবল হওয়াতে অর্জ্জুন যোগারূঢ় হইয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মভাবাপন্ন হইলেন। অর্থাৎ তখন নিজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐক্যভাব এবং অভেদসম্বন্ধ অনুভব করিলেন, তখন আর নিজের সহিত মায়াসৃষ্ট দেহের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা সে বিষয়ে কোন সংশয়ই অর্জ্জুনের মনে রহিল না।

তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ যে দেহাতিরিক্ত এই ধারণাই তাঁহার চিত্তে অটল ভাবে বদ্ধমূল হইল। দ্বৈত সংশয়ই (অর্থাৎ দেহাত্মভাব) লোকের মনে শোক উৎপাদন করে, ঐ ভাব দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুন 'বিশোক' ভাব প্রাপ্ত হইলেন; এবং দেহাত্মভাব দূর হওয়াতে গুণত্রয় আর অর্জ্জুনের মন বা বুদ্ধির উপর কার্য্য করিতে সক্ষম হইল না; তাহারা এত শক্তিহীন হইল যে, প্রকৃতি অর্জ্জুনের মায়াসৃষ্ট দেহে 'লীনা' ভাবে থাকিলেও যেন গুণত্রয় আর প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নাই, ইহাই বোধ হইল। মায়াসৃষ্ট যে লিঙ্গদেহ জীবের সহিত জন্ম হইতে জন্মান্তরে অনুসরণ করে এবং যাহাতে নিহিত আসক্তি (=দেহাত্মভাব) ও ভোগবাসনা ক্ষয়ের জন্য জীব পুনঃ পুনঃ ভোগলোকে জন্মগ্রহণ করে, ঐ লিঙ্গদেহও গুণত্রয়ের শক্তিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইল, সুতরাং অর্জ্জুন সংসার মুক্ত হইলেন।

নিশম্য ভগবন্মার্গং সংস্থাং যদুকুলস্য চ
স্বঃপথায় মতিং চক্রে নিভৃতাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩২

পৃথাপ্যুপশ্রুত্য ধনঞ্জয়োদিতং
নাশং যদূনাং ভগবদগতিঞ্চ তাম্।
একান্তভক্ত্যা ভগবত্যধোক্ষজে
নিবেশিতাত্মোপররাম সংসৃতেঃ ॥৩৩

(৩২-৩৩) [অন্বয়] যুধিষ্ঠিরঃ ভগবন্মার্গং যদুকুলস্য চ সংস্থাং নিশম্য নিভৃতাত্মা [সন্] স্বঃপথায় মতিং চক্রে। পৃথা অপি ধনঞ্জয়োদিতং যদূনাং নাশং তাং ভগবদগতিং চ উপশ্রুত্য একান্তভক্ত্যা ভগবতি অধোক্ষজে নিবেশিতাত্মা চ সংসৃতেঃ উপররাম।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'ভগবন্মার্গং'—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মার্গং=গতিং অর্থাৎ তাঁহার তিরোভাব এবং তাহার পূর্ব্বে যদুবংশের ধ্বংসরূপ কার্য্য; 'সংস্থাং'=বিনাশ; 'নিভৃতাত্মা'—নিশ্চলচিত্ত (শ্রীধর); বিশ্বনাথ বলেন অন্যালক্ষিতচিত্তব্যাপারঃ। স্বঃপথায়=স্বর্গ-

মার্গায় (শ্রীধর) ; শ্রীকৃষ্ণধামপথং গন্তুং (বিশ্বনাথ)। একান্তভক্ত্যা--এক ভগবানে অন্ত = পর্য্যবসিতা হইয়াছে ভক্তি যাঁহার। 'সংসৃতেঃ উপররাম'—জীবমুক্তা হইলেন বা দেহত্যাগ করিলেন (শ্রীধর)।

ব্যাখ্যা—মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান কর্ত্তৃক যদুবংশের বিনাশ এবং তাঁহার তিরোধানের বার্ত্তা অর্জ্জুন মুখে শ্রবণ করিয়া দৃঢ়চিত্ত হইয়া নিজে কিসে উচ্চলোক প্রাপ্ত হইবেন সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কুন্তী যখন যদুবংশের নাশ এবং ভগবানের তিরোভাব প্রভৃতি দুর্জ্ঞেয়া লীলার বিষয় শ্রবণ করিলেন তখন ভগবানে আপন চিত্ত স্থাপন করিলেন। যদিও ভগবানকে কোনও জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না, তথাপি কেবল ভক্তি দ্বারা তাঁহাতে আপন চিত্তকে নিবদ্ধ করিয়া পৃথা জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিলেন, অর্থাৎ দেহত্যাগ করিলেন।

যয়াহরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ।
কণ্টকং কণ্টকেনৈব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্॥৩৪
যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্‌যথা নটঃ।
ভূভারঃ ক্ষয়িতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্।৩৫

(৩৪-৩৫) [**অন্বয়**] কণ্টকেন কণ্টকং [নিষ্কাস্য লোকঃ যথা হস্তস্থিতং কণ্টকং জহাতি] [তথা] অজঃ যয়া [তন্বা] ভুবঃ ভারং অহরৎ তাং তনুং বিজহৌ ; দ্বয়ং ঈশিতুঃ [সংহার্য্যত্বেন] সমং নটঃ যথা [রূপাণি ধত্তে জহ্যাৎ চ] [শ্রীকৃষ্ণঃ তথা] মৎস্যাদি রূপাণি ধত্তে জহ্যাৎ [চ] [সঃ ভগবান্] যেন [শ্রীকৃষ্ণরূপেন] ভূভারঃ ক্ষয়িতঃ তৎ কলেবরং চ জহৌ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—কণ্টকেন = সূচাগ্র প্রভৃতি দ্বারা কণ্টকং [নিস্কাস্য] = দেহে বিদ্ধ কণ্টককে বাহির করিয়া লোকে যেরূপ হস্তস্থিত সূচকে পরিত্যাগ করে, কারণ তখন আর তাহার কোন আবশ্যকতা থাকে না। অজঃ = শ্রীহরি যিনি বস্তুতঃ জন্মরহিত

তিনি 'যয়া [তন্বা]'—লীলার্থ যে যাদবরূপ তনু তিনি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই তনু দ্বারা 'ভুবঃ ভারং অহরৎ'—যে দুরাচার রাজারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়াছিল, তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া সেই ভার হরণ করিয়াছিলেন; 'তাং তনুং বিজহৌ'—সেই যাদবরূপ তনুকে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তখন যে তনু দ্বারা (অর্থাৎ যে অনশ্বর তনু দ্বারা) নিত্য ক্রীড়া করেন, সেই তনুকে ত্যাগ করেন না, কারণ তাহা স্বরূপতঃ নিত্য ও অভৌতিক (বিশ্বনাথ)। 'দ্বয়ং'—ঐ যাদবতনু এবং অসুর ও দুরাচার রাজতনু এই উভয় তনুই 'ঈশিতুঃ সমং'—সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের নিকট একই প্রকার। অর্থাৎ উভয় তনুর কোনটীর উপরই তাঁহার আসক্তি বা বিদ্বেষ নাই, উভয় তনুই তাঁহার অংশভূত, কেবল দেবতনু অন্তরঙ্গা এবং অসুর তনু বহিরঙ্গা। কেবল লীলার্থ তাঁহার এই অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা নামক ভাবদ্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্য শ্রীধর বলেন যে "সংহার্য্যত্বেন সমমেব"।

যাদব এবং অসুরতনু সংহারের কথা বলার পরে এখন শ্রীকৃষ্ণের নিজের তনুর তিরোভাবের কথা বলিতেছেন। নটঃ যথা [রূপাণি ধত্তে জহ্যাৎ চ]—কোন নাটকের অভিনয় করার সময় নট=নাট্যকার 'যথা [রূপাণি ধত্তে]'—কেবল অভিনয়ের জন্য যেরূপ নানা বেশ ধারণ করেন, অর্থাৎ কখনও রাজা কখনও বা সেনাপতি ইত্যাদি বেশ ধারণ করেন এবং '[জহ্যাৎ চ]' যে রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করেন। নাটক অভিনয় সময়ে কখন দেখা যায় যে, নটবেশধারী রাজা বা সেনাপতি মরিলেন; তখন সেই রাজা বা সেনাপতির রূপ অপগত হয় বটে, কিন্তু তখনও অভিনয়কারী নিজে মরেন না, রাজা বা সেনাপতির বেশ ত্যাগ করেন মাত্র; এবং যাহা ঐ অভিনেতার প্রকৃত রূপ তাহা অক্ষুন্ন ভাবেই থাকে। ভগবান কেবল লীলার জন্যই মৎস্যাদিরূপ ধারণ করেন ও তিরোভূত করেন, কিন্তু তখনও তিনি নিজের নিত্য ও অভৌতিক স্বরূপে অক্ষুন্ন ভাবেই থাকেন। অতএব ঐন্দ্রজালিকঃ নিজরূপেণ স্থিতঃএব দেহদাহমূর্চ্ছাদিভিঃ স্বদেহং ত্যজতি

তস্য ত্যাগং সর্ব্বান্ দর্শয়তি অথচ স্বদেহং ধত্তে এব নতু ম্রিয়তে (বিশ্বনাথ)। অর্থাৎ বাজীকর নিজরূপে অবস্থান করিয়াও মায়াবিদ্যা-বলে লোককে দেখায় যে, তাহার দেহ দগ্ধ হইল, সে মূর্চ্ছিত হইল, অন্তর্হিত হইল, ভগবানও সেইরূপ নিজস্বরূপে অবস্থান করার সময়ে যোগমায়াবলে মৎস্যাদি নানারূপ ধারণ করিয়া মায়াসৃষ্ট সংসারে নানাবিধ ভাবে লীলা করেন। ভগবানের চিন্ময় বা ঐশ্বর্য্যময় তনু অভৌতিক, অতএব তাহা ভোগলোকে অবতীর্ণ হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা—যেরূপ সূচ্যগ্র দ্বারা দেহে বিদ্ধ কণ্টক বাহির করার পরে লোকে সূচ এবং কণ্টক উভয় বস্তুকেই পরিত্যাগ করে, জন্মরহিত ভগবান তাঁহার যে যাদবতনু দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন সেই তনুকে ত্যাগ করিলেন। যাদবগণ ও অসুরগণ উভয়েই ভগবানের রূপভেদ মাত্র; অর্থাৎ যাদবগণ অন্তরঙ্গা তনু এবং অসুরগণ বহিরঙ্গা তনু; এবং সংহার্য্যত্ব বিষয়ে উভয় তনুই তাঁহার নিকট সমান; অর্থাৎ উভয় তনুর কোনটীর উপরেই তাঁহার আসক্তি বা বিদ্বেষ ছিল না, কারণ উভয়েই তাঁহার সংসারলীলার উপকরণ মাত্র ছিল। বাজীকর যেরূপ আত্মস্বরূপে অবস্থান করিয়াও মায়াবিদ্যা বলে নানারূপ ধারণ করে এবং ঐ সকল রূপকে অন্তর্হিত করে, ভগবানও নিজের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপে বিরাজমান থাকিয়া যোগমায়াবলে মৎস্যাদি নানারূপ ধারণ ও প্রত্যাহার করেন। অতএব যে শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া তিনি পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রত্যাহার করিলেন।

যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং
জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়সৎকথঃ।
তদাহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসা-
মভদ্রহেতুঃ কলিরন্ববর্ত্তত ॥৩৬

যুধিষ্ঠিরস্তৎপরিসর্পণং বুধঃ
পুরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাত্মনি।
বিভাব্য লোভানৃতজিহ্মহিংসনা-
দ্যধর্ম্মচক্রং গমনায় পর্য্যধাৎ ॥৩৭

(৩৬-৩৭) [অন্বয়] শ্রবণীয়সৎকথ: ভগবান্ মুকুন্দঃ যদা স্বতন্বা ইমাং মহীং জহৌ তদাহ এব অপ্রতিবুদ্ধচেতসাং অভদ্রহেতুঃ কলিঃ অন্ববর্ত্তত। যুধিষ্ঠিরঃ পুরে রাষ্ট্রে গৃহে তথা আত্মনি চ কলেঃ লোভানৃতজিহ্মহিংসনাদি অধর্ম্মচক্রং তৎ পরিসর্পণং বিভাব্য গমনায় পর্য্যধাৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি--শ্রবণীয়সৎকথঃ—শ্রবণীয়া শ্রবণের যোগ্যা হইয়াছে+সতী=সাধু+'কথা'=কীর্ত্তিকথা যাঁহার। 'স্বতন্বা ইমাং মহীং জহৌ'—যখন নিজের মধুর মূর্ত্তিকে প্রত্যাহৃত করিয়া বৈকুণ্ঠারোহণ করিলেন (শ্রীধর); অপ্রতিবুদ্ধচেতসাং—অবিবেকি-গণের, যাহারা মায়ার মোহনিদ্রা হইতে প্রতিবুদ্ধ=জাগরিত হয় নাই ; অনৃত=মিথ্যা ; জিহ্ম=কুটিলতা ; পরিসর্পণং=বিস্তার (পরি=চারিদিকে+সৃ=গমন করা) ; গমনায়=মহাপ্রস্থানের জন্য ; 'পর্য্যধাৎ'=বেশ ধারণ করিলেন।

ব্যাখ্যা—যিনি মোক্ষদান করেন, এবং যাঁহার কথা শ্রবণমধুর তিনি যখন 'স্ববিম্বং লোকলোচনং' নিজ মধুর মূর্ত্তিকে মহী হইতে প্রত্যাহৃত করিলেন, সেই দিনই অবিবেকী মায়ামুগ্ধ জীবগণের অমঙ্গলের কারণ কলি 'অন্ববর্ত্তত'=অনু (অলক্ষিতভাবে)+অবর্ত্তত =নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে রাজ্যের মধ্যে, তাঁহার নিজের রাজধানীতে এবং পরিবারগণের মধ্যেও (এমন কি) নিজের দেহেও কলি লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা এবং হিংসাদি অধর্ম্মের চক্র বিস্তার করিতেছে। প্রায় সাত মাসের অধিককাল—অর্থাৎ অর্জ্জুনকে দ্বারকায় পাঠানর সময় হইতে মহারাজ

কলির প্রভাব বিস্তারের চিহ্নসকল লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন; তাহার পরে যখন শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের সংবাদ পাইলেন, তখন রাজবেশ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থানের জন্য বেশ ধারণের উদ্যোগ করিলেন।

সম্রাট্ পৌত্রং বিনিয়তমাত্মনঃ সুসমং গুণৈঃ।
তোয়নীব্যাঃ পতিং ভূমেরভ্যষিঞ্চদ্গজাহ্বয়ে॥ ৩৮
মথুরায়াং তথা বজ্রং শূরসেনপতিং ততঃ।
প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিমগ্নীনপিবদীশ্বরঃ॥ ৩৯

(৩৮-৩৯) [**অন্বয়**]—সম্রাট্ গুণৈঃ আত্মনঃ সুসমং বিনিয়তং পৌত্রং [পরীক্ষিতং] গজাহ্বয়ে তোয়নীব্যাঃ পতিং অভ্যষিঞ্চৎ। তথা বজ্রং মথুরায়াং শূরসেনপতিং [কৃত্বা] ঈশ্বরঃ ইষ্টিং নিরূপ্য প্রাজাপত্যাং অগ্নীন্ অপিবৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—সুসমং = সম্যক্ তুল্য; 'বিনিয়তং' —যাহা রাজার উচিত সেই সব 'বি' = বিশিষ্ট নিয়ম যুক্ত, অর্থাৎ সংযমাদি দ্বারা বিশেষরূপে অলঙ্কৃত। 'তোয়নীব্যাঃ'—তোয় = সমুদ্র ছিল নীবীতে কটিদেশে যাহার, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের। অভ্যষিঞ্চৎ = অভিষেক করিয়াছিলেন। শূরসেনপতিং —শূরসেন দেশের রাজা। ঈশ্বরঃ—সর্ব্বস্ব ত্যাগে সমর্থ; প্রাজাপত্যাং অগ্নীন্—প্রব্রজ্যা আশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ বিশেষকে 'প্রাজাপত্য' বলে। তাহাতে 'অগ্নীন্ অপিবৎ' = নিজেকে আহুতি দিলেন। ইষ্টিং নিরূপ্য = যজ্ঞের উদ্যোগ করিয়া।

ব্যাখ্যা—মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার নিজের ন্যায় গুণান্বিত এবং রাজোচিত সংযমাদি গুণে অলঙ্কৃত পৌত্র পরীক্ষিৎকে আসমুদ্র সাম্রাজ্যের অধিপতি করিয়া হস্তিনাপুরে অভিষিক্ত করিলেন; এবং অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে শূরসেন দেশের রাজা করিয়া মথুরায় তাঁহার

রাজধানী করিলেন। তাহার পরে 'প্রাজাপত্য' নামক যজ্ঞের উদ্যোগ করিলেন। প্রব্রজ্যায় গমনের পূর্ব্বে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার বিধি ছিল, এবং ইহাতে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দেওয়া হইত। সেই যজ্ঞের অগ্নিতে মহারাজ আত্মসমর্পণ করিলেন। অর্থাৎ গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিলেন।

বিসৃজ্য তত্র তৎ সর্ব্বং দুকূলবলয়াদিকম্।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সংছিন্নাশেষবন্ধনঃ ॥৪০
বাচং জুহাব মনসি তৎ প্রাণ ইতরে চ তম্।
মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হ্যজোহবীৎ ॥৪১
ত্রিত্বে হুত্বা চ পঞ্চত্বং তচ্চৈকত্বেহজুহোন্মুনিঃ।
সর্ব্বমাত্মন্যজুহবীদ্ ব্রহ্মণ্যাত্মানমব্যয়ে ॥৪২
চীরবাসা নিরাহারো বদ্ধবাঙ্ মুক্তমূর্দ্ধজঃ
দর্শয়ন্নাত্মনো রূপং জড়োন্মত্তপিশাচবৎ।
অনবেক্ষমাণো নিরগাদশৃণ্বন্ বধিরো যথা ॥৪৩

(৪০-৪৩) অন্বয়—দুকূলবলয়াদিকং তৎ সর্ব্বং বিসৃজ্য, নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সংছিন্নাশেষবন্ধনঃ [সন্] বাচং মনসি জুহাব, তৎ [মনঃ] প্রাণে, তং [প্রাণং] ইতরে (= অপানে), সোৎসর্গং অপানং মৃত্যৌ, তং [মৃত্যুং] পঞ্চত্বে হি অজোহবীৎ। পঞ্চত্বং চ ত্রিত্বে হুত্বা [সঃ] মুনিঃ [ত্রিত্বং] চ একত্বে অজুহোৎ; [ততঃ] সর্ব্বং আত্মনি, আত্মানং অব্যয়ে ব্রহ্মণি অজুহবীৎ। চীরবাসাঃ নিরাহারঃ বদ্ধবাক্ মুক্তমূর্দ্ধজঃ [যুধিষ্ঠিরঃ] জড়োন্মত্তপিশাচবৎ আত্মনঃ রূপং দর্শয়ন্ অনবেক্ষমাণঃ [সন্] যথা বধিরঃ [তথা] অশৃণ্বন্ নিরগাৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'তত্র' = প্রাজাপত্য যজ্ঞ যেখানে সম্পাদিত হইতেছিল সেই যজ্ঞস্থলেই, 'দুকূল' = পট্টবস্ত্র + বলয়াদিকং = আভরণাদি 'তৎ সর্ব্বং'—সকল রাজবেশ; 'বিসৃজ্য' = সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া; 'নির্ম্মমঃ' = স্ত্রী পৌত্র ভ্রাতা প্রভৃতি কাহারও

উপর আর 'আমার'-ভাব রহিল না ; এবং নিরহঙ্কারঃ' নিজের দেহের উপরও 'অহং'-ভাবশূন্য হইলেন। 'সংছিন্নাশেষবন্ধনঃ'—সকল এবং সর্ব্ববিধ আসক্তির বন্ধনকে 'সং' = সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করিলেন ; এবং 'অশেষ'—সকল, কোন বন্ধনই বাঁকি রহিল না। 'বাচং' মনসি জুহাব —'বাচং' = সকল ইন্দ্রিয়কে (বাগিন্দ্রিয় অপর সকল ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ মাত্র [শ্রীধর]) 'মনসি জুহাব' = মনে আহুতি দিলেন। সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিই মনের অধীন, অতএব ইন্দ্রিয় সকলকে মনে 'প্রবিলাপিত' করিলেন (শ্রীধর)। হে মন! আমার আর এই ইন্দ্রিয়সকলে কোন প্রয়োজন নাই, অতএব ইহারা এখন তোমারই হউক,ইহাই ভাবিলেন (বিশ্বনাথ). সেই সঙ্গে সঙ্গে 'তৎ [মনঃ] প্রাণে' = মনের কার্য্য প্রাণ-বায়ুর অধীন হওয়াতে মনকে 'প্রাণ'-বায়ুতে 'জুহাব' = আহুতি দিলেন ; অর্থাৎ প্রবিলাপিত করিলেন। অতএব ইন্দ্রিয় সকলের এবং মনের বহির্ম্মুখী বৃত্তি নিরুদ্ধ হইল। 'তং [প্রাণং] ইতরে' অর্থাৎ = অপান বায়ুতে [জুহাব]—অপান বায়ু প্রাণ বায়ুকে আকর্ষণ করে, অতএব প্রাণ বায়ুকে অপান বায়ুতে প্রবিলাপিত করিলেন। 'উৎসর্গ' = প্রাণত্যাগ (উৎ + সৃজ = ত্যাগ করা) অপান বায়ুর শক্তি-সাহায্যে প্রাণ-বায়ু দেহ হইতে বাহির হওয়াতে মৃত্যু হয়। অতএব 'উৎসর্গ' পদ দ্বারা প্রাণত্যাগ-শক্তি বুঝায়। 'সোৎসর্গং অপানং মৃত্যৌ [জুহাব]'—অপান বায়ু এবং তাহার প্রাণত্যাগ করান শক্তিকে তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতা মৃত্যুতে সমর্পন করিলেন (শ্রীধর)। অর্থাৎ তিনি যেন ভাবিলেন হে মৃত্যু! আমার দেহরক্ষার্থ আর এই প্রাণ বা অপান বায়ুতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, অতএব আপনি এই বায়ুকে গ্রহণ করুণ। 'তং [মৃত্যুং] পঞ্চত্বেহি অজোহবীৎ'—পঞ্চত্বে = যে দেহে পঞ্চভূতের সমাবেশ হইয়াছে সেই দেহে ; হে মৃত্যু! ত্বং দেহস্থ এব ভব ইতি ভাবিতবান্ (বিশ্বনাথ)। পঞ্চত্বং চ ত্রিত্বে হুত্বা = দেহকে গুণত্রয়ে সমর্পণ করিয়া (ত্রিত্বে = গুণত্রয়ে) এবং তৎ চ 'একত্বে জুহোৎ' = 'তৎ' সেই ত্রিত্বকে অর্থাৎ গুণত্রয়কে একত্বে অবিদ্যায়

সমর্পণ করিলেন। [ততঃ] সর্ব্বং আত্মনি অজুহবীৎ—'সর্ব্বং' = সর্ব্বারোপহেতুমবিদ্যাং ; যে অবিদ্যা দ্বারা সর্ব্ববিধ সৃষ্টি হইয়াছে,এবং যাহা হইতে অহং মমাদি 'আরোপ' = অভিমান জাত হয়, সেই অবিদ্যাকে 'আত্মনি অর্থাৎ 'জীবে', (শ্রীধর) বাসুদেবে অর্পণ করিলেন। [জীব ও বাসুদেব অভেদ ভাবে সম্বদ্ধ, জীব ব্রহ্মেরই অংশ, 'প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং'] এইভাবে অর্পণই কৃষ্ণার্পণ। তাহার পর 'আত্মানং অব্যয়ে ব্রহ্মণি অজুহবীৎ'—জীবকে অর্থাৎ'পরা প্রকৃতিকে'অব্যয় = নির্ব্বিকার ব্রহ্মে সমর্পণ করিলেন। তখন তিনি জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে আর ভেদ দেখিলেন না ; তিনি তখন আপন দেহেই পুরুষ প্রকৃতির যুগল মিলন দেখিলেন, এবং সকল বস্তুও যেন ব্রহ্মময় ইহাই বোধ হইল।

বিশ্বনাথ বলেন যে, এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মনে এই দৃঢ়া প্রতীতি হইল যে, আত্মা অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অংশ; 'একত্ব' অর্থাৎ যে 'মায়া' নাম্নী অবিদ্যা ব্যষ্টিরূপ ধারণ করিয়াছেন, তিনি 'জীব' অর্থাৎ পরা প্রকৃতি হইতে অভিন্ন ; এবং যে গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্টি প্রভৃতি হইতেছে তাহারাও মায়া হইতে অভিন্ন ; এবং পঞ্চভূতাত্মক দেহও গুণত্রয় হইতে অভিন্ন, মৃত্যু দেহের, অপান মৃত্যুর,এবং প্রাণ অপানের, মন প্রাণের, ইন্দ্রিয়গণ মনের, রাজ্যাদি-ভোগ ইন্দ্রিয়গণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট। কিন্তু রাজ্যের প্রভু এখন পরীক্ষিৎ, অতএব আমার এই সকল বস্তুর সহিত কোন সম্বন্ধই নাই ; এবং এই মায়াসৃষ্ট শরীর আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর।

'চীরবাসা'—ছিন্ন বা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া ; 'বদ্ধবাক্'—মৌনী ; 'মুক্তমূর্দ্ধজঃ' = মুক্তকেশ ; অনবেক্ষমানঃ—ভ্রাতা পত্নী প্রভৃতির প্রতি না তাকাইয়া, তাঁহারাও সঙ্গে আসিবেন কিনা সেজন্য অপেক্ষা না করিয়া (শ্রীধর)। অশৃণ্বন্—বধির যেরূপ কোন কথা শুনিতে না পাইয়া নির্ব্বিকার থাকে,মহারাজও যেন আত্মীয় স্বজনের ও প্রজাগণের বিলাপ শুনিতেই পান নাই, সেইরূপ নির্ব্বিকারভাবে নিরগাৎ-গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

ব্যাখ্যা—সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় বিষয়গুলি বিষদ করা সুসাধ্য নহে, সেইজন্য শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা একত্রে দেওয়া হইল।

উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্ব্বাং মহাত্মভিঃ।
হৃদি ব্রহ্ম পরং ধ্যায়ন্ নাবর্ত্তেত যতো গতঃ ॥৪৪
সর্ব্বে তমনুনির্জ্জগ্মুর্ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।
কলিনাধর্ম্মমিত্রেণ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্টাঃ প্রজা ভুবি ॥৪৫

(৪৪-৪৫) [অন্বয়] হৃদি পরং ব্রহ্ম ধ্যায়ন্ মহাত্মভিঃ গতপূর্ব্বাং উদীচীং আশাং প্রবিবেশ; যতঃ গতঃ ন আবর্ত্তেত। ভুবি অধর্ম্ম মিত্রেণ কলিনা প্রজাঃ স্পৃষ্টাঃ দৃষ্ট্বা [তস্য] সর্ব্বে ভ্রাতরঃ কৃত-নিশ্চয়াঃ [সন্তঃ] তং অনুনির্জগ্মুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—আশাং = দিক্; 'গতপূর্ব্বাং'—পূর্ব্বপ্রবিষ্টাং; 'যতঃ গতঃ'—যতঃ = যাং দিশং যে দিকে। আবর্ত্তেত = ফিরিয়া আসা। 'অধর্ম্মমিত্রেণ'—অধর্ম্মে মিত্রং যস্য (শ্রীধর); স্পৃষ্টাঃ—দূষিতাঃ, 'কৃতনিশ্চয়াঃ'—আমরাও শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে তন্মনস্ক হইব, এই নিশ্চয় যাঁহারা করিয়াছিলেন (বিশ্বনাথ); অনুনির্জগ্মুঃ—অনু = অনুসরণ করিয়া + নির্জগ্মুঃ = গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন।

ব্যাখ্যা—যুধিষ্ঠিরের মহাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ যে উত্তরদিকে (হিমালয়ে) গমন করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরও হৃদয়ে পরমব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে সেই দিকে গেলেন, যেদিকে গমন করিলে কেহ আর গৃহে ফিরিয়া আসে না। রাজ্যে প্রজাগণের প্রকৃতি অধর্ম্মের বন্ধু কলি দ্বারা দূষিত হইয়াছে দেখিয়া, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণও কৃষ্ণকে লাভ করার জন্য তন্মনস্ক হইতে কৃত নিশ্চয় হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন।

তে সাধুকৃতসর্ব্বার্থা জ্ঞাত্বাত্যন্তিকমাত্মনঃ।
মনসা ধারয়ামাসুর্বৈকুণ্ঠচরণাম্বুজম্ ॥৪৬

তদ্ধ্যানোদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা বিশুদ্ধধিষণাঃ পরে।
তস্মিন্ নারায়ণপদে একান্তমতয়ো গতিম্ ॥৪৭
অবাপুর্দ্দুরবাপাং তে অসদ্ভির্বিষয়াত্মভিঃ।
বিধূতকল্মষাস্থানং বিরজেনাত্মনৈব হি ॥৪৮

(৪৬-৪৮) [অন্বয়] সাধুকৃতসর্ব্বার্থাঃ তে [যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ সর্ব্বে] বৈকুণ্ঠচরণাম্বুজং [এব] আত্মনঃ আত্যন্তিকং [শরণং] জ্ঞাত্বা মনসা ধারয়ামাসুঃ। তদ্ধ্যানোদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা বিশুদ্ধধিষণাঃ [অতএব] একান্তমতয়ঃ [সন্তঃ] তে অসদ্ভিঃ বিষয়াত্মভিঃ দুরবাপাং বিধূতকল্মষাণাং আস্থানং তস্মিন্ পরে নারায়ণপদে গতিং বিরজেন আত্মনা এব অবাপুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি সাধুকৃতসর্ব্বার্থাঃ—সাধু যথা স্যাৎ তথা কৃতাঃ = অনুষ্ঠিতাঃ 'অর্থাঃ' = ধর্ম্মাদয়ঃ যৈঃ যাঁহারা সাধু ভাবে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গসাধন করিয়াছিলেন; 'আত্যন্তিকং' তেভ্যঃ [অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গ অপেক্ষাও] অপি অত্যন্তাধিকং (বিশ্বনাথ)। শ্রীহরির পদে আশ্রয়গ্রহণ কার্য্য চতুর্ব্বর্গ সাধন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। 'ধারয়ামাসু'—যোগশাস্ত্রে যাহাকে 'ধারণা' বলে, সেই ভাবে 'বৈকুণ্ঠচরণাম্বুজকে' চিন্তা করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তদ্ধ্যানোদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা—যে ভক্তি 'তদ্ধ্যান' = তস্য (শ্রীকৃষ্ণ চরণের) + ধ্যান দ্বারা চিত্তে উত্থিত হইয়াছিল, সেই ভক্তি দ্বারা; 'বিশুদ্ধধিষণাঃ = বিশুদ্ধ, কামক্রোধাদি এবং আসক্তি অর্থাৎ অহং, মম-ভাব শূন্য হইয়াছে 'ধিষণা'=বুদ্ধি যাহাদের; অর্থাৎ বিশুদ্ধা ভক্তির সহিত বিশুদ্ধা জ্ঞানের উদয় হইয়া চিত্ত শুদ্ধি হইল। অতএব 'একান্তমতয়ঃ' = এক শ্রীকৃষ্ণেই 'অন্ত' পর্য্যবসিত হইয়াছে মতি যাঁহাদিগের, অস্খলিতা-মতি হইয়া। বিধূতকল্মষাণাং=যাঁহাদিগের চিত্ত হইতে 'কল্মষ' = বিষয়াসক্তি প্রভৃতির কালুষ্য অপগত হইয়াছে, এবম্বিধ পবিত্রচেতাঃ সাধুগণের 'আস্থানং=নিবাসস্থান অর্থাৎ যে বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির চরণাশ্রয়ে

সাধুগণ অবস্থান করেন, তথায়। 'গতিং'—অবস্থানরূপাং গতিং। বিরজেন আত্মনা যে আত্মস্বরূপে রজোগুণ ছিল না; বিশ্বনাথ বলেন যে, তাঁহারা স্বশরীরে শ্রীহরির পদে আশ্রয় লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের শরীর তখন গুণাতীত ও অপ্রাকৃত হইল। 'পরে' = যাহা সর্ব্ব বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই নারায়ণ পদ।

ব্যাখ্যা—যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ সাধুভাবে চতুবর্গসাধন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা এখন অনুভব করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পদে আশ্রয়গ্রহণ ঐ সকল অনুষ্ঠান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর, অতএব ঐ চরণকেই ধ্যান এবং ধারণা করিতে লাগিলেন। ধ্যান দ্বারা ভক্তি প্রবল হওয়ার সময়ে ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানেরও উদয় হওয়াতে, বুদ্ধি হইতে অবিদ্যার কালুষ্য অপগত হইয়া তাঁহাদিগের মতি অস্খলিত-ভাবে শ্রীকৃষ্ণে আবদ্ধ রহিল। এবং যে নারায়ণের পদে অবস্থান প্রাপ্তি বিষয়াসক্তগণের লভ্য নয়, কেবল যাঁহাদিগের চিত্ত হইতে কামলোভাদি প্রভৃতির কালুষ্য অপগত হইয়াছে তাঁহারাই যে পরম পদে নিয়ত বাস করিতে পান, যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ বিশুদ্ধ ও অপ্রাকৃত স্বশরীর লাভ করিয়া শ্রীহরির সেই পরম পদে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বিদুরোঽপি পরিত্যজ্য প্রভাসে দেহমাত্মনঃ।
কৃষ্ণাবেশেন তচ্চিত্তঃ পিতৃভিঃ স্বক্ষয়ং যযৌ ॥৪৯

(৪৯) [অন্বয়] কৃষ্ণাবেশেন তচ্চিত্তঃ বিদুরঃ অপি প্রভাসে আত্মনঃ দেহং পরিত্যজ্য পিতৃভিঃ [সহ] স্বক্ষয়ং যযৌ।

ব্যাখ্যা—কৃষ্ণচিন্তায় তদ্গতচিত্তঃ বিদুরও প্রভাসে নিজের দেহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগণের সহিত 'স্বক্ষয়ং' = নিজের অধিকার স্থান যমলোকে গমন করিলেন (ক্ষয় = বাসস্থান, ক্ষি = বাস করা)।

দ্রৌপদী চ তদাজ্ঞায় পতীনামনপেক্ষতাম্।
বাসুদেবে ভগবতি হ্যেকান্তমতিরাপ তম্ ॥৫০

(৫০) [অন্বয়]—দ্রৌপদী তদা পতীনাং অনপেক্ষতাং আজ্ঞায় ভগবতি বাসুদেবে একান্তমতিঃ [সতী] তং হি আপ।

ব্যাখ্যা—তখন দ্রৌপদী সুস্পষ্টভাবে দেখিলেন যে,যে পতিগণ এতকাল তাঁহার সঙ্গ-সুখ কামনা করিতেন,এখন সেই পতিগণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না (অর্থাৎ তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়াছেন)। ইহা দেখিয়া দ্রৌপদীরও চিত্তের গতি ফিরিল। যে চিত্তকে তিনি এতকাল স্বামিগণের প্রতি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এখন তাহা প্রত্যাহৃত করিয়া তিনি আপন চিত্তকে কেবল বাসুদেবে নিবদ্ধ করিলেন। এই একাগ্রতা দ্বারা দ্রৌপদী বাসুদেবকে লাভ করিলেন।

যশ্চ্ছ্রদ্ধয়ৈতদ্ভগবৎপ্রিয়াণাং
পাণ্ডোঃ সুতানামিতি সম্প্রয়াণম্।
শৃণোত্যলং স্বস্ত্যয়নং পবিত্রং
লব্ধা হরৌ ভক্তিমুপৈতি সিদ্ধিম্।৫১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে যুধিষ্ঠিরাদিস্বর্গারোহণং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫॥

(৫১) [অন্বয়]—যঃ শ্রদ্ধয়া ভগবৎপ্রিয়াণাং পাণ্ডোঃ সুতানাং এতৎ অলং স্বস্ত্যয়নং [অলং] পবিত্রং [চ] সম্প্রয়াণং শৃণোতি সঃ হরৌ ভক্তিং লব্ধা সিদ্ধিং উপৈতি।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত অন্বয়ে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—অলং = অতিশয়েন স্বস্ত্যয়ণং = মঙ্গলাস্পদং; [অলং] পবিত্রং—সাতিশয় পবিত্র; 'সম্প্রয়ানং'—মহাপ্রস্থান; সিদ্ধিং—ঐহিক সুখ এবং দেহান্তে মোক্ষ; 'উপৈতি'—

উপ = সমীপে + এতি = লাভ করেন ; তাঁহার সিদ্ধি খুঁজিতে হয় না, সিদ্ধি আপনিই আসে।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীবোধিনী টীকায় পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—পাণ্ডবদিগের এই মহাপ্রস্থানের বিবরণ সাতিশয় মঙ্গলাস্পদ ; এবং ইহা শ্রবণে সাতিশয় ও সবিশেষ চিত্তশুদ্ধি হয়। যিনি শ্রদ্ধার সহিত (অর্থাৎ এই সকল বিষয় 'রূপকথা' নয়, এই সকল কথা সত্য, এই বিশ্বাসে) এই মহাপ্রস্থানের বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার চিত্তে শ্রীহরির প্রতি ভক্তি হয় ; এবং ঐরূপ শ্রোতা ইহলোকে সুখ এবং দেহান্তে মোক্ষ এই উভয়বিধ সিদ্ধি লাভ করেন। [শ্রীহরির প্রতি ভক্তি থাকাতে এইরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া তাঁহার মদগর্ব্ব হয় না, সুতরাং অবনতিও হয় না]। সিদ্ধি আপনিই তাঁহার নিকট আইসে। অর্থাৎ তাহা লাভের জন্য আর তাঁহার আয়াস করিতে হয় না। [শ্লোকে যে 'শ্রদ্ধার' কথা বলিলেন সংসারে তাহা বিরল, তাইতেই আমাদের এত ক্লেশ]

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যার পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়।

তাৎপর্য্যঃ—এই অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিত রাজ্যলাভ করার পর কিরূপে রাজ্যশাসন করেন, এবং তিনি দিগ্বিজয়ে গমন করার সময় কিরূপে সকল প্রদেশেই রাজোচিত সম্মান লাভ করেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময়ে মহারাজ দেখিলেন যে, একটী মৃণালধবল বৃষ এবং একটী গাভী সাতিশয় দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কথোপকথন এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই কথোপকথন হইতে মহারাজ ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মই বৃষের রূপ ধারণ করিয়া আছেন; এবং বসুন্ধরা গাভীর রূপ ধারণ করিয়াছেন, এবং কলিই তাঁহাদের এই দুর্দ্দশার কারণ।

তত্তঃ পরীক্ষিদ্দ্বিজবর্য্যশিক্ষয়া
মহীং মহাভাগবতঃ শশাস হ।
যথা হি সুত্যামভিজাতকোবিদাঃ
সমাদিশন্ বিপ্র মহদ্গুণস্তথা ॥১

(১) [অম্বয়] হে বিপ্রঃ। ততঃ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিৎ, অভিজাতকোবিদাঃ সূত্যাং যথা হি সমাদিশন্ [যথা] হি মহদ্গুণঃ [জনঃ আচরতি] তথা দ্বিজবর্য্যশিক্ষ মহীং শশাস হ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—মহাভাগবতঃ = পরম ভক্ত; 'অভিজাতকোবিদঃ'—জাতকর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, সূত্যাং = জন্ম সময়ে; মহদ্গুণঃ—মহত্তের গুণ আছে যাহার। সমাদিশন্—লোকে 'আদেশ' যেমন নিশ্চিত ভাবে (assuranceএর সহিত) দেয় ব্রাহ্মণগণ সেই-রূপ সুনিশ্চিত ভাবে পরীক্ষিতের জীবনের ভাবী ফলের কথা বলিয়াছিলেম।

ব্যাখ্যা—হে শৌনক ! মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময় জাত-কর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার ভাবী মহত্ত্বের বিষয় যেরূপ সুনিশ্চিৎভাবে

বলিয়াছিলেন, সেইভাবে মহৎগুণযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের পর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর উপদেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

স উত্তরস্য তনয়ামুপযেমে ইরাবতীম্।
জনমেজয়াদীংশ্চতুরস্তস্যামুৎপাদয়ৎ সুতান্॥২
আজহারাশ্বমেধাংস্ত্রীন্ গঙ্গায়াং ভূরিদক্ষিণান্।
শারদ্বতং গুরুং কৃত্বা দেবা যত্রাক্ষিগোচরাঃ॥৩
নিজগ্রাহৌজসা বীরঃ কলিং দিগ্বিজয়ে ক্বচিৎ।
নৃপলিঙ্গধরং শূদ্রং ঘ্নন্তং গোমিথুনং পদা॥৪

(২-৪) [অন্বয়]—সঃ উত্তরস্য তনয়াং ইরাবতীম্ উপযেমে; তস্যাং জনমেজয়াদীন্ চতুরঃ সুতান্ উৎপাদয়ৎ। শারদ্বতং গুরুং কৃত্বা গঙ্গায়াং ভূরিদক্ষিণান্ ত্রীন্ অশ্বমেধান্ আজহার; যত্র দেবাঃ অক্ষিগোচরাঃ [আসন্] সঃ বীরঃ ওজসা দিগ্বিজয়ে [গতঃ সন্] ক্বচিৎ পদা গোমিথুনং ঘ্নন্তং নৃপলিঙ্গধরং কলিং ওজসা নিজগ্রাহ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—উপযেমে = বিবাহ করিয়াছিলেন; 'শারদ্বত'—কৃপাচার্য্য; 'ভূরিদক্ষিণান্'—যাহাতে যাজ্ঞিকগণকে বহু পরিমাণে দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল; 'আজহার' = অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; 'অক্ষিগোচরাঃ' ইত্যাদি—দেবগণ মূর্ত্তিধারণ করিয়া ঐ মহাসমারোহে সম্পাদিত যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছিলেন; 'ক্বচিৎ'—একদা; নৃপলিঙ্গধরং—রাজবেশধারী; 'পদা ইত্যাদি'—যে কলি গোমিথুনং = গাভীও বৃষকে পদাঘাত করিতেছিল 'নিজগ্রাহ' = নিগ্রহ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা—মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতুল উত্তরের কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গর্ভে জনমেজয়াদি চারি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি শারদ্বতকে গুরু করিয়া গঙ্গার তীরে তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ঐ সকল যজ্ঞে যাজ্ঞিকগণকে প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করা হইয়াছিল; এবং সেই যজ্ঞ

দেখিতে দেবগণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেইজন্য লোকে তাঁহাদিগকে চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল। দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া মহারাজ একদা কলির নিগ্রহ করিয়াছিলেন। কারণ কলি নিজে যদিও হীন শূদ্র তথাপি সে রাজবেশ ধারণ করিয়া এক বৃষ ও গাভীকে পদাঘাত করিতেছিল।

কস্য হেতোর্নিজগ্রাহ কলিং দিগ্বিজয়ে নৃপঃ।
নৃদেবচিহ্নধৃক্ শূদ্রঃ কোঽসৌ গাং যঃ পদা অহন্ ॥৫
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্।
অথবাস্য পদাম্ভোজঃ-মকরন্দলিহাং সতাম্ ॥৬
কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ।
ক্ষুদ্রায়ুষাং নৃণামঙ্গ মর্ত্ত্যানামৃতমিচ্ছতাম্ ॥৭
ইহোপহূতো ভগবান্ মৃত্যুঃ শামিত্রকর্ম্মণি।
ন কশ্চিন্ম্রিয়তে তাবদযাবদাস্তি ইহান্তকঃ ॥৮
এতদর্থং হি ভগবানাহূতঃ পরমর্ষিভিঃ।
অহো নৃলোকে পীয়েত হরিলীলামৃতং বচঃ ॥৯
মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ ॥১০

(৫-১০) [**অন্বয়**]—নৃপঃ কস্য হেতোঃ দিগ্বিজয়ে কলিং নিজগ্রাহ? যঃ নৃদেবচিহ্নধৃক শূদ্রঃ পদা গাং অহন্ অসৌ কঃ? হে মহাভাগ তৎ [কলিনিগ্রহং] যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ং [ভবতি] অথবা অস্য পদাম্ভোজ মকরন্দলিহাং সতাং কথাশ্রয়ং ভবতি] [তদা] কথ্যতাং। অন্যৈঃ অসদালাপৈঃ কিং, যৎ আয়ুষঃ অসৎ ব্যয় স্যাৎ? হে অঙ্গ! ঋতং ইচ্ছতাং ক্ষুদ্রায়ুষাং মর্ত্ত্যানাং নৃণাং [হিতায়] ভগবান্ মৃত্যুঃ শামিত্রকর্ম্মণি ইহ উপহূতঃ; তাবৎ কশ্চিৎ ন ম্রিয়তে, যাবৎ অন্তকঃ ইহ আস্তে, এতদর্থং হি ভগবান্ পরমর্ষিভিঃ আহূতঃ। অহো নৃলোকে হরিলীলামৃতং বচঃ পীয়তে। মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বৈ নক্তং বয়ঃ নিদ্রয়া দিবা [বয়ঃ] চ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ ম্রিয়তে।

শব্দার্থ ও রসাবৃত্তি—'নৃদেবচিহ্নধৃক্'—রাজবেশধারী; 'শূদ্রকঃ'—অতি কুৎসিৎ শূদ্র (শ্রীধর) 'পদা গাং অহন্—গাভীকে পদাঘাত করিয়াছিলেন। 'বিষ্ণুকথাশ্রয়ং'—শ্রীহরির কথাকে আশ্রয় করিয়া থাকে যাহা, অর্থাৎ সেই উপলক্ষে যদি শ্রীহরির কথা উত্থাপিত হয়। 'পদাম্ভোজ=পাদপদ্ম, তাহার+'মকরন্দ'=মধু তাহাকে +'লেহন'=আনন্দে আস্বাদ করেনযাঁহারা; অর্থাৎ শ্রীহরির পদাশ্রিত ভক্তগণের; 'অসদালাপৈঃ'—'অসৎ'=যাহা 'সৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সংস্পৃষ্ট নয়, সেই বিষয়ের+আলাপ=আলোচনা, তদ্দ্বারা 'কিং'=কি প্রয়োজন; 'অসৎ ব্যয়'=অপব্যয়। 'অমৃতং ইচ্ছতাং'—যাঁহারা মোক্ষলাভ কামনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা 'ক্ষুদ্রায়ুঃ'=অল্পায়ুঃ এরূপ যে সকল, 'মর্ত্ত =মরণ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট মানবাদি। যে সকল লোকের আয়ুঃ অল্প, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মোক্ষকামী ঐ সকল লোকের মৃত্যু কিছুকাল স্থগিত রাখিয়া তাঁহাদিগকে মোক্ষলাভের সুযোগ দেওয়ার জন্য; 'ভগবান্ মৃত্যুঃ'=যম, ইনি কালরূপধারী ভগবানেরই মূর্ত্তি; 'ইহ'—এই যজ্ঞে 'শমিত্রকর্ম্মণি'=যজ্ঞে বলিদানের জন্য পশুগণকে বন্ধন কার্য্য সমাধান করিতে (শমি=শান্ত হওয়া, যূপ কাষ্ঠে বন্ধন করিলে পশুগণ শান্ত হয়)। শমিতুং ইদং শামিত্রং কর্ম্ম পশুহিংসন্ (শ্রীধর); উপহূতঃ—নিমন্ত্রণ করিয়া এখানে আনীত (উপ=সমীপে+হ্বে=ডাকা)। তাবৎ=ততদিন; 'এতদর্থং' ইত্যাদি—যমরাজ যতদিন এখানে থাকিবেন ততদিন সংসারে কেহ মরিবে না। অতএব যে মোক্ষকামিগণ অল্পায়ুঃ তাঁহাদেরও মৃত্যু স্থগিত থাকিবে, এই অবসরে তাঁহারা মধুর হরিলীলা শ্রবণ করিয়া 'অমৃত'=মোক্ষ লাভ করার সুযোগ পাউন; এই উদ্দেশ্যে ঋষিগণ যমরাজকে যজ্ঞস্থানে আনয়ন করিয়াছেন।

মন্দ=অলস, যাহারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদির জন্য চেষ্টা করে না, বা অধিকক্ষণ শ্রবণাদি করিলে শ্রান্তি বোধ করে, 'মন্দপ্রজ্ঞঃ'—যাহাদিগের প্রজ্ঞা=বুদ্ধিবৃত্তি মন্দ=অলস, সুতরাং তাহারা যাহা শ্রবণ

করে তাহা বুঝিতে অক্ষম ; মন্দায়ুঃ = অল্পায়ুঃ ; নক্তং বয়ঃ = বয়সের যে অংশ রাত্রি 'ব্যর্থকর্ম্ম'—যে কার্য্যে 'অর্থ' = ফল অর্থাৎ পরমার্থ লাভ হয় না ; হ্রিয়তে—'হৃ' = হরণ করা, কোন বস্তু যেরূপ অলক্ষিত ভাবে চুরি যায়, আয়ুষ্কালও সেইরূপ অলক্ষিত ভাবে ক্ষয় হয়।

ব্যাখ্যা—শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন হে সূত। মহারাজ পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া কি কারণে কলিকে নিগ্রহ করিয়া-ছিলেন ? যে রাজবেশধারী শূদ্র গাভীকে পদাঘাত করিতেছিল, সে কে ? সেই কলিনিগ্রহের কথা উপলক্ষে যদি বিষ্ণু সম্বন্ধীয়া কথার বা যে ভক্তগণ তাঁহার পাদপদ্মের মধু আগ্রহের সহিত লেহন করেন, সেই ভক্তগণ সম্বন্ধীয়া কথার উত্থাপন হয়,তাহা হইলে কলিনিগ্রহের কথা বলুন। নতুবা যে সকল বিষয় ব্রহ্মের সহিত সংসৃষ্ট নয়, তাহার আলোচনারই প্রয়োজন নাই, তাহাতে কেবল আয়ুষ্কালের অপব্যয় হয় মাত্র। এই পৃথিবীতে যে সকল লোক মোক্ষ কামনা করেন কিন্তু অল্পায়ুঃ হওয়াতে তাঁহারা সাধনা করিতে সময় পায় না, ঐ সকল লোকের হিতের জন্য ঋষিগণ যমরাজকে এখানে যজ্ঞীয় পশুবধ কার্য্যে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছেন। তিনি এখানে যতদিন থাকিবেন ততদিন নরলোকে কাহারও মৃত্যু হইবে না। অতএব এই অবসরে ঐ অল্পায়ুঃ লোকসকল হরিলীলামৃত পান করিয়া মোক্ষলাভ করুন। অলস, মন্দবুদ্ধি, অল্পায়ু লোকগণের বয়সের রাত্রি ভাগ নিদ্রায় এবং দিবা ভাগ 'ব্যর্থকর্ম্মে' (= 'বাজেকাযে' যে কার্য্য দ্বারা জীবনের পরমার্থ লাভ হয় না তাহাতে) কাটিয়া আয়ুঃ অলক্ষিতভাবে অতিবাহিত হয়।

সূত উবাচ।

যদা পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলে বসন্
কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রবর্ত্তিতে।
নিশম্য বার্ত্তামনতিপ্রিয়াং ততঃ
শরাসনং সংযুগশৌণ্ড আদদে॥১১

স্বলঙ্কৃতং শ্যামতুরঙ্গযোজিতং
রথং মৃগেন্দ্রধ্বজমাস্থিতঃ পুরাৎ।
বৃতো রথাশ্বদ্বিপপত্তিযুক্তয়া
স্বসেনয়া দিগ্বিজয়ায় নির্গতঃ॥১২

ভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ ভারতঞ্চোত্তরান্ কুরূন্।
কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণি বিজিত্য জগৃহে বলিম্॥১৩

(১১-১৩) অন্বয়—যদা পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলে বসন্ [আসীৎ] [তদা] নিজচক্রবর্ত্তিতে কলিং প্রবিষ্টং [শুশ্রাব] [তাং] অনতিপ্রিয়াং বার্ত্তাং নিশম্য ততঃ [সঃ] সংযুগশৌণ্ডঃ শরাসনং আদদে। স্বলঙ্কৃতং শ্যামতুরঙ্গযোজিতং মৃগেন্দ্রধ্বজং রথং আস্থিতঃ, রথাশ্বদ্বিপপত্তিযুক্তয়া স্বসেনয়া বৃতঃ [সন্] [সঃ] দিগ্বিজয়ায় পুরাৎ নির্গতঃ। ভদ্রাশ্বং কেতুমালং ভারতং, উত্তরান্ কুরূন্, কিংম্পুরুষাদীনি বর্ষানি চ বিজিত্য বলিং জগৃহে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—কুরুজাঙ্গলে বসন্—কুরুজাঙ্গল প্রদেশ অরণ্য দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, এবং সেখানে লোকের বাস ছিল বড়ই কম। মহারাজ বোধ হয় মৃগয়ার জন্য সেখানে যখন ছিলেন, তখন শুনিলেন যে তাঁহার রাজ্যে কলি প্রবেশ করিয়াছে। নিজচক্রবর্ত্তিতে—নিজের চক্র = সেনা, তদ্দ্বারা 'বর্ত্তিত' = পরিপালিত অর্থাৎ সুরক্ষিত রাজ্যে (শ্রীধর)। অর্থাৎ যেন কোন প্রবলপ্রতাপ রাজার ন্যায় কলি আসিয়া তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। 'অনতিপ্রিয়াং বার্ত্তাং' —যে বার্ত্তা অতিশয় প্রিয় না হইলেও মহারাজ পরীক্ষিতের মত যোদ্ধার কাছে 'কিঞ্চিৎ প্রিয়' হইয়াছিল; কারণ এই সুযোগে কলির সহিত যুদ্ধের আনন্দ লাভ হইবে (শ্রীধর); 'নিশম্য'—এই পদের অর্থ শ্রবণ করিয়া; কিন্তু এখানে ভাবার্থ এই যে, ঐ সংবাদ শুনিয়া মহারাজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া লোকের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করার পর, যখন অনুভব করিলেন যে, সত্যই কলি প্রবেশ

করিয়াছে, তখন 'শরাসনং' = ধনু আদদে = গ্রহণ করিলেন ; সংযুগ-শৌণ্ডঃ = যুদ্ধে প্রগলভঃ ; স্বলঙ্কৃতং = সুন্দর অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত 'শ্যামতুরঙ্গ' শ্যামবর্ণ অশ্ব সকল যে রথে যোজনা করা হইয়াছিল, এবং যাহাতে 'মৃগেন্দ্রধ্বজ' = সিংহধ্বজ ছিল, সেই রথে 'আস্থিতঃ' = আরোহণ করিয়া ; রথাশ্বদ্বিপপত্তিযুক্তয়া = রথ + অশ্ব + দ্বিপ = হস্তী + পত্তি = পদাতি দ্বারা যুক্ত, অর্থাৎ চতুরঙ্গ সেনা দ্বারা 'বৃতঃ'—বেষ্টিত হইয়া, 'পুরাৎ'—রাজধানী হস্তিনাপুর হইতে দিগ্বিজয়ের জন্য নির্গত হইলেন। বলি = উপহার।

ব্যাখ্যা—মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন মৃগয়ার্থ কুরুজাঙ্গল প্রদেশে ছিলেন,তখন শুনিলেন যে তাঁহার প্রবল সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত রাজ্যেও কলি (যেন অপর কোন রাজার ন্যায়) প্রবেশ করিয়া রাজ্যমধ্যে আপন অধিকার বিস্তার করিতেছে। তিনি শীঘ্র রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া লোকের আচরণাদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই সংবাদ সত্য কি না তাহা অবধারণ করার পর কলির সহিত যুদ্ধের জন্য ধনু গ্রহণ করিলেন ; এবং সুসজ্জিত ও শ্যামবর্ণ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া এবং চতুরঙ্গ সেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজধানী হইতে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তরকুরু, কিম্পুরুষ (অর্থাৎ পশ্চিমে দক্ষিণে এবং উত্তরে সমুদ্রলগ্ন রাজ্য সকল) জয় করিয়া সেই সেই দেশবাসিগণের নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিলেন। [বোধ হয় এই সকল স্থানে দুরাচার দমন করিয়া সদাচার প্রবর্ত্তন করাই কলির দমনার্থ দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য ছিল]

তত্র তত্রোপশৃণ্বানঃ স্বপূর্ব্বেষাং মহাত্মনাম্।
প্রগীয়মাণঞ্চ যশঃ কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচকম্ ॥১৪

আত্মানঞ্চ পরিত্রাতমশ্বত্থাম্নোঽস্ত্রতেজসঃ।
স্নেহঞ্চ বৃষ্ণিপার্থানাং তেষাং ভক্তিঞ্চ কেশবে ॥১৫

তেভ্যঃ পরমসংহৃষ্টঃ প্রীত্যুজ্জৃম্ভিতলোচনঃ
মহাধনানি বাসাংসি দদৌ হারান্ মহামনাঃ ॥১৬

(১৪-১৬) [অন্বয়]—তত্র তত্র মহাত্মনাং স্বপূর্ব্বেষাং কৃষ্ণ মহাত্ম্যসূচকং প্রগীয়মানং যশঃ উপশৃণ্বানঃ, অশ্বত্থাম্নঃ অস্ত্রতেজসঃ [বাসুদেবেন] পরিত্রাতং আত্মানং [উপশৃণ্বানঃ] চ তেষাং বৃষ্ণিপার্থানাং, কেশবে ভক্তিঞ্চ [উপশৃণ্বানঃ] পরমসংহৃষ্টঃ [তথা] প্রীত্যুজ্জৃম্ভিত-লোচনঃ [সন্] [সঃ] মহামনাঃ ভেত্যঃ মহাধনানি বাসাংসি হারান্ চ দদৌ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—তত্র তত্র = ভদ্রাশ্ব প্রভৃতি সকল দেশে ; মহাত্মনাং—পরমভক্ত (মহতি = শ্রীহরিতে + আত্মা = চিত্ত যাঁহাদিগের) স্বপূর্ব্বেষাং—নিজের পূর্ব্বপুরুষগণের যশো-কীর্ত্তন শুনিলেন ; যে যশ 'কৃষ্ণমহাত্ম্যসূচক'—শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশক ; 'প্রগীয়মানং' = প্র = প্রকর্ষখ্যাপন করিয়া + গীয়মান = কীর্ত্তিত হইতে ছিল। ['বাসুদেবেন] পরিত্রাতং আত্মানং'—বাসুদেব দ্বারা সম্যক্ রক্ষিত নিজের বিষয়। 'প্রীতি' দ্বারা 'উজ্জৃম্ভিত' = বিস্ফারিত হইয়াছে 'লোচনে' = নেত্রদ্বয় যাঁহার ; 'মহামনাঃ'—মহৎ' = শ্রীহরি, তাঁহাতে মন আছে যাঁহার ; কৃষ্ণগতপ্রাণ, পরমভক্ত। মহাধনানি = বহুমূল্য 'বাসাংসি' পদের বিশেষণ।

ব্যাখ্যা—পরীক্ষিৎ যে যে দেশে ভ্রমণ করিলেন, সর্ব্বত্রই নিজের পরমভক্ত পূর্ব্বপুরুষগণের যশোকীর্ত্তন শুনিলেন, ঐ সকল কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণের মহাত্ম্যই সূচিত হইয়াছিল। বাসুদেব কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার অস্ত্র হইতে নিজের রক্ষার কথা, যাদব ও পাণ্ডবগণের স্নেহের কথা, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তির কথা শুনিতে শুনিতে পরমভক্ত পরীক্ষিৎ আনন্দে বিস্ফারিতনেত্র হইয়া ঐ সকল গায়ককে বহুমূল্য বস্ত্র এবং হার উপঢৌকন দিলেন।

> সারথ্য-পারষদ সেবন-সখ্য-দৌত্য-
> বীরাসনানুগমনস্তবনপ্রণামান্।
> স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু জগৎ প্রণতিঞ্চ বিষ্ণো-
> ভক্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে ॥ ১৭

(১৭) [অন্বয়] নৃপতিঃ স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু বিষ্ণোঃ সারথ্য-পার্ষদ-সেবন-সখ্য-দৌত্য-বীরাসনানুগমন-স্তবন-প্রণামান্ [তথা] [তস্মিন্] জগৎ প্রণতিং চ [শৃণ্বন্] [বিষ্ণোঃ] চরণারবিন্দে ভক্তিং করোতি [স্ম]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—স্নিগ্ধেষু = স্নেহের পাত্রগণের প্রতি বীরাসনং—রাত্রিতে খড়্গহস্ত ভাবে পাহারা দেওয়া (শ্রীধর); পার্ষদ = সভাপতিত্ব (শ্রীধর)।

ব্যাখ্যা—স্নেহের পাত্র পাণ্ডবগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সারথির কার্য্য, তাঁহাদের মন্ত্রণায় সভাপতিত্ব, সেবন (=চিত্তানুবৃত্তি, অর্থাৎ মনে মনে তাঁহাদের সুখ সম্পাদনের চিন্তা—শ্রীধর) সখ্য, কুরুসভায় দূত হইয়া গমন, খড়্গহস্ত হইয়া রাত্রিতে পাণ্ডবদিগের রক্ষার জন্য প্রহরীর কার্য্য, তাঁহাদিগের পশ্চাৎ অধীনের ন্যায় গমন, তাঁহাদিগের প্রশংসা এবং তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কার্য্যের বিষয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জগতের সম্মানের বিষয় মহারাজ পরীক্ষিৎ যত শুনিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বাড়িতে লাগিল।

তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য পূর্ব্বেষাং বৃত্তিমন্বহম্।
নাতিদূরে কিলাশ্চর্য্যং যদাসীত্তন্নিবোধ মে ॥১৮
ধর্ম্মঃ পদৈকেন চরন্ বিচ্ছায়ামুপলভ্য গাম্।
পৃচ্ছতি স্মাশ্রুবদনাং বিবৎসামিব মাতরম্ ॥১৯

(১৮-১৯) [অন্বয়] এবং পূর্ব্বেষাং বৃত্তিং অন্বহং বর্ত্তমানস্য তস্য নাতিদূরে যৎ আশ্চর্য্যং কিল আসীৎ তৎ মে নিবোধ। একেন পদা চরন্ [বৃষরূপধরঃ] ধর্ম্মঃ বিবৎসাং মাতরং ইব অশ্রুবদনাং গাং উপলভ্য পৃচ্ছতি স্ম।

ব্যাখ্যা—মহারাজ যখন এইরূপে পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় আচরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অনতিদূরে যে আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল

তাহার বিষয় আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। বৃষরূপধারী ধর্ম্ম এক পদে বিচরণ করিতে করিতে একটী গাভীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পরবর্ত্তী বাক্য সকল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বোধ হইল যে, যেন বৎস (= বাছুর) মরিয়া যাওয়াতে গাভীটার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছিল।

ধর্ম্ম উবাচ।

কচ্চিদ্ভদ্রেঽনাময়মাত্মনস্তে
বিচ্ছায়াসি ম্লায়তে ষন্মুখেন॥
আলক্ষয়ে ভবতীমন্তরাধিং
দূরে বন্ধুং শোচসি কঞ্চনাম্ব॥২০
পাদৈর্ন্যূনং শোচসি মৈকপাদ-
মুতাত্মানং বৃষলৈর্ভোক্ষ্যমাণম্।
আহো সুরাদীন্ হৃতযজ্ঞভাগান্
প্রজা উতস্বিন্মঘবত্যবর্ষতি॥২১

(২০-২১) [অন্বয়] হে ভদ্রে তে আত্মনঃ অনাময়ম্ কচ্চিৎ? ভবতীং অন্তরাধিং আলক্ষয়ে [যতঃ] বিচ্ছায়া অসি, মুখেন ম্লায়তে; হে অম্ব! কঞ্চন দূরে [স্থিতং] বন্ধুং শোচসি? পাদৈঃ ন্যূনং একপাদং মা (= মাং) শোচসি? উত [অতঃ উর্দ্ধং] বৃষলৈঃ ভোক্ষ্যমানং আত্মানং শোচসি? আহো হৃতযজ্ঞভাগান্ সুরাদীন্ [শোচসি]? উতস্বিৎ মঘবতি অবর্ষতি [সতি] প্রজাঃ [শোচসি]?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অনাময়' = পীড়াশূন্যতা, 'অন্তরাধিঃ'—মনঃপীড়াযুক্তা, অন্তরে 'আধি' = পীড়া আছে যাঁহার; 'আলক্ষয়ে'—আ = সুস্পষ্ট দেখিতেছি; 'বিচ্ছায়া'—বিবর্ণা; পাদৈঃ ন্যূনং'—তিন পাদ হীন অতএব একপাদ; '[অতঃ উর্দ্ধং] বৃষলৈঃ ভোক্ষ্যমানাং'—ইহার পরে (অর্থাৎ কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইলে)

'বৃষলৈঃ = শূদ্রৈঃ, দুরাচার ম্লেচ্ছগণ পৃথিবীতে আধিপত্য করিয়া তোমাকে ভোগ করিবে ভাবিয়া কি 'আত্মানং' = নিজের জন্য কাতর হইয়াছ ? 'হৃতযজ্ঞভাগান্' = যে দেবগণের যজ্ঞভাগ অসুরগণ হরণ করিয়াছে।

ব্যাখ্যা—গাভীরূপিনী পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্ম কহিলেন, হে ভদ্রে ! আপনার কোন পীড়া দেখিতেছি না বটে, তথাপি জিজ্ঞাসা করি, আপনার দেহ সুস্থ আছে কি ? আপনার অন্তরে যে পীড়া আছে, ইহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে, কারণ আপনি বিবর্ণা হইয়াছেন এবং মুখও ম্লান হইয়াছে। হে মাতঃ আপনি দূরে অবস্থিত কোন বন্ধুর জন্য শোক করিতেছেন কি ? অথবা আমার তিন পাদ গিয়া একপাদ মাত্র বাঁকী আছে বলিয়া কি আমার জন্য কাতর হইয়াছেন ? অথবা ইহার পরে দুরাচার ম্লেচ্ছগণ আপনাকে ভোগ করিবে তাহাই ভাবিয়া কি নিজের জন্য কাতর হইয়াছেন ? অসুরগণ দেবগণের যজ্ঞভাগ হরণ করাতে কি দেবগণের জন্য কাতর হইয়াছেন ? অথবা যজ্ঞভাগ না পাওয়াতে ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিবেন না, এই ভাবিয়া কি প্রজাগণের ভাবী ক্লেশের জন্য কাতর হইয়াছেন ?

অরক্ষ্যমাণাঃ স্ত্রিয় উর্ব্বি বালান্
শোচস্যথো পুরুষাদৈরিবার্ত্তান্।
বাচং দেবীং ব্রহ্মকুলে কুকর্ম্ম
ণ্য ব্রহ্মণ্যে রাজকুলে কুলাগ্র্যান্ ॥২২
কিং ক্ষত্রবন্ধূন্ কলিনোপসৃষ্টান্
রাষ্ট্রাণি বা তৈরবরোপিতানি।
ইতস্ততো বাশনপানবাস-
স্নানব্যবায়োন্মুখজীবলোকম্ ॥২৩

(২২-২৩) [অন্বয়] হে উর্ব্বি ! অথ [ভর্ত্তৃভিঃ] অরক্ষ-মানাঃ স্ত্রিয়ঃ [পিতৃভিঃ] অরক্ষ্যমানান্] বালান্ [উত] পুরুষাদৈঃ

ইব [ভর্ত্তৃভিঃ পিতৃভিশ্চ] আর্ত্তান্ [তান্] শোচসি ? [তথা] কুকর্ম্মণি ব্রহ্মকুলে [স্থিতাং] দেবীং বাচং বা অব্রহ্মণ্যে রাজকুলে [স্থিতান্] কুলাগ্র্যান্ [শোচসি] ? কিং কলিনোপসৃষ্টান্ ক্ষত্র-বন্ধুন্, বা তৈঃ অবরোপিতানি রাষ্ট্রাণি [শোচসি] ? বা ইতস্ততঃ অশন-পান-বাস-স্নান-ব্যবায়োন্মুখজীবলোকান্ [শোচসি] ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কর্ম্মণি' = কুক্রিয়ারত, কু = কুৎসিত হইয়াছে + কর্ম্ম যাহাদিগের ; 'ব্রহ্মকুলে' = ব্রাহ্মণ বংশে ; যাহারা সদাচার নয় তাহাদের কাছে বিদ্যার শোভা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়;'অব্রহ্মণ্যে— ব্রহ্মে রত = ব্রাহ্মণ, যাঁহারা ব্রাহ্মণের রক্ষক তাঁহারা 'ব্রহ্মণ্য' ; কুলগ্র্যান্ = শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, তাঁহারা উদারন্ন সংস্থানের জন্য 'অব্রহ্মণ্য' রাজকুলে চাকরি করিয়া নানা কষ্টভোগ করিতেছেন। কলিনোপসৃষ্টান্--কলি দ্বারা উপসৃষ্ঠ = সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অধর্ম্মে রত (সৃ = গমন করা) 'উপ'পদ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, ঐ 'ক্ষত্রবন্ধু' = ক্ষত্রিয়াধমদিগের 'অস্থি মজ্জায়' কলির আধিপত্য প্রবেশ করিয়াছে। 'তৈঃ অবরোপিতানি'—ঐ ক্ষত্রবন্ধুগণ যে রাজ্যে প্রাবল্য লাভ করিয়াছে (অব + রুহ = আরোহণ করা) ; ইতস্ততঃ = সর্ব্বত্র, আহারাদির স্থান এবং দ্রব্যাদির শুচিত্ব লক্ষ্য না করিয়া এবং ব্যবায় = মৈথুন কালে স্থান কাল ও গম্যাগম্য বিষয়ে কোনরূপ বিচার না করিয়া। উন্মুখ = ব্যগ্র, আকুল অর্থাৎ মৈথুন জন্য উৎসুক।

ব্যাখ্যা—হে ধরণি ! স্বামিগণ স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতেছে না, পিতামাতা সন্তানগণকে রক্ষা করিতেছে না। বরঞ্চ তাহাদিগের প্রতি রাক্ষসবৎ আচরণ করাতে স্ত্রী এবং শিশুগণ কাতর হইয়াছে ; ইহা দেখিয়া কি আপনি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছেন ? বাগ্-দেবী সদাচার ব্রাহ্মণগৃহে আশ্রয় না পাইয়া,কুকর্ম্মরত ব্রাহ্মণকুলেই অবস্থান করিতেছেন ; এবং তাহারা বিদ্যায় অপব্যবহার করিতেছে দেখিয়া কি বাগ্-দেবীর জন্য অনুশোচনা করিতেছেন ? অথবা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ উদারান্ন সংস্থানের জন্য ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিশূন্য রাজকুলে দাসত্ব

করিয়া নানাবিধ কষ্টভোগ করিতেছেন দেখিয়া কি আপনিও ব্রাহ্মণগণের জন্য কাতর হইয়াছেন? ক্ষত্রিয়গণের অস্থিমজ্জায় কলির প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া কি আপনি ঐ ক্ষত্রিয়গণের অবনতিতে কাতর হইয়াছেন? অথবা যে রাজ্যে ঐ প্রকৃতির ক্ষত্রিয়গণ প্রবল হইবে,সেই রাজ্যের দুরবস্থা চিন্তা করিয়া কি আপনি কাতর হইয়াছেন? অথবা জনসাধারণ স্থান, এবং বস্তু সম্বন্ধে শুভ বা অশুভ, শুচি বা অশুচি ইত্যাদি 'বাচ বিচার' পরিত্যাগ করিয়া যে কোন বস্তু আহার বা পান এবং যথায় তথায় স্নান করিতে উৎসুখ হইতেছে; এবং স্থান কাল কিম্বা গম্যা বা অগম্যা বিচার না করিয়া যে কোন নারী বা নরের সহিত মৈথুন করিতে উৎসুক হইতেছে, ইহা দেখিয়া কি জনসাধারণের এই অবনতিতে আপনি অনুশোচনা করিতেছেন?

যদ্বাম্ব তে ভুরিভরাবতার-
কৃতাবতারস্য হরের্ধরিত্রি।
অন্তর্হিতস্য স্মরতী বিসৃষ্টা
কর্ম্মাণি নির্ব্বাণবিলম্বিতানি ॥২৪

ইদং মমাচক্ষ তবাধিমূলং
বসুন্ধরে যেন বিকর্শিতাসি।
কালেন বা তে বলিনাং বলীয়সা
সুরার্চ্চিতং কিং হৃতমম্ব সৌভগম্ ॥২৫

(২৪-২৫) [অন্বয়]—যদ্বা হে অম্ব ধরিত্রি! তে ভুরিভরাবতার কৃতাবতারস্য [অধুনা] অন্তর্হিতস্য হরেঃ নির্ব্বাণ-বিলম্বিতানি [অথবা, নির্ব্বাণ-বিড়ম্বিতানি] কর্ম্মাণি স্মরতী [তেন] বিসৃষ্টা [ত্বং কিং শোচসি?] হে অম্ব বলিনাং অপি বলীয়সা কালেন বা তে সুরার্চ্চিতং সৌভগং কিং হৃতং? হে বসুন্ধরে যেন ত্বং বিকর্শিতাসি তব ইদং আধিমূলং মম [সন্নিধৌ] আচক্ষ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—নির্ব্বাণ বিলম্বিতানি—নির্ব্বাণং বিলম্বিতং আশ্রিতং যেষু (শ্রীধর)। যে কার্য্য মোক্ষপ্রদ ছিল [পাঠান্তরে 'নির্ব্বাণং' = কৈবল্যং 'বিড়ম্বিতং' = স্বমাধূর্য্যেন উপহাসাস্পদীকৃতং যৈঃ, যে কার্য্যসকল এতই মধুর যে, তাহার তুলনায় নির্ব্বাণ = মোক্ষও তুচ্ছবস্তু এবং উপহাসের জিনিস বলিয়া বোধ হয়], 'বলীনাং বলীয়সা'—যে কাল বলবানের কাছেও অধিকতর বলীয়ান্; অর্থাৎ যে কাল বলবান্ ব্যক্তিগণকেও বিধ্বস্ত করে। 'সুরার্চ্চিতং' —দেবগণ কর্তৃকও পূজিত, অর্থাৎ দেবগণও যে সম্পদকে কামনা করেন ; বিকর্শিতা—বিশেষরূপে + কর্শিতা = কৃশতাপ্রাপ্ত, অর্থাৎ আপনাকে কৃশ করিয়াছে। আধিমূলং—মনঃপীড়ার মূল কারণ। আচক্ষ = সম্যগ্ ভাবে বল।

ব্যাখ্যা—হে মাতঃ ধরিত্রি ! আপনার ভার অপনোদনার্থ (অর্থাৎ পৃথিবীর ভারভূত দুরাচার রাজাদিগকে নাশার্থ) যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের মোক্ষপ্রদ কার্য্যসকল স্মরণ করিয়া এখন কি তাঁহার তিরোধানে আপনি শোক করিতেছেন? হে মাতঃ কালশক্তি বলবান ব্যক্তিগণকেও বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ, সেই কাল কি আপনার দেবদুর্লভ সৌভাগ্যকে হরণ করিয়াছে ? হে মাতঃ ! যে দুঃখ দ্বারা কাতর হইয়া আপনি এত কৃশ হইয়াছেন, তাহার মূল কারণ কি তাহা আমাকে বলুন।

ধরণী উবাচ

ভবান্ হি বেদ তৎ সর্ব্বং যন্মাং ধর্ম্মানুপৃচ্ছসি।
চতুর্ভির্বর্ত্তসে যেন পাদৈর্লোকসুখাবহৈঃ।২৬

(২৬) [**অন্বয়**]—হে ধর্ম্ম। যৎ মাং অনুপৃচ্ছসি তৎ সর্ব্বং হি ভবান্ বেদ ; যেন [শ্রীকৃষ্ণেন হেতুভূতেন] ত্বং লোকসুখাবহৈঃ চতুর্ভিঃ পাদৈঃ বর্ত্তসে...তেন শ্রীনিবাসেন রহিতং লোকং শোচামি (৩১ শ্লোক)।

ব্যাখ্যা—হে ধর্ম্ম আপনি আগ্রহের সহিত আমাকে যে সকল প্রশ্ন করিলেন ঐ প্রশ্নোক্ত বিষয় সমস্তই আপনি জানেন। যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই তপঃ, শৌচং, দয়া ও সত্যং এই পাদচতুষ্টয় আপনার বর্ত্তমান ছিল, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর নিবাস সেই শ্রীকৃষ্ণহীন হইয়া সংসার এখন শ্রীহীন (অর্থাৎ লক্ষ্মীছাড়া) হইয়াছে। সেই জন্যই আমি এখন এই সংসারের জন্য কাতর হইয়াছি।

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥২৭
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ॥২৮
প্রাগলভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ॥
এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ।৩০
তেনাহং গুণপাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্।
শোচামি রহিতং লোকং পাপ্মনা কলিনেক্ষিতম্।
আত্মানঞ্চানুশোচামি ভবন্তঞ্চামরোত্তম্।
দেবান্ ঋষীন্ পিতৄন্ সাধূন্ সর্ব্বান্ বর্ণাংস্তথাশ্রমান্।

(২৭-৩২) [অন্বয়] সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিঃ ত্যাগঃ সন্তোষঃ আর্জ্জবং, শমঃ দমঃ তপঃ সাম্যং, তিতিক্ষা, উপরতিঃ, শ্রুতং, জ্ঞানং, বিরক্তিঃ, ঐশ্বর্য্যং, শৌর্য্যং, তেজঃ, বলং, স্মৃতিঃ, জ্ঞানং, বিরক্তিঃ, ঐশ্বর্য্যং, শৌর্য্যং, তেজঃ, বলং, স্মৃতিঃ, স্বাতন্ত্র্যং, কৌশলং, কান্তিঃ, ধৈর্য্যং, মার্দ্দবং এব চ, প্রাগল্‌ভ্যং, প্রশ্রয়ঃ, শীলং, সহঃ, ওজঃ, বলং, ভগঃ, গাম্ভীর্য্যং, স্থৈর্য্যং, আস্তিক্যং, কীর্ত্তিঃ, মানঃ, অনহঙ্কৃতিঃ, হে ভগবন্! এতে, অন্যে চ মহত্বং ইচ্ছদ্ভিঃ প্রার্থ্যাঃ মহাগুণাঃ যত্র [ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে] নিত্যাঃ [তথা তে] কর্হিচিৎ ন বিয়ন্তিস্ম ; তেন গুণপাত্রেণ

শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতং রহিতং [তথা]পাপ্মনা কলিনা ঈক্ষিতং লোকং [অহং] শোচামি। আত্মানং, অমরোত্তমং ভবন্তং, দেবান্, ঋষীন্, পিতৃন্, সাধূন্, সর্ব্বান্ বর্ণান্ তথা আশ্রমান্ চ অনুশোচামি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—সত্যং = যথার্থভাষণ, শৌচং = বিশুদ্ধত্ব, দয়া = পরের দুঃখ সহ্য করিতে না পারা ; ক্ষান্তি = ক্রোধের কারণ হইলেও চিত্তসংযম, ত্যাগ = প্রার্থিগণের প্রতি মুক্তহস্ততা ; সন্তোষ = অলং বুদ্ধি,যাহা লাভ হইল তাহাকেই যথেষ্ঠ ভাবা ; আর্জ্জব = সরলতা ; শম = মনের অচাঞ্চল্য ; দম = বহিরিন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা ; তপঃ = মন বাক্যাদির সংযম, শ্রীধর বলেন 'স্বধর্ম্ম'। সাম্যং = শত্রু-মিত্রে সমান জ্ঞান ; তিতিক্ষা = পরের অপরাধ সহ্য করা, উপরতি = লাভে উদাসীন ভাব ; শ্রুত = শাস্ত্রজ্ঞান, 'জ্ঞান' = আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান ; বিরক্তি = ভোগতৃষ্ণার অভাব ; ঐশ্বর্য্য = নিয়ন্তৃত্ব ; শৌর্য্য = সংগ্রামে উৎসাহ ; তেজঃ = প্রভাব ; বল = দক্ষতা ; স্মৃতি = কর্ত্তব্যানুসন্ধান ; স্বাতন্ত্র্যং = অপরাধীনতা ; কৌশলং = ক্রিয়ায় নিপুণতা ; কান্তি = সৌন্দর্য্য ; ধৈর্য্য = অব্যাকুলতা, মার্দ্দব = চিত্তের অকাঠিন্য ; প্রাগলভ্যং = প্রতিভার আতিশয্য ; প্রশ্রয় = বিনয় ; শীল = সুস্বভাব ; সহ ওজঃ বলং = মনের, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের পটুতা ; ভগ = ভোগাস্পদত্ব ; গাম্ভীর্য্য = অক্ষোভত্ব, কীর্ত্তি = যশ ; মান = পূজ্যত্ব ; অনহঙ্কৃতি = গর্ব্বের অভাব। এতে = এই ৩৯টী গুণ এবং অন্যেচ = ব্রহ্মণ্যত্ব, শরণ্যত্ব প্রভৃতি গুণসকল মহত্ত্বং ইচ্ছদ্ভিঃ প্রার্থ্যাঃ মহাগুণাঃ = যাহারা মহত্ত্ব লাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা ঐ সকল মহাগুণ কামনা করেন। সেই গুণ সকল যত্র ভগবতি নিত্যাঃ = ঐ গুণ সকল শ্রীভগবানের 'সহজাঃ' (শ্রীধর), শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক। অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের অঙ্গ ; অতএব 'কর্হিচিৎ ন বিয়ন্তি' = কখনও ক্ষয় হয় না, ন বিগতা ভবন্তি। ঐ গুণসকল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত হওয়াতে মহাপ্রলয়েও নষ্ট হয় না, বিশ্বনাথ।

বলেন যে এই গুণসকল যেরূপ নিত্য সেইরূপ শ্রীহরির লীলার সহায়: যে পার্ষদগণ তাঁহাতে লীন হন, তাঁহারাও নিত্য।

গুণপাত্রেণ = গুণের আলয়, যিনি সর্ব্বগুণের আধার; এবং শ্রীনিবাস = সর্ব্ববিভূতির আধার। পাপ্মনা = পাপহেতুনা; ঈক্ষিতং --কলির যে খরদৃষ্টি পতিত হওয়াতে সংসারের অধিবাসিগণকে অভিভূত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবর্জ্জিত এবং কলি দ্বারা গ্রস্ত সংসারের জন্য শোক করিতেছি। কলির প্রভাব কেবল ভূলোকের উপরেই যে ব্যপ্ত হইয়াছে তাহা নয়, ভূবঃ ও স্বঃ লোকের উপরও চলিতেছে। সেইজন্য পৃথিবী, কেবল ভূলোক বাসিগণের জন্য নহে, দেবগণ এবং পিতৃগণের জন্যও তিনি কাতর হইলেন।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গমোক্ষ
কামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ
সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায়।
যৎপাদসৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা ॥৩৩
তস্যাহমব্জকুলিশাঙ্কুশকেতুকেতৈঃ
শ্রীমৎপদৈর্ভগবতঃ সমলঙ্কৃতাঙ্গী।
ত্রীনত্যরোচ উপলভ্য ততো বিভূতিং
লোকান্ স মাং ব্যসৃজদুৎস্ময়তীং তদন্তে ॥৩৪

(৩৩-৩৪) [অন্বয়]—ভগবৎপ্রপন্নাঃ [অপি] যদপাঙ্গমোক্ষকামাঃ [সন্তঃ] ব্রহ্মাদয়ঃ বহুতিথং তপঃ সমচরন্, সা শ্রীঃ স্ববাসং অরবিন্দবনং বিহায় অনুরক্তা [সতী] যৎপাদসৌভগং অলং ভজতে, তস্য ভগবতঃ অব্জকুলিশাঙ্কুশকেতুকেতৈঃ শ্রীমৎপদৈঃ সমলঙ্কৃতাঙ্গী অহং ততঃ বিভূতিং উপলভ্য ত্রীন্ লোকান্ অত্যরোচে; তদন্তে সঃ উৎস্ময়তীং মাং ব্যসৃজৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ভগবৎপ্রপন্নাঃ = ভগবন্তং প্রপন্নাঃ (বিশ্বনাথ) ব্রহ্মাদি, ভগবানকে বিশেষরূপে আশ্রয় করিলেও, সকাম-ভক্তি বশতঃ লক্ষ্মীদেবীরও আরাধনা করিতেন (বিশ্বনাথ)। 'যদপাঙ্গমোক্ষকামাঃ'—যৎ = যস্যাঃ, যে লক্ষ্মীদেবীর অপাঙ্গমোক্ষ = কৃপাকটাক্ষকে কামনা করিতেন ; অপাঙ্গমোক্ষাঃ (= কৃপাকটাক্ষ-পাত) কামাঃ যেসাং, যে ব্রহ্মাদির ; এবং সেইজন্য 'বহুতিথং' = বহুকাল যাবৎ ; তপঃ সমচরন্ = লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করিয়া-ছিলেন। অনুরক্তা = শ্রীহরির প্রতি প্রেমবতী ; যৎপাদসৌভগং = যে শ্রীহরির পদাশ্রয়ে বাস করিয়া লক্ষ্মীদেবী নিজের পদ্মালয়ে বাসের অপেক্ষাও অধিক সুখ পাইতেন। অব্জকুলিশাঙ্কুশকেতুকেতৈঃ—পদ্ম + কুলিশ = বজ্র + অঙ্কুশ + কেতু = ধ্বজ, এই সকল 'কেত' = চিহ্ন ছিল যাহাতে। শ্রীমৎপদৈঃ = শ্রী অর্থাৎ শোভা এবং বিভূতিযুক্ত (অস্ত্যর্থে মতুপ্ প্রত্যয়) + পদৈঃ = পদচিহ্ন সকল দ্বারা ; সমলঙ্কৃতাঙ্গী—সং = সাতিশয় + অলঙ্কৃতা = শোভিতা + অঙ্গ = দেহ যাঁহার এরূপ যে আমি (ধরিত্রী), ততঃ = ভগবানের নিকট হইতে ; বিভূতিং = ঐশ্বর্য ; উপলভ্য = আপন সমীপে প্রাপ্ত হইয়া ; 'উপ' পদ দ্বারা বিভূতির আধার স্বয়ং ভগবান্ আমার সমীপে ছিলেন, ইহাই বুঝায়। ত্রীন্ লোকান্ = ভূরাদি লোকত্রয়কে ; অত্যরোচে—অতি = অতিক্রম্য + অরোচে = শোভিত হইয়াছিলাম। তদন্তে = তস্যাঃ সেই বিভূতির অন্তে নাশকালে প্রাপ্তে সতি (শ্রীধর) ; উৎস্ময়তীং = অতিগর্ব্বিতাং ; ব্যসৃজৎ = বি = সম্পূর্ণরূপে + অসৃজৎ = ত্যাগ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মাদি ভগবানকে আশ্রয় করিয়াও ভোগবাসনার বশে লক্ষ্মীদেবীর কৃপাকটাক্ষলাভ কামনা করিয়া, তাঁহার প্রীতির জন্য সুদীর্ঘ তপস্যা করেন। সেই লক্ষ্মীদেবী নিজের শোভাময় পদ্মালয় অপেক্ষাও যে শ্রীহরির পাদপদ্মের আশ্রয়ে বাস করাই অধিকতর সৌভাগ্য বিবেচনা করিয়া শ্রীহরির পদসেবা করেন, আমি সেই শ্রীহরির ধ্বজবজ্রাঙ্কিত পদচিহ্ন নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া এবং শ্রীহরি

দত্ত বিভূতি নিচয়ে ভূষিতা হইয়া লোকত্রয়ের সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করাতে সাতিশয় গর্ব্বিতা হইয়াছিলাম ; যখন সেই সুখের অবসান কাল উপস্থিত হইল তখন শ্রীহরি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

যো বৈ মমাতিভরমাসুরবংশরাজ্ঞা-
মক্ষৌহিণীশতমপানুদদাত্মতন্ত্রঃ।
ত্বাং দুঃস্থমুনপদমাত্মনি পৌরুষেণ
সম্পাদয়ন্ যদুষু রম্যমবিভ্রদঙ্গম্॥৩৫
কা বা সহেত বিরহং পুরুষোত্তমস্য
প্রেমাবলোকরুচিরস্মিতবল্গুজল্পৈঃ।
স্থৈর্য্যং সমানমহরন্মধুমানিনীনাং
রোমোৎসবো মম যদঙ্ঘ্রিবিটঙ্কিতায়াঃ॥৩৬

(৩৫-৩৬) অন্বয়—যঃ আত্মতন্ত্রঃ [পুরুষোত্তমঃ] আসুরবংশ রাজ্ঞাং অক্ষৌহিণীশতং [রূপং] মম অতিভরং অপানুদৎ, [তথা] উনপদং দুঃস্থং ত্বাং পৌরুষেণ আত্মনি সম্পাদয়ন্ যদুষু রম্যং অঙ্গং অবিভ্রৎ, প্রেমাবলোক-রুচির-স্মিত-বল্গুজল্পৈঃ যঃ মধুমানিনীনাং সমানং স্থৈর্য্যং অহরৎ [তথা] যদঙ্ঘ্রিবিটঙ্কিতায়াঃ মম রোমোৎসবঃ [অভূৎ] [তস্য] পুরুষোত্তমস্য বিরহং কা বা সহেত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—আত্মতন্ত্রঃ = স্বাধীন, অর্থাৎ যিনি কাম ক্রোধাদির বশে কোন কার্য্য করেন না ; আত্মানং তনোতি যঃ অর্থাৎ ইচ্ছাময়। 'আসুরবংশ'= অসুরবংশ হইতে জাত ; অপানুদৎ= দূর করিয়াছিলেন ; 'উনপদং'—উন = হীন + পদ অর্থাৎ তিনপদহীন ; দুঃস্থং- দুরবস্থায় স্থিত ; 'আত্মনি'= প্রকৃতিস্থ ভাবে ; সম্পাদয়ন্—সম্যক্ রূপে গমন করাইয়া (পদ = যাওয়া, নিজন্ত) অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ করাইয়া ; মধুমানিনীনাং—মধু= মথুরা, তথায় যে 'মানিনী'- অভিমানিনী সত্যভামাদি পত্নীগণ ছিলেন তাঁহাদিগের ; 'সমানং'—মান = গর্ব্ব তাহার সহিত, স্থৈর্য্য = ধৈর্য্য, তাঁহাদিগের মান ভঙ্গ করিয়া

প্রেমে অধীর করিয়াছিলেন। যদঙ্ঘ্রি বিটঙ্কিতায়াঃ—যৎ = যাঁহার + অঙ্ঘ্রিভিঃ = পদচিহ্নসকল দ্বারা + বিটঙ্কিতায়াঃ—বি = বিশেষরূপে + টঙ্কিতা = অলঙ্কৃতা যে আমি, সেই আমার ['টঙ্ক' ধাতুর অর্থ আবদ্ধ করা ; শ্রীহরির শোভাময় পদচিহ্ন ধরার বক্ষে আবদ্ধ হওয়াতে সেই শোভা দ্বারা ধরা অলঙ্কৃতা হইয়াছিলেন] রোমোৎসবঃ = রোমাঞ্চ রূপ উৎসব = আনন্দ, পৃথিবীর শস্যসম্পদ রোমাঞ্চের লক্ষণ। ভাবার্থ এই যে, পৃথিবী বহু শস্য,পুষ্প এবং লতাদিতে শোভিতা হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—অসুরবংশীয় রাজগণের যে বিশাল সৈন্য আমার ভারভূত হইয়াছিল, যে শ্রীহরি ইচ্ছামাত্র সেই সৈন্য বিনাশ করিয়া আমার ভার হরণ করিয়াছিলেন, হে ধর্ম্ম ! আপনিও তখন ত্রিপাদহীন হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন দেখিয়া, যে শ্রীহরি আপনাকেও প্রকৃতিস্থ করিয়া (অর্থাৎ নষ্ট পাদত্রয় প্রদান দ্বারা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় স্থাপন করাইয়া) যদুবংশে বিরাজমান ছিলেন, যিনি প্রেমময় দৃষ্টি, মধুর হাস্য এবং মনোহর বাক্য দ্বারা মথুরাবাসিনী সত্যভামাদি রমণীগণের অভিমান হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমে অধীর করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পদচিহ্ন আমার বক্ষে আবদ্ধ হওয়াতে আমি সেই শোভায় শোভিতা হইতাম, এবং তখন আমার দেহ বহুবিধ শস্য, পুষ্প এবং লতাদিতে বিভূষিত হওয়াতে আমি যেন প্রিয় সমাগমে রোমাঞ্চিত কলেবরা রমণীর ন্যায় সৌন্দর্য্য ধারণ করিতাম, যে পুরুষোত্তম এত প্রিয় ছিলেন, তাঁহার বিরহ কোন্ রমণী সহ্য করিতে পারে ?

তয়োরেবং কথয়তোঃ পৃথিব্যাধর্ম্ময়োস্তদা।
পরীক্ষিন্নাম রাজর্ষিঃ প্রাপ্তঃ প্রাচীং সরস্বতীম্ ॥৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে ধর্ম্মপৃথ্বীসংবাদো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

(৩৭) [অন্বয়] তয়োঃ এবং কথয়তোঃ [সতোঃ] তদা পরীক্ষিৎ নাম রাজর্ষিঃ প্রাচীং সরস্বতীং প্রাপ্তঃ।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত অন্বয়ে
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—তয়োঃ = পৃথিবী এবং ধর্ম্ম উভয়ের; প্রাচীং সরস্বতীং—পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতীকে, কুরুক্ষেত্রের নিকট।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীতোষিণী
টীকায় ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—পৃথিবী এবং ধর্ম্ম উভয়ের এইরূপ কথোপকথনের সময় রাজর্ষি পরীক্ষিৎ পূর্ব্ববাহিণী সরস্বতীর তীরে (অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের নিকট) তাঁহাদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

ইতি প্রথম স্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যায়
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

তাৎপর্য্য ঃ—এই অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক কলির পরাভব বর্ণিত হইয়াছে। পরাজিত হওয়ার পরে কলি অতি দীন-ভাবে মহারাজের নিকট আপন বাসস্থান প্রার্থনা করাতে মহারাজ প্রথমে তাঁহাকে 'দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা' এই চারিটি বস্তুতে বাস করার অনুমতি দিলেন। পুনরায় কলির প্রার্থনায় মহারাজ তাঁহাকে 'জাতরূপ' (= সুবর্ণ নামক বস্তুতে) অর্থাৎ ধনাদিতে বাস করার অধিকার দিলেন। এই 'জাতরূপই' মানবের মনের মধ্যে কলির অর্থাৎ অধর্ম্মের প্রবেশদ্বার। এই একটী বস্তু হইতেই 'অনৃত' 'মদ' 'কাম' এবং 'রজঃ' (অর্থাৎ রজোমূলা হিংসা) এবং 'বৈর' এই পঞ্চবিধ স্থানে কলির বাস প্রাপ্তি হয়। এতদ্দ্বারাই কলি ধর্ম্মের 'তপঃ' 'শৌচং' 'দয়া' 'সত্যং' এই পাদচতুষ্টয়কে নষ্ট করার সুযোগ পান। কলিকে পরাভূত করিয়া মহারাজ পুনরায় ধর্ম্মের এবং ধরিত্রীর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিলেন।

কলি কাহাকে বলে ?—কলিকে 'অধর্ম্মপ্রভবঃ' বলা হইয়াছে; অর্থাৎ অধর্ম্ম হইতে প্র = প্রবলভাবে যাঁহার 'ভবঃ' = উৎপত্তি, শ্রীবৃদ্ধি হয় তাঁহাকেই কলি বলে। ধর্ম্মের ব্যতিক্রম হইলে যে পাপাচরণ প্রবৃত্তি প্রবল হয়, সেই প্রবৃত্তির নামই 'কলি'। ঐ প্রবৃত্তির নিগ্রহকেই কলির পরাজয় বলা যায়। কেহ এই মন্তব্য হইতে যেন মনে না করেন যে, এই অধ্যায়ে বর্ণিত কলি-নিগ্রহের আখ্যায়িকা রূপক মাত্র। সংসারে নিয়তই দেখা যায় যে, কখন স্থুল বস্তু সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইতেছে এবং সূক্ষ্মবস্তুও স্থুল আকার ধারণ করিতেছে। অতএব কলি স্বরূপতঃ প্রবল সূক্ষ্ম শক্তিমাত্র হইলেও তখন স্থুলরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই ধরিতে হইবে। ধর্ম্মও সূক্ষ্ম বস্তু এবং স্থুলা পৃথিবীর জীবনস্বরূপা ধরিত্রীও সূক্ষ্ম বস্তু। কলি

যেরূপ স্থূলরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ধর্ম্ম এবং ধরণীও স্থূলরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। জগতের মঙ্গলসাধনের জন্যই এই তিন স্থূলরূপের অবতারণা হইয়াছিল।

কলি পরাজয়ের মর্ম্ম—শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সংসারে পাপাচরণ প্রবৃত্তিও প্রবল হইল। এই প্রাবল্যের আরম্ভের নামই কলিযুগের আরম্ভ। মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজের উচ্চ শক্তি দ্বারা (এই শক্তি ভগবৎ-শক্তির রূপান্তর মাত্র) পাপাচরণ প্রবৃত্তির অব্যাহত গতি নিরোধ করিয়া এই প্রবৃত্তিকে প্রধানতঃ সুবর্ণের (অর্থাৎ অর্থের) মধ্যে এবং আরও চারিটী বস্তুর মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলেন। অর্থলালসা হইতেই লোকের পাপমতি অত্যন্ত প্রবল হয়; স্ত্রীসঙ্গ হইতেও হয়। সংসারে কামিনী ও কাঞ্চন অনেকের সর্ব্বনাশ করে। 'দ্যূত' অর্থাৎ জুয়াখেলা, মদ্যপান এবং 'সূনা' অর্থাৎ হিংসা হইতেও পাপমতি প্রবল হয়। অতএব দেখা যায় যে, মহারাজ উপযুক্ত পাঁচটি বস্তুতেই কলির বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

সূত উবাচ।

তত্র গোমিথুনং রাজা হন্যমানমনাথবৎ।
দণ্ডহস্তঞ্চ বৃষলং দদৃশে নৃপলাঞ্ছনম্॥১
বৃষং মৃণালধবলং মেহন্তমিব বিভ্যতম্।
বেপমানং পদৈকেন সীদন্তং শূদ্রতাড়িতম্॥২
গাঞ্চ ধর্ম্মদুঘাং দীনাং ভৃশং শূদ্রপদাহতাম্।
বিবৎসামশ্রুবদনাং ক্ষামাং যবসমিচ্ছতীম্॥৩

(১-৩) [অন্বয়] তত্র রাজা গোমিথুনং অনাথবৎ হন্যমানং দণ্ডহস্তং, নৃপলাঞ্ছনং বৃষলং দদৃশে। একেন পদা সীদন্তং শূদ্রতাড়িতং মেহন্তং ইব [স্থিতং] বিভ্যতং মৃণালধবলং বৃষং [দদৃশে] [তথা] শূদ্রপদাহতাং ভৃশং দীনাং, বিবৎসাং অশ্রুবদনাং ক্ষামাং যবসং ইচ্ছতীং ধর্ম্মদুঘাং গাঞ্চ [অপশ্যৎ]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'দণ্ডহস্তং'—যাঁহার হস্তে যষ্টি ছিল; 'অনাথবৎ হন্যমানং ইত্যাদি'—কাহারও 'নাথ' অর্থাৎ রক্ষক না থাকিলে অপরে তাহাকে যেরূপ নির্ভয়ে প্রহার করে, ধর্ম্মের রক্ষক শ্রীকৃষ্ণ তিরোভূত হওয়াতে কলি নির্ভয়ে 'গোমিথুনং' = গাভীরূপ-ধারিণী পৃথিবী এবং বৃষরূপধারী ধর্ম্ম এই উভয়কে নির্ভয়ে প্রহার করিতেছিল। 'বৃষলং' = শূদ্র; অর্থাৎ মহারাজ যে দুরাচার কলিকে দেখিলেন, ঐ কলি তখন 'নৃপলাঞ্ছনং' = রাজবেশধারী অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ তাহার রাজশক্তি আছে, ইহাই প্রকাশ করার জন্য কলি রাজবেশ ব্যবহার করিতেছিল। সীদন্তং = কাতর; 'মেহন্তং ইব স্থিতং' = ভয়ে যেন মূত্রত্যাগ করিতেছিলেন; 'বিভ্যতং'—ভয়ে কাতর; 'মৃণালধবলং'—শুভ্র; 'শূদ্রপদাহতাং'—এই পদ দ্বারা লাঞ্ছনার সহিত অবজ্ঞাও বুঝায়। কলি অসহায়া ধরণীকে পদাঘাত করিতেছিল বটে কিন্তু ধর্ম্মকে পদাঘাত করার ক্ষমতা তাহার ছিল না, কেবল লাঞ্ছনাই করিতেছিল; ক্ষামাং = ক্ষীণাং অর্থাৎ দিন দিন শস্যসম্পদাদি হ্রাস হওয়াতে শ্রীহীন। অধিবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধিই পৃথিবীর শোভা! 'যবস'—তৃণ (শ্রীধর), সদাচারাদি পৃথিবীর পুষ্টিসাধক; অতএব এস্থানে তাহারাই তৃণস্থানীয়। 'ধর্ম্মদুঘাং'—যিনি ধর্ম্মকে দোহন করেন, অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতেই পৃথিবী দুগ্ধবৎ পুষ্টিকর শ্রীসম্পদাদি উপাদান লাভ করেন; 'বিবৎসাং'—শস্যাদি পৃথিবীর বৎসতুল্য; তাহার ক্ষয় হওয়াতে বিবৎসা গাভীর ন্যায় কাতর (বিশ্বনাথ)। 'অশ্রুবদনা'—দুরবস্থায় কাতর।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতীতীরে উপস্থিত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ দেখিলেন যে, একজন শূদ্রবৎ দুরাচার ব্যক্তি তাহার নিজের রাজশক্তি আছে এই পরিচয় দেওয়ার অভিপ্রায়ে যেন রাজবেশ ধারণ করিয়া আছে; এবং তাহার হস্তে স্থিত যষ্টি দ্বারা একটী বৃষ এবং একটী গাভীকে এমন নির্ভয়ে ও নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতেছে যে, যেন তাহার মনে স্থির বিশ্বাস আছে যে, ঐ গোমিথুনকে তাহার

অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ কোন ব্যক্তিই নাই ; অতএব সে তাহাদিগকে যত ইচ্ছা পীড়ন করিতে পারে। বৃষটী দেখিতে মৃণালের ন্যায় শুভ্র, তাঁহার তিনটী পদ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, অতএব না থাকারই তুল্য ; এবং একপদ মাত্র লইয়া তিনি অতি কষ্টে আছেন ও শূদ্রের প্রহারে কাতর হইয়া যেন সভয়ে মূত্রত্যাগ করিতেছেন। ঐ শূদ্র গাভীটীকে প্রহার এবং সেই সঙ্গে পদাঘাতও করিতেছিল, গাভীটীকে দেখিলে বোধ হয় যে, যেন তাঁহার বৎস মরিয়া যাওয়াতে তিনি দীনভাবে রোদন করিতেছেন, যেন অনাহারে ক্ষীণা হইয়াছেন, এবং যে ধর্ম্মাচরণ তাঁহার পুষ্টিসাধন করে (অতএব উহাই তাঁহার আহার্য্যস্থানীয়) তিনি সেই আহার্য্যই কামনা করিতেছেন।

পপ্রচ্ছ রথমারূঢ়ঃ কার্ত্তস্বরপরিচ্ছদম্।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সমারোপিতকার্ম্মুকঃ ॥৪
কস্ত্বং মচ্ছরণে লোকে বলাদ্ধংস্যবলান্ বলী।
নরদেবোঽসি বেশেন নটবৎ কর্ম্মণাদ্বিজঃ ॥৫
যস্ত্বং কৃষ্ণে গতে দূরং সহ গাণ্ডীবধন্বনা।
শোচ্যোঽস্যশোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ বধমর্হসি ॥৬

(৪-৬) [অন্বয়] রথং আরূঢ়ঃ সমারোপিতকার্ম্মুকঃ মেঘগম্ভীরয়া বাচা কার্ত্তস্বরপরিচ্ছদম্ [বৃষলং] পপ্রচ্ছ ; মচ্ছরণে [অস্মিন্] লোকে বলী কঃ ত্বং বলাৎ অবলান্ হংসি ? [ত্বং] নটবৎ বেশেন নরদেবঃ অসি, কর্ম্মণা তু অদ্বিজঃ [অসি]। গাণ্ডীবধন্বনা সহ কৃষ্ণে দূরং গতে যঃ ত্বং অশোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ শোচ্যঃ [অসি] [সঃ ত্বং] বধং অর্হসি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'সমারোপিতকার্ম্মুকঃ'—যুদ্ধার্থ ধনুতে জ্যা-রোপণ করিয়া অবস্থিত ; 'কার্ত্তস্বর' = সুবর্ণ ; কলি তখন সুবর্ণখচিত রাজবেশ ধারণ করিয়াছিল। 'মচ্ছরণে'—আমার আশ্রিত, 'লোকে' = রাজ্যে ; অবলান্ = দুর্ব্বল জীবগণকে ; 'নটবৎ বেশেন

নরদেবঃ অসি,—অভিনয়ের সময় নট বস্তুতঃ রাজা না হইয়াও যেরূপ রাজবেশ পরিধান করে, কিন্তু তখন বেশের সঙ্গে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না ; তুমিও সেইরূপ কপট রাজবেশ লইয়াছ, কিন্তু তোমার প্রকৃতি রাজার ন্যায় হয় নাই। তুমি 'কর্ম্মণা তু অদ্বিজঃ' = আচরণে শূদ্রবৎই আছ। গাণ্ডীবধম্বনা = অর্জ্জুনের সহিত ; অশোচ্যান্—শোকের অনুপযুক্ত অর্থাৎ নির্দ্দোষ ; শোচ্যঃ = শোকের যোগ্য, সাপরাধ।

ব্যাখ্যা—রথস্থিত মহারাজ পরীক্ষিৎ কলির সহিত যুদ্ধার্থ ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর বাক্যে স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ-ধারী সেই শূদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আমার আশ্রিত রাজ্যে কে তুমি। নিজের শক্তি আছে বলিয়া দুর্ব্বলের পীড়ন করিতেছ? নট অভিনয়ের সময় যেমন রাজবেশ ধারণ করে, কিন্তু তখন তাহার প্রকৃতি পূর্ব্ববৎই থাকে রাজার ন্যায় হয় না, তুমিও এখন রাজবেশ ধারণ করিয়াছ কিন্তু তোমার কার্য্য রাজার ন্যায় নহে, শূদ্রের ন্যায়ই। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া দুর্ব্বলের রক্ষক ছিলেন, তাঁহাদের উভয়ের তিরোভাব হইয়াছে দেখিয়া তুমি মনে ভাবিয়াছ যে, দুর্ব্বলের রক্ষক আর কেহ নাই, অতএব এই নিভৃত স্থানে তাহাদের পীড়ন করিতেছ। এইজন্য তুমি বধের যোগ্য।

যস্ত্বং বা মৃণালধবলঃ পাদৈর্ন্যূনঃ পদা চরন্।
বৃষরূপেণ কিং কশ্চিদ্দেবো নঃ পরিখেদয়ন্ ॥৭
ন জাতু কৌরবেন্দ্রাণাং দোর্দ্দণ্ডপরিরম্ভিতে।
ভূতলেঽনুপতন্ত্যস্মিন্ বিনা তে প্রাণিনাং শুচঃ ॥৮
মা সৌরভেয়াত্র শুচো ব্যেতু তে বৃষলাদ্ভয়ম্।
মা রোদীরম্ব ভদ্রং তে খলানাং ময়ি শাস্তরি ॥৯

(৭-৯) [অন্বয়] পাদৈঃ ন্যূনঃ [একেন] পদা চরন্ মৃণালধবলঃ ত্বং বা [কঃ] অসি ? বৃষরূপেণ নঃ পরিখেদয়ন্ কশ্চিৎ দেবঃ [বর্ত্তসে]

কিং ? কৌরবেন্দ্রাণাং দোর্দ্দণ্ড পরিরম্ভিতে অস্মিন্ [রাজ্যে] তে শুচঃ বিনা জাতু [ইতরেষাং] প্রাণিনাং [শুচঃ] ভূতলে ন অনুপতন্তি। হে সৌরভেয় ত্বং অত্র মা শুচঃ; বৃষলাৎ তে ভয়ং ব্যেতু; হে অম্ব! মা অরোদীঃ খলানাং শাস্তরি ময়ি [জীবতি সতি] তে ভদ্রং ভবতু।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'পাদৈঃ ন্যূনঃ'—পাদ সকল অর্থাৎ ত্রিপাদ হীন এবং 'একেন্ পদা চরন্'—কেবল একমাত্র পাদ দ্বারা বিচরণ করিতেছ। 'বৃষরূপেন নঃ পরিখেদয়ন্'—আমাদিগের মনে খেদ উৎপাদন করিবার জন্যই (কারণ বৃষকে সকলেই সম্মান করে) কি আপনি বৃষরূপ ধারণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ আপনি কি কোন দেবতা ? 'তে শুচঃ বিনা'—আপনার অশ্রু ব্যতীত [ইতরেষাং ইত্যাদি = অপর কাহারও অশ্রু 'মা শুচঃ'—শোক করিও না; অনুপতন্তি—'অনু' অলক্ষিত ভাবে অর্থাৎ আমার অজ্ঞাতেও ভূতলে পতিত হয় না; ব্যেতু = সম্পূর্ণরূপে দূর হউক; আমি এখনই আপনার ভয় দূর করিব (বি + এতু = যাউক, ই = যাওয়া)।

ব্যাখ্যা—আপনি ত্রিপাদহীন, এবং একপাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে; এবং আপনার কান্তি মৃণালের ন্যায় শুভ্র, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি কে ? বৃষকে সকলেই সম্মান করে, অতএব বৃষের লাঞ্ছনা দেখিলে আমাদিগের মনে পীড়া হইবে; এবং তাহা হইলেই আমরা ঐ অত্যাচারের প্রতিবিধান করিব, এই জন্যই কি আপনি বৃষরূপ ধারণ করিয়াছেন ? বস্তুতঃ আপনি কি কোন দেবতা ? কুরুবংশীয় রাজাদিগের বাহু দ্বারা সর্ব্বত্র সুরক্ষিত এই রাজ্যে কেবল আপনার নেত্রজল ব্যতীত অপর কাহারও অশ্রুজল আমার অজ্ঞাতে ভুমিতে পতিত হয় না; (অর্থাৎ প্রবল মনঃপীড়া হয় না, কেহ আমার অসাক্ষাতেও অপরকে পীড়ন করিতে সাহস করে না)। হে সুরভিবংশোৎভব বৃষ! আপনি আর কাতর হইবেন না, আমি এখনই এই শূদ্র হইতে আপনার ভয় দূর করিব, হে মাতঃ গাভি! আপনি আর রোদন

করিবেন না ; দুষ্টগণের শাসক আমি জীবিত থাকার সময় আপনার মঙ্গল হউক।

যস্য রাষ্ট্রে প্রজাঃ সর্ব্বাস্ত্রস্যন্তে সাধ্বসাধুভিঃ।
তস্য মত্তস্য নশ্যন্তি কীর্ত্তিরায়ুর্ভগো গতিঃ॥১০
এষ রাজ্ঞঃ পরো ধর্ম্মো হ্যার্ত্তানামার্ত্তিনিগ্রহঃ।
অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রুহমসত্তমম্॥১১
কোঽবৃশ্চত্তব পাদাংস্ত্রীন্ সৌরভেয় চতুষ্পদ।
মা ভূবংস্ত্বাদৃশো রাষ্ট্রে রাজ্ঞাং কৃষ্ণানুবর্ত্তিনাম্॥১২

(১০-১২) [**অন্বয়**] হে সাধ্বি যস্য রাষ্ট্রে সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অসাধুভিঃ ত্রস্যন্তে তস্য মত্তস্য কীর্ত্তিঃ আয়ুঃ ভগঃ গতি নশ্যন্তি। আর্ত্তানাং এষঃ আর্ত্তিনিগ্রহঃ হি রাজ্ঞঃ পরঃ ধর্ম্মঃ, অতঃ ভূতদ্রুহং অসত্তমং এনং বধিষ্যামি। হে সৌরভেয়! চতুষ্পদঃ তব ত্রীন্ পাদান্ কঃ অবৃশ্চৎ? কৃষ্ণানুবর্ত্তিনাং রাজ্ঞাং রাষ্ট্রে ত্বাদৃশাঃ [দুঃখিতাঃ] মা অভূবন্।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—মত্তস্য = ভোগসুখে মুগ্ধ, অতএব যিনি কর্ত্তব্য সাধনে দৃষ্টি রাখেন না। ভগঃ = ভাগ্য, অর্থাৎ ঐহিক সুখ; গতিঃ = পরলোকপ্রাপ্তি; 'এষঃ আর্ত্তিনিগ্রহঃ'—এইরূপ যাতনা যে পাইতেছে, তাহার যাতনার উপশম করা; ভূতদ্রুহং = জীবের প্রতি হিংসাকারক; অসত্তম = অত্যন্ত অসাধু; চতুষ্পদঃ—চারি পাদের মধ্যে; অবৃশ্চৎ = ছেদন করিয়াছে (ব্রশ্চ = ছেদন করা); 'কৃষ্ণানুবর্ত্তিনাং রাজ্ঞাং'—শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত (অতএব ধর্ম্মনিরত) এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রাজগণের; তাদৃশাঃ = আপনার তুল্য কাতর যেন অপর কেহ না হয়। 'ব্যধিষ্যামি'—আমি রাজধর্ম্ম পালনার্থই এই দুষ্টকে বধ করিব। অতএব আপনার অনুরোধে বধ করিলাম মনে করিয়া আপনি দুঃখিত হইবেন না (বিশ্বনাথ)।

ব্যাখ্যা—হে সাধ্বি যে রাজার রাজ্যে প্রজাগণ দুষ্টলোক

হইতে ভয় পায় (অর্থাৎ যে রাজ্যে দুষ্টের দমন না হওয়াতে তাহারা প্রজাপীড়ন করে), সেই ভোগসুখে মত্ত হইয়া কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ রাজার যশ, আয়ুঃ, ভাগ্য অর্থাৎ ঐহিক এবং পরলোক সুখ প্রাপ্তিও নষ্ট হয়। বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ নিবারণই রাজার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ; এই শূদ্র আপনাদিগের ন্যায় জীবকে যেরূপ পীড়া দিতেছে দেখিতেছি যে, ইহা অপেক্ষা অধিক অসৎ ব্যক্তি আর নাই, অতএব আমি ইহাকে বধ করিব। হে সুরভিবংশোদ্ভব বৃষ! আপনার চারিপাদের মধ্যে তিন পাদকে এই দুষ্ট ছেদন করিল! শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত রাজগণের রাজ্যে যেন অপর কেহ আপনার ন্যায় ঘোর দুঃখে কাতর না হয় ; অর্থাৎ আপনার উপর যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে সেইরূপ অত্যাচার যেন আর অপর কাহারও উপর না হয়।

আখ্যাহি বৃষ ভদ্রং বঃ সাধূনামকৃতাগসাম্।
আত্মবৈরূপ্যকর্ত্তারং পার্থানাং কীর্ত্তিদূষণম্ ॥১৩
জনেঽনাগস্যঘং যুঞ্জন্ সর্ব্বতোঽস্য চ মদ্ভয়ম্।
সাধূনাং ভদ্রমেব স্যাদসাধুদমনে কৃতে ॥১৪
অনাগঃস্বিহ ভূতেষু য আগস্কৃন্নিরঙ্কুশঃ।
আহর্ত্তাস্মি ভুজং সাক্ষাদমর্ত্ত্যস্যাপি সাঙ্গদম্ ॥১৫
রাজ্ঞো হি পরমো ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মস্থানুপালনম্।
শাসতোঽন্যান্ যথাশাস্ত্রমনাপদ্যুৎপথানিহ ॥১৬

(১৩-১৬) [অন্বয়] হে বৃষ অকৃতাগসাং সাধূনাং বঃ ভদ্রং [ভবতু] [ত্বং] আত্মবৈরূপ্যকর্ত্তারং পার্থানাং কীর্ত্তিদূষণং আখ্যাহি। অনাগসি জনে অঘং যুঞ্জন্ অস্য মৎ (= মত্তঃ) [তথা] সর্ব্বতঃ চ ভয়ং [স্যাৎ] অসাধুদমনে কৃতে [সতি] সাধূনাং ভদ্রং এব স্যাৎ। যঃ [জনঃ] নিরঙ্কুশঃ [সন্] ইহ অনাগঃসু ভূতেষু আগস্কৃৎ [ভবতি] [তস্য] সাক্ষাৎ অমর্ত্ত্যস্য অপি সাঙ্গদং ভুজং আহর্ত্তাস্মি। ইহ অনাপদি উৎপথান্ অন্যান যথাশাস্ত্রং শাসতঃ রাজ্ঞঃ স্বধর্ম্মস্থানুপালনং হি পরমঃ ধর্ম্মঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—অকৃতাগসাং সাধুনাং'—'বঃ' পদের বিশেষণ, কেবল বৃষকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বাক্য উক্ত হইলেও সম্মানার্থ বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। (আগঃ=অপরাধ), আপনি নিরপরাধ এবং সাধু অতএব আপনার মঙ্গল হউক। আত্ম-বৈরূপ্যকর্ত্তারং—যে আপনার তিন পাদ ছেদন করিয়া দেহের বিকৃতি করিয়াছে। 'অনাগসি জনে অঘং যুঞ্জন'—নিরপরাধ ব্যক্তির সহিত অঘং=দুঃখকে যুঞ্জন্=যোগ করিয়া, অর্থাৎ নির্দ্দোষকে যাতনা দিয়া; 'মৎ [তথা] সর্ব্বতঃ ভয়ং স্যাৎ'—ঐ যাতনাপ্রদানকারী মৎ=মত্তঃ অর্থাৎ আমার নিকট হইতে এবং সর্ব্বতঃ=অপর সকল লোকের নিকট হইতে ভয়ং—শাস্তি ভোগ করিবে। নিরঙ্কুশঃ=অবাধে, অর্থাৎ কোন অঙ্কুশ=বাধা নাই, এইরূপ ভাবে ('অঙ্কুশ' পদের অর্থ 'ডাঙ্গস' যাহা হস্তীর গতি রোধ করে, দুরাচার ব্যক্তি হস্তীর ন্যায় ন্যায় প্রবল, তাহারও অঙ্কুশ আবশ্যক)। আগস্কৃৎ=অপরাধকারী; অমর্ত্ত্যস্থ—মর্ত্ত্য=মর্ত্তলোকবাসী, এই অপরাধকারী মর্ত্তলোকবাসী না হইয়া যদি অপর কোন লোকেও বাস করে অর্থাৎ দেবতা হইলেও (শ্রীধর); সাঙ্গদং—অঙ্গদ=বাজু, যাহা বাহুর উপরিভাগে পরে,তাহার সহিত; অর্থাৎ মূলতঃ উৎপাটন (শ্রীধর); তাহার বাহুকে মূল পর্য্যন্ত ছেদন করিব, যেন ভবিষ্যতে আর সে তাহা ব্যবহার করিতে না পারে। অনাপদি উৎপথান্—কোন বিপদ না হইয়াও যাহারা শাস্ত্রবিহিত পথকে পরিত্যাগ করে।

ব্যাখ্যা—হে বৃষ! আপনি নিরপরাধ এবং সাধু, আপনার মঙ্গল হউক। যে ব্যক্তি তিনখানি পাদকে ছেদন করিয়া আপনাকে বিকলাঙ্গ করিয়া পাণ্ডবগণের কীর্ত্তিকে কলঙ্কিত করিয়াছে তাহার নাম কি বলুন। যে আপনার ন্যায় নিরপরাধকে দুঃখ দিয়াছে সেই ব্যক্তির আমার এবং অপর সকলেরই নিকট হইতে শাস্তিভোগ করা উচিত; দুষ্টের দমন করিলেই সাধুগণের মঙ্গল হয়। যে ব্যক্তি কোন বাধা না পাওয়াতে প্রবলপ্রতাপে নিরপরাধ জীবগণের প্রতি হিংসা করে,

সে যদি স্বয়ং কোন দেবতাও হয়, তাহা হইলেও আমি তাহার বাহু আমূল ছেদন করিয়া দিব। বিপন্ন না হইয়া যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় উৎপথগামী হয় (অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত মার্গকে লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে) তাহাকে যথাশাস্ত্র শাসন করা এবং স্বধর্ম্মেস্থিত ব্যক্তিগণকে পালন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম উবাচ।

এতদ্বঃ পাণ্ডবেয়ানাং যুক্তমার্ত্তাভয়ং বচঃ।
যেষাং গুণগণৈঃ কৃষ্ণো দৌত্যাদৌ ভগবান্ কৃতঃ।
ন বয়ং ক্লেশবীজানি যতঃ স্যুঃ পুরুষর্ষভ।
পুরুষং তং বিজানীমো বাক্যভেদবিমোহিতাঃ॥১৮

(১৭-১৮) [অন্বয়] যেষাং গুণগণৈঃ [বশীকৃতঃ সন্] ভগবান্ কৃষ্ণঃ দৌত্যাদৌ কৃতঃ [তেষাং] পাণ্ডবেয়ানাং বঃ এতৎ আর্ত্তাভয়ং বচঃ যুক্তং [এব]। হে পুরুষর্ষভ! বাক্যভেদবিমোহিতাঃ বয়ং যতঃ [পুরুষাৎ] ক্লেশবীজানি স্যুঃ তং পুরুষং ন বিজানীমঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'যেষাং' = যে পাণ্ডবগণের; 'গুণগণৈঃ' = প্রেমাত্মক গুণসমূহ দ্বারা (এই পদ 'কৃতঃ' পদের সহিত সংযুক্ত থাকাতে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে, গুণগণ দ্বারা 'কৃতঃ' = নিয়োজিতঃ) 'আর্ত্তাভয়ং' = বিপন্ন ব্যক্তিকে অভয়প্রদ; আর্ত্ত ব্যক্তির অভয় আছে যাহাতে এরূপ বাক্য; যুক্তং = উচিত অর্থাৎ পাণ্ডব-বংশেরই উপযুক্ত। বাক্যভেদবিমোহিতাঃ—বাক্যভেদ = 'ক্লেশবীজ' অর্থাৎ সংসারে জীবগণ যে কষ্ট পায় তাহার উৎপত্তি কোথায় হয়, এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুশাস্ত্রজ্ঞদিগের 'বাক্যের' = মতের + ভেদ = যে বিভিন্নতা আছে, তদ্দ্বারা 'বিমোহিতাঃ' = আমি সম্পূর্ণ বিহ্বল হই-য়াছি; অর্থাৎ ক্লেশ কি কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, আমি ঐ মতভেদ দ্বারা এতই বিহ্বল হইয়াছি যে, আমার নিজের কোন স্থির ধারণা নাই। অতএব

'যতঃ [পুরুষাৎ]' = যে পুরুষের নিকট হইতে 'ক্লেশবীজানি' = ক্লেশের মূল কারণ 'স্যুঃ' = জাত হয়, 'তং পুরুষং' = সেই পুরুষকে আমি 'ন বিজানীম'—বি = সুস্পষ্টভাবে + ন জানীম = তিনি কে তাহা বলিতে পারি না।

ব্যাখ্যা—ধর্ম্ম প্রত্যুত্তরে মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন যে, যে পাণ্ডুনন্দনদিগের গুণসমূহ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পক্ষে দৌত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আপনি সেই পাণ্ডবদিগের বংশধর; অতএব আপনার মুখে বিপন্নের প্রতি এই অভয়বাণী পাণ্ডব বংশেরই উপযুক্ত হইয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ক্লেশের মূলকারণ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞদিগের নানা প্রকার মত আছে। আমি ঐ মতভেদ দ্বারা এতই বিহ্বল হইয়াছি যে আমার নিজের কোন স্থির মত নাই; অতএব বলিতে পারি না যে, আমার ক্লেশের কারণ এই শূদ্র অথবা অপর কোন পুরুষ, এবং সেই পুরুষকে আমি সুস্পষ্টভাবে চিনিও না।

কেচিদ্বিকল্পবসনা আহুরাত্মানমাত্মনঃ।
দৈবমন্যেঽপরে কর্ম্ম স্বভাবমপরে প্রভুম্।১৯
অপ্রতর্ক্যাদনির্দ্দেশ্যাদিতি কেষ্বপি নিশ্চয়ঃ।
অত্রানুরূপং রাজর্ষে বিমৃশ স্বমনীষয়া॥২০

(১৯-২০) [অন্বয়] কেচিৎ বিকল্পবসনা আত্মানং আত্মনঃ প্রভুং আহুঃ, অন্যে দৈবং, পরে কর্ম্ম, অপরে স্বভাবং এব প্রভুং [আহুঃ]; কেষু অপি [বাদিষু] অপ্রতকর্ত্তাৎ অনির্দ্দেশ্যাৎ [সর্ব্ব সুখদুঃখাদিকং ভবতি] হে রাজর্ষে! ইতি অত্র অনুরূপং নিশ্চয়ং স্বমনীষয়া এব বিমৃশ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'বিকল্পবসনাঃ'—'বিকল্পং' = ভেদং + 'বসতে' = আচ্ছাদন করেন যে যে যোগিগণ (শ্রীধর ও বিশ্বনাথ)। অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে জীব এবং ব্রহ্ম উভয়ের মধ্যে কোন

ভেদ নাই, [মমৈবাংশ জীবরূপঃ জীবভূতঃ সনাতনঃ,] বিশ্বনাথ বলেন যে এই পদ দ্বারা ঐ সকল অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন; যাঁহাদিগের মতে দৈহিক সুখদুঃখাদির প্রতীতি কেবল দেহাত্মভাব হইতেই মনে জন্মায়; অর্থাৎ এই প্রতীতি অবিদ্যাপ্রসূত; সুতরাং আমাদের মনে যে দৈহিক সুখ বা দুঃখের অনুভূতি হয় তাহা অলীক; অর্থাৎ অবাস্তব unreal। 'আত্মৈব আত্মনো বন্ধুঃ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ'। জীবের যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলেই সুখ লাভও হয়; তখন জীব আপনার বন্ধু হয়; যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না তখন সুখও হয় না। অতএব জীব তখন আপনিই আপনার শত্রু হয়। অতএব অপর কেহই কাহাকে সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না। বিকল্পবসনাঃ পদের অর্থ নাস্তিকও হয় (বিকল্পৈঃ = কুতর্কৈঃ বাসনাঃ = প্রবৃত্তাঃ)। তাঁহারা বলেন যে, জীব নিজেই নিজের প্রভু, অতএব অপর কেহ সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না। 'অন্যে দৈবং'—অপর একদল বলেন যে, 'দৈব' = অর্থাৎ গ্রহসকলই সুখ ও দুঃখের কারণ। অপর একদল (মীমাংসকগণ) বলেন যে, 'কর্ম্ম' = অর্থাৎ তজ্জুৎপন্ন বাসনা প্রভৃতি সংস্কারসকলই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ। আর একদল বলেন যে, 'স্বভাবই' = স্বকঃ ভাবঃ, জীবের চিত্তে কর্ম্ম এবং গুণের যে পরিমাণে প্রাবল্য থাকে তাহাই তাহার সুখদুঃখের কারণ হয়। [এস্থলে গ্রহাদি, কর্ম্ম এবং স্বভাব কাহার্ শক্তি প্রভাবে কার্য্য করে ?—কারণ তাহাদের শক্তি অবশ্যই অপর কাহারও নিকট হইতে যে লব্ধ হয়, সে বিষয়ের কোন অবতারণা করিলেন না। তাহাদের শক্তি কোন 'অপ্রতর্ক্যং অনির্দ্দেশ্যং' বস্তু হইতেই লব্ধ। পরে উক্ত বাক্যে এই ভাবের ইঙ্গিত মাত্র করিলেন] কেষু অপি [বাদিষু] = কোন কোন বিচারকের মতে 'অপ্রতর্ক্যাৎ অনির্দ্দেশ্যাৎ [সর্ব্বং সুখদুঃখাদিকং ভবতি]'—অপ্রতর্ক্যাৎ = যিনি তর্ক অর্থাৎ সঙ্কল্পাত্মক মনের অগোচর (শ্রীধর); এবং 'অনির্দ্দেশ্যাৎ' = যিনি স্বরূপ নিরূপক বাক্যের অগোচর; সেই অবাঙ্মনসোগোচর ভগবান্

হইতেই সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। অতএব হে রাজর্ষে আমার এই দুঃখের কারণ কি, তাহা আপনি 'স্বমনীষয়া' = নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে 'বিমৃশ' = বিচার করুণ।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থে দেওয়া হইয়াছে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

এবং ধর্ম্মে প্রবদতি স সম্রাড়্ দ্বিজসত্তমাঃ।
সমাহিতেন মনসা বিখেদঃ পর্য্যচষ্ট তম্ ॥২১

শ্রীরাজোবাচ

ধর্ম্মং ব্রবীষি ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মোঽসি বৃষরূপধৃক্।
যদধর্ম্মকৃতঃ স্থানং সূচকস্যাপি তদ্ভবেৎ ॥২২
অথবা দেবমায়ায়া নূনং গতিরগোচরা।
চেতসো বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ ॥২৩

(২১-২৩) [অন্বয়] হে দ্বিজসত্তমাঃ! ধর্ম্মে এবং প্রবদতি [সতি] সঃ সম্রাট্ সমাহিতেন মনসা বিখেদঃ [সন] তং পর্য্যচষ্ট। হে ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মং যৎ ব্রবীষি [অতঃ ত্বং] বৃষরূপধৃক্ ধর্ম্মঃ অসি, অধর্ম্মকৃতঃ যৎ স্থানং তৎ সূচকস্য অপি ভবেৎ। অথবা দেবমায়ায়াঃ গতিঃ ভূতানাং চেতসঃ বচসঃ অপি নূনং অগোচরাঃ ইতি নিশ্চয়ঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'দ্বিজসত্তমাঃ' = শৌনকাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া সূত এই বাক্য বলিলেন। 'সমাহিতেন মনসা'—স্থিরচিত্তে। বিখেদঃ—গতমোহঃ (শ্রীধর)। মহারাজ তখন অনুভব করিলেন যে, ধর্ম্মের এই নির্য্যাতনের নিগূঢ় কারণ আছে। ধর্ম্মং ব্রবীষি = যদিও দৃশ্যতঃ শূদ্রই ঘাতকভাবে ছিলেন, তথাপি ধর্ম্ম জানিতেন না যে, শূদ্রই কি যথার্থ ঘাতক, অথবা অপর কোন পীড়নকারী আছে, এবং শূদ্র ছিলেন তাঁহার উপলক্ষ্য মাত্র। অতএব তাঁহার যাতনার মূল কারণ যে কে, তাহা অনির্দ্ধারিত থাকার সময় কাহাকেও আপন পীড়নকারিভাবে নির্দ্দেশ না করিয়া বৃষ যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব, অনুসরণ করিতেছিলেন। বৃষরূপধৃক্ = বৃষরূপধারী। অধর্ম্মকৃতঃ যৎ

স্থানং—অধর্ম্মাচরণকারীর জন্য যে নরকাদি স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা 'সূচকস্য অপি ভবেৎ'—কে দোষী তাহা না জানিয়া কোন ব্যক্তিকে দোষী বলিয়া যিনি নির্দ্দেশ করেন, ঐ নির্দ্দেশকারী মূল অপরাধীর ন্যায় নরকাদি ভোগ করেন। অর্থাৎ যে যথার্থই বৃষের পীড়নকারী তাহার জন্য যে নরকাদির ব্যবস্থা হইয়াছে, বৃষ যদি না জানিয়া অপর কাহাকেও পীড়নকারী বলিয়া অপবাদ দিতেন তাহা হইলে মিথ্যা অপবাদ দেওয়াতে বৃষও পীড়নকারীর ন্যায় নরকভোগ করিতেন। অথবা = ত্বয়া সর্ব্বং উক্তং এব (শ্রীধর), আপনি যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ।

ব্যাখ্যা—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ধর্ম্ম যখন এই কথা বলিলেন তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ স্থিরচিত্ত হওয়াতে তাঁহার মোহ দূর হইল, এবং ধর্ম্মের নির্য্যাতনের কোন নিগূঢ় কারণ আছে ইহা অনুভব করিলেন। মহারাজ বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ বৃষ! আপনার যাতনার মূল কারণ কে তাহা অনির্দ্ধারিত থাকায় কাহাকেও ঘাতক বলিয়া নির্দ্দেশ না করাতে আপনি ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যই করিয়াছেন, কারণ আপনি বৃষরূপধারী ধর্ম্ম। কোন অধর্ম্মাচরণ করিলে লোকে নরকাদিতে যে যাতনা ভোগ করে, কেহ যদি প্রকৃত তথ্য না জানিয়া কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তির উপর অধর্ম্মাচরণের দোষ দেয়, তাহা হইলে যে নির্দ্দোষীকে দোষী বলে সেও অধর্ম্মাচরণকারীর ন্যায় পাপ যাতনা ভোগ করে। দেবমায়ার গতি অতি নিগূঢ়, অতএব আপনি যাহাই বলিয়াছেন তাহা সবই সত্য। ইহা নিশ্চয় যে সৃষ্টিতে কেহই মন দ্বারা দেবমায়ার গতি অনুভব, বা বাক্য দ্বারা মায়ার গতি বর্ণনা করিতে পারে না।

তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ কৃতে কৃতাঃ
অধর্ম্মাংশৈস্ত্রয়ো ভগ্নাঃ স্ময়-সঙ্গ-মদৈস্তব ॥২৪
ইদানীং ধর্ম্ম পাদস্তে সত্যং নির্ব্বর্ত্তয়েদ্ যতঃ।
তং জিঘৃক্ষত্যধর্ম্মোঽয়মনৃতেনৈধিতঃ কলিঃ ॥২৫

(২৪-২৫) [অন্বয়] [হে ধর্ম্ম!] কৃতে তপঃ শৌচং দয়া সত্যং

ইতি তব পাদাঃ কৃতাঃ [অধুনা] [তেষাং] ত্রয়ঃ অধর্ম্মাংশৈঃ স্ময় সঙ্গ মদৈঃ ভগ্নাঃ। হে ধর্ম্ম তে সত্যং পাদঃ যতঃনির্ব্বর্ত্তয়েৎ অনৃতেন এধিতঃ অয়ং অধর্ম্মঃ কলিঃ তং [পাদং অপি] ইদানীং জিঘৃক্ষতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'কৃতে' = সত্যযুগে; কৃতাঃ = নির্ণীত হইয়াছিল; স্ময় = গর্ব্ব; ইহা দ্বারা তপঃ অর্থাৎ ধর্ম্মের সংযম নামক পদ ভগ্ন হইয়াছে; 'সঙ্গ'—বিশ্বনাথ বলেন 'স্ত্রীসঙ্গ', বোধ হয় সর্ব্ববিধ ভোগের উপর অত্যাসক্তিকে 'সঙ্গ' বলিলেও দোষ হয় না (সং = সম্যক্ অর্থাৎ আগ্রহের সহিত+গম = গমন, ভোগ করা); 'মদ' = বিশ্বনাথ বলেন মদ্যপান, এই পদের ভাবার্থ অত্যাসক্তি জনিত মোহ; যে অবস্থায় লোকের হিতাহিত বিচার শক্তি লুপ্তপ্রায় হয়। স্ময় দ্বারা তপঃ, সঙ্গ দ্বারা শৌচ (কারণ ভোগলালসার প্রভাবে মৈথুনে গম্যাগম্য এবং ভোগে শুচি অশুচি জ্ঞান থাকে না) এবং মদ দ্বারা দয়া নষ্ট হইয়াছে। জিঘৃক্ষতি = গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। তপঃ শৌচ ও দয়া কি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে? সত্যযুগের আদিতে চতুস্পাদ ধর্ম্ম ছিল; শেষ অংশে তাহার সিকি ভাগ বিনষ্ট হইয়া ত্রেতা আরম্ভ হইল। ত্রেতায় 'চতুর্ণাং মধ্যে স্ময়েন তপঃ, সঙ্গেন শৌচং, মদেন দয়া, অনৃতেন সত্যং, ইত্যেবং চতুর্থাংশ ক্ষীয়তে' (শ্রীধর)। ধর্ম্মের বাকী তিন অংশের ত্রেতায় সিকি ভাগ এবং দ্বাপরে আর সিকি ভাগ এই মোট চারি ভাগের মধ্যে তিন ভাগ বিনষ্ট হইয়া কলির আদিতে বাকী থাকিল চতুর্থাংশ; অর্থাৎ গড়পড়তা চারি বস্তুর সিকি ভাগ। সেই সিকি ভাগকে কলি এখন নষ্ট করিতে চায়। তাহলে তিন পা যে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল তাহা নয়,চারি পাদই ছিল, কিন্তু তাহাদের শক্তি ন্যূনাধিক হইয়াছিল; এবং তাহাদের মধ্যে সত্যের শক্তি কিছু বেশী হওয়ায় গড়পড়তা সিকি ভাগ শক্তি ছিল। 'ত্রয়ঃ ভগ্নাঃ' = তিন অংশ নষ্ট হইয়াছে। যতঃ নিবর্ত্তয়েৎ = যতঃ সত্যাৎ ভবান্ আত্মানং কথঞ্চিৎ ধারয়েৎ (শ্রীধর)। এই অর্থ হইলে বুঝায় যে তিন পা গিয়াছিল, এক পাদ মাত্র বাকী ছিল। বোধ হয়

মোটের উপর যে সিকি ভাগ মাত্র বাঁকী ছিল, সেই শক্তির অধিকাংশ 'সত্য' নামক পাদকেই আশ্রয় করিয়াছিল ; এবং অবশিষ্ট পাদত্রয়ে অত্যল্পমাত্র শক্তি অবশিষ্ট ছিল। তাই বলিয়া সত্য নামক পাদেও যে সত্যযুগের ন্যায় পূর্ণাশক্তি ছিল, ইহা বলা যাইতে পারে না। চারি-পাদের সকল পাদেরই শক্তি ক্ষয় হইতেছিল, তবে কাহারও ক্ষয় বেশী মাত্রায়, কাহারও বা কম মাত্রায় ; এবং মোটের উপর ধর্ম্মের সত্য নামক পাদের শক্তি অপর পাদত্রয় অপেক্ষা বেশী থাকাতে, কলি ঐ পাদ খানিকেও ভাঙ্গিতে ব্যস্ত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা—হে ধর্ম্ম ! সত্যযুগে আপনার তপঃ, শৌচ, দয়া এবং সত্য নামক চারিপাদ ছিল। কিন্তু গর্ব্ব দ্বারা তপঃ, প্রবল ভোগাসক্তি দ্বারা শৌচ এবং ভোগাসক্তিজাত মোহ দ্বারা দয়া নামক পাদ এত ক্ষীণবল হইয়াছে যে ঐ পাদত্রয় ভগ্ন প্রায় হইয়াছে বলিলেই হয়। এখন আপনি সত্য নামক পাদের শক্তির উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া আছেন ; অতএব মিথ্যা দ্বারা পরিপুষ্ট কলি আপনার ঐ সত্যনামক পাদখানিকে 'জিঘৃক্ষতি' = গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছে (গৃ + ইচ্ছার্থে সন্)। ঐ পাদখানিকে ভাঙ্গিতে পারিলেই আপনি ধরাশায়ী হইবেন ; এবং কলিরই জয় হইবে। সেইজন্যই কলির দ্বারা আপনার এত নির্য্যাতন হইতেছে।

ইয়ং ভূমির্ভগবতা ন্যাসিতোরুভরা সতী।
শ্রীমদ্ভিস্তৎপদন্যাসৈঃ সর্ব্বতঃ কৃতকৌতুকা ॥২৬
শোচত্যশ্রুকলা সাধ্বী দুর্ভগেবোজ্ঝিতা সতী।
অব্রহ্মণ্যা নৃপব্যাজাঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি ॥২৭
ইতি ধর্ম্মং মহীঞ্চৈব সান্ত্বয়িত্বা মহারথঃ।
নিশাতমাদদে খড়্গং কলয়েঽধর্ম্মহেতবে ॥২৮

(২৬-২৮) [অন্বয়] ইয়ং ভূমিঃ ভগবতা ন্যাসিতোরুভরা [তথা] তৎ (= তস্য) শ্রীমদ্ভিঃ পদন্যাসৈঃ সর্ব্বতঃ কৃতকৌতুকা

[কৃত্বা]। [তেন ত্যক্তাং] মাংঅব্রহ্মণ্যাঃ নৃপব্যাজাঃ শূদ্রাঃ ভোক্ষ্যন্তি ইতি [চিন্তয়ন্তী] সা অশ্রুকলা সাধ্বী সতী (= 'সৎ' ব্রহ্ম তাঁহাতে আসক্তা) শোচতি। মহারথঃ ইতি ধর্ম্মং মহীং চ এব সান্ত্বয়িত্বা অধর্ম্মহেতবে কলয়ে নিশাতং খড়্গং আদদে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ন্যাসিতোরুভরা = ন্যাসিতা নিক্ষিপ্তা উরু = প্রবল ভার যাঁহার ; ভগবান যে ধরণীর প্রবল ভার অবতারণ করিয়াছিলেন। কৃতকৌতুকা = কৃতং কৌতুকং মঙ্গলং যস্যাঃ (শ্রীধর)। অব্রহ্মণ্যাঃ = যাহারা ব্রহ্মে রত নয় ; নৃপব্যাজাঃ = 'নৃপ' পদের অর্থ যাঁহারা নরগণের পালন (পা = পালন করা) করেন ; কিন্তু এই রাজগণ নরগণের পীড়ন করেন ; অতএব তাঁহাদিগের পক্ষে 'নৃপ' এই নামটী 'ব্যাজ' = কপট নাম মাত্র। ভোক্ষ্যন্তি = ভোগ করিবে। অশ্রুকলা = অশ্রূণি কলয়তি মুঞ্চতি ইতি (শ্রীধর)। সাধ্বী = বিশুদ্ধা ; সতী = ব্রহ্মে নিরতা।

ব্যাখ্যা—ভগবান এই ধরণীর ভার অবতারণ করার পর তাঁহার বক্ষে নিজের শোভাময় পদ স্থাপন করিয়া, অর্থাৎ বিচরণ করিয়া, সর্ব্ব-স্থানের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধচিত্তা ও ব্রহ্মনিরতা ধরণী এখন দেখিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহার এই দুর্ভাগ্যের সময়, কতক ভগবদ্ভক্তিহীন এবং প্রজাপীড়ক ব্যক্তি 'নৃপ' এই কপট নাম ধারণ করিয়া এবং শূদ্রের ন্যায় কদাচার করিয়া ধরণীকে ভোগ করিবে। অর্থাৎ যাহারা বস্তুত নরগণের পীড়ক, তাহারাই 'নৃপ' = নরগণের পালক নাম ধারণ করিয়া আধিপত্য করিবে, এই চিন্তাতেই ধরণী অশ্রুপাত করিতেছেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্ম্মকে এবং মহীকে সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া অধর্ম্মের সহায় কলির বধার্থ তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করিলেন।

তং জিঘাংসুমভিপ্রেত্য বিহায় নৃপলাঞ্ছনম্।
তৎপাদমূলং শিরসা সমগাদ্ভয়বিহ্বলঃ ॥২৯

পতিতং পাদয়োর্বীরঃ কৃপয়া দীনবৎসলঃ।
শরণ্যো নাবধীৎ শ্লোক্য আহ চেদং হসন্নিব ॥৩০

(২৯-৩০) [**অন্বয়**] তং জিঘাংসুং অভিপ্রেত্য [কলিঃ] নৃপলাঞ্ছনং বিহায় ভয়বিহ্বলঃ [সন্] শিরসা তৎপাদমূলং সমগাৎ। শ্লোক্যঃ শরণ্যঃ দীনবৎসলঃ বীরঃ [পরীক্ষিৎ] পাদয়োঃ পতিতং [তং] ন অবধীৎ, হসন্ ইব কৃপয়া চ ইদং আহ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অভিপ্রেত্য'—সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়া; 'জিঘাংসুং'=বধ করিতে ইচ্ছুক (হন্=বধ করা, ইচ্ছার্থে সন্), নৃপলাঞ্ছনং=রাজবেশ অর্থাৎ প্রভুত্বের চিহ্নধারী। দুরাচার এবং কুপ্রবৃত্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেই কুপ্রবৃত্তি-সকল মনের উপর আধিপত্য লাভ করে। যিনি সাহস করিয়া দুরাচারদমনে প্রবৃত্ত হন, কুপ্রবৃত্তি তাঁহার উপর আধিপত্য করে না। প্রবৃত্তি তখন তাঁহার কাছে বশ্যতাই স্বীকার করে। অতএব সাধনা দ্বারা ভোগবাসনার সংযমশক্তি লাভ করিয়া আমরাও কলিকে নিগ্রহ করিতে পারি। জীবের মঙ্গলার্থই ভগবান এই নিয়ম করিয়াছেন। 'পাদমূলং সমগাৎ'- সং=সম্পূর্ণভাবে+অগাৎ; কলি মহারাজের পাদমূলে 'লম্বা' হইয়া পড়িয়া বশ্যতা স্বীকার করিল। ধীরঃ=সংযমী; 'শরণ্য'—আশ্রয়ার্হ, অর্থাৎ শরণাগত প্রতিপালক; 'শ্লোক্যঃ'—কীর্ত্তিমান্; 'হসন্ ইব'—শরণাগত ব্যক্তি কখন বধার্হ নয়; আমি ইহাকে বধ করিলে সেই পাপরূপ ছিদ্রের ভিতর দিয়া কলি আমার শরীরেও প্রবেশ করিবে তাহা হইলে ত আর কলির বিনাশ হইবে না। ঈশ্বরই কলিকে শরণাগত হইতে প্রবৃত্তি দিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। মহারাজের কোপ দূর হওয়াতে তিনি হাস্য করেন নাই, ভগবানের এই লীলারহস্য চিন্তা করিয়াই মৃদু হাস্য করিলেন (বিশ্বনাথ)।

ব্যাখ্যা—মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, কলি রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ব্যাকুল-ভাবে নিজের মস্তক মহারাজের পাদমূলে স্থাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে

পতিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। কীর্ত্তিমান্, শরণাগত-রক্ষক, দীনবৎসল, সংযমী পরীক্ষিৎ পাদমূলে পতিত কলিকে বধ করিলেন না, যেন একটু মৃদু হাস্য করিয়া পরবর্ত্তী বাক্য বলিলেন।

শ্রীরাজোবাচ।

ন তে গুড়াকেশযশোধরাণাং
বদ্ধাঞ্জলের্বৈ ভয়মস্তি কিঞ্চিৎ।
ন বর্ত্তিতব্যং ভবতা কথঞ্চন
ক্ষেত্রে মদীয়ে ত্বমধর্ম্মবন্ধুঃ ॥৩১
ত্বাং বর্ত্তমানং নরদেবদেহে-
ষ্বনুপ্রবৃত্তোঽয়মধর্ম্মপূগঃ।
লোভোঽনৃতং চৌর্য্যমনার্য্যমংহো
জ্যেষ্ঠা চ মায়া কলহশ্চ দম্ভঃ ॥৩২

(৩১-৩২) [অন্বয়] গুড়াকেশ-যশোধরাণাং [প্রতি] বদ্ধাঞ্জলেঃ তে ন কিঞ্চিৎ ভয়ং অস্তি। ভবতা কথঞ্চন মদীয়ে ক্ষেত্রে ন বর্ত্তিতব্যং [যতঃ] ত্বং বৈ অধর্ম্মবন্ধুঃ। লোভঃ, অনৃতং, চৌর্য্যং, অনার্য্যং, অংহঃ, জ্যেষ্ঠা মায়া চ দম্ভঃ, কলহঃ চ [ইতি] অয়ং অধর্ম্মপূগঃ নর-দেবদেহেষু বর্ত্তমানং ত্বাং অনু (= অনুসৃত্য) প্রবৃত্তঃ [ভবতি]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—গুড়াকেশ = অর্জ্জুন তাঁহার 'যশোধর'—যশকে 'ধারণ' অর্থাৎ রক্ষণ করেন যাঁহারা, অর্থাৎ অর্জ্জুনের বংশধর এবং যশের রক্ষক যে আমি, সেই আমার নিকট; বদ্ধাঞ্জলেঃ = কৃতাঞ্জলেঃ, অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণকারীর; কথঞ্চন = কেনাপি অংশেন (শ্রীধর) কোন অংশে। ক্ষেত্রে = রাজ্যে; লোভ = পরের দ্রব্য গ্রহণে প্রবৃত্তি, 'অনৃতং' = মিথ্যা বাক্য ও ব্যবহার; অনার্য্যং—দৌর্জন্যং (শ্রীধর); ঋজু = সরল আচরণ না করিয়া 'কপট' ভাব; অংহঃ = স্বধর্ম্মত্যাগ; জ্যেষ্ঠা = অলক্ষ্মী; মায়া = কাপট্য; অধর্ম্ম-পুগঃ = অধর্ম্মসমূহ। নর-দেবদেহেষু বর্ত্তমানং 'নরদেব' বাক্যে অর্থ

রাজা ; অতএব স্বামীপাদ বলেন রাজার দেহে যদি কলি থাকেন তাহা হইলে ঐ সকল দোষই উপস্থিত হয়। বিশ্বনাথ 'নর' এবং 'দেব' এই দুইটী কথাকে স্বতন্ত্র বাক্য ধরিয়া অর্থ করিয়াছেন যে, নরগণের বা দেবগণের দেহেও কলি থাকিলে ঐ সকল দোষ জন্মায়।

ব্যাখ্যা—আমি অর্জ্জুনের বংশধর ; অতএব আশ্রিতকে অবশ্যই রক্ষা করিব ; নতুবা তাঁহার যশে কলঙ্ক উৎপন্ন হইবে। অতএব তোমার কোন ভয় নাই ; কিন্তু আমার রাজ্যের কোন অংশেই তুমি থাকিতে পাইবে না ; কারণ তুমি অধর্ম্মের সহায়। তুমি যখন কোন মানবের দেহে অবস্থান কর, তখন লোভাদি বিবিধ দোষ তোমাকে অনুসরণ করিয়া প্রবল হয়। তোমার প্রতাপ এতই প্রবল যে, তুমি কোন দেবতার দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও তাঁহার দেহে ঐ সকল দোষই প্রবল হয়।

ন বর্ত্তিতব্যং তদধর্ম্মবন্ধো
ধর্ম্মেণ সত্যেন চ বর্ত্তিতব্যে।
ব্রহ্মাবর্ত্তে যত্র যজন্তি যজ্ঞৈ-
র্যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞবিতানবিজ্ঞাঃ॥৩৩

যস্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান
ইজ্যাত্মমূর্ত্তির্যজতাং শং তনোতি।
কামানমোঘান্ স্থিরজঙ্গমানা-
মন্তর্বহির্বায়ুরিবৈষ আত্মা॥৩৪

(৩৩-৩৪) [অন্বয়] তৎ হে অধর্ম্মবন্ধো! ধর্ম্মেন সত্যেন চ বর্ত্তিতব্যে ব্রহ্মাবর্ত্তে [ত্বয়া] ন বর্ত্তিতব্যং, যত্র যজ্ঞবিতানবিজ্ঞাঃ যজ্ঞৈঃ যজ্ঞেশ্বরং যজন্তি। যস্মিন্ স্থিরজঙ্গমানাং অন্তঃ বহিঃ বায়ুঃ ইব [স্থিতঃ] ইজ্যাত্মমূর্ত্তিঃ এষঃ আত্মা ভগবান্ হরিঃ ইজ্যমানঃ [সন্] যজতাং অমোঘান্ কামান্ শং [চ] তনোতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—বর্ত্তিতব্য = বর্ত্তিতুং যোগ্য, যে ব্রহ্মাবর্ত্তে সদা ধর্ম্ম এবং সত্য প্রবল থাকা উচিত। যজ্ঞবিতানবিজ্ঞাঃ

—যজ্ঞের 'বিতান'=বিস্তার তাহাতে 'বিজ্ঞ'=নিপুণ যাজ্ঞিকগণ। ইজ্যাত্মমূর্ত্তিঃ—ইজ্যা=যে সকল যজ্ঞে ইন্দ্রাদির আরাধনা করা যায় তাহাকে 'ইজ্যা' বলে। সেই ইজ্যা সকলের 'আত্মমূর্ত্তিঃ=অন্তর্য্যামি-রূপ (বিশ্বনাথ) ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনার্থ যে বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাতে শ্রীহরিই আত্মা, অর্থাৎ অন্তর্য্যামিভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন; সুতরাং দেবগণই তাঁহার মূর্ত্তি তুল্য, এবং যিনি 'স্থির'=স্থাবর+জঙ্গম ইত্যাদি সকল বস্তুর অন্তঃ=মধ্যে এবং বহিঃ=বাহিরে 'বায়ুঃ' ইব [স্থিতঃ]=বায়ুর ন্যায় অবস্থান করেন। 'এষঃ আত্মা হরিঃ'—স্থাবর জঙ্গম সকল বস্তুরই আত্মা=সত্ত্ব শ্রীহরি। অমোঘান্ কামান্—কামান্=কাম্যবস্তু সকল। অমোঘান্=যে কাম্য বস্তু লাভ করিলে ভোগবাসনা প্রবল হয় না, সুতরাং যাহাতে মায়ার মোহ হয় উহা সে বস্তু নহে। শ্রীহরি কাম্য বস্তু প্রদান করেন বটে কিন্তু তাহার লাভে যাহাতে মায়ার প্রতাপ বৃদ্ধি না হয় সে ব্যবস্থাও তিনি করেন। শং=পারত্রিক সুখ (বিশ্বনাথ)

ব্যাখ্যা—হে কলি! তুমি অধর্ম্মের মিত্র। এই ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে কেবল ধর্ম্ম এবং সত্যই প্রবলভাবে থাকা উচিত। কারণ যজ্ঞবিস্তার-কার্য্যে নিপুণ যাজকগণ এই প্রদেশে যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করেন; অতএব এই ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশ তোমার বাসের যোগ্য স্থান নয়। যে সকল যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করা হয়, সেই যজ্ঞ সকলে শ্রীহরিই অন্তর্য্যামিভাবে অধিষ্ঠিত থাকাতে ঐ যজ্ঞে উপাসিত দেবগণ এবং যজ্ঞ সকলও তাঁহারই মূর্ত্তি সদৃশ; এবং বায়ু যেরূপ সকল বস্তুর ভিতরে এবং বাহিরে অবস্থান করে, শ্রীহরিও স্থাবর, জঙ্গম সকল বস্তুর অন্তরেই আত্মা স্বরূপ হইয়া আছেন; এবং বাহিরেও তিনি আছেন। যখন তাঁহার আরাধনা করা হয়,তখন তিনি উপাসকগণকে ঐহিক মঙ্গলসাধক কাম্যবস্তু সকল প্রদান করেন; এবং যাহাতে ঐ সকল কাম্যবস্তু লাভ করিয়া উপাসকগণের চিত্তে ভোগবাসনা প্রবল হইয়া চিত্তকে মোহ দ্বারা অভিভূত না করে,শ্রীহরি

কাম্যবস্তু প্রদানের সময় সে ব্যবস্থাও করেন। অতএব উপাসকগণ দ্বারা লব্ধ সেই ঐহিক মঙ্গলও স্থায়ী হয়। ঐহিক মঙ্গলসাধনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরি উপাসকগণের জন্য পারত্রিক মঙ্গল লাভের বিধানও করেন।

সূত উবাচ।

পরীক্ষিতৈবমাদিষ্টঃ স কলির্জাতবেপথুঃ।
তমুদ্যতাসিমাহেদং দণ্ডপাণিমিবোদ্যতম্‌॥৩৫

কলিরুবাচ।

যত্র ক্ব বাথ বৎস্যামি সার্ব্বভৌম তবাজ্ঞয়া।
লক্ষয়ে তত্র তত্রাপি ত্বামাত্তেষুশরাসনম্‌॥৩৬
তন্মে ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স্থানং নির্দ্দেষ্টুমর্হসি।
যত্রৈব নিয়তো বৎস্যে আতিষ্ঠংস্তেঽনুশাসনম্‌॥৩৭

(৩৫-৩৭) [অন্বয়] পরীক্ষিতা এবং আদিষ্টঃ জাতবেপথুঃ সঃ কলিঃ দণ্ডপানিং ইব উদ্যতাসিং উদ্যতং তং ইদং আহ। হে সার্ব্বভৌম! অথ তবাজ্ঞয়া যত্র ক্ব বা বৎস্যামি তত্র তত্র অপি আত্তেষু-শরাসনং ত্বাং লক্ষয়ে। হে ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ তৎ (=তস্মাৎ) মে স্থানং নির্দ্দেষ্টুং অর্হসি; যত্র এব নিয়তঃ [সন্] [তে] অনুশাসনং আতিষ্ঠন্ বৎস্যে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—‘উদ্যতাসিং—যাঁহার হস্তস্থিত খড়্গ উত্তোলিত হইয়া আছে; এবং ‘উদ্যতং’=যাঁহার মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় যে তিনি আপন হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা কলির শিরশ্ছেদন করিতে উদযুক্ত হইয়াছেন (শ্রীধর)। অর্থাৎ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করিলে অবিলম্বে শিরশ্ছেদন করিবেন এই ভাবে স্থিরসংকল্প; এই জন্য মহারাজের মূর্ত্তি যেন ‘দণ্ডপানিং ইব’=স্বয়ং যমরাজের তুল্য হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম—যিনি সকল ভূমির প্রভু, সুতরাং মহারাজের অধিকারের বাহিরে অপর কোন স্থানে বাস করা কলির পক্ষে সম্ভব-পর ছিল না; বৎস্যামি=বাস করিব মনে করি! আত্ত=গৃহীত

হইয়াছে + ইষু = শর + শরাসন = ধনু যাঁহা দ্বারা। ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ—যাঁহারা ধর্ম্মের পুষ্টি সাধন করেন (ভৃ = পূরণ করা) আপনি তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব যাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন তাহার বাসের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করাও আপনার কর্ত্তব্য ; নতুবা আশ্রয়দান নিরর্থক হইবে। নিয়তঃ = নিশ্চল (শ্রীধর) নি + যম = সম্পূর্ণ সংযতভাবে, অর্থাৎ কাহারও উপর বলপ্রয়োগ না করিয়া; কলি ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্ম এবং পৃথিবীকে যে পীড়ন করিয়াছিলেন, সেই আচরণকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজেই বলিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি কাহারও উপর আর বলপ্রয়োগ করিবেন না।

ব্যাখ্যা—মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর খড়্গ উত্তোলন করিয়া স্বয়ং যমরাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন; এবং তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল যে, কলি তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকে বিনাশ করিতে স্থির সঙ্কল্প হইয়াছেন। তখন কলি কাঁপিতে কাঁপিতে মহারাজকে বলিলেন যে, আপনি সকল ভূমির অধীশ্বর; এখন আমি যে সকল স্থানে বাস করিতে কামনা করি, সেই সেই স্থানেই ধনুর্ব্বাণ হস্তে আপনার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতেছি। আপনি ধর্ম্মভৃৎগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব যাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাকে বাস করিতে স্থান না দিলে আশ্রয় প্রদান নিরর্থক হইবে। তাই প্রার্থনা করিতেছি আপনি আমার বাসের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যেস্থানে আমি সম্পূর্ণভাবে আত্মসংযম করিয়া (অর্থাৎ কাহারও উপর কোনরূপ অত্যাচার না করিয়া) আপনার আদেশ প্রতিপালন করিয়াই বাস করিব।

সূত উবাচ।

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥৩৮
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥৩৯

অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ ॥৪০
অথৈতানি ন সেবেত বুভুষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ ॥৪১

(৩৮-৪১) [অন্বয়] তদা অভ্যর্থিতঃ দ্যুতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনাঃ [ইতি] স্থানানি তস্মৈঃ কলয়ে দদৌ, যত্র চতুর্ব্বিধঃ অধর্ম্মঃ [বর্ত্ততে]। প্রভুঃ পুনঃ চ যাচমানায় [তস্মৈ] জাতরূপং অদাৎ, ততঃ অনৃতং মদং কামং রজঃ [তথা] পঞ্চমং বৈরং চ [জায়ন্তে]। অধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ তন্নিদেশকৃৎ [সন্] ঔত্তরেয়েণ দত্তাণি অমুনি পঞ্চস্থানানি হি ন্যবসৎ। বুভুষুঃ পুরুষঃ এতানি [স্থানানি] ক্বচিৎ ন সেবেত, বিশেষতঃ ধর্ম্মশীলঃ লোকপতিঃ গুরুঃ রাজা [চ] [ন সেবেত]

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—কলির প্রার্থনা শুনিয়া মহারাজ কলিকে দ্যূত = পাসক্রীড়া, পান = মদ্যপান, স্ত্রিয়ঃ = স্ত্রী সম্ভোগে লালসা (যাহাকে 'সঙ্গ' বলে) এবং সূনা = প্রাণিবধ, অর্থাৎ হিংসা, এই চারিটি স্থানে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। 'যত্র' = উপরোক্ত চারিটি স্থানে 'চতুর্ব্বিধ অধর্ম্মঃ চ বর্ত্ততে'—চারিপ্রকার অধর্ম্ম অর্থাৎ অনৃত, মদ (= মত্ততা), সঙ্গ এবং বৈর এই চারিপ্রকার অধর্ম্ম লব্ধ-প্রভাব হয়। কলি পুনরায় প্রার্থনা করাতে মহারাজ তাহার পরে কলিকে 'জাতরূপং' = স্বুবর্ণে বাস করিতেও অনুমতি দিলেন। ততঃ = তাহা হইতে অর্থাৎ কেবল স্বুবর্ণ (—বিত্তাকাঙ্ক্ষা) হইতেই মদ, কাম, রজঃ,অনৃত এবং বৈর এই পঞ্চবিধ অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়; এবং এই স্বুবর্ণই দ্যূতাদি চারি স্থানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ। দ্যূত হইতে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা বাক্য এবং আচরণ জন্মায় [ইহা দ্বারা ধর্ম্মের 'সত্য' নামক পাদের অনিষ্ট হয়], পান হইতে 'মদ' অর্থাৎ মত্ততা জন্মায়, [এই মত্ততা 'দয়া নামক পাদকে নষ্ট করে,এবং মদ হইতে গর্ব্ব জাত হইয়া ধর্ম্মের 'তপঃ' নামক পাদকে নষ্ট করে] স্ত্রী হইতে 'সঙ্গ'

অর্থাৎ প্রবল ভোগলালসা জাত হইয়া তপঃ এবং শৌচকে নষ্ট করে; এবং 'সূনা' অর্থাৎ হিংসা দয়াকে নষ্ট করে। অধর্ম্মের এই পঞ্চ বাসস্থান দ্যূত প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গেই আসে এবং সুবর্ণও মানবের মতিকে ঐ দিকেই লইয়া যায়। অধর্ম্মপ্রভবঃ—অধর্ম্ম হইয়াছে প্রভবঃ—প্র = প্রবল-ভাবে + ভব = উৎপত্তিস্থান, যাহার এরূপ যে কলি; তন্নিদেশকৃৎ = মহারাজের আজ্ঞা পালন করিয়া। ঔত্তরেয়েণ = উত্তরার পুত্র পরীক্ষিৎ দ্বারা। ন্যবসৎ—নি = নিশ্চিত ভাবে অর্থাৎ নিয়ত এবং নিজের শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া + অবসৎ = এই সকল স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। বুভূষুঃ = নিজের উন্নতি কামী, স্বক্ষেমং ইচ্ছুঃ (বিশ্বনাথ)। (ভূঃ = হওয়া অর্থাৎ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করা, ইচ্ছার্থে সন্); ক্বচিৎ = এই স্থান সকলের কোন স্থানই; 'ন সেবেত'—আশ্রয় করিবেন না। সেবা পদ দ্বারা আজ্ঞাধীনতা অর্থাৎ ধনাদিতে অত্যাশক্তি বুঝায়। সংসারে যাহাদের অধঃপতন হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ পাশক্রীড়াদিতে, কেহবা মদ্যাদি পানে, কেহ বা স্ত্রীসম্ভোগে এবং কেহ বা অপরকে নির্য্যাতনে বিশেষ আনন্দ পায়; এবং সেইজন্য ঐ সকল কার্য্যে অত্যাসক্ত হয়। সুবর্ণে অত্যাসক্তি প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বব্যাপী, কারণ সুবর্ণ হইতে অপর সকল ভোগের বস্তুই পাওয়া যায়। যখন দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা এবং সুবর্ণ এই পঞ্চবিধ বস্তুর কোন না কোনটীতে অত্যাসক্তি হয়, তখন লোকের শরীরে কলির প্রাদুর্ভাব হইয়া ধর্ম্মহানি হয়। 'বিশেষতঃ'—এই পদের দ্বারা বুঝায় যে, দ্যূতাদিতে অনুরক্ত হওয়া রাজার পক্ষে অতিশয় গর্হিত কার্য্য, কারণ প্রজাগণ তাঁহারই অনুসরণ করে,এবং রাজার আদর্শের দ্বারাই দেশের মঙ্গল এবং অমঙ্গল উপস্থিত হয়। ধর্ম্মশীলঃ = ধর্ম্মই যাঁহার শীল অর্থাৎ আচরণের অঙ্গীভূত, সুতরাং অধর্ম্মপ্রভব কলি তাঁহা দ্বারা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। লোকপতিঃ = যিনি প্রজাগণের পালক, সুতরাং যে অধর্ম্মাচরণ দ্বারা কলি প্রবল হইয়া প্রজাগণের অনিষ্ট করিবে তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। গুরুঃ = যিনি ধর্ম্ম ও সদাচারের উপদেষ্টার তুল্য

ব্যাখ্যা—কলি বাসস্থান প্রার্থনা করাতে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাকে দ্যূত, পান, স্ত্রীসম্ভোগ, এবং হিংসা এই চারি বস্তুতে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। এই চারি বস্তু হইতে, মিথ্যা, মোহ, স্ত্রী-সম্ভোগ-প্রবৃত্তি এবং অপর অপর ভোগ্যবস্তুতে লালসা এবং রজোমূলক গর্ব্ব ও হিংসা সঞ্জাত হইয়া অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। পুনরায় কলির প্রার্থনায় প্রভুঃ (= সংযমী) পরীক্ষিৎ কলিকে সুবর্ণেও বাস করিতে অনুমতি দিলেন। কলিকে প্রদত্ত দ্যূত, পান, স্ত্রী সূনা এবং সুবর্ণ এই পঞ্চস্থান হইতে ধর্ম্মের প্রতিরোধক এবং অধর্ম্মের সহায় মিথ্যা, মোহ, কাম, হিংসামূলক রজঃ এবং বৈর এই পঞ্চবিধ দোষ আপনিই জন্মায়, সুতরাং অধর্ম্ম সহজেই প্রবল হয়। যে কলির উৎপত্তি অধর্ম্ম হইতে হইয়াছে, তিনি মহারাজের আজ্ঞাপালন করিয়া উত্তরানন্দন পরীক্ষিৎ-দত্ত এই পঞ্চস্থানে (অর্থাৎ দ্যূত, পানঃ স্ত্রিয়, সূনা এবং সুবর্ণ এই পঞ্চস্থানে এবং তাহা হইতে স্বতঃই উৎপন্ন অনৃত, মদ, কাম, রজঃ ও বৈর এই পঞ্চ বস্তুতে) নিয়ত বাস করেন। যে মানব আপন ঐহিক শ্রীবৃদ্ধি এবং পারত্রিক মঙ্গল কামনা করেন, তিনি দ্যূতাদি পঞ্চস্থানের কোন স্থানের প্রতিই যেন অত্যাসক্ত না হন। রাজা ধর্ম্মের রক্ষক, এবং ধর্ম্ম তাঁহার আচরণের অঙ্গীভূত, তিনি লোকগণের পালক ও গুরু; অর্থাৎ গুরুর ন্যায় ধর্ম্মের ও সদাচারের উপদেষ্টা, তিনি যেন কখনও এই পঞ্চস্থানের কোন স্থানের প্রতিই অত্যাসক্ত না হন। কারণ তাঁহার আদর্শ দ্বারাই প্রজাগণ পবিত্র হয়।

বৃষস্য নষ্টাং স্ত্রীন্ পাদাংস্তপঃ শৌচং দয়ামিতি।
প্রতিসন্দধ আশ্বাস্য মহীঞ্চ সমবর্দ্ধয়ৎ ॥৪২

(৪২) [অন্বয়] তপঃ শৌচং দয়াং ইতি বৃষস্য নষ্টান্ ত্রীন্ পাদান্ প্রতিসন্দধে মহীং চ আশ্বাস্য সমবর্দ্ধয়ৎ।

ব্যাখ্যা—বৃষরূপী ধর্ম্মের তপঃ শৌচ এবং দয়া নামক যে পাদত্রয় নষ্ট হইয়াছিল, মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহাও পুনরায় প্রবর্ত্তিত

করিলেন। অর্থাৎ তপঃ আদি প্রবর্ত্তিত করিলেন, এবং মহীকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহারও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিলেন।

স এষ এতর্হ্যধ্যাস্তে আসনং পার্থিবোচিতম্।
পিতামহেনোপন্যস্তং রাজ্ঞারণ্যং বিবিক্ষতা ॥৪৩
আস্তেঽধুনা স রাজর্ষিঃ কৌরবেন্দ্রশ্রিয়োল্লসন্।
গজাহ্বয়ে মহাভাগশ্চক্রবর্ত্তী বৃহচ্ছ্রবাঃ ॥৪৪
ইত্থম্ভূতানুভাবোঽয়মভিমন্যুসুতো নৃপঃ।
যস্য পালয়তঃ ক্ষৌণীং যূয়ং সত্রায় দীক্ষিতাঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পরীক্ষিতে কলিনিগ্রহো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭॥

(৪৩-৪৫) [অন্বয়] এতর্হি সঃ এষঃ অরণ্যং বিবিক্ষতা পিতামহেন রাজ্ঞা উপন্যস্তং পার্থিবোচিতং আসনং অধ্যাস্তে। মহাভাগঃ চক্রবর্ত্তী বৃহচ্ছ্রবাঃ সঃ রাজর্ষিঃ কৌরবেন্দ্রশ্রিয়া উল্লসন্ অধুনা গজাহ্বয়ে আস্তে। ক্ষৌণীং পালয়তঃ যস্য [প্রভাবাৎ] যূয়ং সত্রায় দীক্ষিতাঃ সঃ অয়ং অভিমন্যুসুতঃ নৃপঃ ইত্থম্ভূতানুভাবঃ।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকৃত অন্বয়ে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—এতর্হি=এখন ; অরণ্যং বিবিক্ষতা =মহাপ্রস্থানের জন্য উদ্যত ; পিতামহেন রাজ্ঞা—পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বারা ; উপন্যস্তং—অর্পিত (উপ=সমীপে+নি+অস্= স্থাপন করা) ; পার্থিবোচিতং—রাজোচিত। অধ্যাস্তে অধি= অধিকার করিয়া+আস্তে=আছেন ; মহাভাগ=মহৎ ভগ= বিভূতি আছে যাঁহার ; চক্রবর্ত্তী—দেশ সমূহের অধিপতি (চক্র= দেশসমূহ+বর্ত্তী) ; বৃহচ্ছ্রবাঃ=মহাযশাঃ ; কৌরবেন্দ্রশ্রিয়া=কৌরব বংশীয় সম্রাটগণের রাজলক্ষ্মী দ্বারা ; উল্লসন=সাতিশয় শোভিত হইয়া ; ইত্থম্ভূতানুভাবঃ—ইত্থম্ভূত=এইরূপ+অনুভাবঃ=প্রভাব

যাঁহার। 'যূয়ং সত্রায় দীক্ষিতঃ'-আপনারা নির্ব্বিঘ্নে এই যজ্ঞ করিতে পারিতেছেন। ক্ষৌণী = পৃথিবী (ক্ষুর = খনন করা)।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীতোষিণী
টীকায় সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—যে পরীক্ষিৎ ধর্ম্মের পাদত্রয় পুনরায় প্রবর্ত্তিত এবং মহীকে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতামহ মহাপ্রস্থানে গমন করার সময় তাঁহাকে যে রাজ্যোচিত সিংহাসন প্রদান করেন, তিনি এখন সেই সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন। মহাবিভূতিসম্পন্ন, সকল দেশের অধিপতি এবং মহাযশাঃ সেই রাজর্ষিঃ কৌরবরাজলক্ষ্মীর শোভায় বিভূষিত হইয়া এখন হস্তীনাপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। অভিমন্যুসূত পরীক্ষিতের প্রভাবের কথা আমি বলিলাম। তিনি এখন পৃথিবী পালন করিতেছেন; অতএব তাঁহারই প্রভাবে আপনারাও নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যায়
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

তাৎপর্য্য :—এই অধ্যায়ে সূতের প্রতি ঋষিগণের স্নেহ এবং সম্ভ্রমযুক্ত বাক্য এবং সূত দ্বারা বিনয় এবং সম্ভ্রমপূর্ণ প্রত্যুত্তর প্রদান বর্ণনা করার পর মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক শমীক মুনির স্কন্ধে মৃতসর্প স্থাপন এবং সেই অপরাধের জন্য মুনিতনয় কর্তৃক মহারাজকে অভিসম্পাত দান বর্ণিত হইয়াছে।

সূত উবাচ।

যো বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টো ন মাতুরুদরে মৃতঃ।
অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ॥১
ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্‌ যস্তু তক্ষকাৎ প্রাণবিপ্লবাৎ।
ন সম্মুমোহোরুভয়াদ্ভগবত্যর্পিতাশয়ঃ॥২
উৎসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতিঃ।
বৈয়াসকের্জহৌ শিষ্যো গঙ্গায়াং স্বং কলেবরম্‌॥৩
নোত্তমঃশ্লোকবার্ত্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্‌।
স্যাৎসম্ভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্‌॥৪

(১-৪) [অন্বয়]—ভগবতঃ অদ্ভুতকর্ম্মণঃ কৃষ্ণস্য অনুগ্রহাৎ যঃ বৈ মাতুঃ উদরে দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টঃ অপি ন মৃতঃ। ভগবতি অর্পিতাশয়ঃ যঃ তু ব্রহ্মকোপোত্থিতাৎ প্রাণবিপ্লবাৎ উরুভয়াৎ তক্ষকাৎ ন সংমুমোহ। বৈয়াসকেঃ শিষ্যঃ [যঃ] বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতিঃ [সন্] সর্ব্বতঃ সঙ্গং উৎসৃজ্য গঙ্গায়াং স্বং কলেবরং জহৌ। উত্তমশ্লোক-বার্ত্তানাং তৎকথামৃতং জুষতাং তৎপদাম্বুজং স্মরতাং অন্তকালে অপি সংভ্রমঃ ন স্যাৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—অদ্ভুতকর্ম্মণঃ = যাঁহার কর্ম্মের ন্যায় কর্ম্ম ন+ভূত = কখন হয় নাই; অর্থাৎ কেহ কখনও করে নাই। বিপ্লুষ্টঃ = বিশেষরূপে দগ্ধ; প্রাণবিপ্লবঃ = প্রাণনাশঃ; ব্রহ্ম-

কোপোত্থিতাৎ—ব্রাহ্মণ শৃঙ্গীর কোপ হইতে উত্থিত = সৃষ্ট ; উরুভয়াৎ—উরু = মহৎ ভয় (অর্থাৎ প্রাণনাশের আশঙ্কা) হয় যাহা হইতে ; ন সংমুমোহ—ভয়ে মোহাচ্ছন্ন অর্থাৎ অভিভূত হন নাই। বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতি--বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছে অজিতের সংস্থিতি = তত্ত্ব যাঁহা দ্বারা, যে পরীক্ষিতের দ্বারা ; 'অজিত'—ন + জিত, যাঁহাকে কেহ জয় করিতে পারে না, অর্থাৎ যিনি মায়ারও প্রভু। সর্ব্বতঃ সঙ্গং উৎসৃজ্য—সকল বস্তু হইতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া। উত্তমশ্লোকবার্ত্তানাং—উত্তমঃ শ্লোকস্য বার্ত্তা (= যশ) এব বার্ত্তা জীবনহেতুঃ যেষাং (বিশ্বনাথ)। যাঁহার শ্লোক = যশ শ্রবণ দ্বারা তমঃ = অবিদ্যার মোহ দূর হয়, তাঁহাকে উত্তমঃশ্লোক বলে। সেই অবিদ্যানাশক শ্রীহরির বার্ত্তা = কথা, অর্থাৎ শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনই যাঁহাদিগের বার্ত্তা = উপজীবিকা, যাঁহারা শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করিয়া জীবনধারণ করেন। এবং তৎকথামৃতং জুষতাং—অমৃতের ন্যায় মধুর সেই কথা শ্রবণ করেন, এবং 'তৎপদাম্বুজং স্মরতাং'—শ্রীহরির পাদপদ্ম স্মরণ করেন। অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন কার্য্যকে নিজের উপজীবিকা করিয়াছেন, সেইকথা শ্রবণ এবং শ্রীহরির পাদপদ্ম স্মরণ করেন, তাঁহাদিগের 'অন্তকালে অপি' = মৃত্যুর সময়েও, এই সময় চিত্ত দুর্ব্বল হওয়াতে অপর লোকের কাছে সংভ্রমঃ = অবিদ্যাই প্রবল হয়। এবং তাইতে তাঁহারা কাতর হন ; কিন্তু অভিভূত থাকেন না। কেন? কারণ তাঁহার 'অজিতের' (= যাঁহাকে কেহ অর্থাৎ মায়াও জয় করিতে পারে না, তাঁহার) তত্ত্ব অবগত আছেন, সুতরাং তাঁহারা মায়ারও মোহাতীত হন।

ব্যাখ্যা—অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বশতঃ যে পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে থাকার সময়ে অশ্বত্থামার অস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হইয়াও মরেন নাই, নিজের চিত্তকে ভগবানে অর্পণ করাতে যিনি ঋষীকুমারের অভিসম্পাৎ দ্বারা সৃষ্ট তক্ষক তাঁহার প্রাণনাশ করিবে, এই কথা শুনিয়াও ভীত হন নাই, যিনি ব্যাসনন্দন শুকদেবের শিষ্য হইয়া

শুকদেবের মুখে অজিতের তত্ত্ব বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া সর্ব্ববস্তু হইতে আসক্তিকে (=মমত্ব ভাবকে) প্রত্যাহৃত করিয়া গঙ্গায় তনুত্যাগ করিয়াছিলেন,সেই পরীক্ষিতের ন্যায় যাহারা অবিদ্যানাশক শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ, তাঁহার কথামৃত পান (অর্থাৎ তাঁহার কথা সানন্দে শ্রবণ) এবং তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করেন, মৃত্যুকালেও তাঁহাদিগের মনে অবিদ্যার মোহ উৎপন্ন হয় না; অর্থাৎ তাঁহারা দেহত্যাগ করিতেও কাতর হন না; কিম্বা তাঁহাদের চিত্তে বিষয়ভোগবাসনার কখন উদয় হয় না।

তাবৎ কলির্ন প্রভবেৎ প্রবিষ্টোঽপীহ সর্ব্বতঃ।
যাবদীশো মহানুর্ব্ব্যামভিমন্যব একরাট্ ॥৫
যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ্জ গাম্।
তদৈবেহানুবৃত্তোঽসাবধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ ॥৬
নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্।
কুশলান্যাশু সিধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ ॥৭
কিন্নু বালেষু শূরেণ কলিনা ধীরভীরুণা।
অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু যো বৃকো নৃষু বর্ত্ততে ॥৮

(৫-৮) [অন্বয়] মহান্ অভিমন্যবঃ যাবৎ একরাট্ [সন্] উর্ব্ব্যাং ঈশঃ [স্যাৎ] তাবৎ ইহ সর্ব্বতঃ প্রবিষ্টঃ [অপি] কলিঃ ন প্রভবেৎ। যস্মিন্ অহনি যর্হি এব ভগবান্ গাং উৎসসর্জ্জ তদা এব অসৌ অধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ ইহ অনুপ্রবৃত্তঃ। সারঙ্গঃ ইব সারভুক্ সম্রাট্ কলিং ন অনুদ্বেষ্টি, কুশলাণি [যৎ] আশু সিধ্যন্তি ইতরাণি [তথা ন, [অপিতু] যৎ (= যদা) কৃতানি [তদা এব সিধ্যন্তি]। যঃ প্রমত্তেষু নৃষু অপ্রমত্তঃ বৃকঃ [ইব] বর্ত্ততে [তেন] বালেষু শূরেণ ধীরভীরুণা কলিনা নু কিং?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—মহান্ = 'মহৎ' যে ভগবান্ তাঁহাতে নিরত; অভিমন্যব = অভিমন্যুসূত পরীক্ষিৎ; যাবৎ একরাট্ [সন্] —যতদিন একচক্রবর্ত্তিভাবে ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার প্রভাব রাজ্যের

সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়াছিলেন। উর্ব্ব্যাং ঈশঃ [স্যাৎ]—পৃথিবীতে অধীশ্বর ছিলেন, সুতরাং সর্ব্বত্র তাঁহার ঐশী শক্তি বিস্তৃত ছিল। ইহ সর্ব্বতঃ প্রবিষ্টঃ অপি পৃথিবীর সকল অংশে কলির শক্তি থাকিলেও অর্থাৎ সর্ব্বত্রই দ্যূত, পান, স্ত্রিয়ঃ, সূনাঃ এবং সুবর্ণের মধ্যে কলির অবস্থিতি থাকিলেও; 'কলিঃ ন প্রভবেৎ'—কলি প্রবল হন নাই। যস্মিন্ অহনি—যে দিন এবং যর্হি = যে ক্ষণে ভগবান্ গাং উৎসসর্জ্জ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়াছিলেন; তদা এব—সেই সময়েই 'অধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ ইহ অনুপ্রবৃত্ত'—অধর্ম্ম হইতে যে কলির 'প্রভবঃ' = উৎপত্তি, প্রাবল্য হয় সেই কলি, ইহ = এই সংসারে 'অনুপ্রবৃত্তঃ' = সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সারঙ্গ = ভ্রমর, তাহার ন্যায় 'সারভুক্'—সারগ্রাহী সম্রাট্ 'কলিঃ ন অনুদ্বেষ্টি'—কলির প্রতি বিদ্বেষ করেন নাই, অর্থাৎ তাহার বিনাশ সাধন করেন নাই।

একটী সার তত্ত্ব—মহারাজ কেন কলিকে বিনাশ করেন নাই, তাহার কারণ বলিতেছেন। 'কুশলানি' = যে সকল বিষয় শুভ তাহা 'আশু' = সঙ্কল্পমাত্রেণ 'সিধ্যন্তি'—শুভফল প্রদান করে। অর্থাৎ কোন শুভ কার্য্য করার সঙ্কল্প যদি কেহ করেন, সেই কার্য্য করিতে না পারিলেও সেই শুভ সঙ্কল্প দ্বারাও তাঁহার চিত্তের উপর শুভ ফল উৎপন্ন হয়। 'ইতরাণি'—অশুভ, যাহা কুশল নয়, অর্থাৎ কুৎসিৎ বিষয় সকল 'তথা ন'—সঙ্কল্প মাত্রেই অমঙ্গল সাধন করে না, কারণ জোয়ারের জল যেরূপ নদীর বেলাভূমিতে স্থিত ময়লা সকল ধৌত করিয়া তীরদ্বয়কে বিশুদ্ধ করে, কোন কুৎসিত কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিলেও পরে শুভ সঙ্কল্পের উদয় হইয়া চিত্তকে পুনরায় নির্ম্মল করে। যতক্ষণ ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা না যায়, ততক্ষণ কুৎসিৎ তৃষ্ণা সকল মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় না। কিন্তু অশুভ প্রবৃত্তি চিত্তে সমুদিত হইলেও তাহা শুভ সঙ্কল্প সকলকে একেবারে লোপ করিতে পারে না। হয়ত কাহার কাহারও মনে ক্ষণিকের জন্য শুভপ্রবৃত্তি সকল অশুভ প্রবৃত্তির প্রভাবে ক্ষীণবল হয়, কিন্তু মজ্জাগত আপন শক্তির (iaherent vitalityv) প্রভাবে ঐ

সকল শুভসঙ্কল্প আবার প্রবল হয়। অতএব শুভসঙ্কল্পের যে মজ্জাগত শক্তি আছে তাহাই শুভপ্রবৃত্তি সকলের সহায় এবং সংরক্ষক; কলি ইচ্ছামাত্র এই মজ্জাগত শক্তিকে নষ্ট করিতে পারে না। এইজন্যই মহারাজ কলিকে বিনাশ করেন নাই।

অর্থাৎ জীবের চিত্তের মধ্যেই আত্মরক্ষার শক্তি নিহিত আছে; এবং কিছুকাল কষ্ট পাইলেও কোন না কোন সময়ে এই শুভশক্তি জীবকে আবার উন্নত করিবে, বোধ হয় এইজন্য মহারাজ কলিকে নিহত করিয়া বিশ্বে যে বিরাট Evoluticn শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে তাহার বিঘ্ন করেন নাই। প্রমত্তেষু নৃষু = যে সকল মানব ভোগসুখে প্রমত্ত তাহাদিগের নিকট, কলি অপ্রমত্তঃ = ভাবে ঐ সকল লোক কখন মত্ত অবস্থায় থাকে তাহা সকল সময়েই সতর্কভাবে লক্ষ্য করে, এবং মত্ত লোকদিগের কাছে কলি 'বৃকঃ [ইব] বর্ত্ততে'—ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রতাপবান্ হয়; এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া ভীতি উৎপাদন করে। বালঃ = অধীর (শ্রীধর) যাহারা অজ্ঞান তাহাদেরই নিকট কলি শূর = প্রতাপবান্ হইয়া থাকে; কিন্তু 'ধীরভীরুণা'—যাঁহারা ধীশক্তি সম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞানী, কলি তাঁহাদিগকে ভয় করে। কলি জ্ঞানী ব্যক্তিগণের অনিষ্ট করিতে পারে না; অতএব কলির প্রতাপ হইতে মানবগণ আপনাদিগকে নিজেই রক্ষা করিতে সমর্থ। এইজন্যই মহারাজ কলির বিনাশ সাধন করেন নাই।

ব্যাখ্যা—ভগবন্নিষ্ঠ অভিমন্যুতনয় যতদিন একচ্ছত্র ভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিজের ঐশী শক্তি বিস্তৃত রাখিয়াছিলেন, ততদিন পৃথিবীর সর্ব্বত্র কলি প্রবিষ্ট হইলেও (অর্থাৎ সর্ব্বত্র দ্যূত পানাদিতে কলি অবস্থিত থাকিলেও) তাঁহার প্রবল প্রভাব কুত্রাপি ছিল না। যে দিবস এবং যে সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের মূর্ত্তিকে পৃথিবী হইতে তিরোহিত করিলেন, সেই ক্ষণেই অধর্ম্মপ্রভব কলি পৃথিবীতে প্রচ্ছন্ন-ভাবে প্রবিষ্ট হইল।

ভ্রমর যেরূপ পুষ্পের সার (=মধু) গ্রহণ করে, মহারাজ পরীক্ষিতও সেইরূপে সকল বিষয়েরই সারতত্ত্বকে অনুভব করিতে সক্ষম ছিলেন।

এই শক্তি প্রভাবে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, শুভ বিষয়ের মজ্জাগত একপ্রকার মঙ্গলময়ী শক্তি আছে। কোন শুভ বিষয় করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিবামাত্র এই শক্তির প্রভাবে চিত্তের উপর শুভ ফল উৎপন্ন হয় (সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলে যে মঙ্গল হয় ইহা বলাই বাহুল্য)। কিন্তু অশুভ বিষয়ের সেইরূপ কোন মজ্জাগত শক্তি নাই, অর্থাৎ কোন অশুভ বিষয় করিতে সঙ্কল্প করিলেই যে চিত্ত তৎক্ষণাৎ স্থায়িভাবে দূষিত হয় তাহা নহে। এই প্রকার অবস্থা হওয়ায় লোকের চিত্তে শুভ প্রবৃত্তিসকলের উদয় হইয়া পূর্ব্বে যে সকল অশুভ সঙ্কল্প হইয়াছিল তাহাদের প্রতিরোধ করে; এবং চিত্ত যাহাতে নির্ম্মল হয় সেইভাবেই কার্য্য করে।

এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও লোকে যখন অশুভ কার্য্য করে, তখন ঐ সকল কার্য্য হইতে ভোগবাসনা উৎপন্ন হইয়া লোকের অমঙ্গলই সাধিত হয়। জীবকে রক্ষা করিবার উপকরণ জীবের চিত্তের মধ্যেই নিহিত আছে বলিয়া মহারাজ কলিকে বিনাশ করেন নাই। তাহা করিলে বিশ্বে যে বিরাট Evoluticn শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদিত হইত।

কলি সতর্কভাবে লোক সকলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন; এবং যদি কেহ রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা মুগ্ধ হয়, কলি তখন ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রবল প্রতাপ প্রকাশ করিয়া ঐ প্রমত্ত ব্যক্তিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু যাঁহারা ধীশক্তিসম্পন্ন, কলি তাঁহাদিগকে ভয়ই করেন। ইহা হইতেই দেখা যায় যে, সকল জীবের উপরেই যে কলির প্রতাপ আছে তাহা নহে। অতএব ধীশক্তি লাভ করিয়া মানবগণ কলির প্রতাপ হইতে আপনাদিগকে অনায়াসেই রক্ষা করিতে পারে। আত্মরক্ষার উপায় মানবগণের নিজের আয়ত্তেই রহিয়াছে দেখিয়া, মহারাজ কলির প্রতিরোধ করেন নাই।

উপবর্ণিতমেতদ্বঃ পুণ্যং পারীক্ষিতং ময়া।
বাসুদেবকথোপেতমাখ্যানং যদপৃচ্ছত ॥৯
যাঃ যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ।
গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ পুম্ভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ ॥১০

(৯-১০) [অন্বয়]—[যূয়ং] বাসুদেবকথোপেতং যৎ পুণ্যং পারীক্ষিতং আখ্যানং অপৃচ্ছত এতৎ বঃ ময়া উপবর্ণিতং। কথনীয়োরু কর্ম্মণঃ ভগবতঃ যাঃ যাঃ গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ কথাঃ [সন্তি] তাঃ বুভূষুভিঃ সংসেব্যাঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—বাসুদেবকথোপেতং = শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রাদির কথা যুক্ত ; বঃ = যুস্মাভ্যঃ তোমাদের কাছে। কথনীয়োরু-কর্ম্মণঃ—কথনীয় = বর্ণনার যোগ্য হইয়াছে উরূণি—মহৎ কর্ম্মাণি = কর্ম্ম সকল যাঁহার ; যে ভগবানের মহৎ কার্য্যাবলী বর্ণনার যোগ্য। গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ—ভগবানের গুণ এবং কর্ম্মকে আশ্রয় করে এরূপ 'কথাঃ', ভগবানের কারুণ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি গুণ এবং কর্ম্ম সম্বন্ধীয়া আখ্যায়িকা সকল। বুভূষুভিঃ—সদ্ভাবমিচ্ছদ্ভিঃ (শ্রীধর) ; ভূ = হওয়া + ইচ্ছার্থে সন্, যাঁহারা সার্থকজন্ম হইতে কামনা করেন। 'অন্যথা জীবন্মৃতত্বং স্যাৎ ইতি ভাবঃ (বিশ্বনাথ)।

ব্যাখ্যা—আপনারা আমাকে শ্রীকৃষ্ণের কথার সহিত সংসৃষ্ট যে পরীক্ষিৎ চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগের সমীপে বর্ণনা করিলাম। ভগবানের কার্য্য সকল মহান্, অতএব বর্ণনার যোগ্য। যাঁহারা সংসারে সার্থকজন্মা হইতে কামনা করেন তাঁহারা যেন সাতিশয় যত্নের সহিত ভগবানের গুণ এবং কর্ম্ম সম্বন্ধীয়া আখ্যায়িকা শ্রবণ করেন।

ঋষয় উচুঃ।

সূত জীব সমাঃ সৌম্য শাশ্বতীর্বিশদং যশঃ।
যস্ত্বং শংসসি কৃষ্ণস্য মর্ত্ত্যানামমৃতং হি নঃ ॥১১

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥১২
তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥১৩

(১১-১৩) [অন্বয়] হে সূত শাশ্বতীঃ সমাঃ জীব যঃ ত্বং মর্ত্ত্যানাং নঃ [সম্বন্ধে] অমৃতং [ইব মধুরং] কৃষ্ণস্য বিশদং যশঃ শংসসি। অনাশ্বাসে অস্মিন্ কর্ম্মণি ধূমধূম্রাত্মনাং [অস্মাকং সম্বন্ধে] মধু গোবিন্দপাদপদ্মাসবং ভবান্ আপায়য়তি। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য লবেন [সহ] স্বর্গং অপুনর্ভবং [বা] ন তুলয়াম মর্ত্ত্যানাং আশিষঃ উত কিং?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—শাশ্বতীঃ সমাঃ = অনন্ত বৎসরান্ (শ্রীধর); মর্ত্ত্যানাং নঃ = মরণধর্ম্মী যে আমরা, সেই আমাদিগের নিকট (সম্বন্ধে ষষ্ঠী); অমৃতং = যাহা অমৃতের ন্যায় মধুর এবং অমরত্ব প্রদান করে (অতএব 'মর্ত্ত্য' অর্থাৎ মরণ ধর্ম্মের বিনাশক)। অনাশ্বাসে—অবিশ্বসনীয়ে, বৈগুণ্যবাহুল্যেন ফলনিশ্চয়াভাবাৎ (শ্রীধর)। এই যজ্ঞে সিদ্ধিলাভে এত বাধা বিঘ্ন হইতে পারে যে, ফললাভ অনিশ্চিত; অথচ বহুকাল যজ্ঞ করিয়া হোমের ধূম দ্বারা আমাদিগের 'আত্মা' = দেহ, ধূম্র = ধূসরবর্ণ হইয়াছে। মধু = মধুর। গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং, সর্ব্ব জীবের সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কে এবং পৃথিবীকে সর্ব্ব বিষয়ে পরিচালন করাতে শ্রীহরিকে 'গোবিন্দ' বলে; তাঁহার 'পাদ-পদ্মাসব'—যে সাধক সেই গোবিন্দের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন, গোবিন্দের সেই পাদপদ্মে যে মধু = সুমধুর 'আসব' = মকরন্দ আছে তাহা; তাহা 'আপায়য়সি'—আ = আমাদিগের সমীপে আনিয়া আপনি পান করাইলেন। অর্থাৎ শ্রীহরির মাধুর্য্য কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পদে আশ্রয় গ্রহণ-সুখের আস্বাদ দিলেন। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য—ভগবৎসঙ্গী = ভক্ত, তাঁহার সঙ্গ = সাহচর্য্য। লবেন = অত্যল্পকাল, অত্যল্পকালের জন্যও কোন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গসুখলাভ করিয়া যে

তৃপ্তিলাভ হয়, তাহার তুলনায় স্বর্গসুখ বা মোক্ষসুখলাভও নিকৃষ্ট। মর্ত্ত্যানাং আশিষঃ—মরণধর্ম্মী মানবগণ যাহাকে 'আশিষ' বলেন, অর্থাৎ রাজ্যাদি লাভ। বিশ্বনাথ বলেন যে, স্বর্গলাভ কর্ম্মের ফল, এবং মোক্ষলাভ জ্ঞানের ফল ; এই উভয়বস্তু অপেক্ষা সাধুসঙ্গ শ্রেষ্ঠ। কারণ সাধুসঙ্গ হইতে পরম দুর্লভ ভক্তি উৎপন্ন হয় ; এবং ঐ ভক্তি হইতে জ্ঞানও হয়।

ব্যাখ্যা—হে সূত ! তুমি বহুবৎসর জীবিত থাকিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মপ্রচার কর। আমরা মরণধর্ম্মী, কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণের যশ অমৃতের ন্যায় মধুর এবং যাহা শুনিলে অমরত্ব লাভ হয়, তুমি সেই যশ আমাদিগের কাছে কীর্ত্তন করিলে। আমরা দীর্ঘকাল যজ্ঞে নিযুক্ত থাকায় আমাদের দেহ হোমের ধূমে ধূসরবর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ এত বিঘ্নসঙ্কুল যে, আমরা কি ফললাভ করিব তাহার নিশ্চয়তা নাই ; কিন্তু তুমি আমাদিগকে গোবিন্দের পাদপদ্মের মকরন্দ পান করাইলে ; অর্থাৎ তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলে যে মধুময় ভাব মনে সঞ্জাত হয়, তাহা আমরা অনুভব করিলাম। অতি অল্প সময়ও ভক্তের সঙ্গলাভ করিলে যে সুখ হয়, সেই সুখের সহিত স্বর্গ বা মোক্ষলাভ সুখেরও তুলনা হয় না। রাজ্যাদিলাভ প্রভৃতি যে সকল বস্তুকে মরণধর্ম্মী মানবগণ আশীর্ব্বাদ বলেন, ঐ আশীষ লাভ হইলে যে সুখ জন্মায়, তাহা অপেক্ষা ভক্তসঙ্গলাভ সুখ এতই শ্রেষ্ঠ যে এই দ্বিবিধ সুখের তুলনা হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য।

> কো নাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং
> মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
> নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
> র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥১৪

(১৪) [অন্বয়] ভবপাদ্মমুখ্যাঃ যোগেশ্বরাঃ [যস্য] মহত্তমৈকান্ত পরায়ণস্য অগুণস্য [ভগবতঃ] গুণানাং অন্তং ন জগ্মুঃ [তস্য]কথায়াং কঃ নাম রসবিৎ তৃপ্যেৎ।

শব্দার্থ ও সরলবিবৃতি—ভবপাদ্মমুখ্যাঃ যোগেশ্বরাঃ—ভব = মহাদেব এবং পাদ্ম = ব্রহ্মা (ব্রহ্মা ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়াতে তাঁহাকে 'পাদ্ম' বলে) এবং অপর যাঁহারা যোগেশ্বর-দিগের মধ্যে মুখ্য = প্রধান ; অর্থাৎ ব্রহ্মা, মহাদেব এবং অপর অপর শ্রেষ্ঠ যোগেশ্বরগণ। মহত্তম = মহৎগণের মধ্যেও অতি মহৎ যাঁহারা, ভবপাদ্ম'দির পক্ষে 'একান্তেন পরং অয়নং আশ্রয়ঃ যঃ' অর্থাৎ মহাদেব এবং ব্রহ্মা ও অপরাপর শ্রেষ্ঠ সাধকগণ যে ভগবানকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারাও। অগুণস্য [ভগবতঃ] = যে ব্রহ্ম প্রাকৃত-গুণরহিত (শ্রীধর)। তিনি যখন নিজের সগুণ ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ প্রকটিত করেন, তখন তাঁহার 'গুণস্য' = কল্যাণগুণ সকলের (শ্রীধর) 'অন্তং ন জগ্মুঃ'—ব্রহ্মা ভবাদিও ঐ সকল কল্যাণগুণের ইয়ত্তা করিতে পারেন না। অতএব কোন 'রসবিৎ' = রসজ্ঞ ব্যক্তি ; অর্থাৎ যিনি ভগবানের মাধুর্য্য অনুভবক্ষম এরূপ কোন ব্যক্তি ; ভগবানের 'কথায়াং তৃপ্যেৎ' = যথেষ্ঠ শুনিয়াছি আর শোনার আবশ্যকতা নাই ইহা মনে করিবেন।

ব্যাখ্যা—যে ব্রহ্ম প্রাকৃতিক গুণরহিত তাঁহাকেই ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি একান্তভাবে আশ্রয় করেন ; এবং তাঁহারা ও অপরাপর অতি-মহৎ যোগেশ্বরগণ একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াও ঐ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের কল্যাণগুণের ইয়ত্তা করিতে পারেন না। যাঁহারা 'রসবিৎ', অর্থাৎ ভগবানের মাধুর্য্য অনুভবক্ষম, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভগবানের কথা শুনিয়া যথেষ্ঠ শুনিয়াছি, আর শোনার আবশ্যকতা নাই, ইহা মনে করেন না।

তস্মো ভবান্ বৈ ভগবৎপ্রধানো
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
হরেরুদারং চরিতং বিশুদ্ধং
শুশ্রূষতাং নো বিতনোতু বিদ্বন্॥১৯

(১৫) [অন্বয়] হে বিদ্বন্! তৎ (= তস্মাৎ) ভগবৎপ্রধানঃ

ভবান্ মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য হরেঃ বিশুদ্ধং উদারং চরিতং শুশ্রূষতাং নঃ [সম্বন্ধে] বিতনোতু।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য = যাঁহারা 'মহত্তম' অর্থাৎ যাঁহারা মহৎগণের মধ্যেও অতি মহৎ, তাঁহারাও যে শ্রীহরির চরণকে একমাত্র আশ্রয় করেন এরূপ যে শ্রীহরি তাঁহার; বিদ্বন্ = আপনি শ্রীহরির 'লীলাদি' অবগত আছেন, অতএব তাহা বর্ণনা করিতে সমর্থ। 'ভগবৎ প্রধানঃ—ভগবানই প্রধান সেব্য যাঁহার (শ্রীধর)। লোকে বিষয়ের সেবা করে, সেইজন্য বিষয়ই তাহাদের কাছে 'প্রধান' বস্তু হয়। এই শ্রেণীর লোকে যখন পুরাণাদির কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহারা নিজেই শ্রীহরির লীলা সকলের গূঢ়তত্ত্ব অনুভব করিতে পারেন না, অপরকে বুঝান ত দূরের কথা। যাঁহারা কেবল শ্রীভগবানকেই সেব্য বস্তু করিয়াছেন, অর্থাৎ বিত্ত কিম্বা প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য পুরাণাদি পাঠ কিম্বা দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ হন। তাঁহারা যখন পুরাণাদি পাঠ বা কীর্ত্তন করেন, তখন শ্রীভগবানের অলক্ষ্য শক্তির প্রভাবে লীলা সকলের গূঢ়তত্ত্ব তাঁহাদের চিত্তে আপনিই স্ফুরিত হয়। অতএব তাঁহাদের মুখে লীলা-কীর্ত্তন শুনিলে শ্রোতার চিত্ত নির্ম্মল হয়, এবং শ্রোতা লীলার তত্ত্ব সকলও অনুভব করিতে পারেন। তখন কীর্ত্তনকারীর চিত্তের শক্তি অলক্ষ্য ভাবে কার্য্য করিয়া শ্রোতার চিত্তকে পরিমার্জ্জিত করে। এইজন্য কেবল পণ্ডিত হইলেই যে পুরাণ বা দর্শন শাস্ত্র কীর্ত্তনের যোগ্য হওয়া যায় তাহা নহে। বিশুদ্ধং = যাহা নিজে নির্ম্মল, এবং শ্রোতার ও বক্তার চিত্তশুদ্ধিকর ('চাতুর্হোত্রং কর্ম্মশুদ্ধং' এখানে 'শুদ্ধং' পদের অর্থ 'চিত্তশুদ্ধিকর'); উদারং = যাহা চিত্তকে উন্নত করে; অর্থাৎ শ্রীহরি দ্বারা প্রদর্শিত উচ্চ আদর্শকে অনুকরণের প্রবৃত্তি উৎপাদন করাইয়া চিত্তকে উচ্চ পদবীতে উন্নীত করে (elevate)। চরিতং = লীলাদি (চৃ = আচরণ করা, কার্য্য করা); বিতনোতু = বিস্তৃতভাবে এবং লীলা সকলের গূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাপন

করিয়া বর্ণনা করুন; (বি = বিশেষরূপে + তন্ = বিস্তার করা, বর্ণনা করা)।

ব্যাখ্যা—হে সূত! আপনি বিদ্বান্; অর্থাৎ বহুশাস্ত্রজ্ঞ, অতএব শ্রীহরির লীলা সকল অবগত আছেন। কেহ কেবল বিদ্বান্ হইলেই যে লীলা সকলের গূঢ়তত্ত্ব অনুভব করিতে পারেন তাহা নয়। যাঁহারা শ্রীভগবানকে একমাত্র সেব্য বস্তু করিয়াছেন, সেই 'ভগবৎ প্রধানঃ' ভক্তশ্রেষ্ঠগণের চিত্তে শ্রীহরির লীলা সকলের গূঢ়তত্ত্ব এরূপভাবে স্ফূরিত হয় যে, সেই সকল তত্ত্ব দ্বারা তাঁহাদিগের নিজের চিত্ত হইতে কামলোভাদির মালিন্য অপগত হইয়া চিত্তের উন্নতি হয়; অর্থাৎ চিত্ত শ্রীহরিতে নিবদ্ধ থাকাতে তাঁহার শক্তিতেই শক্তিমান্ হয়। যদি ঐরূপ শ্রেষ্ঠভক্তগণের মুখ হইতে লীলা সকল শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে শ্রোতৃগণেরও চিত্তের বিশুদ্ধি এবং উন্নতি হওয়া সম্ভবপর হয়। আপনি একজন ঐরূপ ভক্ত, অতএব আমাদের নিকট শ্রীহরির লীলা সকল এরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করুন, যেন আমরা লীলায় যে সকল গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে,সেই তত্ত্ব সকল অনুভব করিতে পারি। যাঁহারা মহৎগণের মধ্যেও অতি মহৎ, তাঁহারা শ্রীহরিকে 'এক' অর্থাৎ একমাত্র আশ্রয় জ্ঞান করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহারা ভোগ-সুখাদিকে আশ্রয় করেন নাই; বা অপর কোন ক্ষুদ্রদেবগণকেও আশ্রয় করেন নাই। শ্রীহরিই তাঁহাদের 'অন্তপরায়ণ' (অন্ত = চরম + পর = প্রকৃষ্ট + অয়ন = আশ্রয়)। অর্থাৎ তাঁহারা চরম = দেহত্যাগ পর্য্যন্ত এই আশ্রয়েই অবিচলিত ভাবে থাকেন। কারণ শ্রীহরির আশ্রয়ই যে প্রকৃষ্ট, তাঁহাদের মনে এই অটল বিশ্বাস আছে। এই জন্য যোগেশ্বরগণের মধ্যেতাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিয়াছেন।

স বৈ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিদ্-
যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ।
জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন
ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্।১৬

তস্মঃ পরং পুণ্যমসংবৃতার্থ-
মাখ্যানমত্যদ্ভুতযোগনিষ্ঠম্।
আখ্যাহ্যনন্তাচরিতোপপন্নং
পারীক্ষিতং ভাগবতাভিরামম্॥১৭

(১৬-১৭) [অন্বয়] অদভ্রবুদ্ধিঃ মহাভাগবতঃ সঃ বৈ পরীক্ষিৎ বৈয়াসকিশব্দিতেন যেন জ্ঞানেন অপবর্গাখ্যং খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলং ভেজে, তৎ অত্যদ্ভুতযোগনিষ্ঠং ভাগবতাভিরামং অনন্তাচরিতোপপন্নং পরং পুণ্যং পারীক্ষিতং আখ্যানং অসম্বৃতার্থং [যথা স্যাৎ তথা] আখ্যাহি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—অদভ্রবুদ্ধিঃ = যাঁহার বুদ্ধি 'দভ্র' অর্থাৎ অল্প নয়, অর্থাৎ যিনি সাতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন; সুতরাং তিনি সুবিবেচনা করিয়াই শ্রীহরির পদে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মহা-ভাগবত = পরমভক্ত। বৈ = প্রসিদ্ধিজ্ঞাপক; বৈয়াসকিশব্দিতেন—ব্যাসনন্দন শুকদেব দ্বারা কথিত। যেন জ্ঞানেন—শ্রীহরির যে লীলা সকলের গূঢ়তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিয়া। অপবর্গাখ্যং—এই পদ 'পাদ-মূলং' পদের বিশেষণ, যে পাদমূলের আখ্যা = নাম অপবর্গ = মোক্ষ; অর্থাৎ যে পাদমূলে আশ্রয়প্রাপ্তিই মোক্ষলাভ নামে অভিহিত হয়। খগেন্দ্র = গড়ুর। খগেন্দ্রধ্বজ = শ্রীহরি।

অত্যদ্ভুতযোগনিষ্ঠং = যে আখ্যানে অতি অদ্ভুত যোগে নিষ্ঠা আছে, অর্থাৎ যে লীলা সকল শ্রবণ করিলে শ্রোতার চিত্ত নিশ্চল-ভাবে শ্রীহরিতে আবদ্ধ হয়, এবং শ্রীহরিকে ছাড়িতে চাহে না। 'যোগ' পদ দ্বারা যোগ নামক সাধন-মার্গ উপলক্ষিত হইয়াছে। এই সাধন-মার্গের উদ্দেশ্য চিত্তকে শ্রীহরিতে নিবদ্ধ রাখা; নিষ্ঠা—নি = নিশ্চল + স্থা = থাকা; 'অদ্ভুত'—ন + ভূত = যে যোগনিষ্ঠা পূর্ব্বে হয় নাই, তাহা সমন্বিত। অর্থাৎ আসন প্রাণায়ামাদি যে সকল অনুষ্ঠান যোগসাধনের (অর্থাৎ চিত্তের বহির্ব্বৃত্তি নিরোধের) উপায় বলিয়া

নির্দ্ধারিত হয়, সেই অনুষ্ঠান সকল না করিয়াও এই 'আখ্যান' শ্রবণের দ্বারা চিত্ত বহির্ম্মুখী ভাব ছাড়িয়া শ্রীহরিতে নিবদ্ধ হয়, এইজন্য এই আখ্যানকে 'অদ্ভুত' বলা হইয়াছে। 'ভাগবতাভিরামং'—ভক্তগণের অতিপ্রিয়। অনন্তাচরিতোপপন্নং—যিনি 'অনন্ত' অর্থাৎ অক্ষর, অব্যয় ব্রহ্ম (নাই অন্ত = বিনাশ, অর্থাৎ ক্ষয় যাঁহার) তাঁহার 'আচরিতৈঃ = লীলা সকল দ্বারা, অর্থাৎ অবিশেষ ব্রহ্ম যখন সবিশেষ হইয়া আপন ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের দ্বারা বিবিধ 'আচরণ' = লীলা (আ+চৃ = কার্য্য করা) করিয়াছেন, ঐ লীলা সকল দ্বারা 'উপপন্ন' = সমন্বিত। অর্থাৎ যে আখ্যানে ঐ লীলা সকলের বর্ণনা আছে। 'যোগনিষ্ঠং' এবং 'অভিরামং' পদদ্বয় দ্বারা যোগ এবং ভক্তিমার্গের সাধকের তৃপ্তির কথা বলিলেন। এই লীলা শ্রবণ দ্বারা চিত্তে সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি হয় অতএব জ্ঞানমার্গের সাধকেরও তৃপ্তি হয়, 'অনন্তাচরিতোপন্নং' পদ দ্বারা ইহাই ইঙ্গিত করিলেন। পরং পুণ্যং = যে আখ্যান চিত্ত হইতে কামলোভাদির মালিন্য দূর করিয়া চিত্তকে বিশুদ্ধ করে তাহাকে 'পুণ্য' বস্তু বলা যায়; ঐ বস্তু সকলের মধ্যে পরং = শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ সাতিশয় চিত্তশুদ্ধিকর। পারীক্ষিতং = মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট কথিত। আখ্যানং = বিরাট কীর্ত্তিকথা (আ = সম্যক + খ্যা = কীর্ত্তন করা)। অসম্বৃতার্থং = যাহার 'অর্থ' = গূঢ়তত্ত্ব 'সং' = সম্যক্‌ভাবে 'বৃত' = আচ্ছন্ন হয় নাই; অর্থাৎ ঐ আখ্যানে শুক দ্বারা যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই তত্ত্ব সকলও যেন আমাদের কাছে প্রকীর্ত্তিত হয়, সেইরূপ ভাবে কীর্ত্তন করুন।

ব্যাখ্যা—মহারাজ পরীক্ষিৎ পরমভক্ত ছিলেন তিনি ব্যাসনন্দন শুকদেবের মুখ হইতে যে আখ্যান শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়া শ্রীহরির পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন, ঐ পরমপদলাভকেই মোক্ষলাভ বলে। হে সূত! আপনি সেই আখ্যান আমাদের কাছে কীর্ত্তন করুণ; এবং কীর্ত্তনের সময় ঐ আখ্যানে যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব

প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও যেন আমাদের নিকট প্রকীর্ত্তিত হয়। উহা শুনিলে, শ্রোতার চিত্ত শ্রীহরির মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাতে নিশ্চলভাবে নিবদ্ধ হইবে। সুতরাং আসন প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও যাহা যোগসাধনের চরম সিদ্ধি তাহাও লব্ধ হয়; এবং ভক্তগণের চিত্তও ঐ আখ্যান দ্বারা মুগ্ধ হয়। কেবল যে যোগ এবং ভক্তিমার্গের সাধকগণ এই আখ্যান দ্বারা পরিতৃপ্ত হন তাহা নয়, ইহা জ্ঞানমার্গের সাধকগণেরও তৃপ্তিপ্রদান করে এবং সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণও এই আখ্যান শ্রবণে চরিতার্থ হন। সংসারী মানবগণের চিত্ত হইতেও কামলোভাদির মালিন্য অপগত হয়। অতএব এই আখ্যান উপরোক্ত ত্রিবিধ সাধনমার্গের সাধকগণের তৃপ্তিপ্রদ, এবং সংসারী মানবেরও হিতকর।

সূত উবাচ।

অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্ম
বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতঃ।
দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং
মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥১৮

কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো।
মহদ্‌গুণত্বাদ্‌যমনন্তমাহু ॥১৯

(১৮-১৯) [অন্বয়] অহো বিলোমজাতাঃ অপি বয়ং বৃদ্ধানুবৃত্ত্যা জন্মভৃতঃ আস্ম হ; মহত্তমানাং অভিধানযোগঃ শীঘ্রং দৌষ্কুল্যং আধিং বিধুনোতি। যঃ ভগবান্ অনন্তশক্তিঃ অনন্তঃ, মহৎগুণত্বাৎ যং অনন্তং আহুঃ তস্য মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য [হরেঃ] নাম গৃণতঃ [পুংসঃ দৌষ্কুল্যং আধিং বিধুনোতি ইতি] কুতঃ পুনঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—শ্রীধর বলেন যে, শ্রীভাগবতব্যাখ্যা

করিতে অনুরুদ্ধ এবং মহদ্‌গণের দ্বারা সমাদৃত হইয়া সূত পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে বলিলেন, 'আত্মানং শ্লাঘতে' অর্থাৎ আপনাকে সার্থক-জন্মা মনে করিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে এই আত্মগৌরবে গর্ব্বের লেশমাত্র নাই। 'অহো'—অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞাপক; 'বিলোমজাতাঃ অপি'—যদিও আমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন হওয়ায় নীচ-জন্মা হইয়াছি তথাপিও। 'বিলোমজাতাঃ' 'বয়ং' 'জন্মভৃতঃ' এবং 'আস্ম' এই চারিটী পদে শ্লাঘা অর্থাৎ আত্মগৌরব, (গর্ব্ব নয়) প্রকাশ জন্য বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে (শ্রীধর)। বৃদ্ধানুবৃত্ত্যা = বৃদ্ধ শৌনক এবং অপর ঋষিগণ হইতে লব্ধ অত্যাদর দ্বারা, অথবা জ্ঞানবৃদ্ধ শুকের 'অনুবৃত্তি = সেবা করাতে (শ্রীধর)। জন্মভৃতঃ = সফলজন্মানঃ (জন্মভৃৎ পদের বহুবচন) 'আস্ম' = হইয়াছি; 'হ' = হর্ষসূচক (শ্রীধর)। 'মহত্তমানং'—যাঁহারা 'মহৎ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের মধ্যে 'তম' = সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শৌনকাদি ঋষিগণের; 'অভিধান' = অত্যাদরে সম্ভাষণ, তাহার 'যোগ' = লাভ; 'অভিধান' আমার সহিত 'যোগ' হওয়াতে অর্থাৎ সমাদরসূচক বাক্য আমার প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে। আপনাদের ন্যায় মহত্তমগণের নিকট এই সাদর সম্ভাষণ লাভ লৌকিক হিসাবেও সুখকর। 'দৌস্কুল্যং আধিং'—যে আধি = মনঃপীড়া দৌস্কুল্য = দুস্কুল হইতে উদ্ভুত; অথাৎ আমি নীচ-কুলে জন্মগ্রহণ করাতে যে মনঃপীড়া পাইয়াছি, সেই মনঃপীড়াকে 'বিধুনোতি'—বি = বিশেষরূপে + ধুনোতি = অপনোদন করে (শ্রীধর)। (ধূ = কম্পন করা, কম্পন দ্বারা আধির মূলকে শিথিল করে। সূত তাহার পরে বলিলেন যে তাঁহার 'দৌস্কুল্য আধি'ত দূর হওয়ারই কথা, কারন যে ভগবান্ 'অনন্তশক্তিঃ' = যাঁহার শক্তির সীমা নাই, এবং যিনি নিজেই 'অনন্তঃ' = স্বতঃ অপি অনন্ত (শ্রীধর); যিনি নিজে স্বভাবতঃই সর্ব্বব্যাপী; এবং মহদ্ 'গুণত্বাৎ' = মহৎসুঃ গুণাঃ যস্য সঃ মহদ্গুণঃ তস্য ভাবঃ তস্মাৎ (শ্রীধর)। তিনি স্বতঃই অনন্ত, তাঁহার করুণগুণসকলও অনন্ত, সুতরাং আপনাদের ন্যায় সকল মহৎ লোকের চিত্তেও ঐ সকল

করুণ গুণ পরিব্যাপ্ত আছে ; সেইজন্য 'যং অনন্তং আহুঃ'—যাঁহাকে অনন্ত বলে। শ্রীভগবানের প্রেরণাতেই আপনারা আমাকে সমাদর করিয়াছেন, এইভাব প্রকাশের জন্যই বোধ হয় সূত এই কথা কয়টী বলিলেন। 'মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য'—আপনাদের ন্যায় মহত্তম ব্যক্তিগণ নিয়ত শ্রীহরিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার করুণ-গুণসকল নিয়ত আপনাদিগের চিত্তেও বিরাজমান আছে। সেই [হরেঃ] —যিনি সর্ব্বদুঃখহারী [সুতরাং যিনি আমার মন হইতেও নীচকুলে জন্ম হওয়ার দুঃখ দূর করিতে সমর্থ] সেই শ্রীহরির নাম 'গৃণতঃ (—কীর্ত্তনকারীর) [পুংসঃ দৌস্কুল্যং আধিং বিধুনোতি ইতি] কুতঃ পুনঃ—কীর্ত্তনকারীর মনঃপীড়া যে শ্রীহরির নাম অর্থাৎ লীলা কীর্ত্তন দ্বারা দূর হইবে ইহা কোন প্রকারেরই বিচিত্র নয়।

ব্যাখ্যা—শৌনকাদি ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া সূত বলিলেন ; অহো! যদিও আমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরষে জন্মগ্রহণ করায় নীচজন্মা হইয়াছি, তথাপি জ্ঞানবৃদ্ধ শুকের অনুসরণ করাতে আজ সফলজন্মা হইলাম। আপনাদের ন্যায় মহত্তমগণের নিকট এই অত্যাদর লাভ করাতে নীচকুলে জন্মগ্রহণ জন্য মনঃপীড়া অবিলম্বে আমার মন হইতে বিদূরিত হইল। আপনাদের ন্যায় মহাত্মগণ যে ভগবানকে নিয়ত আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহার করুণগুণের অন্ত নাই; তিনি স্বতঃ—স্বভাবতঃ অনন্ত, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী হওয়াতে তাঁহাকে অনন্ত বলা হয়; এবং সকল স্থানে, সকল মহৎ ব্যক্তিগণের চিত্তেই তাঁহার করুণগুণের কার্য্য চলিতেছে। সুতরাং আপনাদের মনের উপরও ঐ কারুণ্যের প্রেরণায় মঙ্গলময় কার্য্য হইতেছে। অতএব তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আমার মন হইতে নীচজন্ম-লাভের দুঃখ যে অচিরে দূর হইবে ইহাতে বিচিত্রতা কি? অর্থাৎ সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরির শক্তির প্রেরণার বশেই আপনারা আমাকে এই সমাদর করিলেন ; এবং শ্রীহরিই আপনাদের দ্বারা আমার মনঃপীড়া দূর করাইলেন।

এতাবতালং ননু সূচিতেন
গুণৈরসাম্যানতিশায়নস্য
হিত্বেতরান্ প্রার্থয়তো বিভূতি-
র্যস্যাঙ্ঘ্রিরেণুং জুষতেঽনভীপ্সোঃ ॥২০
অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥২১
যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্॥
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ ॥২২

(২০-২২) [অন্বয়] গুণৈঃ অসাম্যানতিশায়নস্য তস্য [হরেঃ] এতাবতা সূচিতেন অলং। [যৎ] বিভূতিঃ প্রার্থয়তঃ ইতরান্ [ব্রহ্মাদীন্] হিত্বা অনভীপ্সোঃ [অপি] যস্য অঙ্ঘ্রিরেণুং জুষতে ; অথ যৎ পাদনখাবসৃষ্টং বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ সেশং জগৎ [অপি] পুণাতি, লোকে মুকুন্দাৎ অন্যতমঃ কঃ নাম ভগবৎপদার্থঃ [স্যাৎ] যত্র অনুরক্তাঃ [জনাঃ] সহসা এব ধীরাঃ [সন্তঃ] দেহাদিষু উঢ়ং সঙ্গং ব্যপোহ্য অন্ত্যং পারমহংস্যং ব্রজন্তি যস্মিন্ অহিংসা উপশমঃ [চ] স্বধর্ম্মঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯ শ্লোকে বলিলেন যে, ভগবান্ 'মহদ্গুণঃ' এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, 'গুণৈঃ অসাম্যং এবং অনতিশায়নং যস্য তস্য' অর্থাৎ গুণে যাঁহার 'সাম্যং' তুল্য আর কেহ নাই ; এবং 'অতিশায়নং'=শ্রেষ্ঠ যে নাই তাহা বলাই বাহুল্য ; যে শ্রীহরি এইরূপ,কেহই তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না ; অতএব 'এতাবতা সূচিতেন অলং'=তাঁহার গুণের এই মাত্র

আভাষ দিলেই যথেষ্ট হইবে। কি আভাষ? সেই আভাষ ২০শ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে এবং ২১ ও ২২ শ্লোকে দিলেন। বিভূতিঃ=স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী 'ইতরান্ [ব্রহ্মাদীন্] হিত্বা'—ইতরান্=যাঁহারা শ্রীহরি হইতে ভিন্ন এবং লক্ষ্মীদেবীর কৃপাকটাক্ষ প্রার্থয়মান (শ্রীধর); সেই ব্রহ্মাদি লোকপালগণকে 'হিত্বা'=পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ মানবগণ দ্বারা পূজিত ব্রহ্মাদির আরাধনাতেও অনাকৃষ্ট হইয়া। 'অনভীপ্সোঃ [অপি] যস্য'—শ্রীহরি স্বয়ং শ্রীকামী না হইলেও লক্ষ্মীদেবী তাঁহার 'অঙ্ঘ্রিরেণুং জুষতে'=পদরেণুকে সেবা করেন, অর্থাৎ তাঁহার শরণাগতা হন। বিশ্বনাথ বলেন যে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং বিভুতিময়ী হইলেও সকল গুণের পূর্ণতা লাভের জন্য শ্রীহরির শরণাগতা হন; কারণ কেবল শ্রীহরিই সর্ব্বপূর্ণতার আধার।

কেবল বিভূতি নয়, শ্রীহরি সর্ব্ব পবিত্রতারও আধার। তাই বলিতেছেন যে যৎ=যস্য, যাঁহার; পাদনখাবসৃষ্টং=পদের 'নখ' অর্থাৎ অগ্রভাগ হইতে অবসৃষ্ট=তুচ্ছভাবে ত্যক্ত হইলেও সেই অম্বু=গঙ্গোদক এতই পবিত্র যে, 'বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্বুঃ'—বিরিঞ্চ =ব্রহ্মা, তাঁহার দ্বারা 'উপহৃতং'=সমর্পিত (উপ=সমীপে, মহাদেবের নিকট+হৃ=আনয়ন করা) অর্হণাম্বু=অর্ঘ্যোদকং (শ্রীধর); ব্রহ্মা সেই বারিকে সসম্ভ্রমে সংগ্রহ করিয়া মহাদেবের মস্তকে অর্ঘ্য ভাবে অর্পণ করিয়াছিলেন; এবং সেই বারি 'সেশং জগৎ অপি পুনাতি'— সেশং=ঈশ অর্থাৎ মহাদেবের সহিত (স+ঈশঃ) সমস্ত জগতকে পবিত্র করে। যাঁহার পাদোদকেরই এত পবিত্রতা, তাঁহার নিজের পবিত্রতা কত অধিক, তাহা একবার কল্পনা কর। অতএব 'মুকুন্দাৎ' অন্যতমঃ কঃ নাম'=মোক্ষদাতা শ্রীহরি হইতে ভিন্ন অপর কে 'ভগবৎ-পদার্থঃ—ভগবান্ অর্থাৎ অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী এই পদ=নামের, অর্থঃ= যোগ্য (ভগবৎ পদস্য অর্থঃ) [স্যাৎ]=হয়।

যত্র=যাঁহার প্রতি; 'অনুরক্তাঃ'=অনুরাগ যুক্ত লোকে অর্থাৎ ভক্তগণ; 'সহসা এব ধীরা [সন্তঃ]'—'সহসা'=অবিলম্বে

অর্থাৎ ভক্তি হইবা মাত্র, 'ধীরাঃ'=ধী-শক্তি-সম্পন্ন, অর্থাৎ জ্ঞানী হন ; দেহাদিষু=দেহ, গেহ প্রভৃতিতে, আদি পদ দেহের প্রাধান্য জ্ঞাপক ; উঢ়ঃ=দৃঢ় ভাবে নিবদ্ধ (উঢ়—বহ=বহন বা বিবাহ করা ;) সঙ্গং=প্রবল আসক্তিকে ; ব্যপোহ্য=হেয় বস্তুর ন্যায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ; অন্ত্যং=অন্তে স্থিতং, যে পরমহংসপদবী লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য, সেই 'পারমহংস্যং'—পরমহংসগণের অবস্থা ; ব্রজন্তি=প্রাপ্ত হন। পরমহংসগণ অবিদ্যা নাশ করিয়া জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এই শ্লোকে দেখাইলেন যে, 'অনুরাগ' অর্থাৎ ভক্তি সঞ্জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'ধীঃ' অর্থাৎ জ্ঞানের এবং বৈরাগ্যের স্ফুরণ হইয়া ক্রমশঃ যে পরমহংস পদবীতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আছে, সেই পদবীলাভ হয়। 'অহিংসা'=প্রেম, অর্থাৎ ভক্তি এবং 'উপশম'=আসক্তির নিবৃত্তি; অর্থাৎ নির্ব্বৃত্তি মূলক বৈরাগ্য, এই উভয় বস্তুই এই পারমহংস্য অবস্থার 'স্বধর্ম্ম'=স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অর্থাৎ পরমহংস পদবী প্রাপ্ত হইলে প্রেম এবং উপশম আপনিই উৎপন্ন হয় ; তাহার প্রাপ্তির জন্য আর যত্ন করিতে হয় না। শ্রীহরির প্রতি অনুরাগই মানবকে এই পদবীতে উন্নীত করে।

ব্যাখ্যা—এই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন যে, গুণে শ্রীহরির সমকক্ষ বা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই ; এবং কেহই তাঁহার গুণ সকল বর্ণন করিয়াও শেষ করিতে পারে না। অতএব এই শ্লোকের শেষাংশে এবং পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে সূত শ্রীহরির গুণের কেবল আভাষ মাত্র দিলেন। লক্ষ্মীদেবী নিজে সকল বিভূতির আধার হইয়াও গুণের পূর্ণতা লাভের জন্য শ্রীহরির শরণাগতা হন। ব্রহ্মাদি কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য যে লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করেন সেই দেবী তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, শ্রীহরি তাঁহাকে কামনা না করিলেও, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন ; [যে ব্যক্তি শ্রীহরির আরাধনা করেন, স্বয়ং শ্রীহরির সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীও তাঁহার নিকট আগমন করেন]। কখন কখন দেখা যায় যে, সম্পদ এবং অপর বিভূতির সঙ্গে অপবিত্রতাও আসে

সে স্থলে লক্ষ্মীদেবী দীর্ঘকাল থাকেন না, তাই তাঁহাকে চঞ্চলা বলে। পবিত্রতা ব্যতীত সম্পদ ক্ষণভঙ্গুর হয়। শ্রীহরির পাদ নিঃসৃত উদক এতই পবিত্র যে, ব্রহ্মা সসম্ভ্রমে ঐ উদককে নিজের কমণ্ডলুতে ধারণ করিয়া অর্ঘ্যভাবে সেই উদক আবার মহাদেবের মস্তকে স্থাপন করেন ; এবং ঐ বারি দ্বারা মহাদেবও নিজেকে পবিত্র বোধ করেন, এবং সর্ব্ব জগৎই পবিত্র হয়। যাঁহার পাদোদকের এত পাবনী শক্তি আছে, তাঁহার নিজের পাবনী শক্তি যে কত অধিক, তাহা কেহই কল্পনা করিতে পারে না। তিনি জীবকে সর্ব্ববিধ আসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'মুকুন্দ' ; তিনি ভিন্ন অপর আর কে 'ভগবান্' (অর্থাৎ অনন্ত ঐশ্বর্য্যবান্) নামের যোগ্য হইতে পারেন ? তাঁহার প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের ধী-শক্তির অর্থাৎ জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া সেই সঙ্গে দেহাদিতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আসক্তিসকলও অপগত হইতে থাকে। অর্থাৎ একই সময়ে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য সঞ্জাত হইতে থাকে ; এবং যে পরমহংস পদবী লাভ করিলে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠালাভ হয়, শ্রীহরির প্রতি অনুরাগের প্রভাবে ক্রমশঃ সেই পদবীও লব্ধ হয়। অহিংসা অর্থাৎ প্রেম এবং আসক্তির নিবৃত্তি অর্থাৎ নির্ব্বৃতি-মূলক বৈরাগ্য এই পরমহংস পদবীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; অর্থাৎ ভক্তি এবং বৈরাগ্য জ্ঞানের সঙ্গে আপনিই আসে।

অহং হি পৃষ্টোঽর্য্যমণো ভবদ্ভি-
রাচক্ষ আত্মাবগমোঽত্র যাবান্।
নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥২৩

(২৩) [অন্বয়] হে অর্য্যমণঃ ভবদ্ভিঃ পৃষ্টঃ অহং অত্র যাবান্ আত্মাবগমঃ [তাবান্] আচক্ষে ; পতত্রিণঃ আত্মসমং নভঃ পতন্তি, বিপশ্চিতঃ তথাসমং বিষ্ণুগতিং [বদন্তি]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি--অর্য্যমণঃ = সূর্য্যসদৃশ মুনিগণ

[অর্য্যমা = সূর্য্যের ন্যায় ত্রয়ীমূর্ত্তি (শ্রীধর)]। যাবান্ আত্মাবগমঃ = যতদূর আমার নিজের জ্ঞান আছে; অবগমঃ = জ্ঞান (অব + গম্ = গমন করা); পতত্রিণঃ = পক্ষিগণ; আত্মসমং = আপন আপন শক্তির অনুযায়িভাবে আকাশে উঠে, কিন্তু তাহার ঊর্দ্ধেও অনন্ত আকাশ থাকে। বিপশ্চিতঃ = পণ্ডিতগণও; তথাসমং = পক্ষিগণের ন্যায় যথাশক্তি; বিষ্ণুগতিং = শ্রীহরির লীলাদি।

ব্যাখ্যা—হে সূর্য্যসদৃশ ত্রয়ীমূর্ত্তি (বেদমূর্ত্তি) মুনিগণ! আমার যতদূর জ্ঞান আছে, আপনাদিগের প্রশ্নের উত্তরে আমি সেই পরিমাণে শ্রীহরির লীলা কীর্ত্তন করিব; কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিবেন না যে, শ্রীহরির লীলা আমার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে কীর্ত্তিত হইবে। পক্ষিগণ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে আকাশে উঠে বটে, কিন্তু তাহাদের উপরেও অনন্ত আকাশ পরিব্যপ্ত থাকে, যথায় পক্ষিগণ আর উঠিতে পারে না; এবং যাহার বিষয় তাহারা কিছুই জানে না। পণ্ডিতগণও যথাশক্তি শ্রীহরির লীলা কীর্ত্তন করেন, কিন্তু অনন্ত আকাশের ন্যায় ঐ লীলার অনেক বিষয়ই বাঁকি থাকে; যে সকল লীলার বিষয়ে পণ্ডিতগণ কিছুই অবগত নহেন; সুতরাং তাহা বর্ণনা করিতেও তাঁহারা অক্ষম।

একদা ধনুরুদ্যম্য বিচরন্ মৃগয়াং বনে।
মৃগাননুগতঃ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতস্তৃষিতো ভৃশম্॥২৪
জলাশয়মচক্ষাণঃ প্রবিবেশ তমাশ্রমম্।
দদর্শ মুনিমাসীনং শান্তং মীলিতলোচনম্॥২৫
প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়প্রাণ-মনোবুদ্ধিমুপারতম্।
স্থানত্রয়াৎ পরং প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতমবিক্রিয়ম্॥২৬
বিপ্রকীর্ণজটাচ্ছন্নং রৌরবেণাজিনেন চ।
বিশুষ্যত্তালুরুদকং তথাভূতমযাচত॥২৭

(২৪-২৭) [অন্বয়] একদা ধনুঃ উদ্যম্য বনে মৃগয়াং বিচরন্, মৃগান্ অনুগতঃ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ ভৃশং তৃষিতঃ [সন্] [রাজা পরীক্ষিৎ]

জলাশয়ং অচক্ষাণঃ তং আশ্রমং প্রবিবেশ [তত্র] আসীনং শান্তং মীলিত-লোচনং মুনিং [চ] দদর্শ। প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিং, উপারতং, স্থানত্রয়াৎ পরং [পদং] প্রাপ্তং, ব্রহ্মভূতং অবিক্রিয়ং, [উপরি] বিপ্রকীর্ণজটাচ্ছন্নং, [অধঃ] রৌরবেণ অজিনেন চ [আচ্ছন্নং] [মুনিং দৃষ্ট্বা বিশুষ্যৎ-তালুঃ [রাজা] তথাভূতং [মুনিং] উদকং অযাচত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—বিচরন্ = নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে; মৃগান্ অনুগতঃ—মৃগান্ অনু= অনুসৃত্য গতঃ, মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে; অচক্ষাণঃ = দেখিতে না পাইয়া; তং আশ্রমং—এখানে 'তং' পদ প্রসিদ্ধিজ্ঞাপক, প্রসিদ্ধ শমীক মুনির আশ্রমে (শ্রীধর); আসীনং—যোগের আসন রচনা করিয়া, তাহাতে উপবিষ্ট; শান্তং—নিশ্চলভাবে অবস্থিত; মীলিতলোচনং—যিনি চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিয়াছিলেন, সুতরাং রাজাকে দেখিতে পান নাই। প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিং—যে মুনির ইন্দ্রিয়=দশ ইন্দ্রিয়+প্রাণ =প্রাণ বায়ু+মনোবুদ্ধি=মন এবং বুদ্ধি এই সকল বস্তু প্রতিরুদ্ধাঃ =প্রত্যাহৃতাঃ (প্রতি=মুনির আত্মস্বরূপে+রুদ্ধ=আবদ্ধ ছিল; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বহির্ম্মুখ ভাব আর ছিল না)। উপারতং=মুনির চিত্ত উপ+আ অর্থাৎ ব্রহ্ম সমীপে অবস্থান করিয়া+রত=আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। অর্থাৎ তিনি তখন ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে-ছিলেন। স্থানত্রয়াৎ=জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা হইতে পরং=পৃথক্ যে অবস্থা, যাহাকে তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থা বা সমাধির অবস্থা বলে, সেই অবস্থাকে প্রাপ্ত। ব্রহ্মভূতং=ব্রহ্মভাবাপন্ন (ব্রহ্ম+ভূ=হওয়া, ব্রহ্মভাবে নিমজ্জিত অবস্থা) অতএব 'অবিক্রিয়ং—বি=বিবিধ ক্রিয়া শূণ্য; অর্থাৎ মুনির দৈহিক ইন্দ্রিয় সকল এবং মন ও বুদ্ধি তখন স্ব স্ব বহির্ম্মুখী ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত ছিল। [উপরি] বিপ্রকীর্ণজটাচ্ছন্নঃ=তাঁহার দেহের উপরার্দ্ধ 'বিপ্রকীর্ণ'=ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জটা দ্বারা আবৃত ছিল; এবং [অধঃ]=দেহের নিম্নভাগ রৌরবেন অজিনেন=রুরু নামক মৃগের চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল;

বিশুষ্যৎ তালুঃ = যাঁহার, তালু বি = বিশেষরূপে + শুষ্যৎ = শুষ্ক হইতেছিল, অতএব জলের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল। 'তথাভূতং [মুনিং]'—'তথাভূতং' পদ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, মুনি সেইরূপ সমাধি অবস্থায় থাকার সময়েই (অর্থাৎ সমাধি ভঙ্গ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই) ; 'উদকং অযাচত' = পানার্থ জল প্রার্থনা করিলেন।

ব্যাখ্যা—একদা ধনু গ্রহণ করিয়া মৃগয়ায় নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে এবং মৃগের পিছু পিছু ধাবিত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রান্ত, ক্ষুধিত এবং অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া পড়িলেন। তথায় কোন জলাশয় দেখিতে না পাইয়া প্রসিদ্ধ শমীক মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ; এবং আশ্রমের মধ্যে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিত মুনিকে দেখিলেন। সেই মুনির দশ ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ বায়ু ও মন এবং বুদ্ধি আপন আপন বহির্বৃত্তি হইতে প্রত্যাহৃত অবস্থায় ছিল ; এবং তাঁহার চিত্ত তখন ব্রহ্মভাব দ্বারা পূর্ণ ছিল। তিনি তখন স্বপ্ন, জাগ্রত এবং সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া তুরীয় অবস্থায় অর্থাৎ সমাধির অবস্থায় ছিলেন ; অর্থাৎ তিনি ব্রহ্ম ভাবাপন্ন এবং বহির্বৃত্তিরহিত অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার দেহের উপরিভাগ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জটাভারদ্বারা এবং নিম্নভাগ রুরু নামক মৃগের চর্ম্মদ্বারা আবৃত ছিল। তখন রাজার তালু তৃষ্ণায় অত্যন্ত শুষ্ক হইতেছিল, অতএব মুনিকে এই ভাবাপন্ন দেখিয়াও তৃষ্ণার আতিশয্যে ব্যাকুল হইয়া মহারাজ মুনির সমাধিভঙ্গ হওয়া পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না ; সেই সমাধির অবস্থায় থাকার সময়েই মুনির নিকট জল প্রার্থনা করিলেন।

অলব্ধতৃণভূম্যাদিরসম্প্রাপ্তার্ঘ্যসূনৃতঃ।
অবজ্ঞাতমিবাত্মানং মন্যমানশ্চুকোপ হ॥২৮
অভূতপূর্ব্বঃ সহসা ক্ষুত্তৃড়্ভ্যামর্দ্দিতাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণং প্রত্যভূদ্ব্রহ্মন্ মৎসরো মন্যুরেব চ॥২৯

স তু ব্রহ্মঋষেরংশে গতাসুমুরগং রুষা।
বিনির্গচ্ছন্ ধনুষ্কোট্যা নিধায় পুরমাগতঃ।৩০
এষ কিং নিভৃতাশেষকরণো মীলিতেক্ষণঃ।
মৃষাসমাধিরাহোস্বিৎ কিং নু স্যাৎ ক্ষত্রবন্ধুভিঃ।৩১

(২৮-৩১) [**অন্বয়**] অলব্ধতৃণভূম্যাদিঃ অসংপ্রাপ্তার্ঘসুনৃতঃ [সঃ] [রাজা] আত্মানং অবজ্ঞাতং ইব মন্যমানঃ [সন্] চুকোপ হ। ক্ষুৎ-তৃড্‌ভ্যাম্ অর্দ্দিতাত্মনঃ [রাজ্ঞঃ] সহসা ব্রাহ্মণং [প্রতি] অভূতপূর্ব্বঃ মন্যুঃ মৎসরঃ এব চ প্রত্যভূৎ। সঃ তু বিনির্গচ্ছন্ রুষা গতাসুং উরগং ব্রহ্মঋষেঃ অংশে ধনুষ্কোট্যা নিধায় পুরং আগতঃ। এষঃ কিং নিভৃতাশেষকরণঃ [সন্] মীলিতেক্ষণঃ [আস্তে], আহোস্বিৎ ক্ষত্রবন্ধুভিঃ কিং স্যাৎ [ইতি] মৃষা সমাধিঃ বর্ত্ততে ?

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—অলব্ধতৃণভূম্যাদি=উপবেশনের জন্য তৃণ—কুশাসন কিম্বা ভূমি=স্থান লাভ না করাতে,অর্থাৎ বসিতে কুশাসন দেওয়া ত দূরের কথা, মুনি মহারাজকে বসিবার জন্য স্থান-নির্দ্দেশও করিলেন না, বসিতেও বলিলেন না। অর্ঘ=সম্মানের চিহ্ন+সুনৃত=মধুর বাক্য। অভূতপূর্ব্ব=যেরূপ মন্যু (=ক্রোধ) এবং মৎসরঃ=তদুৎকর্ষাসহনং [শ্রীধর], অপর কেহ তাঁহা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিবে ইহার অসহন; এই ভাব মহারাজের মনে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। প্রত্যভূৎ=প্রবল হইয়া বাহির হইল, প্রকাশ পাইল। বিনির্গচ্ছন্=আশ্রম হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার সময়। গতাসুং উরগং—মৃত সর্পকে। অংশে—স্কন্ধে; ধনুষ্কোট্যা—ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা তুলিয়া। যে বস্তুকে (অর্থাৎ মৃতদেহকে) তিনি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেও ঘৃণাবোধ করিতেন তাহাকে তিনি ঋষির স্কন্ধে নিধায়—নি=নিশ্চিত ভাবে+ধায়=স্থাপন করিয়া; অর্থাৎ সর্পটী যেন খসিয়া না পড়ে এবং অপরলোকে যেন ঋষির স্কন্ধে স্থাপিত সর্পকে দেখিতে পায়, সেইজন্য সর্পের মৃতদেহকে ঋষির গলায় বেশ ভালরূপে জড়াইয়া দিলেন।

নিভৃতাশেষকরণঃ [সন্]—নিভৃত=প্রত্যাহৃত হইয়াছে+অশেষ =সকল+করণ=ইন্দ্রিয় যাঁহা দ্বারা, সকল ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহৃত করিয়া, অর্থাৎ যোগস্থ অবস্থায়; মীলিতেক্ষণঃ=মুদিতচক্ষু হইয়াছেন। মন্দ কার্য্য করার পরে এই চিন্তা উদয়ের সময় মহারাজের মনে জ্ঞানের একটু ক্ষীণ আলোক মাত্র প্রকাশ পাইল, কিন্তু তাহা তখনই নিষ্প্রভ হইয়া গেল; কারণ পর মুহূর্ত্তেই রাজা ভাবিলেন 'আহোস্বিৎ'=অথবা, 'ক্ষত্রবন্ধুভিঃ কিং নু স্যাৎ'—ক্ষত্রিয়াধম সকল আগতৈঃ গতৈঃ বা কিং নু স্যাৎ, আসিলেই কি আর চলিয়া গেলেই কি, এই অবজ্ঞা-ভাব বশতঃ; মৃষাসমাধিঃ=মিথ্যা সমাধির অবস্থায়।

অবিদ্যার ভীষণ মূর্ত্তি—ওঃ! দেখ একবার অবিদ্যার কি ভীষণ মূর্ত্তি!! যিনি কলিকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন হইলেন কলির অর্থাৎ অধর্ম্মের দাস। তৃষ্ণায় দেহ কাতর হওয়াতে, যাতনার বশে মহারাজ শ্রীহরিকে ছাড়িয়া যেমন দেহের উপর মমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় লইলেন, অমনি সেই সঙ্গে 'আমি রাজ-চক্রবর্ত্তী পরীক্ষিৎ, আমার এই অপমান!' এই মমত্বভাবজাত গর্ব্বের বিরাট মূর্ত্তি প্রবল হইয়া তাঁহার হিতাহিত জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবেই অভিভূত করিল! তখন মহারাজের চিত্তে ক্রোধ এবং মাৎসর্য্যের তাণ্ডব নৃত্য চলিতে লাগিল। ধন্য দেবী মহামায়ে! শ্রীহরি ভিন্ন কাহার সাধ্য যে তোমাকে জয় করে! দেহ যখন ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দ্বারা কাতর,অথবা বয়োবৃদ্ধি বশতঃ ক্ষীণবল হয়, তখন বুদ্ধির বিবেক-শক্তি কমিয়া যায়; এবং সেই সুযোগে নীচ প্রবৃত্তি সকল চিত্তের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। এই জন্যই যাঁহারা যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় সাধনা দ্বারা নীচ প্রবৃত্তি সকলকে জয় না করেন, তাঁহারা বার্দ্ধক্যে প্রবৃত্তির বশে শোচনীয় অবস্থায় পড়েন। তাঁহারা অনেকেই ভাবেন যে, যৌবনে এবং প্রৌঢ়াবস্থায় বৈষয়িক কার্য্য করি, বার্দ্ধক্য আসিলে বৈষয়িক কার্য্য হইতে অবসর লইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিব। যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়,তখন তাঁহারা দেখেন যে, দেহের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও

দুর্ব্বল হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার বহির্মুখী বাসনা ও বৃত্তিসকল তেমন দুর্ব্বল হয় নাই ; বরঞ্চ যৌবন এবং প্রৌঢ়াবস্থার আচরণ দ্বারা পুষ্ট হওয়াতে ঐ দশাতেও ভোগবাসনার প্রাবল্যই দেখা যায়। ঐ বহির্ব্বৃত্তি সকল বার্দ্ধক্যে তাঁহাদের বুদ্ধির শুভপ্রবৃত্তি সকলকে পরাভূত করে। তাঁহাদের আর ধর্ম্মচর্চ্চা হয় না।

ব্যাখ্যা—মহারাজ বসিবার জন্য আসন ত পাইলেনই না, এমন কি মুনি তাঁহাকে বসিবার জন্য অনুরোধও করিলেন না ; এবং মহারাজ মুনির নিকট হইতে রাজোচিত অর্ঘ এবং মধুর বাক্যও পাইলেন না। অতএব মুনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া মহারাজ কুপিত হইলেন। অর্থাৎ এই সময়ে দেহাত্মভাবের প্রভাবে গর্ব্ব, এবং সেই গর্ব্ব হইতে ক্রোধ প্রবল হইল। পূর্ব্ব হইতেই ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দ্বারা মহারাজের আত্মা = শরীর কাতর হইয়াছিল। শরীরের এই অবস্থায় সুন্দর সুযোগ লাভ করিয়া ক্রোধ এবং মৎসর নামক রিপুদ্বয় একত্র হইয়া মহারাজের চিত্তের উপর এতই আধিপত্য স্থাপন করিল যে, হিতাহিত জ্ঞান আর তাঁহার বুদ্ধিতে স্থান পাইল না ; মোট কথা এই যে অবিদ্যা তখন তাঁহার নিকট নিজের বিরাটরূপ প্রকাশ করিল।

[বুদ্ধির এই অবস্থার নাম 'মদ' এবং ইহা কলির নিবাসস্থান ; ইতিপূর্ব্বে মহারাজই কলিকে এই নিবাস স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। যে কলি পূর্ব্বে মহারাজের পদানত হইয়াছিল, সেই কলিই 'মদ' ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের দেহে প্রবেশ করিল]

মহারাজ মুনির আশ্রম পরিত্যাগ করার সময় ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা একটী সর্পের মৃতদেহ তুলিয়া দেহটী মুনির স্কন্ধে এমন ভাবে জড়াইয়া দিলেন যে, দেহটী যেন স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূমিতে না পড়ে, অর্থাৎ অপর অপর লোকেও যেন মুনির দুরবস্থা দেখিতে পায়। এই কার্য্য করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনের সময় জ্ঞানের অতি ক্ষীণ প্রভামাত্র মহারাজের মনে প্রকাশ পাওয়াতে

তিনি ভাবিলেন যে, বাস্তবিকই কি এই মুনি নিজের সকল ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহৃত করিয়া চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিয়াছিলেন? জ্ঞানের এই ক্ষীণ আলোকরেখা পরমুহূর্ত্তেই আবার অবিদ্যার অন্ধকার দ্বারা অভিভূত হইল; কারণ তখনও মহারাজের চিত্ত হইতে অবিদ্যাসৃষ্ট 'মদ'-ভাব দূর হয় নাই। অবিদ্যার প্রেরণার বলেই মহারাজ এখন ভাবিলেন যে হয়ত মুনি মনে করিয়াছেন যে, আমার মত অধম ক্ষত্রিয়সকল আশ্রমে আসিলেই বা কি লাভ, আর চলিয়া গেলেই বা কি ক্ষতি এবং এই অবজ্ঞা বশতঃই মুনি সমাধির ভানমাত্র করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তিনি সমাধির অবস্থায় ছিলেন না। [এই ধারণার মধ্যেও গর্ব্ব এবং আত্মাভিমানের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়]।

তস্যপুত্রোঽতিতেজস্বী বিহরন্ বালকোঽর্ভকৈঃ।
রাজ্ঞাঘং প্রাপিতং তাতং শ্রুত্বা তত্রেদমব্রবীৎ ॥৩২
অহো অধর্ম্মঃ পালানাং পীব্নাং বলিভুজামিব।
স্বামিন্যঘং যদ্দাসানাং দ্বারপাণাং শুনামিব ॥৩৩
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রবন্ধুর্হি দ্বারপালো নিরূপিতঃ।
স কথং তদ্‌গৃহে দ্বাঃস্থঃ সভাণ্ডং ভোক্তুমর্হতি ॥৩৪
কৃষ্ণে গতে ভগবতি শাস্তর্য্যুৎপথগামিনাম্।
তদ্ভিন্নসেতুমদ্যাহং শাস্মি পশ্যত মে বলম্ ॥৩৫

(৩২-৩৫) [অন্বয়] তস্য অতি তেজস্বী বালকঃ পুত্রঃ অর্ভকৈঃ [সহ] বিহরন্ রাজ্ঞা অঘং প্রাপিতং তাতং শ্রুত্বা তত্র ইদং অব্রবীৎ। অহো পীব্নাং পালানাং [কীদৃশঃ] অধর্ম্ম! যৎ (= যতঃ) স্বামিনি দাসানাং অঘং বলিভুজাং ইব, দ্বারপাণাং শুণাং ইব। ক্ষত্রবন্ধুঃ হি ব্রাহ্মণৈঃ গৃহপালঃ নিরূপিতঃ, দ্বাঃস্থং সঃ [ক্ষত্রবন্ধুঃ] তদ্‌গৃহে [স্থিতং] সভাণ্ডং [ঘৃতাদিকং] কথং ভোক্তুং অর্হতি। উৎপথগামিনাং শাস্তরি ভগবতি কৃষ্ণে গতে [সতি] তৎ [= তদনন্তরং] ভিন্নসেতুং [এবং ক্ষত্রবন্ধুং] অদ্য অহং শাস্মি, মে বলং পশ্যত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—অর্ভকৈঃ সহ = বালকগণের

সহিত; রাজ্ঞা অঘং প্রাপিতং—রাজা কর্ত্তৃক অপমানিত; অঘ= দুঃখ; পীবুমাং=পরিপুষ্ট, সমৃদ্ধিযুক্ত (প্যা=বৃদ্ধি পাওয়া); পালানাং =লোক পালনার্থ নিযুক্ত রাজগণের, স্বামিনি=প্রভুর প্রতি। স্বামিনি দাসানাং—ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের প্রভু এবং ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের দাস তুল্য; অতএব মুনির প্রতি মহারাজের দুরাচার প্রভুর প্রতি ভৃত্যের দুরাচারের তুল্য; কাকেরদ্বারা বা দ্বাররক্ষক কুকুরের দ্বারা গৃহস্বামীর প্রতি দুরাচারের ন্যায় এই দুরাচার গর্হিত। বলিভুজাং= কাকগণের (বলি=পূজার উপহার+ভুঞ্জ=ভোজন করা,) কাক যদি পবিত্র পূজোপহারে মুখ দিয়া অশুচি করে, তাহা হইলে সেই কার্য্য যত গর্হিত হয়, কিম্বা 'দ্বারপাণাং শুণাংইব'=দ্বাররক্ষক কুকুরগণ যদি 'তদগৃহে [স্থিতং] সভাণ্ডং ঘৃতং ভোক্তুং অর্হতি'=গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘৃতভাণ্ডে মুখ দিয়া ঘৃত আহার করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই কার্য্য যত গর্হিত হয়, মহারাজের কার্য্যও সেইরূপ গর্হিত হইয়াছে। কারণ মুনির দেহ পূজোপকরণের ন্যায় পবিত্র; নিরূপিত=নিযুক্ত। উৎপথগমিনাং=যাহারা আপন অধিকারের বাহিরে গমন করিয়া দুরাচার করে। ভিন্নসেতুং—সেতু পদের অর্থ বাঁধ, অর্থাৎ যে বিধি ব্যবস্থাদি দ্বারা লোকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে, সেই সীমাকে 'ভিন্ন'=ভেদ করিয়া যে দুরাচার করে। 'লঙ্ঘিত-মর্য্যাদং' পদ অপেক্ষা 'ভিন্নসেতু' পদ গুরুতর অপরাধ প্রকাশ করে। কারণ 'লঙ্ঘিতমর্য্যাদ' ব্যক্তি কোন বিধি ব্যবস্থাদি অতিক্রম করে মাত্র, এই সকল নিয়ম বিনষ্ট করে না, সুতরাং অপরে ঐ নিয়ম পালন করে ও রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হয় না। কিন্তু যখন কেহ ঐ সকল বিধি-ব্যবস্থাকে 'ভেদ' অর্থাৎ বিনষ্ট করেন, তখন তাঁহার আচরণ দ্বারা রাজ্যে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলতা-সৃষ্টি হয়। রাজ্যে বিপ্লবের সময় এই সেতু সকল ভগ্ন হয়, অতএব এই দুরাচারের জন্য কঠোর শাস্তি আবশ্যক।

ব্যাখ্যা—সমীক ঋষির অতি তেজস্বী বালক পুত্র সমবয়স্ক বালকগণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা কর্ত্তৃক পিতার অপ-

মানের কথা শুনিয়া বলিলেন, অহো! রাজগণের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে কি অধর্ম্ম হইয়াছে! কাক বা দ্বাররক্ষক কুকুর গৃহের মধ্যেস্থিত পূজার উপকরণে মুখ দিলে তাহাদের কার্য্য যেরূপ গর্হিত হয়, আমার পিতার দাস সদৃশ এই রাজা সেইরূপ দুরাচার করিয়াছে। ব্রাহ্মণগণই প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই সকল ক্ষত্রিয়াধমকে রাজপদবীতে নিযুক্ত করিয়াছেন, দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত সেই ক্ষত্রিয়াধম কি না আশ্রমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার পিতার অপমান করিল! দ্বারস্থ কুকুর যদি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘৃতভাণ্ডে মুখ দেয় তাহা হইলে সেই কার্য্য যেরূপ গর্হিত হয় রাজার কার্য্যও সেইরূপ গর্হিত। উচ্ছৃঙ্খল রাজগণের শাসনকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব হওয়াতে অদ্যই আমি নিয়ম লঙ্ঘনকারী এই দুরাচারীকে শাসন করিব। হে বয়স্যগণ! আমার শক্তি কত তাহা তোমরা দেখ।

ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষো বয়স্যানৃষিবালকঃ।
কৌশিক্যাপ উপস্পৃশ্য বাগ্বজ্রং বিসসর্জ্জ হ। ৩৬
ইতি লঙ্ঘিতমর্য্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি।
দঙ্ক্ষ্যতি স্ম কুলাঙ্গারং চোদিতো মে ততদ্রুহম্॥৩৭
ততোঽভ্যেত্যাশ্রমং বালো গলে সর্পকলেবরম্।
পিতরং বীক্ষ্য দুঃখার্ত্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ॥৩৮

(৩৬-৩৮) [অন্বয়] রোষতাম্রাক্ষঃ ঋষিবালকঃ বয়স্যান্ ইতি উক্ত্বা কৌশিক্যাঃ আপঃ উপস্পৃশ্য বাগবজ্রং বিসসর্জ হ। মে চোদিতঃ তক্ষকঃ ইতি লঙ্ঘিতমর্য্যাদং ততদ্রুহং কুলাঙ্গারং সপ্তমে অহনি দঙ্ক্ষ্যতিস্ম। ততঃ বালঃ আশ্রমং অভ্যেত্য গলেসর্পকলেবরং পিতরং বীক্ষ্য দুঃখার্ত্তঃ [সন্] মুক্তকণ্ঠঃ রুরোদ হ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—রোষতাম্রাক্ষঃ = ক্রোধে তাম্রের ন্যায় আরক্তনেত্র; কৌশিক্যাঃ আপঃ = কৌশিক নদীর জলে; উপস্পৃশ্য = আচমন করিয়া; বাগ্বজ্রং = যে বাক্য বজ্রের ন্যায়

সংহারক; মে চোদিতঃ—আমার অভিসম্পাত দ্বারা প্রণোদিত (চোদি—প্রেরণ করা)। ইতি—এই ভাবে অর্থাৎ ঋষীর স্কন্ধে সর্প স্থাপন করিয়া; লঙ্ঘিতমর্য্যাদং—যিনি মর্য্যাদা অর্থাৎ নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘণ (—অতিক্রম) করিয়াছেন; তদ্রুহং—পিতার অনিষ্টকারী; কুলাঙ্গারং—যিনি কুরুবংশের যশকে অঙ্গারের ন্যায় মলিন করেন। 'গলেসর্পকলেবরং'—গলে সর্প আছে যে কলেবরের সেইরূপ কলেবর আছে যাঁহার।

ব্যাখ্যা—বয়স্যগণকে এই বাক্য বলিয়া ঋষিকুমার শৃঙ্গী কৌশিক নদীর জলে আচমন করিয়া বজ্রের ন্যায় ভীষণ অভিসম্পাত বাক্য উচ্চারণ করিলেন। শৃঙ্গী বলিলেন যে, যে কুলাঙ্গার আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘণ করিয়া আমার পিতার স্কন্ধে সর্প স্থাপন করিয়া তাঁহার অপমান করিয়াছে স্বয়ং তক্ষক আমার এই অভিসম্পাত দ্বারা প্রেরিত হইয়া অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে সেই কুলাঙ্গারকে দংশন করিবে। পরে মুনিকুমার আশ্রমে আগমন করিয়া পিতার স্কন্ধে তখনও সর্প রহিয়াছে দেখিয়া দুঃখে কাতর হইয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

স বা আঙ্গিরসো ব্রহ্মন্ শ্রুত্বা সুতবিলাপনম্।
উন্মীল্য শনকৈর্নেত্রে দৃষ্ট্বা চাংসে মৃতোরগম্॥ ৩৯
বিসৃজ্য তঞ্চ পপ্রচ্ছ বৎস কস্মাদ্ধি রোদিষি।
কেন বা তেঽপকৃতমিত্যুক্তঃ স ন্যবেদয়ৎ॥ ৪০

(৩৯-৪০) [অন্বয়] হে ব্রহ্মন্! স বা আঙ্গিরসঃ সুতবিলাপনং শ্রুত্বা শনকৈঃ নেত্রে উন্মীল্য অংশে চ মৃতোরগং দৃষ্ট্বা তং চ বিসৃজ্য, 'বৎস কস্মাৎ বিরোদিষি অপি কেন বা তে অপকৃতং' [ইতি] পপ্রচ্ছ ইত্যুক্তঃ সঃ ন্যবেদয়ৎ।

শব্দার্থ ও রসবিস্মৃতি—আঙ্গিরস—অঙ্গিরা নামক ঋষির গোত্রে জাত; বিরোদিসি—বি—বিশেষরূপে অর্থাৎ উচ্চৈস্বরে

রোদন করিতেছে ; অবেদয়ৎ — নি, নিঃশেষভাবে অর্থাৎ সকল কথা + বিদ্ (ণিজন্ত) প্রকাশ করিয়া জানাইলেন। অপকৃতং — অপকার করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—অঙ্গিরস বংশে উৎপন্ন মুনি শমীক আপন পুত্রের বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার স্কন্ধে মৃতসর্প রহিয়াছে, তিনি সর্পের মৃতদেহ দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস কিহেতু এমন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছ ? কেহ কি তোমার কোন অনিষ্ট করিয়াছে ?' ঐ প্রশ্নের উত্তরে ঋষীবালক সকল কথাই পিতাকে জানাইলেন।

নিশম্য শপ্তমতদর্হং নরেন্দ্রং
স ব্রাহ্মণো নাত্মজমভ্যনন্দৎ।
অহো বতাংহো মহদদ্য তে কৃত-
মল্পীয়সি দ্রোহ উরুর্দমো ধৃতঃ ॥৪১

(৪১) [অন্বয়]—সঃ ব্রাহ্মণঃ অতদর্হং নরেন্দ্রং শপ্তং নিশম্য আত্মজং ন অভ্যনন্দৎ ; [উবাচ চ] অহোবত ! তে অদ্য মহৎ অংহঃ কৃতং [যৎ] অল্পীয়সি দ্রোহে উরুঃ দমঃ ধৃতঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—অতদর্হৎ = যিনি 'তৎ' সেই শাপের অর্হ = যোগ্য নহেন ; অর্থাৎ এরূপ রাজা শাপের দ্বারা দণ্ডিত হইবার অযোগ্য। ন অভ্যনন্দৎ = পুত্রের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন না ; অহোবত = খেদ বাক্য ; অংহ = পাপ ; অল্পীয়সি দ্রোহে = লঘু অপরাধে, দমঃ = দণ্ড।

ব্যাখ্যা—মহারাজ শাপের উপযুক্ত ছিলেন না, তাঁহাকে অভিসম্পাত করাতে শমীক মুনি পুত্রের প্রতি কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না, বরং খেদ করিয়া পুত্রকে বলিলেন, হায় ! তুমি অদ্য লঘুপাপে গুরুদণ্ড প্রদান করিয়া মহা অপরাধ করিয়াছ।

ন বৈ নৃভির্নরদেবং পরাখ্যং
সম্মাতুমর্হস্যবিপক্কবুদ্ধে।

যত্তেজসা দুর্ব্বিষহেণ গুপ্তা
বিন্দন্তি ভদ্রাণ্যকুতোভয়াঃ প্রজাঃ ॥৪২
অলক্ষ্যমাণে নরদেবনাম্নি
রথাঙ্গপাণাবয়মঙ্গ লোকঃ।
তদা হি চৌরপ্রচুরো বিনঙ্ক্ষ্য-
ত্যরক্ষ্যমাণোঽবিবরূথবৎ ক্ষণাৎ ॥৪৩

(৪২-৪৩) [অন্বয়] হে অপক্কবুদ্ধে! পরাখ্যং নরদেবং নৃভিঃ [সহ] সংমাতুং ন বৈ অর্হসি, দুর্ব্বিষহেণ যত্তেজসা গুপ্তাঃ প্রজাঃ অকুতোভয়াঃ [সন্তঃ] ভদ্রাণি বিন্দন্তি। হে অঙ্গ! নরদেবনাম্নি রথাঙ্গপাণৌ অলক্ষ্যমাণে [সতি] তদা হি চৌর-প্রচুরঃ অয়ং লোকঃ অবিবরূথবৎ ক্ষণাৎ বিনঙ্ক্ষ্যতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—পরাখ্যং = বিষ্ণুস্বরূপ, 'পর' = শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বিষ্ণু হইয়াছেন 'আখ্যা' যাঁহার, অর্থাৎ যে বিষ্ণুকে 'পর' বলা যায়; নৃভিঃ [সহ] সংমাতুং—সেই নরদেবকে সাধারণ মানবের সহিত 'সং' = সমানভাবে মাতুং = মাপ করিতে, অর্থাৎ তুলনা করিতে। দুর্ব্বিষহেণ যত্তেজসা = যাঁহার দুঃসহ তেজ দ্বারা; গুপ্তাঃ = রক্ষিতাঃ; অকুতোভয়াঃ = নাই কুতঃ = কোন বিষয় হইতে ভয় যাহাদের অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে নিঃশঙ্ক; ভদ্রাণি বিন্দন্তি = মঙ্গল লাভ করে। নরদেবনাম্নি রথাঙ্গপাণৌ = যাঁহার (অর্থাৎ যে রাজার) নাম নরদেব কিন্তু যিনি বস্তুতঃ 'রথাঙ্গপাণি' অর্থাৎ বিষ্ণুসদৃশ; তিনি 'অলক্ষ্যমাণে [সতি],— দৃষ্টির অগোচর হইলে, লোকে যদি দেখে যে, দেশে রাজা নাই, তাহা হইলে রাজ্য 'চৌর-প্রচুরঃ', রাজ্যে বহু চোর উপস্থিত হয় এবং তাহারা প্রজার ধনসম্পত্তি প্রভৃতি লুট করে; এবং 'অবিবরূথবৎ' = মেঘসমূহ যেরূপ 'ক্ষণাৎ' = অল্পক্ষণের মধ্যেই বায়ু দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়, রাজ্যও সেইরূপ অল্পকালের মধ্যেই 'বিনঙ্ক্ষ্যতি'—বি = সম্পূর্ণরূপে + নঙ্ক্ষ্যতি = নষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা—হে অপক্কবুদ্ধি বালক! রাজা স্বয়ং বিষ্ণুতুল্য; অতএব

যে আদর্শ দ্বারা সাধারণ মানবের কার্য্যের ভালমন্দ অবধারণ করা যায়, সেই আদর্শ দ্বারা রাজার কার্য্যের বিচার করা উচিত নয়। রাজা প্রবল প্রতাপে প্রজাগণের সংরক্ষণ করাতেই প্রজাগণ সর্ব্বতোভাবে নিঃশঙ্ক হইয়া শ্রেয়ো লাভ করে। শ্রীহরি যেরূপ সুদর্শন চক্র দ্বারা এই বিশ্ব শাসন করিতেছেন, রাজাও সেইরূপ নিজশক্তি দ্বারা রাজ্যশাসন করেন, এবং রাজার শক্তি শ্রীহরি হইতেই লব্ধ, এবং তিনি শ্রীহরিরই তুল্য। যখন প্রজাগণ দেখে যে দেশের শাসক রাজা নাই, তখন ঐ রাজ্যে বহুপরিমাণে পরদ্রব্য সকল অপহৃত হয়; এবং মেঘসমূহ যেরূপ অল্পক্ষণেই বায়ুবশে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, রাজা না থাকিলে রাজ্যও সেইরূপ অল্পক্ষণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

তদদ্য নঃ পাপমুপৈত্যনন্বয়ং
যন্নষ্টনাথস্য বসোর্বিলুম্পকাৎ।
পরস্পরং ঘ্নন্তি শপন্তি বৃঞ্জতে
পশূন্ স্ত্রিয়োঽর্থান্ পুরুদস্যবো জনাঃ ॥৪৪
তদার্য্যধর্ম্মঃ সুবিলীয়তে নৃণাং
বর্ণাশ্রমাচারযুতস্ত্রয়ীময়ঃ।
ততোঽর্থকামাভিনিবেশিতাত্মনাং
শুনাং কপীনামিব বর্ণসঙ্করঃ ॥৪৫

(৪৪-৪৫) [অন্বয়] (তদা হি) পুরুদস্যবঃ জনাঃ পরস্পরং ঘ্নন্তি, শপন্তি, পশূন্, স্ত্রিয়ঃ, অর্থান্ [চ] বৃঞ্জতে, নষ্টনাথস্য [এতস্য] [রাজ্যস্য] বসোঃ বিলুম্পকাৎ যৎ পাপং তৎ অদ্য অনন্বয়ং [অপি] নঃ উপৈতি। তদা ত্রয়ীময়ঃ বর্ণাশ্রমাচারযুতঃ নৃণাং আর্য্যধর্ম্মঃ সুবিলীয়তে, ততঃ অর্থকামাভিনিবেশিতাত্মনাং [জনানাং মধ্যে] শুনাং কপীনাং [মধ্যে ইব] বর্ণশঙ্করঃ [ভবিষ্যতি]।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—পুরুদস্যবঃ = চৌরবহুল, পুরু অর্থাৎ বহুপরিমাণে দস্যু আছে যে স্থানে। ঘ্নন্তি = বধ করে; অর্থাৎ মারামারি কাটাকাটি করে, শপন্তি = পরুষং বদন্তি (শ্রীধর); কুবাক্য

সকল প্রয়োগ করে; বৃশ্চতে = অপহরণ করে; নষ্টনাথ = রক্ষকশূন্য; বলোঃ বিলুম্পকাৎ—ধন অপহরণ হেতু (লুম্প = চুরি করা); অর্থাৎ রাজ্যে চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি হইয়া লোকের ধন অপহৃত হয়; 'যৎ পাপং' = যে পাপসঞ্চার হইয়াছে। তৎ অদ্য নঃ উপৈতি—সেই পাপ এখন আমাদিগকে আশ্রয় করিবে; অনন্বয়ং [অপি] = যদিও আমাদের ঐ পাপের সহিত 'অন্বয়' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ (অনু = মধ্যে + ই = প্রবেশ করা) নাই; অর্থাৎ আমরা নিজে যদিও চুরি ডাকাতি করিতেছি না, কিন্তু আমরা রাজাকে বিনাশ করাতেই ঐ সকল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আমরা পরোক্ষভাবে পাপভাগী হইব। ত্রয়ীময়ঃ = বৈদিক যাগযজ্ঞাদিময়; বর্ণাশ্রমাচারযুতঃ = ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের, এবং গার্হস্থ্যাদি চতুরাশ্রমের যে আচার = সদাচার তাহা দ্বারা যুত = যুক্ত যে 'আর্য্যধর্ম্ম' = সদাচার (বিশ্বনাথ)। আর্য্য পদ 'ঋজু' (অর্থাৎ সরল) পদ হইতে হইয়াছে; অতএব আর্য্যধর্ম্ম = কাপট্যবিহীন ধর্ম্ম; অর্থাৎ যে ধর্ম্মে যথার্থ ভক্তি আছে,যাহা কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র নহে, সেই ধর্ম্ম সুবিলীয়তে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়। অর্থকামাভিনিবেশিতাত্মনাং —যাহাদিগের আত্মা = মন, বুদ্ধি এবং দেহ ভগবানের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল অর্থ = বিত্ত + কাম = ইন্দ্রিয়ের সুখ, এই দুই বস্তুরপ্রতিই 'অভিনিবেশিত' = সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত; অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয়। এই প্রকার প্রকৃতির জন্য পুরুষ এবং স্ত্রীগণের মধ্যে লাম্পট্য প্রাবল্য লাভ করিয়া বহু বর্ণশঙ্করঃ উৎপন্ন হয়। যেমন শুনাং = কুকুর এবং কপীনাং = বাঁনরদিগের মধ্যে হইয়া থাকে। অর্থাৎ মৈথুনসুখের প্রতি লালসা সাতিশয় প্রবল হওয়াতে নর-নারীর মধ্যে তখন আর গম্যা বা অগম্যার বিচার থাকে না। রাজা থাকিলে এই সকল এবং অপরাপর দুরাচারের শাস্তি দিয়া তাহা নিরোধ করেন। তিনি না থাকিলে দুষ্প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয় এবং ঐ প্রবৃত্তি পুরণের বাধা না থাকাতে, সেই সঙ্গে দুরাচারেরও বৃদ্ধি হয়।

সার কথা—রাজার অভাবে (ক) চুরি ডাকাতি, নরহত্যা,

বলপূর্ব্বক লোকের ধন, স্ত্রী প্রভৃতির অপহরণ, এবং মানবগণের পরস্পরের সহিত কলহ এবং পরস্পরের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ, এই সকল দোষই প্রবল বেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ দেশে ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। আমরা স্বয়ং এই সকল কার্য্য না করিলেও রাজাকে অভিসম্পাত দ্বারা নষ্ট করাতে, এই সকল এবং পরবর্ত্তী অপর সকল পাপের জন্ম পরোক্ষভাবে আমরাই দোষী হইব ; (খ) কেবল উপরোক্ত সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াই এই বিভ্রাটের অবসান হইবে না ; রাজার শাসন থাকাতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং সদাচার ও বৈদিক যাগযজ্ঞাদি সংরক্ষিত হয় ; রাজার অভাবে ঐ সকল ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া অপর বিশৃঙ্খলাও উপস্থিত হইবে ; (গ) এবং ফলে দাঁড়াইবে এই যে, কিসে তাহারা দৈহিক সুখ পাবে মানবগণ তাহাই চিন্তা করিবে। এই চিন্তার প্রভাবে materialism এতই প্রবল হইবে যে, দৈহিক ভোগ্যবস্তু লাভ করাই মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়াইবে ; এবং সেই জন্য লোকে সকল প্রকার দুরাচারই করিবে। তখন মৈথুন-সুখলাভের জন্য নরনারীগণের মধ্যেও আর গম্যাগম্যার বিচার থাকিবে না। তাহারা তখন কুকুর ও বাঁনরের ন্যায় পরস্পরের সহিত সঙ্গত হইবে। ফল কথা, এইরূপ নৈতিক ও সামাজিক অবনতি উপস্থিত হইয়া রাজ্যে অনেক বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন হইবে। সংক্ষেপতঃ, নৈতিক (moral) ও সামাজিক (social) বিপ্লব এবং বিশৃঙ্খলা (revolution) দ্বারা দেশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

ধর্ম্মপালো নরপতিঃ স তু সম্রাড়্ বৃহচ্ছ্রবাঃ।
সাক্ষান্মহাভাগবতো রাজর্ষির্হয়মেধরাট্।
ক্ষুত্তৃট্‌শ্রমযুতো দীনো নৈবাস্মচ্ছাপমর্হতি ॥৪৬

(৪৬) [অন্বয়]সঃ বৃহচ্ছ্রবাঃ সম্রাট্ তু ধর্ম্মপালঃ নরপতিঃ,সাক্ষাৎ মহাভাগবতঃ, হয়মেধরাট্, রাজর্ষিঃ [আসীৎ] ক্ষুত্তৃট্‌শ্রমযুতঃ দীনঃ [সঃ] এব অস্মাৎ শাপং ন অর্হতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ধর্ম্মপালঃ নরপতিঃ—সম্রাট্ অর্থাৎ

মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্ম্মের রক্ষক এবং প্রজাগণের রক্ষক ছিলেন; 'সাক্ষাৎ মহাভাগবতঃ' = তিনি স্বয়ং যেন পরম ভক্তের মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন; এবং 'হয়মেধরাট্' = অশ্বমেধ যজ্ঞও করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার দেহ পবিত্র এবং তিনি 'রাজর্ষিঃ' = রাজা; অর্থাৎ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও তিনি ঋষির ন্যায় অনাসক্ত (ঋষ্ = গমন করা, বিষয় ত্যাগ করা) ছিলেন। তিনি ক্ষুত্তৃটশ্রমযুতঃ' = ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং পরিশ্রম একত্র মিলিত হইয়া যখন তাঁহাকে 'দীনঃ' = কাতর করিয়াছিল। সেই কার্য্যের জন্য অস্মাৎ = আমাদিগের নিকট হইতে অভিসম্পাত পাওয়ার যোগ্য নহেন।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থ দ্রষ্টব্য। মহারাজের বিবিধ গুণকীর্ত্তন করিয়া শমীক বলিলেন যে, ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং পরিশ্রমে কাতর অবস্থায় মহারাজ যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে অভিসম্পাত করা উচিত হয় নাই।

অপাপেষু স্বভৃত্যেষু বালেনাপক্কবুদ্ধিনা।
পাপং কৃতং তদ্ভগবান্ সর্ব্বাত্মা ক্ষন্তুমর্হতি॥৪৭
তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি।
নাস্য তৎ প্রতিকুর্ব্বন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রভবোঽপি হি॥৪৮
ইতি পুত্রকৃতাঘেন সোঽনুতপ্তো মহামুনিঃ।
স্বয়ং বিপ্রকৃতো রাজ্ঞা নৈবাঘং তদচিন্তয়ৎ॥৪৯

(৪৭-৪৯) [অন্বয়] অপক্কবুদ্ধিনা বালেন অপাপেষু স্বভৃত্যেষু [যৎ] পাপং কৃতং সর্ব্বাত্মা ভগবান্ তৎ [পাপং] ক্ষন্তুং অর্হতি। তিরস্কৃতাঃ বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তাঃ হতাঃ অপি তদ্ভক্তাঃ প্রভবঃ অপি অস্য [তিরস্কারাদিকর্ত্তুঃ] ন প্রতিকুর্ব্বন্তি। ইতি পুত্রকৃতাঘেন অনুতপ্তঃ সঃ মহামুনিঃ রাজ্ঞা স্বয়ং বিপ্রকৃতঃ [অপি] তৎ অঘং ন এব অচিন্তয়ৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—'অপাপেষু 'অপক্কবুদ্ধিনা' = যাহার বুদ্ধি পক্ক-পরিপুষ্ট, অর্থাৎ ভাল মন্দ বিচার করিতে সমর্থ হয় নাই,

এরূপ 'বালেন' — বালক শৃঙ্গী দ্বারা। যে মহারাজ পরীক্ষিৎ দিক্পাল এবং যিনি 'স্বভৃত্য' অর্থাৎ ভগবানের আশ্রিত ভক্ত ছিলেন, তাঁহার প্রতি [যৎ] পাপং কৃতং—অভিসম্পাত প্রদান করিয়া যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছে; বিপ্রলব্ধাঃ = বঞ্চিতাঃ, তিরস্কৃতাঃ = নিন্দিতাঃ ক্ষিপ্তাঃ = অবজ্ঞাতাঃ; প্রভবঃ = প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেও, অর্থাৎ যাহারা তিরস্কারাদি করে, তাহাদিগকে দণ্ড দিতে সমর্থ হইয়াও। ন প্রতিকুর্ব্বন্তি = তাঁহাদিগকে নিজের প্রতি প্রদর্শিত দুরাচারের জন্য শাস্তি প্রদান করেন না। রাজ্ঞা স্বয়ং বিপ্রকৃতঃ [অপি]—মহারাজ পরীক্ষিৎ দ্বারা শমীক নিজে অপমানিত হইলেও। তৎ অঘং ন এব অচিন্তয়ৎ—রাজার সেই দুষ্কার্য্যের কথা তাঁহার মনে উদিতই হইল না।

ব্যাখ্যা—মুনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, অল্পবয়স্ক হওয়াতে তাঁহার হিতাহিতজ্ঞানশূন্য পুত্র অভিসম্পাত দিয়া শ্রীভগবানের পরম ভক্ত মহারাজের সম্বন্ধে যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, সর্ব্বাত্মা ভগবান যেন সেই অপরাধ ক্ষমা করেন। ['সর্ব্বাত্মা' পদের ভাবার্থ এই যে, ভগবান্ সেই বালকের দেহেও অধিষ্ঠিত আছেন, অতএব বালকের অপক্কবুদ্ধিতা তাঁহার অবিদিত নয়]। যাঁহারা ভগবানের ভক্ত তাঁহারা অপরের দ্বারা তিরস্কৃত, বঞ্চিত, অভিশপ্ত অবমানিত, এবং এমন কি প্রহৃত হইলেও আপন শক্তি দ্বারা অপরাধকারীকে দণ্ড প্রদান করেন না;—এই সকল বাক্য বলিবার অভিপ্রায় এই যে, মহারাজ স্বয়ং যদি দণ্ড দিতেন, তাহা হইলে মুনি পুত্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত, কিন্তু মহারাজ স্বয়ং ত দণ্ড দিবেন না, সেইজন্য মুনি আপন পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। মহারাজ কর্ত্তৃক নিজের অপমানের কথা মুনি চিন্তাও করিলেন না।

প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ।
ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাঽগুণাশ্রয়ঃ ॥৫০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে বিপ্রশাপোপলম্ভো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

(৫০) [অন্বয়] লোকে সাধবঃ পরৈঃ দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ [সন্তঃ] প্রায়শঃ ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি, যতঃ আত্মা অগুনাশ্রয়ঃ।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত
অন্বয়ে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ—সুখ এবং দুঃখ এই দুই ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বস্তুকে দ্বন্দ্ব বলে, তাহাতে যোজিতাঃ = মিলিত। অর্থাৎ যখন্ পরৈঃ = অপর লোকের কার্য্য দ্বারা কদাচিৎ সুখ, কদাচিৎ বা দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন সাধুগণ প্রায়শঃ = কখনই অর্থাৎ সুখলাভই হউক বা দুঃখলাভই হউক, কিছুতেই ন হৃষ্যন্তি, ন ব্যথন্তি = সুখ লাভে সন্তুষ্ট, বা দুঃখ লাভেও কাতর হন না ; কেন ? উত্তরে বলিলেন 'যতঃ আত্মা অগুণাশ্রয়ঃ'—আত্মা = সেই সাধুগণের চিত্ত-বৃত্তিসকল 'অগুণাশ্রয়ঃ' = যে রজো বা তমোগুণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বমোহ উৎপাদন করে, সেই গুণদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে না ; তাঁহাদিগের আত্মা 'অগুণ' = যিনি গুণাতীত ব্রহ্ম তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে ; অতএব কোন গুণের প্রভাবেই তাঁহাদিগের চিত্তে দ্বন্দ্বমোহ উপস্থিত হয় না। ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা আত্মারাম; সুতরাং নির্ব্বিকার হন।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীতোষিণী
টীকায় অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা—এই সংসারে যাঁহারা প্রকৃত সাধু, তাঁহাদিগকে যদি অপর কেহ সুখ বা দুঃখ প্রদান করে, তাহা হইলে সুখলাভ করিয়া তাঁহাদিগের মনে সন্তোষ বা দুঃখলাভ করিয়া ব্যাকুলতা হয় না ; কারণ ঐ সকল সাধুগণের মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি সকল নিয়ত অন্তর্মূখী হওয়াতে ঐ বৃত্তি সকলের উপর বহিরঙ্গা রজো বা তমোগুণের প্রভাব থাকে না। তাঁহারা গুণাতীত ব্রহ্মের আশ্রয়ে থাকাতে নিয়ত আত্মারাম-ভাবেই অবস্থান করেন, অতএব তাঁহারা 'দ্বন্দ্বমোহবিনির্মুক্ত' হন।

ইতি প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যায়
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন; মুনিগণ এবং শুকদেবের তথায় আগমন; মহারাজের দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিতে শুকদেব কর্ত্তৃক ভাগবত কীর্ত্তন আরম্ভ।

তাৎপর্য্য—এই অধ্যায়েই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ সমাপ্ত হইল। মৃগয়া হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার পর মহারাজ পরীক্ষিতের চিত্তস্থিত ধর্ম্মভাব পুনরায় প্রবল হইয়া অবিদ্যাকে তিরোভূত করাতে, তাঁহার চিত্তে মনস্তাপেরই একাধিপত্য হইল। এই মনঃপীড়ার তাড়নায় মহারাজ কামনা করিলেন যে, 'প্রকোপিতব্রহ্ম-কুলানল' দ্বারা তখনই তাঁহার সকল সম্পদ এবং রাজশক্তি ও সৈন্যবল যেন বিনষ্ট হয়, তা হলে তাঁহার আর পাপপ্রবৃত্তি হইবে না; এবং ঋষি স্বয়ং যেন তাঁহাকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করেন, মহারাজ অতি কাতরভাবে ইহাও কামনা করিলেন। চিত্তের এইপ্রকার ব্যাকুল অবস্থার সময়ে সমীক-মুনি-প্রেরিত সংবাদদাতা আসিয়া মহারাজকে বলিলেন, যে সাত দিবস পরে তক্ষকদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। মহারাজ অতি সমাদরেই এই সংবাদটী গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, যে আসন্ন মৃত্যু দ্বারা ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়, তাহা বিপদ নয়; ঐরূপ মৃত্যু বরঞ্চ পরম হিতকর। অতএব গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মহারাজ একাগ্রচিত্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন।

মুনিগণের আগমন—মহারাজ প্রায়োপবেশন করার পর বশিষ্ঠ, ব্যাস, নারদ প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেবর্ষি, বিপ্রর্ষি এবং রাজর্ষিগণ মহারাজকে দর্শন দান দ্বারা উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই আপন আপন শিষ্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে

উপনীত হইলেন। মহারাজ তাঁহাদিগকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিলেন 'তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা গঙ্গা চ দেবী ধৃত-চিত্তমীশে। দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণু-গাথাঃ'। মহারাজ প্রায়োপবিষ্ট হওয়ার পর দেবগণ দুন্দুভিনিনাদ এবং তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; এবং মুনিগণ আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিয়া স্থির করিলেন যে,সেই 'ভাগবত-প্রধানঃ' মহারাজ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপন পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করিয়া 'পরং বিরজস্কং বিশোকং' লোকে গমন না করেন,সেই কএক-দিবস তাঁহারা মহারাজের সন্নিকটেই অবস্থান করিবেন। মুনিগণের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া,মহারাজের মনে শ্রীহরির লীলাসকল শ্রবণের জন্য ইচ্ছা হইল ['শুশ্রূষমাণশ্চরিতানি বিষ্ণোঃ'] এবং তিনি সবিনয়ে মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সুস্থ বা অসুস্থ সকল অবস্থাতেই কিরূপ ভাবে কার্য্য করিলে মানব সর্ব্বথা বিশুদ্ধি লাভ করে; এবং যখন মৃত্যুকাল আসন্ন হয়, তখনই বা দেহ ও চিত্তশুদ্ধির জন্য সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির কি করা উচিত। যথাযথভাবে এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে শ্রীহরির লীলার বিষয় আপনিই উত্থাপিত হওয়ার কথা, তা'হলে মহারাজের মনে লীলাশ্রবণের ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভবপর হইত। অতএব প্রশ্নদ্বয় প্রাসঙ্গিকই হইয়াছিল।

শুকদেবের আগমন—মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তথায় সমবেত মুনিগণের পক্ষে অতি সুকঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, উত্তরসকল সাম্প্রদায়িকভাব বর্জ্জিত না হইলে মহারাজের তৃপ্তি হওয়া সম্ভবপর হইত না। সেই প্রায়োপবেশন-সভায় পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব ছিল না, কারণ সমবেত মুনিগণের মধ্যে কেহ বা জ্ঞানমার্গে, কেহ বা যোগমার্গে, এবং কেহ বা ভক্তি-মার্গে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা যে সাম্প্রদায়িকভাব-রহিত ছিলেন একথা নিঃসন্দেহ-ভাবে বলা অসম্ভব। বেদবিভাগকর্ত্তা এবং বেদান্তদর্শনের রচয়িতা স্বয়ং ব্যাস সেখানে ছিলেন

বটে, এবং ভক্তচূড়ামনি নারদও ছিলেন ; তাঁহারা বা অপর কেহই সভাপতির মহাসন গ্রহণ করিয়া মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দানে প্রবৃত্ত হন নাই। মুনিগণের মধ্যে কেহ আপন সম্প্রদায়ের মতের অনুযায়ী উত্তর দিলে, সেই মতের বিরুদ্ধে ভিন্ন মতাবলম্বিগণ দ্বারা আপত্তি উত্থাপিত হইয়া সেই উপলক্ষে বিতণ্ডা উৎপন্ন হইতে পারে, বোধ হয় এইরূপ কোন না কোন আশঙ্কা করিয়া কেহই যখন সভাপতির মহাসন গ্রহণ করিতে ভরসা করিতেছিলেন না, সেই সময়ে শুকদেব অকস্মাৎ ঐ সভায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ শুকদেবকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং শুকদেবই যে সভাপতির মহাসন গ্রহণ করার যোগ্যতম পাত্র, সমবেত মুনি ও ঋষিগণের সকলেরই এই ধারণা হওয়াতে 'মহাসনে সোপবিবেশ পূজিতঃ'। শুকদেব সর্ব্ববিধ সাধনমার্গেই পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, অতএব সর্ব্ববিধ সাধনমার্গের সমন্বয় দ্বারা সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করিয়া তিনি মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম ছিলেন।

ভগবানের বিচিত্র লীলা—ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! ব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভাগবতের নিগূঢ়তত্ত্ব 'অনুভব' করিয়া মহারাজ-সমীপে সেই তত্ত্ব কীর্ত্তনের ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া আপন পুত্র এবং শিষ্য শুকদেবের উপর সেই ভার অর্পণ করিলেন ; এবং নিজে শিষ্যের পদবী গ্রহণ করিয়া পুত্রের মুখ হইতে ভাগবত শ্রবণে নিরত হইলেন। ভাগবত রচনায় যিনি ব্যাসের গুরু স্থানীয় ছিলেন, সেই ভক্তচূড়ামণি নারদও শুকদেবের মুখ হইতে ভাগবত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

বালক মুখে ভাগবত শ্রবণ দ্বারা বয়োজ্যেষ্ঠ মুনিগণের মর্য্যাদার হানি হইল না। ভাগবত স্বয়ং শ্রীভগবানের বাঙ্‌ময়ী মূর্ত্তি ; ভগবান্ স্বয়ং জগতের মঙ্গলের জন্য এই মূর্ত্তির প্রকটন করিয়াছেন। শুকদেব ছিলেন ঋষিগণের সমক্ষে ভাগবত প্রকটনের উপলক্ষ-মাত্র। 'প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী' ইত্যাদি স্তবের বাক্যে শুকদেব

স্বয়ংই এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ভগবানের এই বাঙ্‌ময়ী-মূর্ত্তির সমীপে ব্যাস নারদ প্রভৃতি যে মস্তক অবনত করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? আত্মাভিমানের লেশমাত্র থাকিলে যথাযথ ভাবে ভাগবতের কীর্ত্তনও হয় না এবং শ্রবণও হয় না। ভাগবত স্বতঃই মধুর, এই ষোড়শবর্ষীয় সরল-প্রকৃতি বালকের মুখ হইতে সেই মাধুর্য্যের অমৃতধারা মধুরতর হইয়া নিঃসৃত হইতে লাগিল। শ্রীমদ্ভাগবতে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতির সহিত সরলতা, কোমলতা প্রভৃতির একত্র সন্নিবেশ আছে, শুকদেবের চরিত্রেও ঐ সকল বস্তু সমুজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইত। শাস্ত্র ও বক্তার মধ্যে প্রকৃতিগত গুণসাম্য না থাকিলে, সেই বক্তার মুখে শাস্ত্র শুনিয়া বোধ হয় বিশেষ ফললাভ হয় না।

মহারাজের প্রশ্ন—মহারাজ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুং
পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথা
যচ্ছ্রোতব্যমথোজপ্যং যৎ কর্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো
স্মর্ত্তব্যং ভজনীয়ম্বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্য্যয়ং

প্রথম প্রশ্ন এই—মুমুর্ষু ব্যক্তির সর্ব্বথা (=সর্ব্বতোভাবে) কি কি করা উচিত তাহা বলুন। মহারাজের পক্ষে এই উত্তরটী তখন অতি প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ তখন তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। কিন্তু শুকদেবের মত মহাপুরুষের মুখ হইতে উপদেশ লাভের সুযোগ পাইয়া মহারাজ কেবল আপনার পক্ষে যাহা আশু প্রয়োজনীয়, কেবল সেই বস্তুটী চিন্তা করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই।

এই সুযোগে যাহাতে জনসাধারণের মঙ্গল হয়, মহারাজ সে চিন্তাও করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মহারাজ শ্রীহরির লীলা সকল শ্রবণের জন্য উৎসুক ছিলেন; সেই বাসনা পরিতৃপ্তির সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া মহারাজ শুকদেবকে অপর একটী প্রশ্ন করিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—(ক) জনসাধারণের

(অর্থাৎ, তাঁহারা মুমুর্ষু হউন বা না হউন, মানবের সকল অবস্থাতেই) কি কি বিষয় শ্রবণ, জপ, অনুষ্ঠান, স্মরণ এবং ভজন করা উচিত। কেবল 'কর্ত্তব্য', অর্থাৎ কি কি বিষয় অনুষ্ঠেয়,তাহা জানিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া মহারাজ নিরস্ত হইলেন না। কেহ যদি বিহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াও অপর এমন কার্য্য করেন, যাহা অবিহিত বলিয়া গণ্য, তাহা হইলে বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও তাদৃশ শ্রেয়োলাভ হয় না। এই কারণে, কি কি কার্য্য বিহিত, এবং কি কি বর্জ্জনীয়, এই উভয় বিষয়ই জানা আবশ্যক। (খ) অতএব মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি কি বিষয় শ্রবণাদি করা উচিত নয়, অর্থাৎ কি কি কার্য্য বর্জ্জনীয় তাহাও বলুন। বলা বাহুল্য যে, চিত্ত শুদ্ধির জন্য করণীয় বিষয়ে জ্ঞানের যেরূপ আবশ্যক বর্জ্জনীয় বিষয় অবগত হওয়াও তেমনি আবশ্যক। এবং উভয়বিধ বস্তুর যথাযথ অনুষ্ঠান না হইলে শ্রেয়োলাভ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন আরম্ভ—এই প্রশ্ন দুইটীর উত্তরদান উপলক্ষ করিয়াই শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ২য় অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরাণের অবশিষ্টাংশ শুকদেব দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়াছিল। কলিযুগের প্রারম্ভে মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং তাঁহার নিকট সমবেত ঋষিমণ্ডলির নিকট শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হইয়াছিল বটে,কিন্তু কীর্ত্তনের পরে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত বিষয়সকলের জ্ঞান প্রায়োপবেশন সভায় সমবেত ঋষিগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সূতই নৈমিষারণ্যে মুনিগণের নিকট ভাগবত কীর্ত্তন দ্বারা জনসাধারণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারের পথ উন্মুক্ত করেন। প্রথমস্কন্ধ শুকমুখ হইতে নির্গত শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকাস্থানীয়। এই প্রথমস্কন্ধে সূত অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের আভাষ দেওয়াতে, পরবর্ত্তী ১১ স্কন্ধে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত তত্ত্বসকলের উপলব্ধি এবং আস্বাদ গ্রহণের যাহাতে সুবিধা হয়, সেই ব্যবস্থা হইয়াছে। অতএব শুক দ্বারা কথিত না হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধ অপর অপর স্কন্ধঃঅপেক্ষা ন্যূন নহে।

সূত উবাচ।

মহীপতিস্ত্বথ তৎ কর্ম্ম গর্হ্যং
বিচিন্তয়ন্নাত্মকৃতং সুদুর্ম্মনাঃ।
অহো ময়া নীচমনার্য্যবৎ কৃতং
নিরাগসি ব্রহ্মণি গূঢ়তেজসি॥১
ধ্রুবং ততো মে কৃতদেবহেলনাদ্-
দুরত্যয়ং ব্যসনং নাতিদীর্ঘাৎ।
তদস্তু কামং হ্যঘনিস্কৃতায় মে
যথা ন কুর্য্যাং পুনরেবমদ্ধা॥২
অদ্যৈব রাজ্যং বলমৃদ্ধকোষং
প্রকোপিতব্রহ্মকুলানলো মে।
দহত্বভদ্রস্য পুনর্ন মেঽভূৎ
পাপীয়সী ধীর্দ্বিজদেবগোভ্যঃ॥৩

(১-৩) [অন্বয়] অথ মহীপতিঃ তু আত্মকৃতং তৎ গর্হ্যং কর্ম্ম বিচিন্তয়ন্ সুদুর্ম্মনাঃ [সন্] [আহ] অহো ময়া গূঢ়তেজসি নিরাগসি ব্রহ্মণি অনার্য্যবৎ নীচং কৃতং। ততঃ মে (=ময়া) কৃতদেবহেলনাৎ অদ্ধা নাতিদীর্ঘাৎ [এব কালাৎ] দুরত্যয়ং ব্যসনং ধ্রুবং মে অঘনিস্কৃতয়ে [ভবেৎ]। তৎ কামং অস্তু যথা পুনঃ এব এবং ন কুর্য্যাৎ। প্রকোপিতব্রহ্মকুলানলঃ অদ্য এব অভদ্রস্য মে ঋদ্ধকোষং রাজ্যং বলং দহতু, যেন দ্বিজ-দেব-গোভ্যঃ মে পাপীয়সী ধীঃ ন স্যাৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—গর্হ্য=নিন্দনীয় (গর্হ=নিন্দা করা); বিচিন্তয়ন্—বি=বিশেষরূপে অর্থাৎ স্থিরভাবে+চিন্তয়ন্ আলোচনা করিতে করিতে; সুদুর্ম্মণাঃ=সাতিশয় দুঃখিত অর্থাৎ কাতর চিত্ত; গূঢ়তেজসি=যে ব্রাহ্মণের তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল, অর্থাৎ যিনি আত্মতেজ প্রকটিত করিয়া আমাকে শাস্তি প্রদান করেন নাই,

অতএব যিনি অদ্ভুত সংযমী [রাজা তখন আপন অসংযমের কথাও ভাবিলেন]। নিরাগসি=নিরপরাধের প্রতি। অনার্য্য=অসাধু (ঋ =গমন করা, যাঁহারা উচ্চপদবীতে গমন করেন, তাঁহারা আর্য্য)। নীচং—(ন+ই=যাওয়া+চি=চয়ন করা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু বাছিয়া লওয়া) যে কার্য্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ উচ্চলোক-গমনে বিঘ্ন হয় তাহাকে 'নীচ' কার্য্য বলে।

দেবহেলনাৎ—দেবতার ন্যায় পবিত্র যে মুনি, তাঁহার হেলন= অবজ্ঞা, তাহা হইতে। দুরত্যয়ং—দুরতিক্রমণীয়, যাহা হইতে সহজে উদ্ধার নাই (দুর্+অতি=অতিক্রম করিয়া+ই=যাওয়া)। ব্যসনং= বিপদ; নাতিদীর্ঘাৎ [এব কালাৎ]=অবিলম্বে,অচিরে। 'অদ্ধা'=শ্রীধর বলেন যে, এই পদের ভাবার্থ 'সাক্ষাৎ' অর্থাৎ ন পুত্রাদিদ্বারেণ ইতি প্রার্থনা; মহারাজ এই পদ দ্বারা প্রার্থনা করিলেন যে,স্বয়ং সেই মুনিই (তাঁহার পুত্রাদি নয়) যেন তাঁহাকে অচিরে ঘোর দণ্ডপ্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার এই পাপের মুক্তি হইবে। ধ্রুবং ভবেৎ=নিশ্চয়ই যেন হয়; মুনি স্বয়ং যদি এই পাপের জন্য দণ্ডপ্রদান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মহারাজের পাপমুক্তি হইবে। তৎ কামং অস্তু=মুনি যত কঠোর শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা সচ্ছন্দে দিন। প্রকোপিতব্রহ্ম-কুলানলং—প্রকোপিত (ণিজন্ত)=প্রবলভাবে কোপ উৎপাদিত হইয়াছে যাঁহার, এরূপ যে ব্রহ্মকুল=ব্রাহ্মণ, তাঁহার কোপরূপ অনল; অর্থাৎ কোপই অগ্নির ন্যায় ধ্বংসকারী শক্তি লাভ করিয়া 'ঋদ্ধকোষং রাজ্যং'—যে রাজ্যের ধনাগার ঋদ্ধ=ধনাদিতে পূর্ণ আছে, এরূপ রাজ্যকে এবং বলং=সেনাদির শক্তিকে অদ্য এব দহতু আজই পুড়াইয়া ছারখার করুক। অভদ্রস্য মে=দুরাচার যে আমি সেই আমার। মহারাজ কেন সেইদিনই আপন রাজ্য ও রাজশক্তির বিনাশ কামনা করিলেন? তাহার কারণ এই যে, দণ্ডভোগ করার সময় তিনি যদি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর থাকেন, তাহলে মনে আসক্তি এবং গর্ব্বের উদয় হইয়া চিত্তশুদ্ধিতে বিঘ্ন হইবে। সুতরাং

তখন আর শাস্তি দ্বারা তাঁহার 'অঘনিস্কৃতি' হইবে না।' যেন— যে 'ব্যসনের' শুভফলের প্রভাব দ্বারা, 'পাপীয়সী ধীঃ – পাপমতি।

ব্যাখ্যা--মৃগয়া হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করার পর মহারাজ পরীক্ষিৎ মুনির স্কন্ধে মৃতসর্প স্থাপনের বিষয় স্থিরভাবে চিন্তা করিতে করিতে অনুভব করিলেন যে, তাঁহার কার্য্যটী অতি নিন্দনীয় হইয়াছে। তখন তিনি অতি কাতর হইয়া বলিলেন যে, অহো! মুনি কি অদ্ভুত সংযমী, এবং আমি কি অধম, বিনা অপরাধে আমি তাঁহাকে অবমানিত করিলাম, তবুও তিনি আপন ব্রহ্মতেজ নিরুদ্ধ করিলেন! ঐ তেজের প্রভাবে তিনি আমাকে শাস্তি দিলেন না! আমি যে কার্য্য করিয়াছি তাহা 'নীচ', অর্থাৎ উচ্চলোকে গমনের অন্তরায়, এবং যাহারা 'অনার্য্য' অর্থাৎ উচ্চলোকে গমনে অধিকারী নয়, তাহারাই ঐরূপ কার্য্য করে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহারাজ প্রার্থনা করিলেন যে, যে দেবতুল্য মুনিকে তিনি অবমানিত করিয়াছেন, সেই মুনি স্বয়ংই যেন অচিরে তাঁহাকে এমন কঠোর শাস্তি প্রদান করেন যে, সেই শাস্তি হইতে তিনি যেন কোনরূপেই আপনাকে রক্ষা করিতে না পারেন। আর ঐ শাস্তি যেন এত কঠোর হয় যে, সেই কঠোরতা দ্বারাই যেন ধ্রুব (= নিশ্চয়ই) তাঁহার পাপমুক্তি হয়, সেই কঠোরতার স্মৃতিই যেন ভবিষ্যতে তাঁহার মতিকে পাপ-পথে যাইতে না দেয়। রাজশ্রী বজায় থাকিলে রাজশক্তি এবং সম্পদের প্রতি আসক্তি ও উচ্চপদবীর গর্ব্ব ইত্যাদি সকল মনের মধ্যে প্রবল হওয়াতে শাস্তি-ভোগ করিয়াও হয়ত তাঁহার চিত্তশুদ্ধির বিঘ্ন হইত সেইজন্য মহারাজ প্রার্থনা করিলেন যে,অদ্যই (অর্থাৎ শাস্তি প্রদানের পূর্ব্বে) সেই মুনির ক্রোধাগ্নি তাঁহার রাজ্য রাজসম্পদ এবং রাজশক্তিকে দগ্ধ করুক; অথাৎ যেন অতি দীনভাবে তিনি শাস্তি গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন, এবং সেই দীনতাবশতঃই যেন তাঁহার মনে দ্বিজ, দেব ও গাভীগনের প্রতি দুরাচার করায় প্রবৃত্তির উদয় পুনরায় না হয়।

স চিন্তয়ন্নিত্থমথাশৃণোদ্ যথা
মুনেঃ সুতোক্তো নিঋতিস্তক্ষকাখ্যঃ।
স সাধু মেনে ন চিরেণ তক্ষকা-
নলং প্রসক্তস্য বিরক্তিকারণম্ ॥৪

(৪) [অন্বয়] ইত্থং চিন্তয়ন্ সঃ [রাজা] মুনেঃ সুতোক্তঃ তক্ষকাখ্যঃ নিঋতিঃ যথা [ভবিষ্যতি তথা] অশৃণোৎ অথ সঃ প্রসক্তস্য [আত্মনঃ] ন চিরেন বিরক্তিকারণং তক্ষকানলং সাধু মেনে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—মুনেঃ সুতোক্তঃ=শমীক মুনির পুত্র দ্বারা অভিসম্পাত আকারে কথিত ; যে 'তক্ষকাখ্যঃ নিঋতিঃ'—যে নিঋতি অর্থাৎ মৃত্যুর 'আখ্যা'=নাম হইল তক্ষক ; মুনিকুমারের মুখ হইতে অভিসম্পাত আকারে নির্গত মৃত্যুই তক্ষকের রূপধারণ করিয়া আসিবে এইজন্য সেই মৃত্যুর নাম হইয়াছে তক্ষক। প্রসক্ত—দেহাদিতে প্র=প্রবলভাবে+সক্ত=মমত্ববুদ্ধি যুক্ত (প্র=প্রকৃষ্ট +সন্‌জ=আত্মাভিমান করা)। বিরক্তিকারণং=দেহ ও রাজ্যাদির প্রতি সমাদর দূর করার হেতুভূত, অর্থাৎ যাহা ঔদাসীন্য-উৎপাদক। অনল যেরূপ কোন বস্তুকে দগ্ধ করে, 'তক্ষক' হইতে প্রাপ্ত মৃত্যুও দেহ-গেহাদির উপর অনুরাগকে সেইরূপ বিনষ্ট করিবে, সেইজন্য 'তক্ষকানল' পদের ব্যবহার হইয়াছে। ন চিরেন=শীঘ্র, এই ভাবে মৃত্যুর কথা শ্রবণমাত্র তাঁহার আসক্তির ক্ষয় হইল। সাধু=হিতকর, তক্ষকের বিষাগ্নি তাঁহার পক্ষে হিতকব। মেনে=বিবেচনা করিলেন।

ব্যাখ্যা—মহারাজ যখন উপরোক্তভাবে চিন্তা করিতেছিলেন তখন তিনি শমীক মুনি-প্রেরিত সংবাদদাতার নিকট হইতে শুনিলেন যে, মুনিপুত্রের দ্বারা প্রদত্ত অভিসম্পাতের প্রভাবে তক্ষক দংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনিয়া মহারাজের মন হইতে দেহগেহাদির উপর অনুরাগ দূর হওয়াতে মহারাজ মনে করিলেন যে, অগ্নি যেরূপ বস্তু সকলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ তক্ষক

রূপধারী মৃত্যুও তাঁহার মনে দেহগেহাদির প্রতি অনুরাগকে অবিলম্বে দূর করিল; অতএব তক্ষকের বিষাগ্নি তাঁহার পক্ষে হিতকর বস্তু।

বিপদে আমরা কেন কাতর হই?—আমাদের মনে দেহ-গেহাদির উপর 'মমত্ব' ভাব আছে বলিয়া বিপদে কাতরতা এবং ভগবানের প্রতি বিদ্রোহী ভাব জন্মায়। সৃষ্টির আদি হইতে যে আবরক এবং বিক্ষেপ শক্তি ভগবানের বিশুদ্ধ-সত্ত্ব স্বরূপকে মিশ্রসত্ত্ব এবং রজো ও তমোগুণে পরিণত করিয়াছে, সেই আবরক এবং বিক্ষেপ-শক্তির ক্রিয়া দ্বারা জীবের মনে 'অহঙ্কার' নামক ভেদভাবের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং ঐ ভেদ ভাব হইতেই 'মমত্ব' ভাব উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভেদভাবই 'বহির্মুখী' ভাব নামে আখ্যাত হয়। অতএব অবিদ্যা অর্থাৎ আবরক শক্তি দ্বারা সৃষ্ট 'অজ্ঞান' হইতে উপরোক্ত ভেদভাব জন্মায়। দেহাদির প্রতি 'মমত্ব' ভাবই অবিদ্যারই রূপান্তর। ইহার দার্শনিক নাম 'অস্মিতা'।

অবিদ্যাও চরমে মঙ্গল সাধন করে—কজ্জলী প্রভৃতি মাখাইয়া পোড়াইলে স্বর্ণ যেরূপ বিশুদ্ধ হয়,সেইরূপ মানবের চিত্তে বিশুদ্ধ চিৎ এবং আনন্দের স্ফূরণের জন্য [অর্থাৎ এই ভেদভাবকে (=বহির্মুখী ভাবকে) একীভাবে (=অন্তর্মুখী ভাবে) পরিণত করার জন্য] সংসারে অবিরত এক বিরাট ক্রমোন্নতি (evolution) শক্তির কার্য্য চলিতেছে। কল্প হইতে কল্পান্তরে, ভোগলোকত্রয়ের মধ্যে যে সৃষ্টি ও প্রলয় দেখা যায়, এবং সংসারে সৃষ্টবস্তু সকলের মধ্যেও যে দৈনন্দিন উত্থান এবং পতন, জন্ম ও মৃত্যু, এবং সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তাহাও ঐ ক্রমোন্নতি অর্থাৎ evolution শক্তির কার্য্য; যুগচতুষ্টয় এই ক্রিয়ারই অঙ্গ। স্বয়ং শ্রীভগবানই 'কাল' নাম ধারণ করিয়া এই কার্য্য পরিচালন করিতেছেন।

মানবের মতি যখন বহির্মুখী ভাব ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হয়, অর্থাৎ যখন আমাদের মন এবং বুদ্ধি হইতে 'অহং' ভাব(=ভেদভাব)

বিদূরিত হইয়া যায়,এবং শ্রীভগবানের ও আমাদের মধ্যে 'এক' এবং 'অভেদ' সম্বন্ধ আছে, এই তত্ত্ব যখন আমরা 'অনুভব' করি, তখন সেই অনুভূতি লাভ দ্বারা আমাদের জীবনের পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এই অনুভূতি লাভকেই তত্ত্বদর্শন বলে।

বিষ কিরূপে অমৃতে পরিণত হয়—স্বয়ং শ্রীভগবান 'কাল' আখ্যায় অভিহিত হইয়া জীবকে বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করেন। ঐ যন্ত্রণা দ্বারা জীবের ক্রমোন্নতির সাহায্য হয়। যে ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া আপন মতিকে অন্তর্ম্মুখী করিতে পারে, তাহার পক্ষে বিপদরূপ বিষ অমৃতের কার্য্য করিল, ইহাই বলিতে হইবে।

বিপদও করুণাময় শ্রীহরির মূর্ত্তি—যে শ্রীহরি মহারাজ পরীক্ষিৎকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই সেই প্রিয় ভক্তের চিত্ত হইতে অবিদ্যার কালুষ্য দূর করার জন্য তক্ষকদংশনে মৃত্যুর রূপ ধারণ করিয়া আগমন করিলেন। যদি আমরাও আপন আপন জীবনের পর্য্যালোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, আমরা পুনঃপুনঃ রোগ, শোক,এবং অপর অপর যে সকল বিভ্রাট ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহাদেরও অতি শুভ উদ্দেশ্য আছে। আমরা ভোগসুখই চাই—শ্রীহরিকে চাহি না, সেই জন্য ঐ সকল বিপদের মধ্যে শ্রীহরির বাৎসল্যের মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। মহারাজ এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মহারাজ শ্রীহরিকে চাহিতেন, তাই মৃত্যুর মধ্যেও 'সাধু' শ্রীহরির মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন,—আমরা ভোগসুখ চাই, তাইতে বিপদের মধ্যে কেবল কালরূপী ভগবানের করালরূপই দেখি এবং প্রীত না হইয়া ভয়ে কম্পিত হই।

লোকে এই মূর্ত্তি দেখেও দেখে না—যদি আমরা কেবল ভোগসুখই কামনা না করিয়া, একমাত্র আনন্দময়কে তাঁহার মাধুর্য্যের জন্যই চাহিতাম, তাহা হইলে অনেক সময়েই নির্য্যাতনের প্রয়োজনীয়তা থাকিত না; এবং কখন কদাচিৎ যদি আমাদের মঙ্গলের জন্য নির্য্যাতন করা প্রয়োজন হইত, তখনও আমরা বিপদের মধ্যে সেই

আনন্দময়েরই প্রচ্ছন্নরূপ দেখিতে পাইতাম। 'যেন আমাদের বিপদ না হয়', এই বাসনায় যাঁহারা শ্রীহরির আরাধনা করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ শ্রীহরিকে চান না, তাঁহারা দেহাদির সুখই চান, এবং কেবল ঐ সুখকে অক্ষুন্ন রাখার জন্যই শ্রীহরির আরাধনা করেন, স্বয়ং শ্রীহরির উপর ভক্তির বশে তাঁহারা আরাধনা করেন না। এইভাবে সকাম আরাধনার ফলে, কোন কোন সাধক তদানীন্তন বিপদ হইতে হইতে রক্ষা পান বটে, কিন্তু তাঁহারা যে চিরদিনের জন্য বা সম্পূর্ণরূপে বিপদের হাত হইতে মুক্তি পান তাহা নয়। তাঁহাদের আপন আচরণেই পুনরায় বিপদ উপস্থিত হয়।

'স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি'—গুণত্রয়ের এমনই মোহিকা শক্তি আছে যে, সকাম সাধকের আপন আচরণ দ্বারাই পুনরায় বিপদ উপস্থিত হয়। তাঁহারা বিপদ হইতে মুক্তি লাভের পর কিছুদিন অবাধে সুখভোগ করিতে করিতে ভোগসুখে এতই বিভোর হন যে, সুখের মাদকতার প্রভাবে ভগবানের কথা আর তাঁহাদের মনে পড়ে না। মনে তখন 'ঈশ্বরোঽমহং ভোগী সিদ্ধোহং বলবান্ সুখী' এই অভিমানের আধিপত্যই হয়। পূর্ব্বে তাঁহাদের মনে যে সকাম ভক্তিটুকু ছিল উপরোক্ত অভিমানের প্রভাবে তাহা তিরোহিত হয়। তখন অবিদ্যার প্রভাবে মদ, মোহ, গর্ব্ব, কাম, লোভ প্রভৃতিও প্রবল হয়। বিপদ সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবার তাঁহাদিগকে গ্রাস করে। রাবণাদির এই অবস্থাই হইয়াছিল। সকাম সাধনার ফল নিজেই পূর্ব্ব-লব্ধ সিদ্ধিকে নষ্ট করে।

অথো বিহায়েমমমুঞ্চ লোকং
বিমর্শিতৌ হেয়তয়া পুরস্তাৎ
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমানঃ
উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্ত্যনদ্যাম্॥৫

যা বৈ লসচ্ছ্রীতুলসীবিমিশ্র-
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী।

পুনাতি সেশানুভয়ত্র লোকান্
কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ ॥৬

(৫-৬) [অন্বয়] অথ পুরস্তাৎ হেয়তয়া বিমর্ষিতৌ ইমং অমুং চ লোকং বিহায় কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবাং অধিমন্যমানঃ [সঃ] অমর্ত্ত্যনদ্যাং প্রায়ং উপাবিশৎ। লসচ্ছ্রীতুলসীবিমিশ্রকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী যা বৈ সেশান্ লোকান্ উভয়ত্র পুনাতি মরিষ্যমাণঃ কঃ তাং ন সেবেত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—পুরস্তাৎ = শাপের পূর্ব্ব হইতেই, হেয়তয়া বিমর্ষিতৌ—তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত; ইমং—ইহলোক; অমুং চ লোকং = পরলোক। কেবল যে শাপের পর মহারাজের বিষয়-বৈরাগ্য হইল তাহা নয়, তিনি পূর্ব্ব হইতেই ঐহিক ভোগসুখ এবং দেহান্তে স্বর্গসুখকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। বিহায় = পরিত্যাগ করিয়া; কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবাং—শ্রীভগবান আপন মাধুর্য্য দ্বারা জীবকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে 'কৃষ্ণ', সেই কৃষ্ণের 'অঙ্ঘ্রিসেবা' = পদসেবা, অর্থাৎ দাস্যভাবে তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে সেবাসুখ হয়, সেই সুখকে; 'অধিমন্যমানঃ'—অধি = আধিক্যেন, অর্থাৎ অপর সকল পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিম্বা অধিক সুখকর, ইহাই মন্যমানঃ = বিবেচনা করিয়া; অমর্ত্ত্যনদ্যাং—মর্ত্তে জাতঃ = মর্ত্ত্য; যে নদী মর্ত্তে জাত হন নাই, যিনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুপাদ হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন, তাঁহাকে 'অমর্ত্ত্য' নদী বলে, সেই নদীর সন্নিকটে; প্রায়ঃ = অনশন মৃত্যু (প্র + ই = যাওয়া, দেহত্যাগ করিয়া গমন); উপাবিশৎ—উপ = সমীপে, অর্থাৎ গঙ্গার তীরে + আ = আগ্রহের সহিত + বিশৎ = গমন করিলেন।

লসচ্ছ্রীঃ = লসন্তী শ্রীঃ যস্যা, শ্রীহরির পদে স্থাপিত হওয়াতে যাঁহার (= যে তুলসীর) শ্রী = শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই তুলসীর সহিত বিমিশ্রাঃ = বি অর্থাৎ বহুপরিমাণে মিশ্রিত যে সকল 'কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণু' = শ্রীকৃষ্ণের পদরেণু ছিল তদ্দ্বারা, অর্থাৎ সেই তুলসী এবং

পদরেণুর সংমিশ্রণে, 'অভ্যধিক = অতিশ্রেষ্ঠ হইয়াছে যে 'অম্বু' = বারি, সেই বারির 'নেত্রী' = বহনকারিণী 'যা বৈ' = যে প্রসিদ্ধা নদী; 'সেশান্'—স = সহিত + ঈশান্ = ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে 'লোকান্' = ভূরাদি সকল লোককে; অর্থাৎ ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে এবং সর্ব্বলোকের অধিবাসিগণকে; 'উভয়ত্র' = অন্তরে এবং বাহিরে; 'পুনাতি' = পবিত্র করেন, অর্থাৎ অঙ্গের মালিন্য দূর করেন এবং চিত্তশুদ্ধিও করেন। মরিষ্যমাণঃ = আসন্নমরণঃ অর্থাৎ দেহত্যাগ-কালে; সেবেত = আশ্রয় গ্রহণ করা।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্ব হইতেই মহারাজ ঐহিক ভোগসুখ এবং স্বর্গ-সুখকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন, তিনি এখন ঐ সকল সুখের চিন্তা ত্যাগ করিলেন। এবং যিনি আপন মাধুর্য্য দ্বারা জীবকে আকর্ষণ করেন বলিয়াই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ নাম সার্থক হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে দাস্যভাবে আশ্রয় গ্রহণের সুখই শ্রেষ্ঠতম পুরুষার্থ, ইহাই স্থির করিয়া মহারাজ অনশন-মৃত্যুর জন্য গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। শ্রীহরির চরণে স্থাপিত হওয়াতে তুলসীর শোভা স্বতঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গঙ্গা যে বারি বহন করেন সেই বারিতে শ্রীকৃষ্ণের পদরেণু মিশ্রিত চরণ-তুলসী বহুপরিমাণে থাকাতে ঐ বারি পরম পবিত্র হইয়াছে, এবং সেই বারি দ্বারা ইন্দ্রাদিলোকপালগণের ও ভূরাদি সর্ব্বলোকের অধিবাসিগণের অন্তরের এবং দেহের মালিন্য দূর হয়; অতএব যখন মৃতুকাল আসন্ন হয়, তখন দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য সকলেই গঙ্গাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইতি ব্যবচ্ছিদ্য সপাণ্ডবেয়ঃ
প্রায়োপবেশং প্রতি বিষ্ণুপদ্যাম্।
দধ্যৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্যভাবো
মুনিব্রতো মুক্তসমস্তসঙ্গঃ ॥৭

(৭) [অন্বয়] ইতি সঃ পাণ্ডবেয়ঃ বিষ্ণুপদ্যাং প্রায়োপবেশং

প্রতি ব্যবচ্ছিদ্য অনন্যভাবঃ মুনিব্রতঃ মুক্তসমস্তসঙ্গঃ [সন্] মুকুন্দাঙ্‌ঘ্রিং দধ্যৌ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—বিষ্ণুপদ্যাং = গঙ্গায়। ব্যবচ্ছিদ্য = কৃতনিশ্চয় হইয়া ; অনন্যভাবঃ = অন্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন বস্তুর প্রতি 'ভাব' = প্রেম তাঁহার ছিল না ; মুকুন্দ = যে শ্রীহরি মুকু অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করেন। শ্রীহরিই মোক্ষদাতা এই বিশ্বাসে, তাঁহার অঙ্‌ঘ্রি = পাদপদ্মকে ; দধ্যৌ = ধ্যান করিতে লাগিলেন ; মুনিব্রতঃ = উপশান্ত, অর্থাৎ কামক্রোধাদি হইতে নিবৃত্ত এই ভাবাপন্ন হইয়া।

ব্যাখ্যা—পাণ্ডবংশধর মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন গঙ্গাতীরে অনশনে দেহত্যাগ করিতে স্থিরকল্প হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ব্যতীত অপর সকল বস্তুর চিন্তাই পরিত্যাগ করাতে কামক্রোধাদি স্বতঃই নিবৃত্ত হইল ; এবং শ্রীকৃষ্ণ মোক্ষদাতা এই পূর্ণ বিশ্বাসে মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন।

তত্রোপজগ্মুর্ভুবনং পুনানা
মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ।
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ
স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ ॥৮

অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বা-
নরিষ্টনেমির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ।
পরাশরো গাধিসুতোঽথ রাম
উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদঃ সুবাহুঃ ॥৯

মেধাতিথির্দেবল আর্ষ্টিষেণো
ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ।
মৈত্রেয় ঔর্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনি-
র্দ্বৈপায়নো ভগবান্ নারদশ্চ ॥১০

অন্যে চ দেবর্ষিমহর্ষিবর্য্যা
রাজর্ষিবর্য্যা অরুণাদয়শ্চ।
নানার্ষেয়প্রবরান্ সমেতা-
নভ্যর্চ্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে ॥১১
সুখোপবিষ্টেষ্বথ তেষু ভূয়ঃ
কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীর্ষিতং যৎ।
বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা
উপস্থিতোঽগ্রেঽভিগৃহীতপাণিঃ ॥১২

(৮-১২) [অন্বয়] ভুবনং পুনানাঃ মহানুভাবাঃ সশিষ্যাঃ মুনয়ঃ তত্র উপজগ্মুঃ। সন্তঃ তীর্থাতিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি প্রায়েণ পুনন্তি।

অত্রিঃ বশিষ্ঠঃ চ্যবনঃ শরদ্বান্ অরিষ্টনেমিঃ ভৃগুঃ অঙ্গিরাঃ চ, পরাশরঃ গাধিসুতঃ (=বিশ্বামিত্র) অথ রামঃ (=পরশুরাম) উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদঃ সুবাহুঃ মেধাতিথিঃ দেবলঃ আষ্টিষেণঃ ভরদ্বাজঃ গৌতম পিপ্পলাদঃ মৈত্রেয়ঃ ঔর্ব্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনিঃ (=অগস্ত্য) দ্বৈপায়নঃ (=ব্যাস) ভগবান্ নারদঃ চ, অন্যে চ দেবর্ষি—মহর্ষিবর্য্যাঃ, অরুণাদয়ঃ চ রাজর্ষিবর্য্যাঃ, [তত্র উপজগ্মুঃ] রাজা সমেতান নানার্ষেয় প্রবরান্ শিরসা ববন্দে।

অথ তেষু সুখোপবিষ্টেষু [সৎসু] বিবিক্তচেতা [রাজা] অগ্রে উপস্থিতঃ [ভূত্বা] ভূয়ঃ কৃতপ্রণামঃ [সন্] অভিগ্রহীতপাণিঃ [ভূত্বা] যৎ স্বচিকীর্ষিতং [তৎ] বিজ্ঞাপয়ামাস।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ভুবনং পুনানাঃ=যাঁহারা সৎ-শিক্ষা, সদাচার এবং সদাদর্শ দ্বারা জগৎকে পবিত্র করেন, অর্থাৎ জগদ্বাসিগণের মনের মালিন্য দূর করেন। মহানুভাবাঃ—মহৎ=ব্রহ্ম, তাঁহা দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মভাব দ্বারা সমুন্নত+অনুভাব=অন্তঃস্থ ভাব যাঁহাদের, অর্থাৎ ভক্তিযোগ বা জ্ঞানমার্গের সাধনা দ্বারা ঐ মুনিগণের চিত্ত ব্রহ্মভাবে সমুন্নত ছিল। সন্তঃ=সাধুগণ। তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ=

দেবাদি দর্শনের ছলে তীর্থে গমন দ্বারা ; স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি—তাঁহাদের চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই বিশুদ্ধ, অতএব চিত্তশুদ্ধির জন্য তাঁহাদিগের তীর্থদর্শনের প্রয়োজন হয় না, তাঁহারা স্বয়ং = নিজেই, অর্থাৎ সদাচার সুশিক্ষা এবং আপন সদাদর্শ দ্বারা তীর্থানি পুনন্তি = তীর্থবাসী লোকদিগের চিত্তশুদ্ধি করেন, অতএব তীর্থকে পবিত্র করেন 'তীর্থী-কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা'। প্রায়েণ = রূপে প্রকৃষ্ট(প্র + ই = গমন করা)। উপজগ্মু—উপ = মহারাজের সমীপে + জগ্মু = আগমন করিলেন। 'উপ' পদটী দ্বারা প্রকাশ হয় যে, গঙ্গাস্নানার্থ ঋষিগণ তথায় আসেন নাই, মহারাজকে দেখিতেই আসিয়াছিলেন। নানার্ষেয় প্রবরান্ = নানা মুনির গোত্রোদ্ভব মুনিগণকে। শিরসা ববন্দে = মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া বন্দনা করিলেন, 'শিরসা' পদ সম্মান প্রকাশক। বিবিক্তচেতাঃ—যাঁহার চিত্ত 'বি' = বিশেষরূপে + বিক্ত (বিচ্ = পৃথক করা) = সাংসারিক বিষয়াদি হইতে পৃথক্ ছিল, সুতরাং তাঁহাদের চিত্ত কামলোভাদি শূন্য হওয়াতে বিশুদ্ধ ছিল।

ভূয়ঃ কৃতঃপ্রণামঃ—মুনিগণ উপস্থিত হওয়ার সময় মহারাজ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা উপবিষ্ট হওয়ার পরে মহারাজ তাঁহাদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মুনিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রণাম করিলেন, যেন কেহই মনে না করেন যে, তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনে ত্রুটি হইল। ভূয়ঃ = পুনরায় এবং পুনঃ পুনঃ, প্রণাম করিলেন ; অভিগ্রহীতপাণিঃ—অভি = অভিতঃ অর্থাৎ সসম্ভ্রমে + গৃহীতপাণিঃ = বদ্ধাঞ্জলি হইয়া। স্বচিকীর্ষিতং—স্বস্য = আপনার + চিকীর্ষিত = যাহা করিতে বাসনা ছিল তাহা, অর্থাৎ প্রায়োপবেশন দ্বারা দেহত্যাগ করার অভিপ্রায়। বি = সুস্পষ্টভাবে + জ্ঞাপয়ামাস = জানাইলেন।

ব্যাখ্যা—তখন মহারাজের নিকট অত্রি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ আপন আপন শিষ্যগণ সহ আগমন করিলেন। তাঁহারা গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে আগমন করাতে যে দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন তাহা

নহে। মহারাজকে দর্শন প্রদান করিয়া উৎসাহিত করার অভিপ্রায়েই মুনিগণ তাঁহার সমীপে আসিয়াছিলেন। এই সকল মুনিগণের চিত্ত ব্রহ্মভাবে সমুন্নত ছিল এবং তাঁহারা সুশিক্ষা সদাচার এবং সদাদর্শ দ্বারা জগৎকে পবিত্র করেন। তাঁহারা তীর্থদর্শনচ্ছলে তীর্থ স্থানে গমন করিয়া তীর্থের অধিবাসিগণের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করেন। তাঁহারা উপনীত হওয়ার সময়ে মহারাজ আপন মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া সমাগত মুনিবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এবং তাঁহারা উপবেশন করায় পরে বিশুদ্ধচিত্ত মহারাজ তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুনরায় মুনিগণকে পৃথক পৃথগ-ভাবে প্রণাম করিবার পরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আপন অভিপ্রায়, অর্থাৎ প্রায়োপবেশন দ্বারা দেহত্যাগের অভিপ্রায়, সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীরাজোবাচ।

অহো বয়ং ধন্যতমা নৃপাণাং
মহত্তমানুগ্রহণীয়শীলাঃ।
রাজ্ঞাং কুলং ব্রাহ্মণপাদশৌচা-
দারাদ্বিসৃষ্টং বত গর্হ্যকর্ম ॥১৩

তস্যৈব মেঽঘস্য পরাবরেশো
ব্যাসক্তচিত্তস্য গৃহেষ্বভীক্ষ্ণম্।
নির্ব্বেদমূলো দ্বিজশাপরূপো
যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্তে ॥১৪

(১৩-১৪) [অন্বয়] অহো গর্হ্যকর্ম [ইদং] রাজ্ঞাং কুলং ব্রাহ্মণ-পাদশৌচাৎ আরাৎ বিসৃষ্টং [অপি] বয়ং মহত্তমানুগ্রহণীয়শীলাঃ [সন্তঃ] নৃপাণাং [মধ্যে] ধন্যতমাঃ স্ম। গৃহেষু অভীক্ষ্ণং ব্যাসক্ত-চিত্তস্য তস্য এব অঘস্য মে [সমন্ধে] পরাবরেশঃ নির্ব্বেদমূলঃ দ্বিজ-শাপরূপঃ [ধৃতবান্] যত্র প্রসক্তঃ [জনঃ] আশু ভয়ং ধত্তে।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—গর্হ্যকর্ম্ম—গর্হ্য = নিন্দনীয় হইয়াছে কর্ম্ম যাহাতে ; এই পদ 'রাজ্ঞাং কুলং' পদের বিশেষণ, অর্থাৎ আমার দুষ্কর্ম্ম দ্বারা এই রাজকুল এতই দূষিত হইয়াছে যে ইহা 'ব্রাহ্মণ পাদশৌচাৎ আরাৎ বিসৃষ্টং' = ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালনের স্থান অপেক্ষাও অধিক দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পাদোদক পাছে পায়ে লাগিয়া পাপ হয়,এই আশঙ্কায় লোকে সেই পাদ প্রক্ষালনের স্থান বর্জ্জন করিয়া দূরে যান, কিন্তু এই রাজকুল স্পর্শ করিলে আরও ঘোরতর পাপ হইবে, এই ভয়ে লোকে এই কুলকে ঐ সকল স্থান অপেক্ষাও (এই জন্য ৫মী বিভক্তি) 'আরাৎ বিসৃষ্টং' = অধিকতর দূরে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আমার নিকটে আপনাদের আগমন সম্ভবপর নয়। তথাপি 'মহত্তমানাং' = আপনাদিগের ন্যায় অতি শ্রেষ্ঠ মহদ্‌গণের + অনুগ্রহনীয় = অনুগ্রহের যোগ্য হইয়াছে, শীল = আচরণ (অর্থাৎ প্রায়োপবেশন রূপ আচরণ) যাহার, এরূপ যে আমি। অভীক্ষ্ণং = নিয়ত ; 'গৃহেষু' = এই পদে বহুবচন প্রয়োগ দ্বারা গৃহ, রাজ্য প্রভৃতি বুঝায় ; ব্যাসক্ত—বি = বিশেষরূপে + আসক্ত = মমত্বভাবযুক্ত হওয়াতে অনুরত ; পরাবরেশঃ —যে শ্রীহরি, পর = শ্রেষ্ঠ + অবর = নিকৃষ্ট, সকলেরই ঈশ = প্রভু অতএব 'অঘ' = পাপী যে আমি, সেই আমারও প্রভু ; সুতরাং আমি শ্রীহরির কৃপার্হ। নির্ব্বেদমূলঃ—নির্ব্বেদ = অনাসক্তি (নির্ = নিরস্ত + বিদ্ = দেহাদির প্রতি আত্মজ্ঞান) তাহার + মূল = উৎপত্তির কারণ যে দ্বিজশাপ ; মূল হইতে যেমন বৃক্ষ জন্মায়, সেইরূপ এই 'দ্বিজশাপ' অর্থাৎ ব্রহ্মশাপ হইতে আমার মনে নির্ব্বেদ জাত হইয়াছে, অতএব দ্বিজশাপই নির্ব্বেদের মূল স্বরূপ। 'পরাবরেশঃ'—শ্রীহরিই 'দ্বিজ-শাপরূপঃ' হইয়াছেন ; অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীহরিই 'নির্ব্বেদমূলঃ' = অনাসক্তি উৎপাদক যে ব্রহ্মশাপ, সেই শাপের রূপ ধারণ করিয়া আমার সমীপে আসিয়াছেন। অতএব এই ব্রহ্মশাপ বিপদ নয় ; ইহা মঙ্গলময়, ইহা স্বয়ং শ্রীহরির প্রচ্ছন্নবেশ মাত্র ; যত্র = যে মৃত্যুর রূপধারী দ্বিজশাপে।

ব্যাখ্যা—ব্রাহ্মণের পাদোদক পায় লাগিলে পাপ হইবে, এই আশঙ্কায় লোকে ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালনের স্থানকে দূরে রাখিয়া যাতায়াত করে, কিন্তু আমার দুষ্কর্ম্ম দ্বারা এই রাজকুল এতই কলুষিত হইয়াছিল যে, পাছে এই কুলকে স্পর্শ করিলে অধিকতর পাপ হয়, এই ভয়ে লোকে এই কুলকে পদপ্রক্ষালনের স্থান অপেক্ষাও অধিক-তর দূরে রাখিত। কিন্তু আমার এই প্রায়োপবেশন উপলক্ষে আপনারা যে অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছেন ইহাতে আমি রাজগণের মধ্যে ধন্যতম হইলাম। আমি নিয়ত গৃহাদিতে বিশেষরূপে আসক্ত ছিলাম। শ্রীহরি 'পরাবরেশঃ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সকলেরই নিয়ন্তা, তাই পাপী আমার মনে 'নির্ব্বেদ' =অনাসক্তি উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি স্বয়ংই এই ব্রহ্ম-শাপের রূপধারণ করিয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছেন। যাহারা ভোগাদিতে প্রসক্ত তাহারা এই ব্রহ্মশাপে আতঙ্কিত হয়, কিন্তু আমার উপর শ্রীহরির এতই কৃপা যে এই ব্রহ্মশাপে আমার মনে ভয় না হইয়া নির্ব্বেদের উদয় হইয়াছে। ব্রহ্মশাপের রূপ ধারণের সময় শ্রীহরি আমার প্রতি কৃপা করিয়া আপনার স্বরূপভূত বৈরাগ্যকে ঐ শাপের 'মূলে' রাখিয়াছেন।

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥১৫
পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে
রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু।
মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং
মৈত্র্যস্তু সর্ব্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ ॥১৬

(১৫-১৬) [অন্বয়]—হে বিপ্রা [যূয়ম্] [তথা] দেবী গঙ্গা চ ঈশে ধৃতচিত্তং তং মা (= মাং) উপযাতং প্রতিযন্তু। দ্বিজোপসৃষ্টঃ

কুহকঃ বা তক্ষকঃ অলং দশতু, বিষ্ণুগাথাঃ গায়ত [অহং] যাং যাং সৃষ্টিং উপযামি [তস্যাং তস্যাং] ভগবতি অনন্তে রতিঃ তদাশ্রয়েষু প্রসঙ্গঃ চ [ভূয়াৎ] সর্ব্বত্র মৈত্রঃ তু পুনশ্চ ভূয়াৎ, দ্বিজেভ্যঃ নমঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ঈশে ধৃতচিত্তং = যে শ্রীহরি ঈশ অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা, সুতরাং এই দেহ ত্যাগের পরেও যিনি আমার চিত্তে ভগবানে 'রতি' এবং ভক্তের প্রতি 'প্রসঙ্গ' এবং সর্ব্বজীবে 'মৈত্র' উৎপাদনে সমর্থ, এখন আমার চিত্ত তাঁহাতেই ধৃত = আবদ্ধ আছে। তং মা = সেই আমাকে অর্থাৎ দুরাচার বশতঃ অধুনা ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত যে আমি সেই আমাকে। উপযাতং = আপনাদের এবং দেবী গঙ্গার উপ = সমীপে + যাত = আগত অর্থাৎ শরণাগত বলিয়া 'প্রতিযন্ত' = জানুন, আশ্রিতের প্রতি কৃপা করুন। দ্বিজোপসৃষ্ট = ব্রাহ্মণ কুমার দ্বারা উপ = আমার সমীপে + সৃষ্ট = প্রেরিত। কুহকঃ বা তক্ষকঃ = যে সর্প আমাকে দংশন করিবে তাহা সত্যই তক্ষক হউক, 'বা' = কিম্বা কুহকঃ—ব্রহ্মশাপ দ্বারা সৃষ্ট মায়া সর্পই হউক। 'বা' শব্দ 'প্রতিক্রিয়ায় অনাদর' বুঝায় (শ্রীধর)। অলং দশতু = যত ইচ্ছা দংশন করুক ; বিষ্ণুগাথাঃ = বিষ্ণুর লীলা। যাং যাং সৃষ্টিং = যে যে যোনী ; উপযামি = আশ্রয় করি ; পুনশ্চ = আবারও, অর্থাৎ এখন আমার চিত্তে যে 'রতি', 'প্রসঙ্গ' ও 'মৈত্রী' আছে তাহা যেন আবারও হয়। ভগবতি অনন্তে রতিঃ = বিভুর অনন্ত বিভূতি ও কারুণ্যাদি উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি প্রেম ; তদাশ্রয়েষু = সঃ অর্থাৎ অনন্তই হইয়াছেন যাঁহাদের আশ্রয় ; অর্থাৎ ভক্তগণের প্রতি ; 'প্রসঙ্গ' = প্রকৃষ্ট অনুরাগ ; মৈত্র = সৌহার্দ্দ্য ; সর্ব্বত্র = সর্ব্বজীবে।

ব্যাখ্যা—যে শ্রীহরি সর্ব্বনিয়ন্তা সুতরাং যাঁহার ইচ্ছাতেই আমার পারত্রিক গতি নির্দ্ধারিত হইবে, এবং চিত্তে রতি, প্রসঙ্গ ও মৈত্রী উৎপাদনে কেবল যিনিই সমর্থ, এখন আমার চিত্ত সেই শ্রীহরিতেই আবদ্ধ আছে। আমি আপনাদিগের এবং দেবী গঙ্গার শরণাপন্ন হইলাম। ব্রহ্মশাপের প্রেরণার প্রভাবে স্বয়ং তক্ষকই আসুন

বা শাপে নিজেই তক্ষকের কপট রূপ ধারণ করিয়া আমাকে দংশন করিতে প্রবৃত্ত হউন, আমি ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন; আমি আত্ম-রক্ষার জন্য সেই আক্রমণের সম্বন্ধে কোন প্রতিবিধান করিতে চাহি না; তক্ষক আমাকে যত ইচ্ছা দংশন করুণ। আপনারা শ্রীহরির লীলাকীর্ত্তন করুণ। এই দেহত্যাগের পরে আমার যে যে যোনীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে [মহারাজ মোক্ষলাভের ভরসা করিতেছেন না, নানা যোনীতে ভ্রমণ করিতে হইবে ইহাই অনুমান করিলেন] সেই সকল যোনীতেই পুনরায় আমি যেন ভগবানের অনন্ত বিভূতি এবং করুণ গুণ সকল উপলব্ধি করিতে পারি ['ভগবতি অনন্তে' পদদ্বয় জ্ঞানের সহিত ভক্তির সংমিশ্রণ ইঙ্গিত করে] এবং ঐ জ্ঞানের সহিত আমার চিত্তে আবার যেন তাঁহার প্রতি ভক্তি ও তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণের প্রতি প্রকৃষ্ট অনুরাগ এবং সর্ব্ব জীবের ও সর্ব্ব বস্তুর প্রতি সৌহার্দ্দ্য যেন পুনরায় হয়। হে ব্রাহ্মণগণ! আমি আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

ইতি স্ম রাজাধ্যবসায়যুক্তঃ
প্রাচীনমূলেষু কুশেষু ধীরঃ।
উদঙ্মুখো দক্ষিণকূল আস্তে
সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বসুতন্যস্তভারঃ॥১৭

এবঞ্চ তস্মিন্ নরদেবদেবে
প্রায়োপবিষ্টে দিবি দেবসঙ্ঘাঃ।
প্রশস্য ভূমৌ ব্যকিরন্ প্রসূনৈ-
র্মুদা মুহুর্দুন্দুভয়শ্চ নেদুঃ॥১৮

মহর্ষয়ো বৈ সমুপাগতা যে
প্রশস্য সাধ্বিত্যনুমোদমানাঃ।
ঊচুঃ প্রজানুগ্রহশীলসারা
যদুত্তমঃশ্লোকগুণাভিরূপম্॥১৯

(১৭-১৯) [অন্বয়]—ইতি স্বসুতন্যস্তভারঃ রাজা ধীরঃ অধ্যবসায়যুক্তঃ [সন্] সমুদ্রপত্ন্যাঃ দক্ষিণকূলে প্রাচীনমূলেষু কুশেষু উদঙ্মুখঃ আস্তে স্ম। তস্মিন্ নরদেবদেবে প্রয়োপবিষ্টে [সতি] দিবি দেবসংঘাঃ প্রশস্য মুদা ভূমৌ প্রসূনৈঃ ব্যকিরন্, দুন্দুভয়শ্চ মুহুঃ নেদুঃ। প্রজানুগ্রহশীলসারাঃ যে বৈ মহর্ষয়ঃ [তত্র] সমুপাগতাঃ [তে] সাধু ইতি প্রশস্য অনুমোদমানাঃ [সন্তঃ] যৎ উত্তমঃশ্লোকগুণাভিরূপং [ভবেৎ] [তদেব] ঊচুঃ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—স্বসুতন্যস্তভারঃ = নিজের পুত্র জনমেজয়ের উপর ন্যস্ত = স্থাপিত হইয়াছিল ভার = রাজ্যভার যাঁহা দ্বারা। অধ্যবসায়যুক্ত = একমনাঃ (অধি = অধিকৃত্য + অব + সো = অবস্থান করা, যাহা এক বস্তু [অর্থাৎ শ্রীহরিকেই] আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত) অর্থাৎ যে একনিষ্ঠ ভাবে বুদ্ধিতে কোনরূপ সংশয় বা চঞ্চলতা থাকে না সেইরূপ একনিষ্ঠ ভাবে। সমুদ্রপত্ন্যাঃ = গঙ্গার। কুশেষু—কুশাসনের উপরি উপবিষ্ট হইয়া, যে কুশাসন 'প্রাচীনমূল' = পুরাতন কুশ দ্বারা প্রস্তুত। আস্তে স্ম = উপবিষ্ট ছিলেন ; নরদেবদেবে—নবদেব = রাজা, তাঁহাদিগকে দিব্যতি = শোভিত বা গৌরবান্বিত করেন যিনি, এরূপ যে পরীক্ষিৎ ; দেবসংঘাঃ = দেবগণ ; প্রশস্য = প্রশংসা করিয়া। প্রসূনৈঃ ব্যকিরন্ = বহু পরিমানে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রজানুগ্রহশীলসারাঃ—প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ = কৃপা প্রদর্শনই হইয়াছে 'শীল' = স্বভাব এবং 'সার' = চরিত্রের সার বস্তু (characterestic) যাঁহাদের, যাঁহারা স্বভাবতঃই জীবের প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাহাতেই তাঁহাদিগের প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য হইয়াছে। বৈ = প্রসিদ্ধ ; [তত্র] সমুপাগতাঃ = একত্র হইয়া যে মুনিগণ মহারাজ সমীপে আসিয়াছিলেন তাঁহারা। সাধু ইতি প্রশস্য = মহারাজের প্রয়োপবেশন 'সাধু' = অতি সৎ কার্য্য 'ইতি প্রশস্য' = এই বলিয়া সেই কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়া 'অনুমোদমানাঃ' = মহারাজের কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ

করিলেন (অনু = অনুসৃত্য অর্থাৎ কোন কার্য্যকে উপলক্ষ্য করিয়া + মুদ = আনন্দিত হওয়া)। যৎ = যতঃ যে উক্তি হইতে, যে সকল বাক্য বলিলে তাহা 'উত্তমঃশ্লোকগুণাভিরূপং [ভবেৎ]' = যে শ্রীহরির গুণ সকল উত্তমঃ = অবিদ্যানাশক, সেই সকল গুণের অনুরূপ = যথাযথ কীর্ত্তন হয় যে বাক্য দ্বারা, '[তদেব] উচুঃ' = সেইরূপ বাক্য সকল দ্বারা শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করিলেন।

ব্যাখ্যা—অনন্তর নিজ পুত্র জন্মেজয়ের উপর রাজ্যভার প্রদান করার পরে, মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গার দক্ষিণকূলে পুরাতন কুশদ্বারা প্রস্তুত আসনে উপবেশন করিয়া একাগ্রচিত্তে প্রায়োপবেশনে নিরত হইলেন। রাজগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধক মহারাজ পরীক্ষিত এইভাবে প্রয়োপবিষ্ট হওয়ার পরে দেবগণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে বহুপরিমাণে পুষ্পবর্ষণ করিলেন ; এবং তাঁহারা পুনঃ পুনঃ দুন্দুভিধ্বনি করিয়া মহারাজের কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যে প্রসিদ্ধ মহর্ষিগণ মহারাজের সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই প্রজাগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং স্নেহপ্রবণতাই তাঁহাদিগের চরিত্রের সারবস্তু। তাঁহারা মহারাজের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া সেই কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং যে বাক্য দ্বারা যথাযথভাবে শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন হয় সেইরূপ বাক্য বলিলেন।

> ন বা ইদং রাজর্ষিবর্য্য চিত্রং
> ভবৎসু কৃষ্ণং সমনুব্রতেষু।
> যেঽধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং
> সদ্যো জহুর্ভগবৎপার্শ্বকামাঃ ॥২০
>
> সর্ব্বে বয়ং তাবদিহাস্মহেঽথ
> কলেবরং যাবদসৌ বিহায়।
> লোকং পরং বিরজস্কং বিশোকং
> যাস্যত্যয়ং ভাগবতপ্রধানঃ ॥২১

(২০-২১) [অন্বয়] হে রাজর্ষিবর্য্য ! ভগবৎপার্শ্বকামাঃ যে [পাণ্ডবাঃ] রাজকিরীটজুষ্টং অধ্যাসনং সদ্যো জহুঃ কৃষ্ণং সমনুব্রতেষু [তেষাং বংশ্যেষু] ভবৎসু ইদং বা ন চিত্রং। অথ সর্ব্বে বয়ং তাবৎ ইহ আস্মহে [যাবৎ] অয়ং ভাগবতপ্রধানঃ কলেবরং বিহায় বিরজস্কং বিশোকং পরং লোকং যাস্যতি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—রাজর্ষিবর্য্য—রাজর্ষি অর্থাৎ রাজগণের মধ্যে ঋষি—ভোগসুখত্যাগী হওয়াই বিচিত্র, (ঋষ্ = গমন করা, যিনি ভোগ সুখ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গে গমন করেন) মহারাজ সেই রাজর্ষিগণের দ্বারাও বর্য্য = সম্মানার্হ ছিলেন (বৃ = বরণ করা)। ভগবৎপার্শ্বকামাঃ—শ্রীভগবানের পার্শ্ব = পার্শ্বদত্ব, তাহারই প্রাপ্তি হইয়াছিল কাম = কাম্যবস্তু যাঁহাদিগের ; অত্যধিক পরিমাণে, অর্থাৎ প্রায় ভগবানের তুল্য, পবিত্র না হইলে কেহ পার্শ্বদ-পদবী লাভ করিতে পারেন না। রাজকিরীটজুষ্টং = অপর রাজগণের কিরীট = মুকুট, তদ্দ্বারা জুষ্ট = সেবিত, এরূপ যে 'অধ্যাসন' (অধি = শ্রেষ্ঠ, অথবা অধিকৃত + আসন = সিংহাসন) সেই শ্রেষ্ঠ পদবীকে, সদ্যো = অবিলম্বে ; জহুঃ = পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের অধিকৃত যে সিংহাসনের নিকট অপর রাজন্যবর্গ বশ্যতা প্রদর্শন করিয়া মস্তক অবনত করিতেন, সেই রাজচক্রবর্ত্তী পদকেও যে পাণ্ডবগণ ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

[তেষাং বংশ্যেষু] = সেই যুধিষ্ঠিরাদির 'বংশ্য' = বংশধর যে আপনি, সেই আপনার পক্ষে ; 'তেষাং' এবং 'ভবৎসু' পদদ্বয়ে সম্মানার্থ বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে ; ইদং বা ন চিত্রং = এই প্রায়োপবেশন বিচিত্র নয়। ভবৎসু = আপনার পক্ষে। আস্মহে = থাকিব। বিরজস্কং যাহাতে রজঃ = ধূলি অর্থাৎ যাহাতে শোক, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতির কিম্বা অবিদ্যার মালিন্য নাই। বিশোকং = যাহাতে শোক অর্থাৎ মৃত্যু বা ত্রিতাপের যাতনার কাতরতা নাই। অর্থাৎ যে উচ্চলোকে অবিদ্যার কিম্বা কালের অধিকার নাই। 'ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ। কুতোঽনু

দেবাঃ জগতাং য ঈশিরে। ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমস্তৎ। ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানং। পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তৎ'॥ পরং লোকং = শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুলোক, যাহা ভোগলোকের উচ্চে অবস্থিত।

ব্যাখ্যা—মুনিগণ মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রাজর্ষিবর্য্য! আপনার পূর্ব্বপুরুষ যুধিষ্ঠিরাদি শ্রীহরির পার্ষদ পদটী প্রাপ্তির জন্য রাজচক্রবর্ত্তীর পদবীকেও ত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেন নাই, আপনি তাঁহাদেরই বংশধর এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত; অতএব এই প্রায়োপবেশন অবলম্বন-কার্য্য আপনার পক্ষে কোন প্রকারেই বিচিত্র নয়। মহারাজকে এই বাক্য বলার পরে মুনিগণ পরস্পর কথোপকথন করিয়া স্থির করিলেন যে, ভক্তশ্রেষ্ঠ মহারাজ দেহত্যাগ করিয়া, যে উচ্চলোক 'বিরজস্ক' এবং 'বিশোক' অর্থাৎ যেখানে অবিদ্যার মালিন্যের লেশ মাত্র নাই, এবং যথার কালের প্রতাপ অর্থাৎ শোকাদিও নাই, মহারাজ যতদিন সেই শ্রেষ্ঠ লোকে (অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর পরম পদে) গমন না করেন ততদিন তাঁহারা মহারাজের সমীপে থাকিবেন। ['বিরজস্ক' এবং 'বিশোক' পদদ্বয় বৈকুণ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া এবং মহঃ প্রভৃতি উচ্চলোক চতুষ্টয়কেও লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু শ্লোকে এই কথা দুইটী কেবল বৈকুণ্ঠকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে, কারণ পাণ্ডবগণ ভগবানের পার্ষদ-পদবীই কামনা করিতেন। ভগবৎপার্ষদগণ কেবল বৈকুণ্ঠেই অবস্থান করেন (বিশ্বনাথ)।

আশ্রুত্যর্ষিগণবচঃ পরীক্ষিৎ
সমং মধুচ্যুদ্‌গুরু চাব্যলীকম্।
আভাষতৈনানভিনন্দ্য যুক্তান্
শুশ্রূষমাণশ্চরিতানি বিষ্ণোঃ॥২২
সমাগতাঃ সর্ব্বত এব সর্ব্বে
বেদা যথা মূর্ত্তিধরাস্ত্রিপৃষ্ঠে।
নেহাথ নামুত্র চ কশ্চনার্থ
ঋতে পরানুগ্রহমাত্মশীলম্॥২৩

(২২-২৩) [অন্বয়]—বিষ্ণোঃ চরিত্রানি শুশ্রূষুমানঃ পরীক্ষিৎ মধুচ্যুৎ অপি সমং, গুরু চ অব্যলীকং, ঋষিগণবচঃ আক্রুত্য, যুক্তঃ [সন্] এনান্ অভিবন্দ্য আভাষত ত্রিপৃষ্ঠে মূর্ত্তিধরাঃ বেদাঃ যথা [তথা] সর্ব্বে যূয়ং সর্ব্বতঃ এব সমাগতাঃ, আত্মশীলং পরানুগ্রহং ঋতে ন ইহ ন অমুত্র চ [যুষ্মাকং] কশ্চন অর্থঃ অস্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি--মধুচ্যুৎ অপি সমং—'মধুচ্যুৎ' =অমৃতস্রাবি; পূর্ব্বোক্ত ২০ ও ২১ শ্লোকে যে বাক্য সকল দ্বারা মহারাজের প্রশংসা করা হইয়াছে ঐ সকল বাক্য 'সম' = পক্ষপাত-দোষ যুক্ত নয়, অর্থাৎ মহারাজ ঐ প্রশংসার যোগ্য, এবং উহাতে অত্যুক্তি নাই। 'গুরু চ অব্যলীকং'—মহারাজ বিরজস্ক, বিশোক-লোকে গমন করিবেন এই বাক্য 'গুরু' অর্থাৎ গভীর ভাবযুক্ত হইলেও উহা 'অব্যলীক' = অলীক অর্থাৎ কাল্পনিক নয়, ইহা সত্য। ত্রিপৃষ্ঠে —তিন ভোগলোকের পৃষ্ঠে = উপরিভাগে যে সত্যলোক আছে তাহাতে; 'বেদাঃ যথা'--বেদ জ্ঞানময়, আপনারাও সেইরূপ জ্ঞানময়। [পাঠান্তরে 'দেবাঃ' পদ ব্যবহার হয়, আপনারা দেবতুল্য] আপনারা কেবল জ্ঞানময় নহেন, আপনারা সবিশেষ কৃপালু এই ভাব প্রকাশের জন্য বলিতেছেন যে 'আত্মশীলং পরানুগ্রহং ঋতে' = অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদের 'আত্মশীল' = নিজের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম বশতঃই আপনারা আসিয়াছেন; ইহা ছাড়া 'ন ইহ ন অমুত্র [চ]' = ইহলোকে বা পরলোকে লভ্য কোন 'অর্থঃ' = প্রয়োজন নাই; অর্থাৎ কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আপনারা আমার নিকট আসেন নাই। সর্ব্বতঃ = নানাস্থান হইতে আপনারা এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন [অর্থাৎ পরামর্শ করিয়া সকলে একস্থান হইতে আসেন নাই,] অর্থাৎ কেবল স্নেহের প্রেরণায় নানা স্থান হইতে সকলে এখানে 'সমাগতাঃ' সং = যুগপৎ + আগতাঃ = আসিয়াছেন, আসিয়া একত্র হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা—ঋষিগণের প্রশংসা বাক্য মধুর হইলেও অত্যুক্তি দোষ

রহিত ছিল ; এবং গম্ভীর ভাবযুক্ত হইলেও তাঁহারা যে মোক্ষ লাভের কথা বলিলেন উহা কাল্পনিক নয় ; ঐ বাক্য সর্ব্বথা সত্য ছিল। শ্রীহরির লীলা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়া মহারাজ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—সত্যলোকে যেরূপ জ্ঞানময় চতুর্ব্বেদ আছেন, আপনারা সেইরূপ জ্ঞানের মূর্ত্তি ; এবং সেই সঙ্গে আপনার স্বভাবতঃই কৃপালু ; কোন ঐহিক বা পারত্রিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনারা এখানে আসেন নাই, আমার প্রতি আপনাদের সকলেরই কৃপা আছে বলিয়া নানাস্থানে থাকিলেও সকলে যুগপৎ আসিয়া এখানে একত্র হইয়াছেন।

ততশ্চ বঃ পৃচ্ছ্যমিদং বিপৃচ্ছে
বিস্রভ্য বিপ্রা ইতি কৃত্যতায়াম্।
সর্ব্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং
শুদ্ধঞ্চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ ॥২৪

(২৪)[অন্বয়]—হে বিপ্রাঃ ততঃ বিস্রভ্য বঃ ইদং পৃচ্ছ্যং বিপৃচ্ছে—অভিযুক্তাঃ [যূয়ং] সর্ব্বাত্মনা ইতিকৃত্যতায়াং [যৎ] শুদ্ধং কৃত্যং [তৎ] আমৃশত তত্র ম্রিয়মাণৈঃ চ [যৎ শুদ্ধং কৃত্যং তৎ অপি আমৃশত চ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ততঃ = যেহেতু আপনারা জ্ঞানী এবং কৃপালু সেই জন্য ; বিস্রভ্য = বিশ্বাস করিয়া অর্থাৎ আপনাদের প্রতি আস্থাবান হইয়া ; বিপৃচ্ছে = বি = বিশেষরূপে, আগ্রহের সহিত + পৃচ্ছে = জিজ্ঞাসা করি ; পৃচ্ছ্যং = জিজ্ঞাসিতব্য বিষয় ; 'বঃ' = আপনাদিগকে ; অভিযুক্তাঃ = জিজ্ঞাসিতাঃ ; সর্ব্বাত্মনা = সকল অবস্থায়, অর্থাৎ সুস্থ বা অসুস্থ, গৃহী বা সন্ন্যাসী ইত্যাদি অবস্থায়—মানবের সাধারণ ধর্ম্ম অনুসারে যে 'ইতিকৃত্যতা' = ইতি অর্থাৎ ইহাই + 'কৃত্যতা' = কর্ত্তব্যতা, তপঃ যোগাদি যে যে বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে ; 'শুদ্ধং কৃত্যং' = যে সকল কৃত্য = অনুষ্ঠান ; শুদ্ধ = সর্ব্ববিধ দোষ রহিত ; তাহা আমৃশত = সম্যক্ ভাবে

বলুন। এবং 'তত্র' = জনসাধারণের যে ইতিকৃত্যতা আছে তাহার মধ্যে; ম্রিয়মাণৈঃ = যাঁহারা আসন্নমৃত্যু, সেইরূপ মানবগণের পক্ষে [যৎ শুদ্ধং কৃত্যং ইত্যাদি] = যে সকল অনুষ্ঠান দোষ রহিত তাহাও বলুন। মহারাজ মুনিগণকে দুইটি প্রশ্ন করিলেন যথা (ক) সাধারণ মানবের পক্ষে কি কি অনুষ্ঠান বিধেয়, এবং (খ) মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে কি কি অনুষ্ঠান করা উচিত।

ব্যাখ্যা—হে বিপ্রগণ! আপনারা জ্ঞানী এবং কৃপালু অতএব আপনাদের বাক্যে আমি বিশ্বাস স্থাপন করি। সেইজন্য অতি আগ্রহের সহিত আমার জ্ঞাতব্য এই দুইটী বিষয় আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—সকল আশ্রমের মানবের জন্য তপঃ যোগাদি যে সকল অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ নির্দ্ধারিত বিষয় সকলের মধ্যে কি কি অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে দোষ রহিত তাহা আমাকে বলুন, এবং ঐ নির্দ্দোষ অনুষ্ঠান সকলের মধ্যে কোন কোন গুলি আসন্ন মৃত্যুর অবস্থায় পালন করা উচিত তাহাও বলুন।

> **তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো**
> **যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ।**
> **অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো**
> **বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ ॥২৫**

(২৫) [অন্বয়]—অলক্ষ্যলিঙ্গঃ নিজলাভতুষ্টঃ অবধূতবেশঃ অনপেক্ষঃ [ইব] যদৃচ্ছয়া গাং অটমানঃ ব্যাসপুত্রঃ ভগবান্ [শুকঃ] বালৈঃ বৃতঃ [সন্] তত্র অভবৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—অলক্ষ্যলিঙ্গঃ = ন লক্ষ্যং লিঙ্গং (= আশ্রমাদির চিহ্ন) যস্য, যিনি কোন আশ্রমের চিহ্নই ধারণ করেন নাই; নিজলাভতুষ্টঃ—যিনি নিজেকে অর্থাৎ তাঁহার আত্মা যে চিদানন্দ-স্বরূপের অংশ, সেই আত্মস্বরূপকে লাভ করিয়া, অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্বের চিন্তা করিয়া তাহাতেই বিশুদ্ধ চিৎ ও আনন্দের অনুভূতি লাভে

তুষ্ট হইতেন অর্থাৎ যিনি আত্মারাম ছিলেন। অবধূতবেশঃ—অব=অবজ্ঞয়া+ধূতঃ=জনৈঃ ত্যক্তঃ (শ্রীধর) জনগণ যাহাদিগকে অবজ্ঞায় পরিত্যাগ করে,শুকদেব সেইরূপ লোকের ন্যায় বেশ ধারণ করিতেন। অর্থাৎ লোকের দ্বারা সম্মানিত হইবেন কি অবজ্ঞাত হইবেন সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকাতে,মূক-এবং জড়ের ন্যায় ঘুরিতেন। অনপেক্ষঃ=হীনবেশে লক্ষ্যহীন ব্যক্তির ন্যায় (ন+অপ=হেয়+ইক্ষা=দৃষ্টি যাঁহার) যিনি কোন হেয় বস্তু বা দুরাচারী ব্যক্তির দর্শন বা কোন কুকার্য্য সাধনের জন্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেন না, কেবল ব্রহ্মই তাঁহার চিন্তার একমাত্র বস্তু ছিলেন, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই বিরাজমান, অতএব অপর কোন বস্তুর প্রতি তাঁহার,কোন লক্ষ্য ছিল না ;ঃযদৃচ্ছয়া=যৎ= যথায়+ঋ=যাওয়া, যেদিকে যাইতে ইচ্ছা হইত, সেই দিকেই গমন করিয়া ; 'গাং অটমানঃ'=দেশের নানা স্থানে যিনি বিচরণ করিতেন। 'অভবৎ'=আগমন করিলেন, এমন অতর্কিত ভাবে আসিলেন যে বোধ হইল যেন, তিনি 'তত্র'=সেই সভার মধ্যেই, 'অভবৎ'=ভূমি হইতে বাহির হইলেন (ভূ=জন্ম গ্রহণ করা)। বালৈঃ বৃতঃ=শুকদেব নিজে ষোড়শবর্ষ বয়স্ক এবং বালকের ন্যায় সরলচিত্ত ছিলেন, বোধ হয় সেইজন্য তাঁহার সহিত সমধর্ম্মী ও সরলমতি বালকবৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্ঠন করিয়াছিল। ভগবান্=তপঃ জ্ঞান এবং যোগাদির ঐশ্বর্য্যে ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন।

ব্যাখ্যা—মহারাজ প্রশ্ন করার পরে ব্যাসনন্দন শুকদেব এত অকস্মাৎ সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন যে, বোধ হইল যেন তিনি ঐ সভাস্থলেই ভূমি হইতে উত্থিত হইলেন। তিনি কোন আশ্রমের চিহ্নই ধারণ করিতেন না, নিয়ত আত্মতত্ত্বচিন্তাতেই তুষ্ট থাকিতেন ; যে অবধূতগণকে লোকে অবজ্ঞায় পরিত্যাগ করে, শুকদেবের বেশ তাহাদেরই তুল্য ছিল ; নিয়ত ব্রহ্মচিন্তায় নিরত থাকাতে অপর কোন বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি ছিল না ; তিনি যদৃচ্ছাক্রমে নানাস্থানে ঘুরিতেন, এবং তপঃ যোগাদির ঐশ্বর্য্যে তাঁহাকে ঐশী শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইত।

শুকদেবের আগমন আকস্মিক ঘটনা নয়— স্বামীপাদ বলেন যে 'যাগযোগতপোদানাদিভির্বিবদমানেষু সৎসু' অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তিমকালে যজ্ঞ, তপঃ দান ইত্যাদি কি কি কর্ত্তব্য, সেই সম্বন্ধে ঋষিগণের মধ্যে যখন বিবাদ হইতেছিল তখন শুকদেবের আগমন হইল। বিবাদের কথা ভাগবত লেখেন না। কেবল সমবেত মুনিগণের মধ্যে কেহই তখন মহাসন গ্রহণ করিয়া মহারাজের প্রশ্নের উত্তর প্রদান আরম্ভ করেন নাই, এই কথাই ২৯ শ্লোক হইতে দেখা যায়। মোট কথা এই যে, মুনিগণের মধ্যে অনেকেই এক এক সম্প্রদায়ের সাধন-মার্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। শুকদেব ঐ সকল সাধনোপায়ের পরাকাষ্ঠা লাভ করাতে সর্ববিধ সাধন-পদ্ধতির সমন্বয় করিতে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতে যাহাতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা না থাকে, যাহাতে মানবগণের নিকট শ্রেয়ঃ লাভের উদার মার্গ প্রদর্শিত হয়, এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই সভায় শুকদেবের আগমন হইয়াছিল। শুকদেবকে এইভাবে প্রেরণ করা স্বয়ং শ্রীভগবানেরই লীলা, এই ঘটনা আকস্মিক নয়। মানবের হিতসাধনের জন্য শ্রীভগবান এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদ-
করোরুবাহ্বংসকপোলগাত্রম্।
চার্ব্বায়তাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণ-
সুভ্রাননং কম্বুসুজাতকণ্ঠম্॥২৬

নিগূঢ়জত্রুং পৃথুতুঙ্গবক্ষস-
মাবর্ত্তনাভিং বলিবল্গূদরঞ্চ।
দিগম্বরং বক্ত্রবিকীর্ণকেশং
প্রলম্ববাহুং স্বমরোত্তমাভম্॥২৭

শ্যামং সদাপীব্যবয়োঽঙ্গলক্ষ্ম্যা
স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং রুচিরস্মিতেন।

প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্য-
স্তল্লক্ষণজ্ঞা অপি গূঢ়বর্চ্চসম্।২৮

(২৬-২৮) [অন্বয়] অন্বয়ে এই শ্লোক তিনটীর প্রধান বাক্য হইল—'তল্লক্ষণজ্ঞাঃ তে মুনয়ঃ 'গূঢ়বর্চ্চসং অপি তং [দৃষ্ট্বা] স্বাসনেভ্যঃ প্রত্যুত্থিতাঃ'। 'দ্ব্যষ্টবর্ষং' প্রভৃতি অপর অপর পদগুলি 'তং' পদের বিশেষণ। শুকদেব দেখিতে কিরূপ ছিলেন, তাহাই এই সকল বিশেষণ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। অন্বয়ে এই বিশেষণ গুলির পুনরুক্তি না করিয়া শব্দার্থে প্রধান পদ সকল দেওয়া হইল।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—গূঢ়বর্চ্চসং অপি শুকদেবের বর্চ্চ=তেজ, গূঢ়=প্রচ্ছন্ন থাকিলেও; তল্লক্ষণজ্ঞাঃ=যাঁহারা শুকদেবের 'লক্ষণ'=আকারাদির বিষয় অবগত ছিলেন,তথায় সমবেত সেই মুনিগণ 'তং [দৃষ্ট্বা]'=শুকদেব স্বয়ং সভায় উপস্থিত হইয়াছেন ইহা দেখিয়া; 'স্বাসনেভ্যঃ'=আপন আপন আসন হইতে, 'প্রত্যুত্থিতাঃ—প্রতি +উত্থিতাঃ =আপন আপন আসন পরিত্যাগ করিয়া শুকদেবের প্রতি সম্মান এবং সমাদর প্রদর্শনের জন্য তাঁহার নিকট গমন করিলেন। শুকদেব দেখিতে কিরূপ তাহাই পরবর্ত্তী বিশেষণ সকল দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। ২৮ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অন্বয় 'অপীব্যবয়োঽঙ্গলক্ষ্ম্যা রুচির স্মিতেন [চ] স্ত্রীনাং মনোজ্ঞং।

দ্ব্যষ্টবর্ষ—দ্বি+অষ্ট=ষোড়শ হইয়াছে বর্ষ বয়স যাঁহার। সুকুমার= সুগঠিত হইয়াছে পাদ +কর+উরু + বাহু + অংস (=স্কন্ধ দেশ)+কপোল (=গণ্ডস্থল) এবং গাত্র যাঁহার (মসৃনতাই গাত্রের সৌকুমার্য্য প্রকাশক)। আননখানি কিরূপ? তাই বলিলেন (ক) চার্ব্বায়াতাক্ষঃ 'চারুণী আয়তে অক্ষিণী যস্মিন্' ঐ আননে যে নেত্রদ্বয় ছিল, তাহা চারু=সুন্দর এবং আয়ত=সুদীর্ঘ ছিল ('টানা চোখ') এবং (খ) ঐ আনন 'উন্নস'='উৎ' সুদীর্ঘ নাসা যুক্ত ছিল, (গ) 'তুল্যকর্ণ'=লম্বত্রস্বাদি বৈষম্য শূন্য অর্থাৎ

কর্ণদ্বয় নাতিদীর্ঘ এবং নাতিহ্রস্ব ও আননের যোগ্য (মানান সই) ছিল; এবং (ঘ) ঐ আনন সুভ্রূ = সুন্দর ভ্রূদ্বয়যুক্ত ছিল।

আননের কথা বলিয়া কণ্ঠের উল্লেখে বলিলেন যে, শুকদেবের কণ্ঠ 'কম্বুসুজাত'—কম্বু = শঙ্খ তাহার ন্যায় রেখাঙ্কিত হওয়াতে 'সুজাত'—সু = সুন্দর ভাবে + জাত = সৃষ্ট। জত্রু = কণ্ঠের অধো-ভাগস্থিত অস্থিদ্বয় (collar bones); 'নিগূঢ়' মাংস দ্বারা নি = সম্পূর্ণ-ভাবে গূঢ় = আচ্ছাদিত ছিল, নিগূঢ়ে জত্রুণী যস্য; বক্ষস্থল 'পৃথু' = বিস্তৃত এবং 'তুঙ্গ' = সমুন্নত ছিল; আবর্ত্তনাভিঃ = আবর্ত্তবৎ নাভি যস্য, অর্থাৎ জলে যখন আবর্ত্ত হয় তখন সেখানে যেরূপ একটী circling গহ্বর দেখা যায়, শুকদেবের নাভিগিহ্বর সেইরূপ সুন্দর এবং সুগভীর ছিল; বলিবল্গুদরং—বলিভি অর্থাৎ বক্র নিম্নরেখা সকল দ্বারা বল্গু = সুরম্য হইয়াছিল উদর যাঁহার। 'দিগম্বরং' = দিক্ এব অম্বরং যস্য; শুকদেব উলঙ্গ ছিলেন; ভেদভাব রহিত হওয়াতে এই অবস্থায় থাকিতে তাঁহার লজ্জা হইত না। চক্রবিকীর্ণকেশং—তাঁহার কেশ চক্র = কোঁকড়া + বিকীর্ণাঃ = চারিদিকে ব্যপ্ত হইয়াছে কেশ সকল যাঁহার; তাঁহার মস্তকে কেশের সল্পতা ছিল না, 'বিকীর্ণ' পদ, এই ভাবই প্রকাশ করে। প্রলম্ববাহু = প্রকৃষ্টভাবে লম্ব = দীর্ঘ বাহুদ্বয় আছে যাঁহার; আজানুলম্বিত বাহুযুক্ত। তাহার পর দেহের জ্যোতিঃ উপলক্ষে বলিলেন, 'স্বমরোত্তমাভং'—সু = শ্রেষ্ঠ + অমর = দেবতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবগণের মধ্যেও যে দেবগণ উত্তম = শ্রেষ্ঠতম তাঁহাদের দেহের আভার ন্যায় আভা = কান্তি যাঁহার, অর্থাৎ অত্যু-জ্জ্বলকান্তি। শ্যামং = শুকদেব শ্যামবর্ণ ছিলেন; অপীব্যবয়ো-ঙ্গলক্ষ্ম্যাঃ = অপীব্যং, যাহাতে স্থূলতা হয় না এরূপ যে বয়ঃ অর্থাৎ যে নবযৌবনে শরীরের স্থূলতা হয় না (প্যা = বৃদ্ধি পাওয়া) তাহার শোভা এবং লালিত্য দ্বারা। 'অঙ্গলক্ষ্মী' = দেহকান্তি, তদ্দ্বারা; অর্থাৎ নবযৌবনে যে দেহকান্তি হয় সেই দেহকান্তি দ্বারা যিনি স্ত্রীণাং মনোজ্ঞ ছিলে; এবং 'রুচির স্মিতেন' = (রুচ্ = দীপ্তি পাওয়া);

মৃদুমধুর হাস্য দ্বারা যিনি স্ত্রীগণের মনোজ্ঞ = মনোমোহনকারী ; অর্থাৎ শুকদেবের অঙ্গসৌষ্ঠব ত ছিলই অধিকন্তু তাঁহার নবযৌবনের দেহ-কান্তি এবং মধুর হাস্য দ্বারা নারীগণও মুগ্ধ হইতেন।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থে দেওয়া হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

স বিষ্ণুরাতোঽতিথয়ে আগতায়
তস্মৈ সপর্য্যাং শিরসাজহার।
ততো নিবৃত্তা হ্যবুধাঃ স্ত্রিয়োঽর্ভকা
মহাসনে সোপবিবেশ পূজিতঃ ॥২৯

(২৯) [অন্বয়] সঃ বিষ্ণুরাতঃ তস্মৈ আগতায় অতিথয়ে শিরসা সপর্য্যাং আজহার। ততঃ অবুধাঃ স্ত্রিয়ঃ অর্ভকাঃ [চ] নিবৃত্তাঃ হি [সঃ] পূজিতঃ [সন্] মহাসনে উপবিবেশ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—বিষ্ণুরাতঃ = পরীক্ষিৎ ; যিনি বিষ্ণু দ্বারা মাতৃগর্ভে রাতঃ = রক্ষিত হইয়াছিলেন [এবং এখনও বিষ্ণু যাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন]। তস্মৈ শিরসা সপর্য্যাং আজহার—শিরসা = মস্তকের দ্বারা ; সপর্য্যা = পূজোপকরণ অর্ঘ্যাদি, তস্মৈ আজহার = শুকদেবের সমীপে আনয়ন করিলেন ; অর্থাৎ মস্তকে অর্ঘ্য প্রভৃতি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন (আ = সমীপে + হৃ = আনয়ন করা)। মহারাজ এইরূপ সম্মান করিতেছেন দেখিয়া, যে স্ত্রিয়ঃ = নারীগণ, শুকদেবের রূপে মুগ্ধ হইয়া, ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্প এই জ্ঞানে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং যে বালকগণ তাঁহাকে ক্ষিপ্ত ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল ; সেই অবুধাঃ = শুকদেবের মহিমা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ স্ত্রী ও বালকগণ যখন 'নিবৃত্তাঃ' = চলিয়া গেল, তখন 'পূজিতঃ সন্' = মহারাজ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া ; মহারাজ পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান এবং প্রণাম করার পরে, এবং মুনিগণের কেহ প্রণাম, কেহ আলিঙ্গন, এবং নারদ ও ব্যাস প্রভৃতি যখন শিরোঘ্রাণ এবং কুশলপ্রশ্নাদি দ্বারা যখন শুকদেবের প্রতি পূজা

অর্থাৎ সমাদর প্রদর্শন করিলেন, তাহার পর শুকদেব মহাসনে—সেই সভায় যে গুরুর আসন ছিল তাহাতে উপবেশন করিলেন।

ব্যাখ্যা—মহারাজ পরীক্ষিৎ আপন মস্তকে শুকদেবের জন্য পাদ্য অর্ঘ প্রভৃতি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন; [শ্রীধর বলেন ইহা মহারাজ কর্ত্তৃক আত্মনিবেদন জ্ঞাপক]। তখন শুকদেবের রূপে মুগ্ধ হইয়া যে যুবতীগণ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, এবং যে বালকগণ তাঁহাকে ক্ষিপ্ত মনে করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, এই উভয়বিধ অজ্ঞগণ চলিয়া গেল। তাহার পরে মহারাজ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শুকদেব সভামণ্ডপে গুরুর আসন গ্রহণ করিলেন।

স সংবৃতস্তত্র মহান্ মহীয়সাং
ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিদেবর্ষিসঙ্ঘৈঃ।
ব্যরোচতালং ভগবান্ যথেন্দু-
গ্রহর্ক্ষতারানিকরৈঃপরীতঃ ॥৩০

(৩০) [অন্বয়] মহীয়সাং মহান্ [সঃ] ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিদেবর্ষিসংঘৈঃ তত্র সংবৃতঃ [সন্] যথা গ্রহ-ঋক্ষ-তারানিকরৈঃ পরীতঃ ভগবান্ ইন্দুঃ [রোচতে] তথা অলং ব্যরোচত।

ব্যাখ্যা—যে শুকদেব মহৎ গণেরও মধ্যে অতি মহৎ ছিলেন তিনি 'তত্র'—সেই প্রায়োপবেশন সভায় মহাসনে থাকার সময়ে ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি এবং দেবর্ষিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যেন গ্রহ নক্ষত্র এবং তারকাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন; [এই উপমা দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন যে, গ্রহ নক্ষত্রাদির শোভা অপেক্ষা চন্দ্রের শোভা যেমন অত্যধিক, শুকদেবের শোভাও ঋষিগণেয় প্রভা অপেক্ষা অত্যধিক ছিল; এবং গ্রহ ও নক্ষত্র সকল চন্দ্রের চারিদিকে থাকিয়া যেমন চন্দ্রের শোভা বৃদ্ধি করে, ঋষিগণও শুকদেবকে পরিবেষ্টন করিয়া সেইরূপ তাঁহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন]।

প্রশান্তমাসীনমকুণ্ঠমেধসং
মুনিং নৃপো ভাগবতোঽভ্যুপেত্য।
প্রণম্য মূর্দ্ধাবহিতঃ কৃতাঞ্জলি-
র্নত্বা গিরা সূনৃতয়ান্বপৃচ্ছৎ ॥ ৩১

(৩১) [অন্বয়] ভাগবতঃ নৃপঃ প্রশান্তং আসীনং অকুণ্ঠমেধসং মুনিং [শুকং] অভ্যুপেত্য অবহিতঃ [সন্] মূর্দ্ধা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] [পুনঃ] নত্বা সূনৃতয়া গিরা অন্বপৃচ্ছৎ।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ভাগবতঃ=ভগবদ্ভক্ত; প্রশান্তং=স্থির ও ধীরচিত্ত, এই মহাসভায় সভাপতির আসনে বসিয়া যাঁহার চিত্তে গর্ব্বের উদয় হয় নাই, অথবা 'আমি এই উচ্চপদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব কি না' এইরূপ কোন আশঙ্কারও যাঁহার মনে উদয় হয় নাই। শুকদেবের চিত্তে অক্ষুণ্ন ভাবে স্থৈর্য্য থাকার কারণ এই যে, যে ব্রহ্ম প্রকৃষ্ট এবং সর্ব্ববিধ শান্তির আধার শুকদেবের চিত্ত তখন সেই ব্রহ্মেই নিবদ্ধ ছিল। আসীনং=মহাসনে উপবিষ্ট; অকুণ্ঠমেধসং=যাঁহার মেধায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে 'কুণ্ঠা'=মায়া দ্বারা সৃষ্ট সঙ্কীর্ণতা, ছিল না। অতএব শুকদেবের মেধা সকল বিষয়কেই আয়ত্ত করিতে সক্ষম ছিল; সর্ব্বার্থেষু মেধা যস্য (শ্রীধর)। ব্যাসকে দীক্ষিত করার সময় নারদ বলিয়াছিলেন যে, যিনি আপন চিত্তকে সম্যগ্ ভাবে ভগবানে নিবদ্ধ করিতে পারেন তাঁহার বুদ্ধির অগম্য কিছুই থাকে না, 'স সম্যক্-দর্শনঃ পুমান্'। অভ্যুপেত্য—অভি=শুকদেবকে লক্ষ্য করিয়া, উপ=সমীপে+এত্য=গমন করিয়া, অর্থাৎ শুকদেবের শরণাগত হইয়া; অবহিতঃ [সন্]—একান্ত ভক্তির সহিত (অব+ধা=স্থাপন করা, চিত্ত স্থাপন করা); [পুনঃ] নত্বা=অত্যধিক সম্মান প্রদর্শনের জন্য দ্বিতীয় বার প্রণাম করিয়া; সূনৃতয়া গিরা=সুমধুর বাক্য দ্বারা। অন্বপৃচ্ছৎ—অনু=অনুসৃত্য, আশ্রিতের ন্যায় বিনীত ভাবে+অপৃচ্ছৎ=জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্যাখ্যা—শুকদেব যখন মহাসনে উপবেশন করিয়া প্রশান্ত-

ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন তখন মহারাজ মুনির জন্য পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি আপন মস্তকে ধারণ করিয়া সেই 'অকুণ্ঠমেধা' (শব্দার্থ দেখ) মুনির সমীপে উপগত হইয়া ভক্তিভরে অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আশ্রিত ব্যক্তি প্রভুর নিকট যেরূপ আপনার মনের ভাব নিবেদন করে প্রশ্রয়াবনত মহারাজও সেই ভাবে সুমধুর বাক্য দ্বারা মুনির নিকট আপন মনের ভাব নিবেদন করিলেন।

অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্ সংসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ।
কৃপয়াতিথিরূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ॥৩২
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ
কিং পুনর্দ্দর্শন স্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥৩৩
সান্নিধ্যাৎ তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি।
সদ্যো নশ্যন্তি বৈ পুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ॥৩৪

(৩২-৩৪) [অন্বয়] হে ব্রহ্মন্! যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং গৃহাঃ বৈ সদ্যঃ শুধ্যন্তি, দর্শন-স্পর্শ-পাদ-শৌচাসনাদিভিঃ [বৈ শুধ্যন্তি ইতি] কিং পুনঃ, [এবম্বিধৈঃ] ভবদ্ভিঃ কৃপয়া অতিথিরূপেণ তীর্থকাঃ কৃতাঃ বয়ং ক্ষত্রবন্ধবঃ [অপি] অদ্য সংসেব্যাঃ। হে মহাযোগিন্ বিষ্ণোঃ [সান্নিধ্যাৎ] সুরেতরাঃ ইব তে সান্নিধ্যাৎ পুংসাং মহান্তি অপি পাতকানি সদ্যো বৈ নশ্যন্তি।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—যেষাং সংস্মরণাৎ = যে সাধুগণকে সং = সম্যক (অর্থাৎ সর্ব্বান্তঃকরণে এবং শ্রদ্ধার সহিত) স্মরণ করিলে; গৃহাঃ সদ্যঃ শুধ্যন্তি—সদ্য = অবিলম্বে অর্থাৎ স্মরণ করা মাত্রই অর্থাৎ অচিরে; 'শুধ্যন্তি' = সেই গৃহের অধিবাসিগণ যতই পাপ করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন। অর্থাৎ কামলোভাদির মালিন্য দূর হয়। বিশ্বনাথ বলেন যে গৃহবাসীগণ ত বিশুদ্ধ হইবেনই, এমন কি, যে গৃহে তাঁহাদের বাসস্থান সে গৃহও বিশুদ্ধ হয়। 'কিং পুনঃ'—বিশুদ্ধ হইবে তাহাতে আর কথা

কি ? অর্থাৎ অবশ্যই বিশুদ্ধ হইবে। তীর্থকাঃ = যোগ্যাঃ, অর্থাৎ তীর্থের ন্যায় পবিত্র ; ক্ষত্রবন্ধবঃ = ক্ষত্রিয়াধম ; সৎসেব্যাঃ = সাধুগণের আদরণীয় ; সান্নিধ্যাৎ = সন্নিকটে থাকাতে।

ব্যাখ্যা—শুকদেবকে সম্বোধন করিয়া মহারাজ বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্ ! আপনার ন্যায় সাধুর চরিত্রাদি একাগ্রভাবে ধ্যান করিলে ধ্যানকারীর চিত্ত ত অবশ্যই বিশুদ্ধ হয়। তাঁহার বাসগৃহও অবিলম্বে পবিত্র হয়। আপনার দর্শন, পাদস্পর্শ, পাদ প্রক্ষালন এবং উপবেশন দ্বারা সেবাকারীর চিত্ত এবং গৃহ যে পবিত্র হইবে তাহা বিচিত্র কি ? আপনি অতিথিরূপে আগমন করিয়া আমার ন্যায় ক্ষত্রিয়াধমকে তীর্থের ন্যায় পবিত্র এবং সাধুগণের আদরণীয় করিলেন। বিষ্ণুর নিকটে থাকিয়া অসুরগণের পাপ নাশ হইয়াছিল। হে মহাযোগিন্ মানবের পূর্ব্বজন্মে সঞ্চিত যতই মহাপাতক থাকুক না কেন,আপনার সান্নিধ্যে থাকিতে পাইলে ঐ পাতক সকলও সদ্য বিনষ্ট হয়।

সাধুসঙ্গ দ্বারা চিত্তশুদ্ধির রহস্য—'সং' অর্থাৎ সম্যগ্-ভাবে যখন সাধুগণকে স্মরণ করা হয় সেই সময় মনে অপর কোন চিন্তা থাকে না, এমন কি নিজের পাপমুক্তি হইবে কিনা, সে চিন্তারও কাহার কাহারও মনে উদয় হয় না, সন্দেহ ত থাকেই না। মন তখন কেবল সাধুগণের উৎকর্ষ চিন্তাতেই বিভোর থাকে। ধ্যান করিতে করিতে সাধক যেরূপ ধ্যেয় বস্তুতে লীন হন, কোন সাধুকে 'সংস্মরণের' সময় স্মরণকারীও সেইরূপ হন। সাধুর গুণেই সেইরূপ বিভোর অবস্থায়, অর্থাৎ এই লীন ভাবের সময়, ধ্যেয় সাধুর শক্তি ধ্যান ধারণার ন্যায় ধ্যানকারীর চিত্তে প্রবেশ করে। অর্থাৎ সাধুদিগের শুদ্ধশক্তি 'সংস্মরণ'-কারীর চিত্তে প্রবেশ করিয়া চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করে। এই তত্ত্বের পরিচয় অপর অপর বিষয়েও পাওয়া যায়। কেহ যখন প্রগাঢ়ভাবে কোন কলুষিত বস্তুর চিন্তা করেন তখন তাঁহার চিত্ত কলুষিত হয়, এবং যখন কেহ সেইভাবে কোন বিশুদ্ধ বস্তুর চিন্তা করেন, তখন তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হয়।

অপি মে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুসুতপ্রিয়ঃ।
পৈতৃষ্বসেয়প্রীত্যর্থং তদ্গোত্রস্যাত্তবান্ধবঃ ॥৩৫
অন্যথা তেঽব্যক্তগতের্দর্শনং নঃ কথং নৃণাম।
নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্য বনীয়সঃ ॥৩৬

(৩৫-৩৬) [অন্বয়] পাণ্ডুসুতপ্রিয় ভগবান্ কৃষ্ণঃ অপি পৈতৃষ্বসেয় প্রীত্যর্থং তদ্গোত্রস্য আত্তবান্ধবঃ [সন্] মে প্রীতঃ। অন্যথা নৃণাং অব্যক্তগতেঃ [অপি] সংসিদ্ধস্য বনীয়সঃ তে দর্শনং নিতরাং ম্রিয়মাণানাং [অস্মাকং সম্বন্ধে] কথং [ভবেৎ]

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—পৈতৃষ্বসেয় প্রীত্যর্থং—পিতৃষ্বসা = পিসী কুন্তী (পিতৃ + স্বসা = ভগ্নী) তাঁহার পুত্র,অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদি।) তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণের যে 'প্রীতি' অর্থাৎ সখ্য ছিল, সেই প্রীতি হইয়াছে অর্থ = প্রয়োজন যাহাতে ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পিসীর পুত্র যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সখ্য বশত 'তদ্গোত্রস্য'--তৎ = তেষাং, সেই পৈতৃষ্বসেয় যুধিষ্ঠিরাদির গোত্র = বংশে জাত যে আমি সেই আমার প্রতি আত্তবান্ধবঃ আত্ত = স্বীকৃত হইয়াছে 'বান্ধবঃ' = বন্ধুর (অর্থাৎ কুটুম্বের) কার্য্য যাঁহা দ্বারা—যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা। আমার এমন কোন গুণই নাই যাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারি। তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডুনন্দনদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিসতুতো ভাই ছিলেন, অতএব বোধ হয় এই সখাগণের প্রীতির জন্য আমার প্রতি এই বন্ধুর = হিতৈষী কুটুম্বের কার্য্য করিয়াছেন। 'ভগবান্' পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্য এবং তৎসঙ্গে প্রেরণা শক্তিরও ইঙ্গিত করে। আমার প্রতি বন্ধুতা স্বীকার করাতে তিনি নিজ প্রেরণা শক্তি দ্বারা আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। অন্যথা = শ্রীকৃষ্ণের কৃপা না হইলে ; নৃণাং অব্যক্তগতেঃ = যে আপনার গতি 'নৃনাং' = লোকগণের নিকট অব্যক্ত = প্রকাশিত হইত না ; অর্থাৎ আপনি অমুক দিন অমুক স্থানে

যাইবেন ইহা নির্দ্দেশ করিয়া ঘুরিতেন না, যখন যেখানে যাইতে ইচ্ছা হইত তথায় যাইতেন [এই পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই যে আপনি কখন কোথায় থাকেন তাহা জানা না থাকাতে লোক পাঠাইয়া আপনাকে এখানে আনা অসম্ভব ছিল] সংসিদ্ধস্য=যিনি সম্যক সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এরূপ যে আপনি, সেই আপনার। এই পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই যে আপনার কাম্য বস্তু কিছুই নাই, সুতরাং কোন বস্তু প্রার্থনার জন্য আমার কাছে আসার সম্ভাবনাও ছিল না। এবং এখনও সেজন্য আসেন নাই। 'বনীয়সঃ'—স্বয়ং উপযাচক হইয়া আগমন করিয়াছেন যে আপনি, সেই আপনার ; এই পদ 'তে'পদের বিশেষণ। 'বন্' ধাতুর অর্থ কোন বস্তু প্রার্থনা করা, বনয়িতা=যাচয়িতা তাহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যিনি অতি আগ্রহের সহিত যাচ্ঞা করেন তাঁহাকে বনীয়ান্ বলে ; এই পদের ভাবার্থ এই যে, আপনি আমার হিতসাধনের জন্য অত্যাগ্রহে উপযাচক হইয়া আমাকে দর্শন প্রদান করিয়াছেন। 'বনীয়ান্' পদ দ্বারা মহারাজের হিতসাধনের জন্য শুকদেবের অত্যাগ্রহ প্রকাশ করে। 'নিতরাং ম্রিয়মাণানাং'—এক সপ্তাহ পরে যাহার মৃত্যু নিশ্চয় এরূপ যে আমি, সেই আমার পক্ষে ; নিতরাং=নিশ্চয়ই ; এই পদ ব্যবহারের গৌণ উদ্দেশ্য এই যে, আমার মৃত্যুর কেবল সাতটী দিন মাত্র বাঁকী আছে, সুতরাং সমস্ত দেশ অন্বেষণ করিয়া আপনাকে সংবাদ দেওয়ার সময়ও ছিল না।

ব্যাখ্যা—শব্দার্থের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে মহারাজ শুকদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আপনি কখন কোথায় থাকেন, তাহা পূর্ব্ব হইতে কেহ জানে না, সুতরাং অনুসন্ধান করিয়া আপনাকে এখানে আনা আমার পক্ষে অসম্ভবই ছিল ; এবং আমার জীবন এক সপ্তাহকাল মাত্র আছে, এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে খুজিয়া বাহির করার সময়ও ছিল না। আপনার কোন কাম্য বস্তুই নাই, সুতরাং তাহার প্রাপ্তির জন্য আপনি আমার নিকট

আসিতেন না, বা এখনও আসেন নাই। তথাপি যে আপনি উপযাচক হইয়া এত আগ্রহের সহিত আমার নিকট আসিয়াছেন তাহা আমার উপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ফল মাত্র। অর্থাৎ তিনিই অলক্ষ্য-ভাবে আপনার চিত্তে প্রেরণা উৎপাদন করাতে আপনি আসিয়াছেন। তিনি স্বয়ং 'ভগবান্' অতএব এই প্রেরণা উৎপাদনে তিনি সমর্থ। আমার নিজের এমন কোন সদ্গুণ নাই যাহা দ্বারা আমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এই কৃপা লাভ করিতে পারি। তবে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সখা ছিলেন, এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ-স্বসা কুন্তীর পুত্র, অতএব যুধিষ্ঠিরাদির বংশধরগণের সহিত 'বন্ধুতা' (অর্থাৎ কুটুম্বিতা) স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা যুধিষ্ঠিরাদির প্রীতি উৎপাদনের জন্যই আমার উপর এই 'প্রীতি' (= স্নেহ) দেখাইলেন। এই স্নেহ বশতঃই তিনি আপনার মনে এখানে আসার জন্য প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়াছেন। ফল কথা এই যে, আমার নিজের পুণ্যফলে আপনার দর্শন লাভ হয় নাই।

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্।
পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথা ।৩৭
যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কর্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।
স্মর্ত্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্য্যয়ম্।৩৮

(৩৭-৩৮) [অন্বয়] অতঃ যোগিনাং পরমং গুরুং [ত্বাং] সংসিদ্ধিং পৃচ্ছামি; ইহ ম্রিয়মাণস্য পুরুষস্য যৎ কার্য্যং [তৎ চ পৃচ্ছামি]। হে প্রভো! নৃভিঃ যৎ শ্রোতব্যং অথো [যৎ] জপ্যং, যৎ কর্ত্তব্যং, স্মর্ত্তব্যং বা ভজনীয়ং [তৎ] ব্রূহি, যৎ বা বিপর্য্যয়ং [তৎ অপি ব্রূহি]

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—সংসিদ্ধিং'=সম্যক সিদ্ধি যস্মাৎ তাহা সংসিদ্ধি; অর্থাৎ যে উপায় সকল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ হয়, সেই উপায় সকল কি তাহা পৃচ্ছামি=জিজ্ঞাসা করিতেছি। অর্থাৎ কি কি উপায় অবলম্বন করিলে 'সম্যক' অর্থাৎ ঐহিক ও

পারত্রিক উভয়বিধ শ্রেয়ঃ লাভ হয় তাহা বলুন। কেন শুকদেবকেই মহারাজ এই প্রশ্ন করিতেছেন তাই বলিলেন যে আপনি 'যোগিনাং পরং গুরু'—যোগিগণেরও শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা শিক্ষাদাতা অতএব সিদ্ধি-লাভের উপায় বর্ণনে সমর্থ।

এইটী হইল মহারাজের সাধারণ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশ্ন। সুস্থ বা মুমূর্ষু উভয়বিধ লোকই যাহা দ্বারা সংসিদ্ধি লাভ করিতে পারে তাহা বলুন, তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ম্রিয়মাণ=আসন্ন মৃত্যু লোকের পক্ষে 'যৎ কার্য্যং' যাহা মরণকালে অনুষ্ঠেয় এবং জন-সাধারণের অর্থাৎ সুস্থ বা অসুস্থ সকলের পক্ষে যৎ শ্রোতব্য= যাহা শ্রবণ করা উচিত, যৎ জপ্যং=যে নামাদি জপ করা উচিত, যৎ কর্ত্তব্যং=যে যাগযজ্ঞ, সেবাধর্ম্ম, স্বাধ্যায় নিয়মাদি অনুষ্ঠান করা বিধেয়, এবং যৎ বা বিপর্য্যয়ং=যাহা শ্রোতব্য জাপ্য বা কর্ত্তব্য নয়, কিম্বা যাহা স্মর্ত্তব্য বা ভজনীয়ও নয় তাহা বলুন। 'প্রভো' পদ দ্বারা শুকদেবকে সম্বোধন করিয়া মহারাজ আপন দাস্যভাব অর্থাৎ শরণাগতভাব প্রকাশ করিলেন; ভজনীয়=আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

ব্যাখ্যা—মহারাজ শুকদেবকে দুইটী প্রশ্ন করিলেন। প্রথম প্রশ্ন হইল, জনসাধারণ অর্থাৎ মুমূর্ষু ও সুস্থ উভয়বিধ অবস্থার লোকে যে সকল অনুষ্ঠান করিলে সম্যক সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে পারে তাহা বলুন। [স্বর্গাদিকে 'সিদ্ধি' বলা চলে, কিন্তু 'সং' পদ যোগ হওয়াতে যে সিদ্ধি হইতে জীব স্খলিত হয় না সেইরূপ সিদ্ধিই বুঝায় অতএব সংসিদ্ধি পদের অর্থ মোক্ষ লাভের উপায়]। নিজে আসন্নমৃত্যু অবস্থায় থাকাতে মুমূর্ষু ব্যক্তির বিশেষ কর্ত্তব্য কি সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করা মহারাজের বিশেষ আবশ্যক ছিল। তাই মুমূর্ষু-গণের কি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে মহারাজ তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। এই বিষয়ে প্রশ্ন করার পর মহারাজের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল যে, জন-সাধারণের (অর্থাৎ সুস্থ ও অসুস্থ সকল লোকেরই) শ্রবণেন্দ্রিয়ের যে সকল কর্ত্তব্য আছে (অর্থাৎ কি শ্রবণ করা উচিত) জিহ্বা এবং

মন ও বুদ্ধি এই তিন ইন্দ্রিয়ের যে সকল কর্ত্তব্য আছে (অর্থাৎ কি কি বিষয় জপ এবং স্মরণ করা উচিত) এবং সকল ইন্দ্রিয়েরই সাধারণ কর্ত্তব্য কি এবং কি কি কার্য্য করা উচিত নয় তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ['যৎ কর্ত্তব্যং' পদ দেহে স্থিত সকল ইন্দ্রিয়েরই সাধারণ কর্ত্তব্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে]। কর্ত্তব্য সাধন করিয়াও যদি কেহ বর্জ্জনীয় কার্য্য করে তাহা হইলে কর্ত্তব্য সাধন নিরর্থক হয়; তাই কর্ত্তব্য কি জিজ্ঞাসা করার পরে কি কি কার্য্য বর্জ্জনীয় তাহা জানিতে চাহিলেন। (এই অধ্যায়ের আদিতে ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
ন লক্ষ্যতে হ্যবস্থানমপি গোদোহনং ক্বচিৎ ॥৩৯

(৩৯) [অন্বয়] হে ব্রহ্মন্! ক্ব গৃহমেধিনাং গৃহেষু ভগবতঃ অবস্থানং হি গোদোহনং অপি নূনং ন লক্ষ্যতে।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা গার্হস্থ্য সুখে নিরত এরূপ লোকদিগের গৃহে আপনি একটী গাভী দোহন করিতে যত সময় লাগে সেই পরিমাণ সময়ও থাকেন না [গৃহমেধী—গৃহে = গার্হস্থ্যসুখে + মেধা = মতি যাহাদিগের]

এবমাভাষিতঃ পৃষ্টঃ স রাজ্ঞা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
প্রত্যভাষত ধর্ম্মজ্ঞো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে শ্রীশুকাগমনং
নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯॥

(৪০) [অন্বয়] ধর্ম্মজ্ঞঃ সঃ ভগবান্ বাদরায়ণিঃ রাজ্ঞা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা এবং আভাষিতঃ পৃষ্টঃ [চ] প্রত্যভাষত।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত অন্বয়ে
ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শব্দার্থ ও রসবিবৃতি—ধর্ম্মজ্ঞঃ = যিনি ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত ছিলেন, অতএব মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দানেও সমর্থ ছিলেন। 'ধর্ম্ম' পদ দ্বারা ভক্তি, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাধনমার্গের সমষ্টি বুঝায়। অতএব যিনি সকল সাধনমার্গেই পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ 'ধর্ম্ম' কি তাহাই জানিতেন, তিনিই 'ধর্ম্মজ্ঞ'। ভগবান্ = জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য সমন্বিত হওয়াতে ঐশী-শক্তিযুক্ত; বাদরায়ণিঃ—ব্যাসনন্দন শুকদেব; 'বাদরায়ণ' পদ দ্বারা জ্ঞান-মার্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পিতা ব্যাসের উপযুক্ত পুত্র, ইহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। শ্লক্ষ্ণয়া গিরা = মধুর বাক্য-দ্বারা; আভাষিত = আদৃত (আ = আগ্রহের সহিত + ভাষিত = কথিত) এবং পৃষ্টঃ = জিজ্ঞাসিত, অর্থাৎ মহারাজ শুকদেবের প্রতি সমাদার প্রদর্শন করিলেন এবং প্রশ্নও করিলেন। প্রত্যভাষত—প্রতি = মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে + অভাষত = বলিলেন।

ইতি মদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীতোষিণী টীকায় উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঢ্য।—মহারাজ কর্ত্তৃক উপরে উক্ত মধুর বাক্য দ্বারা সমাদৃত হওয়ার পরে, সর্ব্ববিধ সাধনমার্গে পারদর্শী হওয়াতে ধর্ম্মজ্ঞ এবং যোগাদি ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হওয়াতে যেন ভগবানের তুল্য শক্তিমান্ এবং জ্ঞানে পিতা ব্যাসের উপযুক্ত পুত্র শুকদেব মহারাজের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যায় উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

প্রথম স্কন্ধ সমাপ্ত

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (প্রথম

প্রথম খণ্ড (১—৯ অধ্যায়)

আলোচিত বিষয়ের সূচী (বর্ণমালানুসারে)

[দ্রষ্টব্য—আলোচিত বিষয়ের উল্লেখের পরে পত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে]

অ

উ

ঋ

ক

গ

জ

ত

দ

ন

প

ভ

ম

য

শ

দ্বিতীয় খণ্ড (১০—১৯ অধ্যায়)

আলোচিত বিষয় সূচী (বর্ণমালানুসারে)

[দ্রষ্টব্য—আলোচিত বিষয়ের উল্লেখের পরে পত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে]

অ

ঈ

ঋ

ক

গ

দ

ধ

প

ব

ভ

ম

য

শ

স

হ